বইখানি কবি ৺মোহিত লাল মজুমদারের স্মরণে উৎসর্গ করিলাম।

ব. ভ. ম.

বরযাত্রী

[১]

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজে... ...পু, গোরাচাঁদ আর ঘেঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গনশার অপেক্ষা; ... আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজ-গো... ...এর পূর্বেও আসিয়া কয়েকবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ ...কাইয়া দক্ষিণ গলাটা নির্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল; প্রশ্ন করিল, "এল র‍্যা?"

ঘেঁৎনা বলিল, "ওর মামা ওকে যে রকম আগলে বসে আছে দেখলাম—"

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ হইল, এবং গনশা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল, "গ-গ গনশাকে আটকায়, সে এখনও মা-ম্মায়ের পেটে।"

ছোকরা একটু তোতলা; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে একএকটা অক্ষর প্রায়ই দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। ডান দিকের ভ্রূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল, "তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হত গনশা। এতদিন হাঁটাহাঁটি করে সাহেব যদি বা ইন্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্রী যাওয়ার লোভে—"

ঘেঁৎনা বলিল, "তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার।"

গনশা বলিল, "তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমার নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি গ-গ, গনশা, তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ করুগে।"

গণেশের কথাটা বলিবার হক আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে, এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া লায়েক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আপাতত এ কয়দিন ধরিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সে-ই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্বে বাসর-দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল হিন অধিগত করা হইতেছে ঐ গন্‌শারই নিকট।

ত্রিলোচন কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, "না না, এসে ভালই করেছিস। বউদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর জল খাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে, সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হত। কার কথার যে কী উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর আবার গানের ফরমাশ আছে, কারুর হেঁয়ালি আছে।"

কে. গুপ্ত ত্রিলোচনের পাশাপাশি তাহাদের ফুটবল-টীমে ব্যাক খেলে। বলিল, "তা বটে; পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়!..."

ত্রিলোচন বলিল, "ছজনে মিলে, আর এ একলা। গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গন্‌শা, যতটা হালকা হয়! বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন—"

গোরাচাঁদ বলিল, "তা হলে তো নাক-কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।"

গন্‌শা বলিল, "বরং ক-স্কন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে, বরের গ-গ্-গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।"

ত্রিলোচন চিন্তিতভাবে বলিল, "তোদের তামাশা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এদিকে যে কী হচ্ছে তা—। আবার তার ওপর সকাল সকাল লগ্ন পড়ে গেছে কপালগুণে।"

কে. গুপ্ত বলিল, খুব স্টেডি থাকবেন মশাই, নার্ভাস হলেই প্রেস করে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর সঙ্গে নিলে—"

গন্‌শা একটু রাগিয়া উঠিল; বলিল, "বা-ব্বাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্‌গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই; সে সব আপনাদের ছা-চ্ছাতুর দেশে চলে।"

বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মহকুমার স্কুল হইতে পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এখনও কথায় পারিয়া উঠে না। কে. গুপ্ত চুপ করিয়া গেল।

ঘোঁৎনা বলিল, "বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।"

গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্যের গন্ধ থাকা নিয়ম; বলিল, তা হলে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।"

কবি রাজেন বলিল, "কণ্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।"

গন্শা সাইকেলটা রাখিতে গিয়াছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বরযাত্রীদের মালা এসেছে?"

ত্রিলোচন বলিল, "সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স। আর আমি যাই দেখিগে, সবাই একটু মিষ্টিমুখ করে যাবি তো?"

গোরাচাঁদ বলিল, হ্যাঁ, যা শীগ্‌গির যা, কী কী আছে র‍্যা?"

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোঁৎনা বলিল, "আর শোন্, ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল্ তো? বেশি ভেজাল বাড়লে আবার ফুর্তি জমবে না।"

ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙুলের পর্ব গুনিতে গুনিতে বলিল, "বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু. এই হল চার, আর আর—"

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল, "একজন পুরুত যাবে না?"

ত্রিলোচন গুণিল, "পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুতমশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্নমশাই যাবেন।"

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল, "এই ছজনেও মিষ্টিমুখ করবে তো?"

ঘোঁৎনা বলিল, "পুরুত-ঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!"

ত্রিলোচন বলিল, "তাকে দীনে সামলাবে।"

রাজেন বলিল, "একা দীনে ব্যাটা কজনকে সামলাবে? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জের যাওয়া মানে বোতলের শ্রাদ্ধ।"

ত্রিলোচন বলিল, "সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চলে আসবে: কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল? দু পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দু ডজন চপ কাটলেট—"

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল করে একটু সাজতে হবে তো?

কথায় বলে বরসজ্জা।...ঐ সঙ্গে কিছু চপ কাটলেট সরিয়ে ফেলগে ত্রিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।"

উপর হইতে ছোট বোন ডাকিল, "দাদা, গল্প করছ, জামাকাপড় পরতে হবে না? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে বসে আছেন যে!"

গোরাচাঁদই উত্তর দিল, "তোদের সব তাড়াতাড়ি।" ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়া বলিল, "আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মার মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গন্‌শা?"

গন্‌শা বলিল, "তা বইকি আজকাল যত—"

ত্রিলোচন পা বাড়াইল, গন্‌শা হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মা-ম্মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্যে একটা সিল্কের রুমাল আর ভা-ভ্‌ ভালো শাল পারিস তো, পা-প্পালিয়ে এসেছি কিনা; আর দেখ···"

ত্রিলোচন দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইতে গন্‌শা বাঁ হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন আঁটে এই পরিমাণ একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল, "বা-ব্বাগাবি একটা!"

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "সে হয়ে গেছে—এই!"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, "বে-ব্বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবার সময় করবে? খ্যাটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে? আমায় আবার সা-স্সাক্ষী মানতে কে বলছিল র‍্যা? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই 'না রে গন্‌শা'?"

[২]

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকুলপুর : পরে 'কাল-সিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায়। কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু 'কালসিটে'তে দাঁড়াইয়াছে।

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরার মতো শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্রী আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, "এ যায়গার নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।"

গ্রামটা ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি স্টেশন হইতে মাইল তিন-চার দূর।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই রকম। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা ; দুই-একটা মাঝারি সাইজের পুকুরও আছে, সব জল টইটুম্বুর। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়, তাহার পরই ঘন সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রসি দুয়েকের তফাত হইবে। উৎসব উপলক্ষে সদর-বাড়ির সামনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটা তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো—বকমধ্যে হংস যথা শোভা পাইতেছে। অন্দর-বাহির মিলিয়া আরও গোটাকতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘর স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "বাপ রে, দফা সারলে আজ !" তাহাকে ঘিরিয়া তাহার বন্ধুবর্গ। সবচেয়ে কাছে গন্‌শা একটা মখমলের বালিশ বুকে চাপিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে এবং একটু আধটু কথাবার্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ কম-বেশি করিয়া। সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন।

তাঁহার বক্তব্য তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্রী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানা রকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর; বর পক্ষীয়েরা বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী কখনও আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদু হাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় আরম্ভ হইয়াছিল; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, "কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মতো ভদ্রলোক দেখি নি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারি জ্বালা তো!"

এদিককার একজন তাঁহারই মতো ভারী আওয়াজে উত্তর করিল, "আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহলে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হলাম?"

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, "কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুনে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে যান!"

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশি গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

পিছন হইতে একটা ছোকরা শাসাইল, "এটা কালসিটে মশাই, মনে থাকে যেন!"

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কন্যাবাড়ির লোকেরা এবং কয়েকজন বয়স্ক লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রামবাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদর-বাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ওদিককার কয়েকজনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা কতক হালকা করিয়া দিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল। ঘোঁৎনা

তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল, "এই, সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।"

রাজেন ক্ষুণ্ণমনে বলিল, তাহলে এগুলো কী হবে? এত কষ্ট করে লিখলাম ছাপালাম, কেউ পড়বে না?"

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল, "ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার 'সন্ন্যাসী-প্রদত্ত দদ্রুভৈরবে'র হাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা করে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস' দিয়ে দেবে।"

রাজেন কোন উত্তর দিল না, নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া পদ্যের বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গন্‌শার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, "দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা, ওঁদের আর কী? ওঁরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝেছিস তো? ব্যাটারা বাড়িতে সব মেয়েদের খবর দিতে গেল, আসরের শোধ বাসরে তুলবে।···আঃ গোলমালে আবার গানের অন্তরটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি র‍্যা গন্‌শা, 'মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি'? একটু মাথাটা সরিয়ে আন, সুর করেই বল্।"

গন্‌শা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাবব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল, "মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা"

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল, "ব্যাকুল হোয়, নয়না নিদ জানত নেহি, মানত নেহি—"

গন্‌শা গাহিতেছিল, "জ-জ্জ-জ্জানত নে-য়ে—"

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, "তুই থাম, এগিয়ে যাচ্ছিস তা-ত্তাড়াহুড়ো করে।"

রাজেন এই রকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাত অপ্রসন্ন ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এমন

জানিলে কথনই আসিত না। গন্‌শার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ করিয়া এইজন্য যে গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গন্‌শার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর তাণ্ডব' নাম দিয়া ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া



গন্‌শা গাহিতেছিল—মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি
চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা

একটা নাটক লিখিতেছে। ঝালোয়ার সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গণা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য।

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গামা আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল, রাজপুতদের জিতাইবে; কিন্তু গন্‌শার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে ভাবিতেছে, গণেশশঙ্কর নাম দিয়া একটা তোতলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুত-বাহিনীকে মুঘলের হস্তে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল "লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে!"

এমন সময় ত্রিলোচনের পিতা ডাক দিলেন, "বাবা গোরাচাঁদ শুনে যাও একটা কথা।"

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি বেশ একটু রক্তাভ, বেশ অনায়াসেই যে চাহিয়া আছেন এমন বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমলভাবে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?"

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু প্রশ্নকর্তার অবস্থা দেখিয়া সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায় উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাত নেই তো। তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি সব।"

"তা হলে একটি কথা, কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ কোরো না আজ।"

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ! একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল : বলিল, "আজ্ঞে, আমরা যা ত্রিলোচনও তাই; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে বলে কিছু খেতে নেই, আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেছি কিনা—

"সেজন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের কি অপমানটা করলে দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেছি গোরাচাঁদ; এই আমি আর তোমাদের মেসো বসে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমাদের সামনে থেকে!"

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যে রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেলে লোক দেখছি, বর উঠতে না দিলে একটা হাঙ্গাম—"

"ওরে, এই দিক পানে ; অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা !"

কয়েকটা ভারী দই-ক্ষীরের ভিজেল বাঁকে লইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে, কর্তাগোছের একজন তাহাদেরই নির্দেশটা দিল। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল, "কি যে বলছিলাম ? হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গাম করতে পারে। তাই বলছিলাম—"

ত্রিলোচনের পিতা গন্‌শাকে ডাক দিতে যাইতেছিলেন। গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল, "আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন ? হ্যাঁ, ও বরং চালাক আছে, যা বলে—"

গিয়া গন্‌শাকে বলিল, "তিলুর বাবা ডাকছেন রে।" একটু চাপা গলায় তাড়াতাড়ি টিপিয়া দিল, "দেখিস যেন মেলা আত্মীয়তা করতে যাস নি ; তা হলে আমার মতন বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।"

এই সময় কন্যাকর্তা গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এইবারে বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেহাইমশাই কোথায় ? এই যে—"

কাছে গিয়া বলিলেন, "তা হলে দাদা, অনুমতি দিন এইবার।"

গোরাচাঁদ, গন্‌শা, ত্রিলোচন সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-সুস্থে উঠিয়া কন্যাকর্তাকে বুকে জড়াইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ !"—গলাটা অশ্রুবদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময় ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটা বিপন্ন অসহায় ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল, "যান, ভগবান আছেন।"

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল ; ডাকিল, "জ্যাঠামশাই !"

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া বসিয়া

ছিলেন ; মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কে গোরাচাঁদ ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত—ওফ !"

গোরাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও করে কাজ নেই, কি বলেন ? যখন মিটেই গেল—"

[৩]

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বরযাত্রীদের মধ্যে কাঁরা এই গাড়িতে ফিরে যাবেন যেন ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ঐ ঘরে রয়েছেন।"

প্রশ্নকর্তা বলিল, "দুজন তা হলে ? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা করে দিই : কজন আছেন সব মিলিয়ে ?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় ! আছি, আমি এক, ঘোঁতনা দুই—"

গন্‌শা নিচু গলায় ধমক দিয়া বলিল, "খা-খ্‌ খালি খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি ? রাজুকে খোঁ-খঁ্‌ খোঁজ নিতে পাঠালাম কি করতে ?···আজ্ঞে না, আমরা একটু ফুর্তি-টুর্তি করি, খাওয়া তো রোজই—"

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা করুন।···কই হে, এঁদের ডেকে নাও তোমরা। শিবপুর থেকে এসেছেন, গান-বাজনার দেশ ; বলে, গাইয়ে বাজিয়ে শূর, তিনে শিবপুর···

সভার এক দিকে গান-বাজনা হইতেছিল। এক চুড়িদার-পাঞ্জাবি-পরা ছোকরা শীর্ণ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত-আটটি সমবয়সী মন্দিরা বাজাইয়া, শিশ দিয়া, হাততালি দিয়া, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশ-পাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায় একজন বলিল, "আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া করে—"

গন্‌শা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল, "মা-ম্মাপ করবেন ; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ্‌ গাইতে জানে না।"

ওদিক্‌কার একজন বলিল, "সে কথা শুনব কেন মশাই ? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে—"

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল, "গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।"

গন্‌শা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল, রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চাপা গলায় বলিল, "হাড় কখানির মায়া রাখ ?"

গন্‌শা ফিরিয়া বলিল, 'কেন, কি হয়েছে ?"

"তাহলে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম করো না ; যা করে বেঁচে এসেছি, আমিই জানি। বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন ? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের উপর হাত দিয়ে—কে মশাই আপনি ? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি।"

"'শুনে সুখী হলাম। একলা যে ?'"

"বললাম, 'তারা আসব আসব করছে।'"

"শুনে সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না।···কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে ? মাতলামির আর জায়গা পাও নি ?'"

"আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলাম। দেখি, সেই হারামজাদা ছোঁড়াটা কোণে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে ঃ যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—"

গান-বাজনার কথা লইয়া গন্‌শার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, "ইডিয়ট ! ভী-ভ্‌ ভীরু কোথাকার ! বি-ব্বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো—। চল্ সবাই, দে-দ্দেখি কে কি করে !"

গন্‌শা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু-পিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গন্‌শার পাশে রহিল।

সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা সোয়েটার মাত্র, সবল পেশীগুলা জাগিয়া আছে। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল ; অবশ্য চিনাইয়া না দিলেও কোন ভুল হইত না।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খসখসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, "এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন !"

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে এরাই সব বললে—"

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হত ; আমি বললাম তা হলে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনি সব করছেন কম্মাচ্ছেন—"

রাজেন বলিল, "আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।"

গন্‌শা বলিল, "লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল তা হলে আম্মো যাই, জগুদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয়ও হবে। সে-স্‌সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ বেশ ; কিন্তু দু-একটা জিনিস এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদবাবু না হয়—"

ঘোঁৎনা বলিল, "সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তা হলে—। কোথায় গেল গোরাচাঁদ ?

শুরুতেই যেই ঘোৎনা, 'গোরাচাঁদ বলল' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু কে. গুপ্ত একটু ছাপরেয়ে ইডিয়ম মিশ্রিত করিয়া বলিল, "খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যাণ্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া !"

আরও ঘণ্টা দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকক্ষণ স্রোতের কুটাকাঠির মতো এদিক সেদিক করিয়া কাটাইল। দুই-একজন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল ; বাকি সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই আবার আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙা আসর, এখানে সেখানে এক-আধজন শুইয়া গড়াইয়া আছে। আশেপাশের লোক বিরল, আলোও বেশির ভাগ নির্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিশের উপর কাত হইয়া বলিল, "খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একর্টেরেয় পড়ে গিয়েছিলাম, এই যা।"

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোরাচাঁদ আবার বলিল, "রাজু, তোর পদ্যটা পড় তো একটু, শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—'আজকে সখা দিল-পেয়ালায় ফুর্তি-সরাব উছলে ওঠে!"

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে বলিল, "আরে ভুৎ, উছলে ওঠে! তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা; এ যেন—। গন্‌শা কোথায়? দেখছি না যে?

রাজেন বলিল, "তাই তো!"

শুইয়া বসিয়াই চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে. গুপ্ত হঠাৎ ঘোঁৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল, দেখুন তো গণেশবাবুর মতোই না?"

ঘোঁৎনা বলিল. "তাই তো বোধ্ হচ্ছে; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া?"

সদর-বাড়ির বাঁ দিক দিয়া একটা রাস্তা স্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বনজঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গন্‌শাকে দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা পার হইয়া বেশ সহজ ভাব ধারণ করিল। দলের মধ্যে আসিয়া উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা গলায় বলিল, "চুপ!"

বলিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোঁৎনা তাহার কাপড় হইতে একটা চোরকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় গিয়েছিলি রে গন্‌শা?"

গন্‌শা মুখটা একটু নিচু করিল, সবাই ঘেঁষিয়া আসিলে বলিল, "তি-তিলুর বাসরঘর দেখে এলাম।"

'সে কি!' 'ধুৎ, মিছে কথা!' 'মাইরি?'—বলিতে বলিতে সবাই আরও

ঘেঁসিয়া আসিল। কে. গুপ্ত বলিল, "ত্রিলোচনবাবু আছেন তো?—কানটান—জামায় রক্তটক্ত—"

"আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্র-লোচন ইন্দ্র হয়ে বসে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি!"

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল, "উঃ, যেতে হবে মাইরি!"

গন্শা জানাইয়া দিল, অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই। তাহার পর দূরের গান বাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙা ইট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছিতে হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপ জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি-দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নিচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়িয়া গিয়াছে। "ভ-ভগবানের দয়া"—বলিয়া গন্শা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, "বো-বোঝ: চাও যেতে কেউ?"

ঘোঁৎনা বলিল, আলবত যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে?"

কে. গুপ্ত বলিল, "সাপখোপ—"

ঘোঁৎনা ধমক দিয়া বলিল, "রাত্তিরে ঐ নাম করছেন? আচ্ছা কাঠ-গোঁয়ার তো!"

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গন্শা বলিল, "তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ম্মাঠ আছে, যদি তাড়া করে তো—"

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "কি দেখলি জানালার ফাঁক দিয়ে গন্শা? এক ঘর বুঝি সব সুন্—"

রাজেন বাধা দিল, "থাক, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে!"

"সে করাও যায় না!"—বলিয়া গন্শা সকলের উৎসুক কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

দুইটা জানালার মধ্যে হাত চারেকের জায়গা। একটা রাজেন আর গন্‌শা, অপরটা ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবরগাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল। গন্‌শার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিল, "ওরে গন্‌শা বড্ড কুটকুট করছে; উঃ কি করি বল্ তো?"

গন্‌শার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটি ষোড়শী আসিয়া কনের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে, "এই দেখ ভাই। আহা, বেচারী এইজন্যে মনমরা হয়েছিল গো। দেখ দিকিন কেমন!"

গোরাচাঁদ গন্‌শার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল, "শুনেছিস? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।"

গন্‌শা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিল, "কি করে জানলি?"

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল, "কি করে জানলি! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো।"

গন্‌শা চোখ দুইটা ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোঁৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, "ঘোতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—"

"না, হয় না; ফেলে দে।"—বলিয়া ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, "হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরি হিসেবেও একখানা গান—"

একটি কিশোরী বলিল, "হ্যাঁলা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয়? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয়?"

ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখলেন, ঐটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যাসুন্দর আউড়ে দিলে!"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "সে আবার কি?"

ঘোঁৎনা মুখ ঘুরাইয়া মনে মনে বলিল, "তোমার মুণ্ড, কাটখোট্টা!"

ওদিকে রাজেন গন্‌শাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল, "পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গন্‌শা? ধর্ যদি তেমন জরুরি হয়? আচ্ছা মাঘ মাসে? মাসের গোড়ায় দিনটিন আছে কি না খোঁজ রাখিস্?"

ঘরের ভিতর কানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল, "থামুন; আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরাটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গন্‌শাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিসফিস করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ বল্ দিকিন! ইডিয়ট! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—"

রাজেন দেখিতেই ছিল; হাতটা একবার 'না'র ভঙ্গিতে নাড়িয়া গন্‌শাকে টানিয়া লইল। গন্‌শা শেষের দিকটা শুনিতে পাইল, "আমরা গন্‌শা কি ঢ্যাপসা, এদের ডাকতে যাই আর কি!—"

গোরাচাঁদ গন্‌শা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়চিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় একরকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গন্‌শাকে টানিয়া লইয়া চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি!"

"তুই সব মাটি করলি; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু সরে। সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়—"

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই, "ওগো বাবা গো, ডাকাত!"—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন একমুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়া হোক না কেন।

কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়া ছুট দিল; সদরের দিকে নয় একেবারে সোজা।

"ঐ পালায়, পেছু নাও!"

"উত্তর দিকে ছুটেছে!"

ঘোৎনা পলাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপেগাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাঁকিল, "না, বন্দুক না নিয়ে বেরিও না; খবর! টোটা ভরে বেরুবে।"

ঘোৎনা তরতর করিয়া পেঁপেগাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল, কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ; আপাতত সেখানটায় একটু থামিল।

গন্‌শা গোরাচাঁদের কোমরের র‍্যাপারটা টানিয়া বলিল, "স-সসামনেই ফাঁকা মাঠটা, শীগগির নেমে পড়।"

রাজেন বলিল, "তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল, আমরা বরযাত্রী।"

"তুই আলাপ ক-ক্করগে মুখ্যু।—বলিয়া গন্‌শা গোরাচাঁদকে একরকম টানিতে টানিতেই পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্থার গলার আওয়াজ, "ওরে না না, জানালা খুলিস নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে, ওরে অ নীহার! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকার।"

জানালাটা টানা-হিঁচড়ানির মধ্যে খুলিয়া গেল। রাজেন এক রকম লাফ দিয়াই গন্‌শা আর গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছাটার মধ্য দিয়া ছুট। হাত কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু একরকম লাফ দিয়াই কাটাইল; পরক্ষণেই ঝপাং ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।

"ওরে, পুকুরে পড়েছে—খিড়কির পুকুরে, তিনটে!"

খিড়কির দরজা খুলিয়া গেল।

"লালঠেনে হবে না, গ্যাস-লাইটটা নিয়ে আয়।"

"একটা টর্চ হলে হত,—বরযাত্রীদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয়; তারা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়, জাগিয়ে দে।"

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন চাপাস্বরে বলিল, "এই তোর মাঠ? কী ভীষণ পানা রে বাবা! উফ্!"

গন্‌শা বলিল, "ঘা-ঘ্‌ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট্।"

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশি শোনা যাইতেছে। নানা রকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম।

"এই পুকুরে?"

"হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক সবাই একটা একটা হাতে রেখো, ভয়ঙ্কর লাস এক-একটা।"

"রঘো বাগ্দীকে খবর দেওয়া হয়েছে?"—এটা যেন জগুদার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব?"

এপার হইতে উত্তর হইল, "না, ঘিরে ফেল চারদিক থেকে।…ওরে, কুকুর দুটোকে খুলে দে।"

"দেখতে পাচ্ছ কেউ?"

রঘো বলিল, "যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে।…

গন্‌শা ডুব দিল।

"দুটো!"

রাজেন ও গোরাচাঁদ ডুব দিল।

"গোঁত্তা দিয়েছে সব।"

"নজর রাখিস।"

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ডুবে থাকা যায়?"

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ভেসে থাকা যায়? আমার পেটে জায়গাই ছিল না,—তার ওপর জল।"

রাজেন বলিল, "পানার জল।…উঃ, কি কামড়ায় র‍্যা?"

গন্‌শা বলিল, "মা-স্মাছ—বোধ হয় পো-প্পোষা মাছ।"

রাজেন বলিল, "উঃ, পোষাই বটে ওদের, ছিঁড়ে ফেললে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আবার পচা গোবরের চার পেয়েছে কি না ?"

যে টর্চ আনিতে গিয়াছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দু-জন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, পড়ে থাক, উঠিও না।"

পুকুরের এদিক হইতে জগুদার কর্কশ আওয়াজ হইল, "আপনারা তা হলে কোন্ দিকে আছেন মশাই ? একবার টর্চটা বের করুন না।"

অপর একজন বলিল, "তারা আবার এই সময় কোথায় গেল ? পরের ছেলে—ভাববার কথা তো।"

গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এই গন্‌শা, এই তালে জানিয়ে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই।"

রাজেন বলিল, "আর টর্চটা ভিজে গেছে।"

গন্‌শা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায়, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

"ঐ যে ঐখানেই একটা ঘায়েল হয়েছে!"—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট বড় ঢিল আসিয়া আশপোশে পড়িল। একটা বন্দুকের আওয়াজও হইল।

আর দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল, "ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।"

রাজেন বলিল, "বন্দুকও ছুঁড়বেন না।"

একজন কথা বাঁকাইয়া বলিল, "বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হলে হুকুম হয় ?"

একজন ইয়ারগোছের ছোক্‌রা ও কিনারা হইতে বলিল, "ফুল ছুঁড়ুন, চন্দনে ডুবিয়ে।"

গোরাচাঁদ দম লইয়া বলিল, "আমরা বরযাত্রীর দল।"

চারিদিক একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধমিনিটটাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল, "রসিক আছে তো!"

পেঁপেগাছ হইতে ঘোঁৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল, "আমি একজন আছি এখানে"—কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, "ঐ যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না—ওরে আমার চালাক রে!"

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল ; পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল ; "না, দিব্যি করে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন।...থুথু, কি পানা রে বাবা!"

গন্শা লম্বা ডুব দেওয়াতে অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল, "রঘু বাগ্দী এদিকে নেই তো?"

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি, "বটে, ওরে, রঘুকে ডাক্।"

তিনজন আবার ঝপাঝপ করিয়া জলে পড়িল। তখন জগুদার কণ্ঠের আওয়াজ হইল, "আচ্ছা, উঠে আয়, কিন্তু এক এক করে। রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক, তোয়ের থাকবি কিন্তু!"

রাজেন প্রথমেই উঠিল। হাত-পা এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাঠি। ঠকঠক করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক করিতেছে। বুকটা হাপরের মতো উঠানামা করিতেছে; কোন রকমে তুইটা কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল, "এই দেখুন।"

পূর্বপরিচিত সেই কালো লম্বা ছেলেটা বলিল, "বাঃ, কি চমৎকার!"

আর একজন বলিল, "চোখ জুড়িয়ে গেল!"

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল। রাজেনেরই মতো, অধিকন্তু কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আণ্ডার্‌ওয়্যার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এ গোরা।"

সেই ফাজিল ছেলেটা বস্ত্রের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাইল্যাণ্ডার গোরা বলুন!"

গন্শা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল; অর্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরাচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া।

সেই ছেলেটা পিছন হইতে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল, "কমাণ্ডার-ইন্‌চীফ।"

"উঠেছে উঠেছে ওই দিকে।"—শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, "কি বলছে? এরাও বরযাত্রী? দড়ি নিয়ে এস।"

অন্য একজন বলিল, "বরযাত্রীরা নেই কিনা, ধরা পড়ে তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোকরাটা সামনে আসিয়া বলিল, "আরে, তাদের যে ইস্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা ?"—বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

"দেখতেও হত না, গলা শুনেই চিনতাম।—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকার পড়ায় জগুদা সরিয়া পড়িল।

কন্যাকর্তা বৃদ্ধগোছের। ছেলেটার দিকে পিটপিট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তুই যেতে দেখলি তাদের ? তা হবে কয়েকজন চলে যাবে বলে তখন গোঁ ধরেছিল ; আর তারা ছিল ছ-সাতজন।"

গোরাচাঁদ বলিল, "পাঁচজন ছিলাম।"

জগুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আর তাদের মধ্যে একজন তোতলা ছিল, সবচেয়ে হারামজাদা।"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল, "এই যে ম-ম্মশাই, আম্মো রয়েছি ; বে-ব্বেজায়—"

"মা-ম্মাইরি। অমনিই তো-ত্তোতলা সেজে গেলে !"

কন্যাকর্তা বলিলেন, "অত তোতলা ছিল না তো।"

দুই-তিনজন ধূর্তামি করিয়া বলিয়া গেল, "একজন বোবা ছিল।"

"একজন খোনা ছিল।"

"একটা খোঁড়া ছিল।"

"তা এখনও হতে পারে।"

কন্যাকর্তা প্রশ্ন করিলেন, "বরযাত্রী তো ওদিকে কী করছিলে সব ?"

তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রাজেন গন্‌শাকে একটু ঠেলিয়া বলিল, "বল্ না রে।"

গন্‌শা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল, "আরে দুৎ, আমার কথা বে-ব্বেশি আটকে যাচ্ছে, বি-ব্বশ্বাস করবে না।"

গোরাচাঁদ কহিল, "রাজেন বললে, দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দরলোকেরা ; চল্, ত্রিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, দিব্যি নিরিবিলিতে—"

গন্‌শা যোগাইয়া দিল, "পু-প্পুকুরধারটিতে বসে—"

"দিব্যি নিরিবিলিতে পুকুরধারটিতে বসে একটু—"

রাজেন থাকিতে পারিল না, বলিল "আমি বললাম, থাক, দরকার কি? মেয়েছেলেরা রয়েছেন—"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিল; একটু উপস্থিতবুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, "আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলেই উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদের বোনেরই তুল্য।'

গন্‌শা বলিল, "মা-স্মার পেটের বোনের—"

কন্যাকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "সব ধাপ্পাবাজি! মার পেটের বোনের! কেউ গেল থানায়? রঘু!"

রঘুবাগ্দী পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, "এজ্ঞে, এই যে আছি মুই। আপনাদেরও যেমন হয়েছে কত্তা, ঐসব কথা পেত্তয় করেন। আয়েশ করে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে! সব একেলে সৌখীন ডাকাত, দেখছেন না?"

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্তায় সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল, "আচ্ছা, পুলিস ডাকবার আগে আমাদের কর্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "না হয় বরের কাছে।"

কর্তা শাসাইয়া উঠিলেন, "খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়।"

পিছন হইতে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন, "আর দেখ, বর যেন ঘর থেকে না বেরোয়; কোথায় কে আছে, কত রকম বিপদ হতে পারে, দুর্গা দুর্গা!"

জগুদা বলিল, "আচ্ছা, বরকর্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস।"

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হলে একখানা করে শুকনো কাপড় আর জামা—"

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি গোছের পড়িয়া গেল।

"মাইরি?"

"ওঁদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।"

"যেমন ভাবে পুকুর থেকে উঠেছিলে সেই রকম ভাবেই যেতে হবে, তাতেও যদি চেনে, তবেই—"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল, "দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি করে চিনেছিলেন? বরং যে পানাগুলো খসে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।"

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রঙবেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করতে করিতে আগে-পিছে চলিল।

সদর-বাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্তা ও বরের মেসো এক জায়গায় মড়ার মতো পড়িয়া। এক কোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাহিরের বারান্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম সারিয়া কর্তাদের বোতলঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোলো আনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জগুদা 'বেয়াই-মশাই!' বলিয়া বরকর্তাকে জাগাইতে যাইতে ছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, ওরাই আগে দেখাক কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের বোনাই, কে বরের—"

তিনজনে কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "কেন, ঐ তো বরের বাপ।"

গন্শা টীকা করিল "ভ-ভবতারণবাবু।"

"ঐ বরের মেসো অনন্তবাবু, ঐ পুরুত-মশাই—কালা, রাতকানা; বাইরে দীনে নাপতে।"

ছেলেটা দমিবার নয়, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "সব খোঁজ নিয়েছে রে!"

একজন বলিল, "বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেছে!"

অনেক ডাকাডাকি এবং পরে ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু 'উঁ' করিয়া একটা শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "দেখুন তো, এই কি আপনাদের বরযাত্রী?"

অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড় দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার মর্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কে বাবা, লন্দি-ভিরিঙ্গি, থ্রিলোচনের বরযাত্র এশ্চো? এক শিল্‌ম চড়াও তো বাবা!"

তিনজনেই একরকম আর্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গণেশ —"



"কে বাবা, লন্দি-ভিরিঙ্গি, থি্রলোচনের বরযাত্র এশ্চো ?
এক শিল্‌ম চড়াও তো বাবা।"

"গজানন, শিঃ, তুই শেক্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি ?"—বলিয়া অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর একটুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশভাবে বলিল. "হা ভগবান!"

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হল। কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে এবং ভাল করিয়া বুঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "ডাকাতরা বলছে বরযাত্রী? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল, ন্যায়রত্নমশাই, আমি গোরাচাঁদ।"

"গোরাচাঁদ? এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্বাদ করব? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—"

সেই সর্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল, কন্দর্পকান্তি আশীর্বাদের আগেই হয়ে বসে আছে।"

পাশ থেকে কে একজন বলিল, "মানস-সরোবরে চান করে।"

ন্যায়রত্ন মশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি, তোমরা সুপুরুষ তো আছই, তা গোরা রে, এরা কি বলছেন, ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী? কি অনাসৃষ্টি! চিনে দাও তো দাদা।"

রাজেন বলিল, "এরা বলছে—এরা বলছেন বরযাত্ররা ডাকাত।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত।"

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল, "সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা এখন, তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল? ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?

গন্‌শা মরিয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "ম-ম্মশাই আমি পারলে সো--স্‌সোজা করেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোতলা: দয়া করে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন, তারপর পু-প্পু্‌লিশে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ শী-শ্‌শীতে কালিয়ে গেলাম!"

বলা বাহুল্য, কথাবার্তার ভঙ্গিতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়া আসিতেছিল, বিশেষ করিয়া বয়স্কদের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "তাই নিয়ে চল না হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও!"

কর্তা বলিলেন, "জগু, বাড়ির মেয়েদের তা হলে বলগে।"

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা

বরের চারিদিকে ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া বাহির-হইতে-পাওয়া খবরের টুকরা টাকরাগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পরিচর্চা করিতেছিল, কর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "একবার বরকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।"

"ওমা, কি অমঙ্গলের কথা, কি হবে! কোনমতেই না"—বলিয়া সবাই ব্যূহটা আরও সুদৃঢ় করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কন্যাকর্তাকে নিজেকেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘেঁাৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসাড়ে সদর-বাড়িতে দলটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখানকারই কথাবার্তায় আত্মপ্রকাশের উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনোমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া, "কি হয়েছে র‍্যা গন্‌শা? এত গোলমাল কিসের?—বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে "অ্যাঁ, তোদের একি দশা!" —বলিয়া হাত চোখ কাঁধের ভঙ্গি সহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল, "ঘেঁাৎনা যে! কোথায় ছিলি! দেখ, না, এ ভদ্দরলোকেরা কোনমতেই—"

ঘেঁাৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিয়াছিল; বলিল, "তোরা যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—"

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল, গন্‌শা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

"আমি ভাবলাম তুত্তোর একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক করে শেষে পথ ভুলে—"

"একটা পেঁপেগাছে উঠে পড়লাম।"

সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাহিল। তাহার ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন একটা গূঢ় শক্তি আছে, ইতিমধ্যে কখন ঘেঁাৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। সে নিজের টিপ্পনির পর আর কিছু না বলিয়া ঘেঁাৎনার চারিদিকের লোকদের সরাইয়া দিয়া ঘেঁাৎনাকে একটু সামনে আগাইয়া দিল। সকলেই দেখিল, তাহার পিছনে

কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের সঙ্গে বাঁধা তুইটা ডঁাটাসুদ্ধ পেঁপের পাতা, একটা শুকনো, একটা পাকা—মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইয়া কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, ঘোঁৎনার সাড় হয় নাই।

"দোসরা ধাপ্পাবাজ। লাগাও চাঁটি।" একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া রকে দাঁড়াইল।

"সত্যিই যে তোরাই দেখছি! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়? গোরা, তোর দাড়িতে কী ঝুলছে. মুখ তোল্ তো!

দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছিল, কিন্তু মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না,—গোরাচাঁদেরও নয়, গন্শারও নয়, রাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয়।

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়ামাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

"ওরে, শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।"

"কাপড় জামা, র‍্যাপার,—শীগগির।"

"চা করতে বলে দে, দেরি না হয়।"

"আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো—"

সেই ছেলেটা বলিল, "স্পষ্ট করে বললেই হত জগুদাকে।"

"ওরে, নিয়ে এলি কাপড়? দেরি কেন?"

কাপড় আসিল তুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারিটি সায়া, চারিটি ব্লাউজ। একটু মিষ্ট ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।"

বর ও নফর

[১]

গন্‌শা বলিল, "আমার ক-ক-কপালে পরের শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে সুখ লেখা নেই। সেবারে কালসিটেয় তিলুর বরযাত্রী হয়ে গিয়ে সুখ ঐ হল; পরশু মাসীর বাড়ি গেছলাম। মা-ম্মাসী ডেকে ডেকে তেইশ-জনকে পেরনাম করালে, তিনজন ফাউ, সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-কোমরের ফিকব্যথাটা এসা আউড়ে উঠেছে!"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "ফাউ মানে?"

"তি-তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল, মানে, ঘাড় তুলে দেখবার তো আর ফুরসুত ছিল না!"

কে. গুপ্ত বলিল, "ভিড় জিনিসটা ফুটবলের মাঠেই ভাল মশাই। গাড়িতে বলুন, শ্বশুর-বাড়ি কুটুম-বাড়িতে বলুন—"

গোরাচাঁদ বলিল, "নেমন্তন্নয় বল, বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।"

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, "নিজের বিয়ের কি হল র‍্যা গন্‌শা? মামা বলে কি?"

গন্‌শার মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল, "কুষ্টির মিল হয় তো গু-গুগুষ্টির মিল হয় না; ওরা বলে এক, মামারা বলে আর। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু ব-ব্বউয়ের কথা চাপা পড়ে গেছে।"

ঘোঁৎনা বলিল, "আসলে ওর মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি-বাকরি হয়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাঞ্জেস মিলে তো সেদিন গিছলি, কি বললে?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ভিড়ের কথা যদি বললি তো আমার শ্বশুরবাড়ি ভাল। বউ, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, একটি শালী, শালা আর শালাজ; পিসেমশাই বলে ডাকবে, তার জন্যে শালাজের একটি ছেলেও দিয়েছেন ভগবান, মানে যে ক-টি দরকার, ঠিক সাজানো, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজে মার্কার মধ্যে এক শ্বশুর, তা সে বেচারী সন্ধ্যের পর আফিম খেয়ে পড়ে থাকে, নিশ্চিন্দি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধহয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোরাচাঁদ আবার বলিল, "শীগ্‌গির একবার যেতে লিখেছে, শাশুড়ী অনেক দিন দেখেনি কিনা!"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কবে যাচ্ছিস ?"

"বাবা বলেছে, এটা মলমাস ক-টা দিন যাক, তারপর।'

গন্‌শা বলিল, "বে-ব্বেটাছেলের আবার মলমাস! তু-তুই তো আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস না।"

রাজেন শিস্ দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিল, থামাইয়া বলিল, "আমি তো বুঝি শ্বশুর-বাড়ি যাব, ঠিক যখন কেউ ভাববে না যে, জামাই আসছে। তা হলেই তো যার জন্যে যাওয়া, তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে গিয়ে পড়লাম, বউ বোধহয় তখন গা ধুয়ে উঠে কালো চুলে রাঙা গামছা জড়িয়ে জল নিংড়োচ্ছে—"

গন্‌শা বলিল, "ঘুম থেকে উঠে ক-কড়াইমুড়ি চিবোতেও তো পারে, নয়তো মুখ ভেংচে ঝগড়া করছে কারও সঙ্গে—"

গোরাচাঁদ রাজেনের মত কবি না হইলেও রাজেনের কথাটা তাহার মনে লাগিল। নূতন বিবাহ তো! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তাতে খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধে হয়, যোগাড়যন্ত্র কিছু থাকে না কিনা, আর আমার শ্বশুর-বাড়ি একটু আবার পাড়াগাঁ গোছেরও।"

ত্রিলোচনের নববিবাহের রসচেতনায় একটু আঘাত লাগিল। বিরক্তভাবে বলিল, "তোর শুধু খ্যাটের চিন্তা গোরা। বিয়ে না দিয়ে কাকা যদি তোর একটা হোটেল ওয়েটারের চাকরি করে দিত তো—"

গোরাচাঁদ বলিল, "গন্‌শা, কি বলিস, যাব একবার কাউকে কিছু না জানিয়ে ?"

গন্‌শা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, "চ-চল্ না।"

সকলেই একজোটে বলিয়া উঠিল, "চল্ না মানে ?"

গন্‌শা উত্তর করিল, "আম্মো তা হলে একবার দেখে আসি গোরার শ্বশুর-বাড়ি।"

গোরাচাঁদ একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গন্‌শার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চল্ মাইরি; আমার বন্ধু জানলে তারা—"

গন্‌শা বলিল, "হ্যাঁ তোর বন্ধু হয়ে গিয়ে বাইরের চালার বাত্তা শুনি আর তোর আফিমখোর শ্বশুরের বক্তার শুনি!"

রাজেন প্রশ্ন করিল. 'তবে?'

'ভাবছি, চা-চ্চাকর সেজে গেলে কেমন হয়!"

ত্রিলোচন একটু অন্যমনস্ক ছিল; বোধহয় বিনা খবরে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার কথাটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আর সবাই উল্লসিতভাবে বলিয়া উঠিল, "গ্র্যাণ্ড হয়, উঃ।"

ঘেঁৎনা বলিল 'যাবি যে, গোরার বাড়িতে কি বলবে? দু-দিন থাকবে তো? তুই বা কি বলবি?'

রাজেন বলিল, 'গোরা বলবে, আমাদের কারুর জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল কোথাও।...তোর শালীর বয়েস কত র‍্যা গোরা?

কে. গুপ্ত বলিল, "আর, গণেশবাবুর বললেই হবে, চাকরি খুঁজছিলেন।"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া বলিল, "চা-চ্চাকরি কি হারানো গাই-গরু মশাই যে, তিন দিন ধরে দিন নেই রাত নেই খুঁজতে থাকবে? বলে দিলেই হবে একটা কিছু; মা-আমাদের তো ঘুম হচ্ছে না গন্‌শার ভাবনায়!"

[২]

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গোরাচাঁদের মনে একটা মস্ত লোভের উদ্রেক হইয়াছিল, সন্ধ্যা-বাজারের নিকট পৌঁছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; বলিল, "যখন দুজনেই যাচ্ছি গন্‌শা, কিছু গলদা চিংড়ি, দার্জিলিঙের কপি, কড়াইশুঁটি আর নৈনিতাল আলু নিয়ে গেলে হত না? আর কিছু মিষ্টি? মানে তোর খাবার না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ গোছের জায়গা কিনা! আমরা পৌঁছবও সেই যার নাম আটটা, রাত হয়ে যাবে।"

গন্‌শা বলিল, "কিন্তু গাড়ির আর মোটে আধ ঘণ্টাটাক দেরি।'

যাহা হউক, বাজারটা একেবারে হাতের কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশি সময়ই লাগিল। গোরাচাঁদ তরকারির ঝুড়িটা লইল,

গন্‌শা খাবারের হাঁড়িটা। তারপর ক্ষিপ্রতার জন্য গন্‌শা যে বাসটায় উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্রতার অভাবে ও কতকটা ঝুড়িটার জন্যও গোরাচাঁদ সেটা ধরিতে পারিল না। দুটি স্টপ পার হইয়া যাওয়ার পর গন্‌শা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গোরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। স্টেশনে আসিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "ডা-ড্ডানদিকেরটা, না বাঁদিকেরটা র‍্যা গোরে?"

পাশাপাশি দুইটা গাড়ি দাঁড়াইয়া। ঢুকিবার সময় প্ল্যাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সন্দেহ আছে বুঝিলে গন্‌শা আবার পাছে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, সেই ভয়ে গোরাচাঁদ পরিণাম চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না, বাঁদিকেরটা।"

গাড়িতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এক কোণে গিয়া দুইজনে একটু জায়গা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাঙ্কের এক কোণে রাখিল; গন্‌শার হাত হইতে হাঁড়িটা লইয়া চুপড়ির মধ্যে বসাইয়া দিল।

কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে; তায় দৌড়াদৌড়ি, তাহার উপর ভিড়। গন্‌শা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আসিয়া প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল, "ফাস্টো বেল হয়ে গিয়েছে হে বাপু।"

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল "যাওয়া হবে কনে?"

"সিঙ্গুর।"

"সিঙ্গুর! সে তো বাবা তারকেশ্বরের লাইনে। এই গাড়ি তো নয়, ঐ সামনেরটা। এ গাড়ি তো পশ্চিমে যাবে।"

গন্‌শা কতকটা অবিশ্বাসে, কতকটা উদ্বেগে বলিল, "কে বললে?"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধ হয় একটু রগচটা: বলিল, "কেউ বলে নি; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেষে এটাও হাতছাড়া করবে। গাঁটের পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ, উঠে পড়।"

হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি স্টার্ট দিল। গন্‌শা চীৎকার করিয়া বলিল, "গোরা, শী-শী-শীগগির নেমে পড়, বলছে—"

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াছিল একটা। "কে বলছে ? কে বলছে র‍্যা ?" —বলিতে বলিতে হন্তদন্ত হইয়া লোকেদের পা মাড়াইয়া মোট ডিঙাইয়া আসিয়া কোনমতে নামিয়া পড়িল। গন্‌শা চোখ রাঙাইয়া বলিল, "ত-ত্তবে যে তুই বললি বাঁদিকেরটা ?

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাঃ, চুপড়িটা গেল ছেড়ে, হাঁড়িসুদ্ধ্। হায় !..."

একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "মশাই, চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে, ঐ বাঙ্কে রয়েছে—উত্তর দিকে, মানে পূর্ব দিকের উত্তুর, মানে উত্তুর কোণটায় আর কি—"

গন্‌শা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল,—"ছো-চ্ছোট্, দৌড়ো দিল্লী পর্যন্ত ঐ বলতে বলতে !"

পাশের গাড়ির প্রথম বেলটা পড়িল। একজন রেলকর্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল ; গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা তারেকেশ্বর লাইনের গাড়ি তো সার্ ?"

"হ্যাঁ, শীগগির উঠে পড় গিয়ে।"

ভুলের সমস্ত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "যে তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর আছে ?"

গন্‌শাও উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটা ধমক খাইয়া দুইজনে তাড়াতাড়ি গিয়া উঠিল। গন্‌শা প্ল্যাটফরমের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়া ছিল ; গোরাচাঁদ পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল, "গলা বাড়িয়ে দেখ তো গন্‌শা, খাবারের ভেণ্ডারটা আছে কাছেপিঠে ? বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হয়রানি হল কিনা।"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধ হয় লিলুয়া পেরিয়ে গেল হাঁড়িসুদ্ধ্। কেনা পর্যন্ত খালি দৌড়াদৌড়ি, একটাও যে মুখে ফেলে দোব, এমন ফুরসৎ হল না।"

যাহা হউক গাড়িটার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেরই মনমরা ভাবটা কাটিয়া গেল। গন্‌শা চাকরের মুখে মানায়, এই রকম ভাব ও ভাষার একটা

গান ধরিল, 'পরান যদি লিলেই রে প্রাণ—।' সেটা জমিয়া উঠিতে দুই এক জন উঠিয়া যাওয়ায় কোলের কাছে যখন একটু জায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ সেইখানটিতে বসিল। প্রথম গুনগুন করিয়া গানে একটু যোগ দিল, কিন্তু গন্‌শার তোৎলামির জন্য কোরাসে অসুবিধা হওয়ায় গাড়ির বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ি রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে একদল বরযাত্রী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চেঁচামেচি; এসেন্সের জুঁইয়ের গোড়ের গন্ধ; চেলি-পরা, কপালে চন্দনের ফুটকি দেওয়া বর। গন্‌শার গানটা মৃদু হইতে হইতে থামিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল, "হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল; তোর শা-শা-শালীর বয়েস কত র‍্যা গোরা? মানে, যদি বিয়ের যুগ্যি হয় তো; শিবপুরে পাত্তর-টাত্তোর দেখি; একটা ভদ্রলোকের উপকার করতে পারা মস্ত একটা ভাগ্যি কিনা!"

গোঁরাচাদ বলিল, "বউয়ের বোন যাচ্ছে, এ কাতিকে সতরোতে পড়বে; শালী হল দু বছর তিন মাসের ছোট, তা হলে—"

গন্‌শা হিসাবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল, "বিউটিন ভেরো অ্যাণ্ড চোদ্দো। হেল্‌থ কেমন?"

"বউয়ের চেয়ে ভালই বলতে হবে। বউটা ম্যালেরিয়ায় বড্ড ভুগল কিনা, একেবারেই হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল; ধন্যি বলতে হবে পান্নালাল ডাক্তারকে, যাকে বলে মরা মানুষ চাঙ্গা করে—"

গন্‌শা প্রশ্ন করিল, "দে-দেখতে কেমন?"

গোরাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল, "যাঃ! আহা, উনি যেন দেখেন নি! তবে যে বললি সেদিন, গোরা, তিলুর বউয়ের চেয়ে তোর বউয়ের রংটা আরও..."

গন্‌শা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না, "তোর শালীর কথা জিজ্ঞেস করছি না; স্রেফ বউ বউ করে সেই থেকে—"

গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তাই বল। আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি, গণেশ জেনেশুনেও ওকথা জিজ্ঞেস করছে কেন!...শালী হচ্ছে যাকে বলে—হ্যাঁ, সুন্দরী!"

"লেখাপড়া কেমন? ক-কথা হচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার খুঁটিয়ে

বলতে হবে কিনা! নইলে বলবে, খুব খোঁজ রাখেন তো মশাই। আবার সম্বন্ধ করতে এসেছেন!"

"ছাই লেখাপড়া, ওর চেয়ে বউ অনেক পড়েছে; কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াও দিকিন শালীর!"

গন্‌শা হাসিয়া বলিল, "সত্যি নাকি?"—মৃদু হাস্যের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া কি চিন্তা করিল খানিকটা, তাহার পর ধীরে ধীরে ত্রিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা ধরিল, 'মুখা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি……'

শেওড়াফুলিতে পৌঁছিতে গোরাচাঁদ বলিল, "তোর খিদে পায় নি গন্‌শা? সে চুপড়িটা বোধহয় এতক্ষণ চন্দননগরে—তোর কি আন্দাজ হয়?

গন্‌শা বলিল, "খিদের চেয়ে তেষ্টা পেয়েছে বেশী! একটা লেমনেড হলে হত।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তুই তবে তাই খা, ঐ ভেণ্ডারটা আসছে; আমি দেখি নেমে, যদি খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিছু।"

গন্‌শা ধমক দিয়া উঠিল, "গ-গ-গর্দভ কোথাকার! আর একটুখানি সহি করে থাকবে, তা নয়, পথে যা-তা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে।"

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। প্রকাশ করিয়া বলিলও, "ঠিক বলেছিস গন্‌শা, পাড়াগাঁয়ের রাত হলেও জামাই মানুষ পৌঁছেচ্ছে, যতদূর সাধ্য করবেই তারা, একটা মস্ত আহ্লাদের কথা তো! কিছু না হলেও পুকুরের মাছ আর গোরুর দুধটা তো আছেই। আমিও তা হলে একটা লেমনেডই খাই এখন; খিদেটা জলে চাপা রইল। তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস?"

লেমনেড ছিল না, দুজনে দুইটা সোডাই পান করিল। গন্‌শা একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল, "চা-চ্চাপা কি! খিদেয় একেবারে শান দেওয়া রইল। মাছ যদি তেমন ওঠে তো একবার কালিয়া রেঁধে দেখাই গোরে। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আবার চাকরের রান্না খাবে না যে!"

গোরাচাঁদ উল্লসিত হইয়া বলিল, "রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে তুই বাতলে দে না কেন শালাজকে, সেই রাঁধে কিনা। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হবে, গল্পও করতে থাকবি আবার—শালী, বউ সবাই থাকবে। তারা ভাববে, জামাইবাবুর চাকর, ওটার কাছে আবার লজ্জা। চাকর-বাবু যে এদিকে শিবপুরের ডাকসাইটে গণেশরাম—"

দুইজনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সিঙ্গুরের আর দেরি নাই। গাড়ির এদিকটায় তাহারা মাত্র দুইজনে বসিয়া; গন্‌শা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুন্টি-দেওয়া ফরসা পিরান পরিল, মাথার টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়াটা ছোট্ট স্থট্‌কেসটায় গুছাইয়া ফেলিল; তাহার পর হঠাৎ চোখ দুইটা ট্যারা করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল, "দাঠাউর!"

দুইজনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

[৩]

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ি সিঙ্গুরে পৌছিল।

গল্প করিতে করিতে স্টেশনের বাহির হইয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। বউয়ের কথা, শালী-শালাজের কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে? এদিকে এসেও পড়েছি অনেকটা; তোকে কি বলে ডাকব র‍্যা শ্বশুর-বাড়িতে? মানে, বউটা আবার তোর নাম জানে কিনা!"

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এ কোথায় এলাম র‍্যা গন্‌শা, এ যে অনেক ভদ্দরলোকের বাড়ি!"

গন্‌শা বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বা-ব্বাগ্দীপাড়া-কেওড়াপাড়ায় শ্বশুর-বাড়ি খুঁজছিলি?"

বেশ অন্ধকার। গোরাচাঁদ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "সে কথা নয়, মানে শ্বশুর-বাড়িটা একটেরেয় কিনা, নিজ সিঙ্গুর ছাড়িয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে। বাড়িঘর কি দোকানপাট তো নেই সেদিকে। চল্ আবার ইস্টিশানে, গপ্প করতে করতে একেবারে উলটো রাস্তায় এসে পড়েছি। এদিকটা তো আমার জ্ঞাতি পিসশ্বশুরের বাড়ি।"

"না হয় পিসশ্বশুরের বাড়িই রাতটা কাটাবি চল্ না, সকালে তখন—"

গোরাচাঁদ শিহরিয়া উঠিল; কহিল, "ওরে বাব্বা! তারা তো চায়ই

তাই। টের পেলে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাতারাতি কাজ সাফাই করে লাস গুম করে ফেলবে। জমি নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ভয়ংকর খুনে মোকদ্দমা চলছে কিনা! ওরা তো চায়ই, কেউ একবার আসুক এদিক বাগে; জামাই পেলে তো লুফে নেবে।"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া ফিরিল। খুবই চটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্টেশনে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু বলিল না। স্টেশনের কাছে আসিয়া খুব একচোট গালিগালাজ করিল গোরাচাঁদকে। আবার ঠিক রাস্তা ধরিয়া দুইজনে যাইতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে দুই তিন জায়গায় খবর লইয়া যখন বুঝিল যে, ঠিক রাস্তাতেই যাইতেছে, তখন মনের রাগটা এবং পিসশ্বশুরের আতঙ্কটা অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল। যখন বুঝিল, কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, গন্‌শার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্তাও সরস হইয়া আসিল। সাহস পাইয়া গোরাচাঁদ বলিল, "তুই তো ঐ সব বলে ঠাট্টা করছিস শুধু, আমার এদিকে নাড়ি জ্বলে গেল খিদেয়, ভুল রাস্তার পাল্লায় পড়ে রাতও হয়ে গেল বড্ড!"

"না-মাড়ি কি আমারই জ্বলছে না? দেখছি, কালিয়াটা আর হবে না রাত্তিরে। যদি বড় মিরগেল ওঠে তো ভেজেই দিক আপাতত; লুচি তো করবেই—স্রেফ মিরগেল মাছের পেটি ভাজা আর লুচি।"

গোরাচাঁদ মুখে রস জমিয়ে উঠায় একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ করিয়া বলিল, "দুটোই বড় শুকনো হয়ে গেল; তা রাতটা কাটুক ঐভাবেই, সকালে তখন দেখা যাবে। বউকে বরং বলব, দুধটাকে নটক্ষিরে করে·········হাতে একটা আদ্ধা ইট তুলে নে তো গন্‌শা, এসে গেছি, আমি এই বাঁশের আগালেটা বাগিয়ে ধরছি।"

গন্‌শা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন র‍্যা, আবার কি?"

"কুকুরটা বড় রোখা। রাত্তিরে কেউ এলে ধরে নেয়, চোর কিংবা পিসশ্বশুরের বাড়ির কেউ; দাঙ্গার পর থেকে ওদের ওপর বড় চটা কিনা! ঐ ডাকতে আরম্ভ করেছে! তুই যে থান-ইট তুলে নিয়েছিস, একেবারে থেঁতো হয়ে যাবে যে!···আয়, বাঘা, বাঘা চ্যু চ্যু—আমি রে, তোদের জামাইবাবু।··· আচ্ছা, বাড়ি একেবারে নিষুতি কেন বল্ তো গন্‌শা?"

"ঘুমিয়েছে নিশ্চয়, রাত দশটা হয়ে গেল।"

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘুমুলে কুকুরটার এ রকম ডাকেও ঘুম ভাঙবে না ?"

দুইজনে কুকুরটাকে আটকাইতে বাহিরের উঠানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন একজন ভিতর বারান্দা থেকে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে ? কে র‍্যা বাবা ?"



চ্যু চ্যু—আমি রে, তোদের জামাইবাবু।

গোরাচাঁদ বলিল, "আমি শিবপুর থেকে আসছি।"

সেই রকম নিদ্রালু স্বরে প্রশ্ন হইল, "কি দরকার রাত দুপুরে ?"

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর গোরাচাঁদের মুখে টপ করিয়া যোগাইল না। গন্‌শা বলিল, "না, দ-দ্দকার তেমন কিছু নেই, তবে ইনি—তোমার গিয়ে দা-দ্দাদাঠাউর এ বাড়ির জামাই।"

গোরাচাঁদ ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়িটা ঠিক তো ? 'জামাই' আবার একটা গালাগাল কিনা !"

ওদিকে আর কোন সাড়া নাই ! লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়, ঘুমের মধ্য হইতে প্রশ্ন করিয়াছিল। দুইজনে কুকুরটাকে কখন তাড়না, কখন খোসামোদ করিতে করিতে বারান্দার খোলা রকে উঠিয়া গেল। গোরাচাঁদ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া একটু চড়া গলায় বলিল, "জামাই মানে, শিবপুরের জামাই গোরাচাঁদ আমি ; সঙ্গে এ গন্—, আমার চাকর।"

গন্‌শা কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "দুদ্দুখীরাম।"

"আমার চাকর দুখীরাম। তুমি কে কথা কইলে ?"

সেই নিদ্রালু স্বর একটু ধমকের স্বরে প্রশ্ন করিল, "বলি, তুমি কে ?"

গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া গন্‌শার দিকে চাহিয়া বলিল, "বললাম তো একচোট সব খুলে। কি গেরো বল্ তো।"

একটু থামিয়া গলা আর একটু চড়াইয়া বলিল, "বাঘা, এখনও চিনতে পারছিস না জামাইবাবুকে ? সেই লুচি খেতিস হাত থেকে।"

গন্‌শা বলিল, "পিসশ্বশুরের বাড়ির লোক নয় রে বাঘু।"

এবার ঘরের ভিতর হইতে ভারী গলায় প্রশ্ন হইল, "বাইরে কে ব্যাড়র-ব্যাড়র করছে ? কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে।"

গোরাচাঁদ গন্‌শাকে বলিল, "শ্বশুরের আওয়াজ। আফিমের ঘুম কিনা, ঠিক ধরতে পারছে না।"

চেঁচাইয়া বলিল, "বাবা আমি আপনাদের গোরাচাঁদ, শিবপুর থেকে আসছি।"

"কে, বাবাজী ? এস বাবা, এস এস।……নিধে ! এই বেটা হারামজাদা, পড়লে আর হুঁস থাকে না ! রকে জামাই দাঁড়িয়ে যে !"

তাড়া খাইয়া নিধিরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। বাঁ হাতে কালি-পড়া লণ্ঠনটা লইয়া দুয়ার খুলিল, তাহার পর আলোটা তুলিয়া ধরিয়া চোখ পিট-পিট

করিতে করিতে টানা জড়িত স্বরে কহিল, "তাই তো জামাইবাবু যে! এস এস, আস্তেজ্ঞে হোক, পেন্নাম হই। তা, বলা নেই, কওয়া নেই—যেন গিয়ে বিনি মেঘে বজ্রাঘাত, বাঃ, কি সৌভাগ্য! ওটি কে?"

গন্‌শা বলিল, "আমি দাঠাউরের নফর নিধুদা; গড় করি।"

[৪]

তিনজনে ঘরে আসিল। গোরাচাঁদ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া সামনের একটা পায়া-মচকানো চেয়ারে, প্রতি মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। গন্‌শাও খুব ভক্তিভরে পায়ের ধুলা লইয়া নীচে উবু হইয়া বসিল। নিধু ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

শ্বশুর খানিকটা নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। অস্বস্তি বোধ হওয়ায় গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "আপনি—আপনারা কেমন আছেন?"

কোন উত্তর হইল না।

গন্‌শা ইশারায় তাগাদা করিল, হাতের কাছে অন্য কোন প্রশ্ন না পাওয়ায় গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "এবার এদিকে বিষ্টি কেমন হল?"

নড়নচড়ন পর্যন্ত নাই। গন্‌শা আবার প্রশ্ন করিতে তাগাদা করিল, গোরাচাঁদ ভীতভাবে হাত নাড়িয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "চটে যায়।"

আবার খানিকক্ষণ নিঝুম। একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলে শ্বশুর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন, "হুঁ, গোরাচাঁদ এসেছ না?"

গোরাচাঁদ ব্যাকুলভাবে একবার গন্‌শার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাই তো!"—আবার খানিকটা চুপচাপ, শুধু গোরাচাঁদের চেয়ার সামলানোর ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হইল দুই তিন বার।

নিধিরাম তামাক সাজিয়া দিয়া এক পাশে বসিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া গোরাচাঁদের শ্বশুর একটু চাঙ্গা হইলেন। বলিলেন, "তখন থেকে চুপ করে তাই ভাবছি। হাঁরে নিধে, বাড়ির সবাই বিয়ে-বাড়ি নেমন্তন্নে গিয়ে বসে রইল, জামাই খাবেন কি?"

নিধিরাম কলিকাটির দিকে অর্ধমুদ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিল নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "সেই কথাই তো ভাবছি!"

গোরাচাঁদের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গন্‌শা একটু চাপা, তবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও হতভম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুইজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্বশুর কি স্থির করে, সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হুকাটা বাড়াইয়া শ্বশুর বলিলেন, "ভাবিয়ে তুললে যে! উপোস করে থাকবেন?"

নিধিরাম কলিকাটা পাক দিয়া হুঁকা হইতে খুলিতে খুলিতে বলিল, "রামঃ, সেকি হয়?"

"উপায়?"

নিধিরাম পরম ভক্তিভরে কলিকাটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "বাবা আছেন।"

বাবা—এ প্রান্তে তারকেশ্বরের সাধারণ নাম।

গন্‌শা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।

"আমি বলি,"—বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে যাইতেছিল, নিধিরাম হাসিয়া বলিল, "তুমি যা বলবে, বুঝতেই পারছি দাঠাকুর, খবর দিয়ে আসতে পারনি বলে আর খুব রাত হয়ে গেছে বলে পথে শেওড়াফুলিতে খেয়ে এসেছ, এই তো? শুনছেন জামাইবাবুর কথা কর্তা?"

নেশাটা চটিয়া যাইতেছে, জামাইয়ের হাঙ্গামা না মিটাইলে অব্যাহতি নাই; বৃদ্ধ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ছ্যৎ! সে তুই আমি করতাম বলে কি ও ছেলেমানুষেরাও করবে? না, সেটা উচিত হত?"

অর্থটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট, গন্‌শা ও গোরাচাঁদ বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল; পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান কিছু বলিয়া বসে—সেই ভয়ে গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল, "আজ্ঞে বললে বিশ্বাস যাবেন না, দাঠাউর সত্যিই খেয়ে এসেছেন।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া মরিয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কপালদোষে হঠাৎ একটা ঢেকুর ঠেলিয়া বাহির

হইল। তবু যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা সোডা—"

গন্‌শা তাহার দিকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "খাবেন না সোডা? তি-তিন গণ্ডা রসগোল্লা পোয়াটাক কচুরি-সিঙারা মিলিয়ে, পো-খানেক মিহিদানা—এইসব খেলেন, শেষে আমি বললাম—"

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিয়া ছিল। তার মুখের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গন্‌শা বলিল, "শেষে আমি বললাম, দা'ঠাউর একটা সোডা খেয়ে নাও; তাঁরা তো সেখানে খাবার জন্যে জেদাজেদি করবেনই—"

নিধিরাম বলিল, "করব না জেদাজেদি? ঘরের জামাই এলেন, বাঃ!"

গন্‌শা ক্রমাগত চোখ-টেপানি দিতেছে। আর কোন আশা নাই দেখিয়া গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়া বলিল, "দুখীরামের কথা শুনে আমি বললাম, হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব?"—বলিয়া চেষ্টা করিয়া আর একটা ঢেঁকুর তুলিল।

শ্বশুর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিল, "আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না যে জামাই পথেই খেয়ে এসেছেন। নিধে কি বলিস?"

হাঙ্গামা-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইয়া আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "অবিশ্বাসের তো হেতু দেখছি না কর্তামশাই; নতুন জামাই মিছে কথা বলবেন কি? তায় আপনার মত দেবতুল্যি শ্বশুর!"

"তাই তো!"—বলিয়া বৃদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বলি কি নিধে, জামাইকে না হয় নেমতন্ন-বাড়ি নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর—এটির নাম কি?"

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল, "দুখীরাম।"

"আমাতে আর দুখীরামে বসে বসে গল্প করি না হয়।...বেহাই বেহান-ঠাকরুন আছেন কেমন দুখীরাম?"

"বেশ আছেন।"—বলিয়া গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে, আমি তো জা-জ্ঞান থাকতে দা'-ঠাউরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না। এই সাপখোপের দেশ; কর্তাবাবু বললেন, দুখীরাম, ম-মলমাস, ছেলেটা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, খ-খ-খবরদার!"

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "নিধু খুব বিচক্ষণ লোক গন্—দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। তোর কোন ভাবনা নেই; নিশ্চিন্দি হয়ে বাবার সঙ্গে গল্প কর, আমি একটু হয়ে আসি। কথা হচ্ছে, খিদে তো একেবারেই নেই, কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকরুণকে দেখবার জন্যে প্রাণটা কেমন আইঢাই করছে; অনেকদিন পায়ের ধুলো নিই নি কিনা!"

গন্‌শা ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া খাক হইতেছিল, গোরাচাঁদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল, "বি-ঝিনি পায়ের ধুলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুঁজে, ত্যাখন আর একটা কি দুটো ঘণ্টা কোন রকমে কাটাও না দা'ঠাউর, মা-ঠাকরুণ এক্ষুনি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরবেন ছিচরণ সঙ্গে নিয়ে।"

শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে আজ সমস্ত রাত আসবে না, তারা কেউ না; সম্পর্কে আমার নাতনীর বিয়ে কিনা, গিন্নী বাসর জাগবে—ওকি! ধর ধর।"

শেষ আশা একটু ছিল শাশুড়ীর; সেটুকুও যাওয়ায়, গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরাচাঁদ ভাঙ্গা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল, গন্‌শা নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল।

শ্বশুর বলিলেন, "আহা, ঘুম ধরেছে!"

নিধিরাম বলিল, "চাপ খাওয়া হয়েছে কিনা।"

শ্বশুর উঠিয়া বলিলেন, "তবে বাবাজী, চল, দুর্গা-শ্রীহরি বলে শুয়েই পড়বে চল। খিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রণাম করবার জন্যে কোশটাক পথ ভাঙার মাঝরাত্রে কি দরকার? ওঠ তা হলে। দুখীরামকে না হয় গোটাকয়েক খইচুর এনে দোব?"

গন্‌শা উত্তর দেওয়ার আগে গোরাচাঁদ প্রতিহিংসাবশে বলিল, "না না, খাওয়ার ওপর খেয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে শেষে; ওর ভরসায়ই বাবা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন মলমাস অগ্রাহ্যি করে।"

গন্‌শার পানে না চাহিয়া শ্বশুরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল।

প্রায় ঘন্টা দেড়েক কাটিল। গোরাচাঁদ ভিতর-বাড়িতে ক্ষুধার জ্বালায় এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায় বিছানাতে পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের দুয়ারের কাছে গন্‌শা ডাকিল, "দা'ঠাউর!"

গোরাচাঁদ উত্তর দিতে যাইতেছিল, নিধিরামের গলার আওয়াজ শুনিল, "ঘুমে এলিয়ে পড়েছেন, আর তুলে কাজ নেই। তুমি তা হলে এই দোর-গোড়াটায় শুয়ে থাক দুখীরাম ভাই, আমি যাই কর্তার কাছে; এই শতরঞ্চি রইল।"

নিধিরাম চলিয়া গেলে গন্‌শা ভিতর-বাড়ির কপাট বন্ধ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, গোরাচাঁদ তখন ধীরে ধীরে ডাকিল, "গন্‌শা!"

"জেগে আছিস?"—বলিয়া গন্‌শা দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

গোরাচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল, ঘুমুতে পারছি না ভাই, আর সাহসও হচ্ছে না। এস্‌সা খিদে গন্‌শা! মনে হচ্ছে ঘুমুলে আর ওঠা হবে না, জামাইকে ওদের সকালে ধরাধরি করে টেনে বের করতে হবে।"

গন্‌শা মশার কামড়ে চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "চাকর সেজে এলে আবার মশারি দেবে না মনে ছিল না রে—উঃ! তার ওপর দু বেটা আফিমখোরের বক্তার! নেশা চটে গেছে কিনা।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তাও যেমন ভগবান দয়া করে ভুল গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলেন, যদি রেখে দিতেন—। পেটটা খালি থাকলে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা করে রে! জানতাম না। নিধেটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস?"

গন্‌শা বলিল, "দুটোই। খিদেয় মরছি, অথচ কেমন বলিয়ে নিলে, খেয়ে এসেছি। এসা কোণঠাসা করে এনেছিল যে, না-ন্না বললে আর মান থাকত না।"

খানিকটা চুপচাপ গেল। তাহার পর গন্‌শা মাথাটা মশারির মধ্যে গলাইয়া দিয়া পূর্বের চেয়েও চাপা গলায় বলিল, "গোরে, এক মতলব বের করেছি; ভাবছি, রাজী হবি কিনা, তোর আবার শ্বশুরবাড়ি কিনা!"

গন্‌শার মতলব বাহির করায় কত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়। গোরাচাঁদ পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি মতলব রে গন্‌শা?"

"বুড়ো সেই খইচুরের কথা বলেছিল—?"

"দিয়েছে নাকি?"—বলিয়া গোরাচাঁদ মশারি জড়াইয়া এক রকম পড়-পড় হইয়া নামিয়া গন্‌শার সামনে দাঁড়াইল।

গন্‌শা বলিল, "দেয় নি, ত-ত্তবে বাড়িতেই তো আছে।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া একেবারে গলা নামাইয়া বলিল "চুরি?"

গন্‌শা উপরে নিচে মাথা নাড়িল।

গোরাচাঁদ ঝোল টানার শব্দ করিয়া বলিল, 'জামাই হয়ে—তাই বলছিলাম; কিন্তু কেই বা দেখছে! আর এমা চমৎকার খইচুর এখানকার গন্‌শা; সন্দেশ রসগোল্লা ফেলে—"

"ভাঁড়ার-ঘর কোন্‌টে জানিস?"

গোরাচাঁদ আবার ভাঁড়ার ঘর চিনবে না—তাও শ্বশুরবাড়ির! বলিল, "উঠোনের ওদিকে রান্নাঘরের পাশে—হ্যাঁরে গন্‌শা, আমার একটা আধটায় হবে না; কমে গেলে ওরা সব টের পেয়ে যাবে না তো যে জামাই রাত্তিরে উঠে এই কাণ্ডটি—"

"গা-গা-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; আগে চল্ নিয়ে, যদি তালা দেওয়া থাকে তো আবার—"

গোরাচাঁদের বুকটা যেন ধ্বসিয়া গেল; ভীত নিরাশ দৃষ্টিতে বলিল, "তা হলে?"

"চল্ না, ইডিয়ট!" বলিয়া গন্‌শা তাহাকে একটা ঠেলা দিল। বালিশের তলা হইতে দেশলাইটা লইল।

প্রদীপ লইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল, "তোরই মতলবের ওপর আমার এক মতলব এসে গেল গন্‌শা; রান্নাঘরটাও অমনই আগে একবার দেখে নিলে হয় না? কপাল যেমন তাতে যে কিছু পাব—তবু ধর, যদি ওবেলার ভাজা মাছটা আশটা—"

গন্‌শা বলিল, "হ্যাঁ চল্; কখনও কখনও জল দিয়ে পান্তা করেও রাখে মেয়েরা, খুব তোয়াজ বোঝে কিনা, নেমন্তন্ন খেয়ে শরীরটা গরম হবে।"

উঠান পার হইয়া রকে উঠিয়া গোরাচাঁদ উৎফুল্লভাবে বলিল, তালা দেওয়া নেই রে গন্‌শা, ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন।"

ভগবান সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন। রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই দুইজনে দেখিল, সামনে একটা শিকেয় টাঙানো একটা বেশ বড় সাইজের হাঁড়ি তাহার উপর একটা জামবাটি, তাহার উপর একটা কড়া ; পাশে আর একটা শিকেয় একটা পিতলের কড়া।

একটা বিড়াল উনানের পাশে বসিয়া ছিল, ইহাদের দেখিয়া লাফাইয়া জানালায় উঠিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া পিতলের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বাহির করিয়া লইল, উল্লাসে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "দুধ রে গন্‌শা —মিল্ক!"

গন্‌শা বলিল, "নামা!"

চঞ্চল হাতে নামাইতে গিয়া একটু সরশুদ্ধ দুধ চলকাইয়া গোরাচাঁদের কপালের উপরটায় পড়িয়া গেল। বাঁ হাতে সরটি মুছিয়া মুখে দিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "বেশ মোটা সর রে! দুটো বাটি পাওয়া যেত!"

গন্‌শা বলিল, "আগে হাঁড়ির শিকেটা দেখে নে। এই রে, তোর কপালে কড়ার কালি লেগে গেল যে!"

সৌন্দর্যের দিকে গোরাচাঁদের খেয়াল ছিল না।. "ঠিক বলেছিস, দুধটা শেষ পাতের জিনিস কিনা!"—বলিয়া কপালটা ডান হাতে মুছিয়া অন্য শিকাটার দিকে অগ্রসর হইল।

গন্‌শা বলিল, "আমি ধরছি শিকেটা ; তুই একটা একটা করে পাড়্। আবার জামায় হাতটা মুছলি বুঝি? এঃ, ভুত হয়ে গেলি যে!"

গন্‌শা শিকের একটা দড়ি ধরিল। গোরাচাঁদ উপরের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বলিল, "ঝোল, গনশা!—আঙুলগুলো চালাইয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "মাছের ঝোল!"

আর তর সহিতেছিল না, গোটাকতক মাছ বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া আনন্দের চোটে গন্‌শার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "পুঁটিমাছের টক মাইরি!

গন্‌শার উঁচু-করা মুখে জল আসিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "তা হ'লে হাঁড়িতে নির্ঘাত-পান্তা আছে ; জামবাটিটা দেখ্‌ তো? আমার হাত ধরতে গেলি কেন? দেখ্‌ তো আমায়ও বাঁদর বানিয়ে ছাড়লি!"

জানালার উপর একটা বিড়াল বিস্মিত-দৃষ্টিতে এই অভিনব দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, ডাকিল—মিউ।

গোরাচাঁদ বলিল, "তাড়া তো বেটিকে। ভাগীদার জুটেছেন।"

গন্‌শা বলিল, "না না আমি এক মতলব ঠাউরেছি, যাবার সময় সব ফেলে-ছড়িয়ে বেড়ালটাকে ঘরে বন্ধ করে যাব।"

"তোর এতও মাথায় খেলে মাইরি!—বলিয়া গোরাচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "ঠিক করে ধরিস, আমার হাতটা কাঁপছে।

[৬]

কড়াটা বাঁ হাতে একটু তুলিয়া জামবাটির মধ্যে হাত দিতে যাইবে, এমন সময় বাহিরের রকের এ কোণাটায় বাঘা উৎকট স্বরে ঝাঁউ ঝাঁউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। একে আচমকা, তায় চোরের মন, দুইজনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল এবং তাহাদের হস্তধৃত দড়ি ও কড়াটা কাঁপিয়া গিয়া কড়াটা বাঁকিয়া প্রায় অর্ধেকটা অম্বলের মাছ আর ঝোল হড়হড় করিয়া গোরাচাঁদের মাথার উপর পড়িল। গন্‌শা একটা লাফ দিয়া পিছনে সরিয়া গেল, কিন্তু তবু যে নিতান্ত বাদ গেল, এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার নিকট হইতে আওয়াজ আসিল, "বাঘা, আমরা সব; থাম্।"

ঝোলে-বোজা চোখে কোন রকমে পিটপিট করিয়া চাহিয়া গোরাচাঁদ দেখিল, গন্‌শা চোখ দুইটা বড় করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে; অতিমাত্র ভীত ও চাপাস্বরে বলিল, "আমার সম্বন্ধী—শিবুদা!"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "উপায়?"

আওয়াজ অগ্রসর হইতে লাগিল—বিয়েবাড়ির চর্চা। সবাই রকে উঠিল। শিবু বাহিরের দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "বাবা, ও বাবা! নিধে! দুজনেই নিঃসাড়! এই নিধে!"

কর্তার গলারই উত্তর হইল, "এলি তোরা? জামাই এসেছেন, সঙ্গে চাকর নিয়ে।"

দুয়ার খোলার শব্দ হইল। প্রবেশ করিতে করিতে শিবু প্রশ্ন করিল, "আমাদের গোরাচাঁদ। কখন এল ?"



গোরাচাঁদ একবার নিজের অন্নসিক্ত শরীরটা দেখিয়া
বিহ্বলভাবে গন্‌শার পানে চাহিয়া রহিল

গন্‌শা ফিসফিস করিয়া ডাকিল, "গোরে!"

গোরাচাঁদ কাঠ হইয়া গিয়াছে, একবার নিজের অন্নসিক্ত শরীরটা দেখিয়া বিহ্বলভাবে গন্‌শার পানে চাহিয়া রহিল।

সদর দুয়ারে করাঘাত হইল। গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলব বল্ তো গন্‌শা ? কাপড় জামাটা ছেড়ে—"

গন্‌শা বলিল, "পাগল! সময়ই বা কোথায়? আর স্যুট্‌কেশটাও বাইরে।"

ঘন ঘন করাঘাতের সঙ্গে তাগাদা হইল, "গোরাচাঁদ, দোর খোল হে!"

"জামাইবাবু!"

গন্‌শা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া বলিল, "পালাতে হবে গোরে, খিড়কীটা কোন দিকে বল তো?"

এত বিপদেও গোরাচাঁদের এ সম্ভাবনাটা মনে হয় নাই; চরম বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পা—লা—তে হবে! শ্বশুরবাড়ি যে! আর সত্যিই তো, তা না হলে—"

বাহিরে শোনা গেল, "নিধে, তুই ওদিক থেকে একটু হাঁক দে তো। শালা যেন কুম্ভকর্ণ! আর চাকরটাই বা কি রকম···দোর খোল হে!"

জোর কড়া নাড়ার শব্দ হইল, কপাটে দু একটা লাথিরও ঘা পড়িল।

এমন সময়, যেখানটা কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছিল, সেখানটায় নিধিরামের শঙ্কিত কণ্ঠ শোনা গেল, "দাদাবাবু, রান্নাঘরে আলো দেখছি যে! মা ঠাকরুণ জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন নাকি?"

"কই, না! হে বাবা তারকেশ্বর!"—মেয়ে গলার কাঁপা আওয়াজ হইল।

খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ। শিবু নিধিরামের কাছে আসিয়া বলিল, "সত্যিই তো! আর দু—"

গোরাচাঁদ এক ফুৎকারে আলোটা নিবাইয়া দিল। গন্‌শা খুব চাপা গলায় বলিল, "কি করলি গাধা!"

"নিবিয়ে দিলে! চোর! চোর! বাবা, জেনেশুনে চোর ঢোকালে বাড়িতে!··নিধে!"

"দেখলাম জামাই, সেই রকম মুখ চোখ, কথাবার্তা; দিব্যি প্রণাম করলে।"

"তবে আর কি! প্রণাম করলে! শীগগির খিড়কি আগলাগে নিধে, নিশে বাগ্‌দীকে হাঁক দে। ও রতনের মা! ও সামন্ত, সামন্ত!"

একটু দূরে বনের মধ্য হইতে আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে!"

"শীগগির এস সড়কিটা হাতে করে, দু শালা ঢুকেছে।"

"এলাম। সটকায় না যেন, একসঙ্গে গাঁথব। রতনের মা, তোর সেই কাটারিটা নিয়ে বেরো।"

গন্‌শা আর গোরাচাঁদ ঘর ছাড়িয়া উঠানের মাঝামাঝি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, গোরাচাঁদ একসঙ্গে গাঁথার কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

আওয়াজ হইল "নিধে!"

"আমি এই খিড়কিতে বাঘাকে নিয়ে।"

গন্‌শা চারিদিকে চাহিয়া নিরাশভাবে বলিল, "কি করা যায়?" তাহার পর হঠাৎ গোরাচাঁদের পায়ের নিকট হইতে একটা আদ্ধা ইট কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে, চল্ খিড়কির দিকে, তুইও পিঁড়েটা তুলে নে!"

গোরাচাঁদ শঙ্কিতভাবে বলিল, "খুন করে পালাবি নাকি নিধেকে?"

গন্‌শা বলিল, "আর বাঘাকে। নয়তো কি খু-খু-খুন হব সামন্তর সড়কিতে? কোনটে খিড়কি? এগো।"

কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় কুকুরটা হঠাৎ নিধিরামের নিকট হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে কি একটা তাড়া করিয়া রান্নাঘরের পিছনে গেল এবং সেখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া উঁচু মুখে প্রবল সোরগোল লাগাইয়া দিল।

শিবু একটু লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে: সবাই এই দিকটা চলে এস, এখনও আছে শালারা। নিধে, আর দিক্কিন, সামন্ততে আর তোতে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওদিকে পড়। বাঘা, ঠিক চোখে চোখে রাখবি ঐ ভাবে।"

বাঘা রাখিতেও ছিল, কালো বিড়ালের মত শত্রু আর তাহার নাই। বাঘাহীন খিড়কিতে নিধিরামের পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া সবিক্রমে বলিল, "হ্যাঁ, ওঠ তো সামন্ত খুড়ো; দাও সড়কিটা ধরে থাকি ততক্ষণ।"

গন্‌শা ও গোরাচাঁদ গিয়া খিড়কি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যেই বুঝিল, নিধিরাম সরিয়া গিয়াছে, দোর খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইল। গন্‌শা খুব সন্তর্পণে শিকলটা তুলিয়া দিল। খুব অন্ধকার, ঝোপঝাপ। গোরাচাঁদ অগ্রসর হইল। হাতটা পিছনে করিয়া গন্‌শার জামা ধরিয়া খুব চাপা গলায় বলিল, "আয়, একটু ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তা! বাঘা সরে নি, ওরা বাড়ি নিয়েই থাকবে একটু।"

গন্‌শা প্রশ্ন করিল, "খা-খানা ডোবা নেই তো—তি-তিনের শ্বশুর-বাড়ির মত।"

গোরাচাঁদ বলিল, "না, তবে রাত্তিরে যাঁদের নতা বলতে হয় তাঁদের উৎপাত আছে; 'আস্তিকস্ত মুনির্মাতা বলতে থাক্ গন্‌শা,—চাপা গলায়—যাতে শুধু মা মনসাই শুনতে পান।"

এত বিপদেও বাড়িটার দিকে চাহিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল, একটা রাতও কাটল না ; বউ ওদিকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে—"

শিবপুর স্টীমার জেটির রেলিঙে হেলান দিয়া মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত, গনশা আর গোরাচাঁদ। রাজেন প্রশ্ন করিল, "তারপর, গোরের শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগল গন্‌শা ?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "এক রাত্তির থেকেই চলে এলি যে বড় ?"

গোরাচাঁদের মনটা অপ্রসন্নই ছিল, একটু ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর করিল, "শ্বশুরবাড়ি এক রাত্তিরের বেশী থাকলে মান থাকে নাকি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "সে কথা নয়, মানে, দিলে যে বড় আসতে ?"

গন্‌শা কুটা না কি একটা দাঁতে কাঁটিতেছিল ; গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসতে কি দি-দিতে চায় ? অনেক ক-ক্কষ্টে—"

আর শেষ করিতে পারিল না। কথাটা বাড়ি ঘেরাও করিয়া আটকানো, খিড়কি দিয়া পালানোর সঙ্গে এমন মিলিয়া গেল যে, আপনিই যেন তাহার গলার স্বর মাঝপথে বাধিয়া গেল।

স্বয়ংবর

[১]

শিবপুর স্টীমার ঘাট। জেটির কাছে ঘাসের উপর সব বসিয়া আছে,—গনশা, ঘোৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর রাজেন। ত্রিলোচন উপস্থিত নাই, শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে।

ছয়টা-বাহান্নর স্টীমার আসিয়া লাগিল। আর সব প্যাসেঞ্জার বাহির হইয়া গেলে ছোটখাট একটি পশ্চিমা বরযাত্রীর দল নামিল, বোধ হয় তক্তাঘাট হইতে আসিয়াছে। বরের কানে দুইটা বড় বড় কুণ্ডল, গায়ে ফিনফিনে সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় আরও মিহি জাপানী সিল্কের গোলাপী রঙের চাদর। মাথায় প্রচুর তেল এবং চোখে প্রচুর কাজল। জেটি হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় নিজের বিশিষ্টতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে চোখে কেমিকেলের ফ্রেমের একটা নীল চশমা আঁটিয়া একটা হাওয়াগাড়ি সিগারেট ধরাইল।

স্টীমার ছাড়িয়া গেলে গন্‌শারা সব আসিয়া জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ চুপচাপের পর রাজেন বলিল, "এদের খুব ছেলে-বেলায়ই দিব্যি বিয়ে হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি।"

আবার খানিক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ঘোৎনা জিজ্ঞাসা করিল, "গনৎকারের কাছে তো গেছলি গন্‌শা ; কি বললে র‍্যা ?"

গন্‌শার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া দূরে হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোরডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গন্‌শার আজন্মের একটা দোষ আছে, সেটা না খণ্ডালে তো বিয়ে হতে পারে না। তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে।…না গেলেই ছেল ভাল,—ওর মামা অত টাকা বের করবে না, মাঝে পড়ে বউ কোথায় ডাগর হয়ে উঠেছে শুনে ভাবনায় ও বেচারীর মনটা…"

রাজেন বলিল, "যা যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।"

গন্‌শা হাওড়ার পুল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তু-তুই কি বলতে চাস এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে ?"

রাজেন বলিল, "না তোর বউয়ের কথা বলছি না, সে তো ডাগরটি হবেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বলছি এই গনৎকারের কথা—তুই বিশ্বাস করিস? এই দোষ খণ্ডানোর কথা?"

গন্‌শা কোন উত্তর দিল না। ঘেঁাৎনা বলিল, "বিশ্বাস না করে কি করবে? শানাপাড়ায় 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলছেন নাকি এত দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায় স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আসলে চিত্রগুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগ্‌গিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন বলে, যে-সব পুরানো পাপী হাতে পায়ে ধরেছে তাদের নামধাম একটা খেরোর খাতায় লিখে নিচ্ছেন: পনর টাকা ফি—বলেন, দাদাশ্বশুরের একটা মন্দিরের ব্যবস্থা করেই দেহ রাখবেন—উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নির ভিড় লেগে গেছে। বল.—তারা ঠকবার লোক?"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাতে দিয়ে দিত। এখন শুনেছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই বসে খাতা লেখে কিনা!"

গন্‌শা একটা বিড়ি ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। রাজেন বলিল, "সত্যিই যদি আর জন্মের কোন দোষে বিয়ে হচ্ছে না, তো কাটাবার কি আর উপায় নেই? তীর্থ-টীর্থ করা, গঙ্গাস্নান করা…আর বিড়ি সিগারেটগুলোও ছাড় গন্‌শা—নেশাও একটা পাপ তো?…"

কে. গুপ্ত বলিল, "গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্তবড় যোগও আসছে—দশহরা "

ঘোঁৎনা, "ঠিক হয়েছে রে!"—বলিল এ-ধারের রেলিং থেকে ওধারের রেলিঙে গিয়া গন্‌শার মুখোমুখি হইয়া বলিল, "সেদিনকার গঙ্গার ঘাটের মেলার জন্যে বাজেশিবপুর থেকেও এবার ভলন্টিয়ার দল গড়ছে। চল্ না, গঙ্গাস্নানও হবে, লোকসেবাও হবে; যদি সত্যিই কিছু দোষটোষ থাকেই তো একসঙ্গে দুটো পুণ্যির ধাক্কায়…"

গোরাচাঁদ বলিল, "আর ওদের বেশ খ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কি না…"

রাজেন বলিল, "তাহলে দেখ্‌না গন্‌শা, ন্যায়রত্ন মশাই বলছিলেন—এর পরেই উপরো-উপরি তিনটে ভাল লগ্ন রয়েছে, যদি সত্যিই কেটে যায় দোষটা …অন্ততঃ গণৎকারের কথাটা হাতে হাতে মিলিয়ে দেখবার মস্ত একট সুবিধে।"

গন্‌শা বোধ হয় পুণ্য অর্জনের হাতেখড়ি হিসাবে অর্ধদগ্ধ বিড়িটা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "নে-নেবে ভলন্টিয়ার? যাই তো কিন্তু সবাই যাব।"

ঘোঁৎনা বলিল, "লুফে নেবে গণেশের দল শুনলে। শিবপুর সেবা-সংঘের এরাই তো কতবার বলেছে আমায়—ঘোঁতন, তোমাদের সবাই এস না: একটা সৎ কাজ।—তখন গা করি নি। অবিশ্যি এখন আর ওরা নিচ্ছে না, বন্ধ করে দিয়েছে।"

[২]

পরের দিন সকালে ছয় জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্তি হইবার জন্য বাহির হইল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে শুনিতে সকলে চৌধুরী-পাড়ার রাস্তা ধরিয়া বাজেশিবপুরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এ-গলি সে-গলি করিয়া একটা দোতালা বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-দিয়া ঘেরা, সামনে ছটাকখানেক বাগান। ঘোঁৎনা বলিল, "এই তো সতের নম্বর।"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়িটাই? লোকজন কাউকে তো দেখছি না!"

ঘোঁৎনা উত্তর করিল, "নম্বর তো সতের ঠিকই রয়েছে। আয় না দেখাই যাক।" বলিয়া ভেজানো ফটক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতস্তত করিতে করিতে একে একে সবাই অনুসরণ করিল—শুধু গোরাচাঁদ সব পিছনে ফটকের একটা পাল্লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িটার গম্ভীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সবাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

ত্রিলোচন বলিল, "একটা হাঁক দে না ঘোঁৎনা।"

ঘোঁৎনা তাহার দিকে ঘুরিয়া বলিল' 'তুই দে না। ঘোঁৎনা পথ দেখিয়ে নিয়েও আসবে, ডেকেও দেবে, তারপর বলবি গাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে চল্ —আবদার!"

গন্‌শা চটিয়া উঠিয়া বলিল, "প-প্পথ দেখিয়ে কোন চুলোয় নিয়ে এলি আগে তাই বল্ তো? ভ-ভলেন্টিয়ার তো গিজ্-গিজ্ করছে দেখছি!"

এমন সময় উপরের বারান্দায় কালো মোটাগোছের একটি মাঝবয়সী লোক বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই আপনাদের?"

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিল। ঘোঁৎনা বলিল, "আজ্ঞে চাই না কিছু।"

"তবে?"

"একবার নিচে আসবেন?"

গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে ফটকের বাহির হইয়া দাঁতে একটা ঘাস চিবাইতে চিবাইতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। উপর হইতে রুক্ষস্বরে উত্তর হইল, "কিছু চাই না, অথচ নিচে আসতে হবে—মানে?"

রাজেন ঘোঁৎনাকে ফিসফিস্ করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বল্ না চটিয়ে তুলছিস যে।"

নিজেই সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল, "আজ্ঞে নামতে হবে না আপনাকে কষ্ট করে,—বলছিলাম গঙ্গাস্নানের মেলা হবে, তাই ভলন্টিয়ার…"

আরও রুক্ষস্বর এবং বিকৃতভঙ্গিতে উত্তর হইল, "তাই আমায় ভলন্টিয়ারি করতে হবে…? তা রাজী আছি—বল তো নেমে একটু শক্তির পরিচয়ও দিই গিয়ে।"

গোরাচাঁদ বাড়ির সুমুখ হইতে সরিয়া গিয়া স্যাণ্ডাল জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া এবং মাথা নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে বুড়া আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

গন্‌শা ঘোঁৎনার পিছনে নিজের জায়গায় সরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, ইয়ে…ভ-ভলন্টিয়ার তো আমরা—দশহরার মেলার—গঙ্গার ঘাটে—"

"বাড়িটাতে গঙ্গার ঘাট বলে ভুল করবার মত কিছু পাচ্ছ কি সব?', গলা আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, "ভজুয়া…!"

রাজেন গন্‌শার জামার খুঁটে টান দিয়া নিম্নস্বরেই বলিল, "চল্‌, বুঝতেই পারা যাচ্ছে এ বাড়ি নয়। সব কথার, উল্টো মানে করছে—

গোরাচাঁদের সহিত এদের দেখা হইল অনেকটা দূরে গলির একটা মোড়ের অন্তরালে। সে স্যাণ্ডালে পা সাঁদ করাইতে করাইতে একটু অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "ভজুয়া বেটা বেরিয়েছিল নাকি?"

গন্‌শা ভেঙচাইয়া বলিল, "তুই আর কথা কস্‌ নি গোরে, ঘেঁন্না ধরালি!—পা-প্লালালি কি বলে র‍্যা? এদিকে ভলেন্টিয়ারি করবার শখও আছে।"

গোরাচাঁদ পূর্বে পূর্বে এর প্রতিবাদ করিত, আজকাল তাহার এ-দুর্বলতাটুকুর প্রমাণের সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাওয়ায় চুপ করিয়া চলিতে থাকে; সে দলের মাঝখানে একটি নির্বিঘ্ন জায়গা করিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সবাই মন-মরা হইয়া গিয়াছে; কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না। শেষে ঘোঁৎনা নিতান্ত যেন মৌনতার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই বলিল, "কেন যে এমনটা হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

কে. গুপ্ত বলিল, "আপনি বোধ হয় ঠিকানাটা ভুল শুনেছিলেন।"

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত বলিল, "আপনি কি বলতে চান ওটা সতের নম্বর ছিল না? একের পিঠে সাত তাহলে কি হয় বলুন তো শুনি? তেষট্টি?"

কে. গুপ্ত একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না সে কথা বলছি না, বলছি বোধ হয় অন্য কোন নম্বর বলেছিল।"

"অন্য নম্বর বললে আমি সতের বলতে যাব কেন মশাই? আমাকে বলেছিল ছিয়ানব্বই, আমি এসে বললাম সতের?—আপনাকে কেউ যদি বলে গন্‌শাকে একবার ডেকে দিন, আপনি ত্রিলোচনকে ধরে নিয়ে আসবেন?"

কে. গুপ্তর প্রশ্নটা সকলেরই মনে জাগিয়াছিল; কিন্তু ঘোঁৎনার তর্কের ভাষা ও ভঙ্গি দেখিয়া কেহ আর উত্থাপন করিল না।

কে. গুপ্ত স্বভাবতই একটু মোটাবুদ্ধি, পেঁচালো তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল এবং কি ভাবে তাহার মনের কথাটা গুছাইয়া বলা চলে ভাবিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গন্‌শাকে বলিল, "তোর বোধ হয় বিয়ের ফুলটা এখনও ফোটে নি গনেশ, নইলে—"

গন্‌শার মনটা অত্যন্ত খিঁচড়াইয়া ছিল, উষ্মার সহিত বলিল, "ন-নৈলে ঐ কেলে যমদূতটা ভলন্টিয়ারিতে নাম লিখে নিত ? তোর বিয়ের ফুলই ফুটেছে তিলে, বু-বুদ্ধির ফুল কিন্তু শুকিয়ে আসছে···"

কে. গুপ্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘোঁৎনাকে বলিল, "না, আমি সে-কথা বলছি না ; বলছিলাম ধরুন, যাকে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন সেও তো ভুল বলতে পারে ··"

ঘোঁৎনা আবার একটু ধমকের সুরে বলিল, "পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমি বেছে বেছে এমন লোককেই জিজ্ঞেস করতে যাব কেন শুনি ? আর তার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকবে তো বলতেই বা যাবে কেন মশাই ?"

কে. গুপ্ত আবার চুপ করিয়া গেল এবং একটু পরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দাঁতে চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তা হলে শুধু গঙ্গাস্নানই করে নে গন্‌শা। দশহরার দিন ভোর থেকে এসে সব গঙ্গায় পড়ে থাকা যাবে এখন। মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে চান তো পুণ্যির একটু ব্যবস্থা করে দেবেন না ?—দু-তিন ঘন্টার মধ্যে একটা-আধটা অ্যাক্‌সিডেন্ট হবে না ?—অত বুড়ী-টুড়ী, কচি ছেলেমেয়ে সব আসবে। আমার হাতের কাছে যেটা পড়বে সেটা তোকেই দিয়ে দেব।"

রাজেন বলিল, "হ্যাঁ, সেবা করা নিয়ে বিষয়, ভলন্টিয়ার হয়েই যে সেবা করতে হবে শাস্ত্রে এমন কথা তো ধরে লিখে দেয়নি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "স্ত্রী স্বামীর সেবা করে কি করে ? সে তো আর ভলন্টিয়ার নয় ?'

গন্‌শার মাথায় মা-গঙ্গার মুখ তুলে চাওয়ার কথাটা ঘুরিতে ছিল ; বিরক্তভাবে বলিল, "ধ্যাৎ, আর ঠা-ট্ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যদি দ-দয়াই হবে তো আজ ছ-বছর থেকে ভোগা দিচ্ছে কেন ?"

গোরাচাঁদ পাঞ্জাবির পকেটে দুইটি হাত সাঁদ করাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "নিন ঘোঁতনবাবু, এবার কি বলবেন বলুন!"

আর সবার কাছে একটু অপ্রতিভ হইয়া ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে মাঝে মাঝে থাবা দিয়া একটা তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা পাইতেছিল, বলিল, "কি শুনতে চান বলুন ?"

"আপনি বাড়িটা রাধানাথ মিত্তিরের গলিতে বলেছিলেন না ?"

"এখনও তো বলছি মশাই, কারুর ভয় না কি ?"

"ঐ দেখুন।"

কয়েক পা সামনে গলিটা মোড় ফিরিয়াছে, আর সেই মোড়ে অন্য দিক দিয়া একটা সরু গলি বাহির হইয়াছে। সেই মোড়ে একটা জরা-জীর্ণ কাঠের ফলকে গলিটার নাম লেখা রহিয়াছে। পাশের দেওয়ালের পিছন থেকে একটা পেঁপের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ফলকটা ভাল করিয়া দেখা যায় না; ক্রমাগত ঠকিয়া কে, গুপ্তের নজর ঐদিকে ছিল বলিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে—সকলে পড়িল, 'রাধানাথ ঘোষ লেন'।

সকলে একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোঁৎনার মনে হইতেছিল, কে. গুপ্তকে চিবাইয়া খায়। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "তাই তো দেখছি, একটু যেন ভুল হয়ে গেছে।"

গন্‌শা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই কি ভেবেছিলি যখন ঘোষ-মিত্তির দুই-ই কু-কুলীন কায়েৎ, তখন গলিতেও বেশি তফাৎ হবে না ?"

দলের মধ্যে এক ঘোঁৎনাই গন্‌শাকে সব সময় খাতির করে না, রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ত্রিলোচন দু-জনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "একটা শুভ কাজে নেমে তোরা ঝগড়া করতে লাগলি! আমার একটা মতলব এসেছে—থাম্ দিকিন্ তোরা।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "এই কইপুকুরের কাছাকাছি ন্যায়রত্ন মশায় থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—পুরুতমানুষ, শিবপুর বাজে-শিবপুরের অলিগলি নখদর্পণে।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহিত হইল, বোধ হয় পুরোহিতবাড়ির সন্দেশ, কলা, নারকেল-নাড়ুর কথা মনে পড়িল। বলিল, "মন্দ নয়, জলতেষ্টাও পেয়েছে বেজায়।"

রাজেন বলিল, "তাহলে সামনে কেমন দিন-টিন আছে সেটাও একবার দেখিয়ে নেওয়া যায়।

গন্‌শার মেজাজটা ঠিক হয় নাই। রুক্ষস্বরে বলিল, "খুব মতলব খাড়া

করেছিস—সতের নম্বর বাড়ির জন্যে ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ি খোঁজ, ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ি খোঁজবার জন্যে শিষ্যিদের বাড়ি খোঁজ, তা-ত্তাদের বাড়ি খোঁজবার জন্যে…”

এমন সময় রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত তিনজনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওই ন্যায়রত্ন মশায় আসছেন!—নামকরতেই!

[৩]

সত্যই দেখা গেল, তালতলার চটি পায়ে নামাবলী গায়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় সামনের একটা বাড়ির বারান্দা হইতে নামিতেছেন। সবাই যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অবশ্য এক গোরাচাঁদ ভিন্ন। ঘেঁাংনা অগ্রসর হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কানের উপযোগী আওয়াজ করিয়া বলিল, “প্রণাম হই ন্যায়রত্ন মশাই।”

সবাই ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ডান কানটা আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কি বলছ?”

ঘেঁাংনা বলিল, “প্রণাম হই, প্রণাম।”

আরও কাছে কানটা আনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, “ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কাল উপবাস ছিল কিনা, কাহিল হয়ে রয়েছি বলে কানটা একটু…”

গন্‌শা বলিল, ক-কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌না বাপু…‘কাহিল হয়ে রয়েছি!’ …কবে যে কা-কাহিল কম তা তো বুঝি না!”

রাজেন বলিল, “পেন্নামের হাঙ্গামা তুলে দিয়ে কাজের কথাটাই পাড়্ না একেবারে—তোরও যেমন ভক্তির রোখ চেপে গেছে!”

গোরাচাঁদ বলিল, “তার চেয়ে ওঁর বাড়িই নিয়ে চল ওঁকে; মাঝরাস্তায় চেঁচামিচি করার চেয়ে বরং…একে তো এমনিই গলা শুকিয়ে কাঠ…”

ঘেঁাংনা কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, “এই প্রণাম করছি!”

“দীর্ঘজীবী হও, রাজরাজেশ্বর হও, তা কোথায় এসেছ তোমরা? রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ যে রাঙা হয়ে গেছে!…গণেশ…?”

গন্‌শা বাজে কথার দিকে গেল না, চেঁচাইয়া বলিল, “রাধানাথ মিত্তিরের গলি

জানেন? ঘোঁৎনা বে-ব্বেশি ওস্তাদি করতে গিয়ে রাধানাথ ঘোষের গলিতে এনে চ-চ্চরকি ঘোরাচ্ছে।"

ঘোঁৎনা বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিয়া রাজেনের দিকে চাহিলেন। সে আরও চেঁচাইয়া বলিল, "জিগ্যেস করছে—রাধানাথ মিত্তিরের গলি চেনেন?"

"খুব চিনতুম, সে তো মারা গেছে।"

রাজেন নিরাশ ভাবে একটু এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "এ এক দোসরা ফেসাদে পড়া গেল।—'রাধানাথের গলি চেনেন?'—না, সে তো মারা গেছে?"

এমন অবস্থায় ন্যায়রত্ন মহাশয় কখন কখন চটিয়াও যান আবার।

সেই দিকটা সামলাইয়া ত্রিলোচন বলিল, "মারা গেছেন শুনে বড় কষ্ট হল। তাঁর গলিটা চেনেন?" রাস্তাটার উপর ইশারায় হাতটা চালাইয়া বলিল, "গলি—গলি!"

"ও বুঝেছি, সে তো এখানে নয়। আমার সঙ্গে এস; ওই দিক হয়েই না-হয় চৌধুরীদের বাড়ি চলে যাব। তারু চৌধুরীর খুড়ীর বড় কঠিন পীড়া শুনেছি, চান্দ্রায়ণ করবার জন্যে একবার বলে দেখি।...এই গোরাচাঁদ, তোমাদেরই তো পাড়ার; কেমন আছে বলতে পার যদুনাথের পরিবার? আহা, যদু চৌধুরী ছিল..."

গোরাচাঁদের মুখটা যেন শুকাইয়া গেল, সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তিনি তো দিব্যি সেরে উঠেছেন। কাল গেছলাম—ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে কত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আপনি কষ্ট করে আর যাবেন না; বুড়োমানুষ,—এই কাঠফাটা রোদ্দুর। আমাদের গলিটা দেখিয়ে ফিরে আসুন।"

পিছনে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত চটিয়া হাত-পা নাড়িয়া গন্‌শাকে বলিল, "দেখ্ তো বে-আক্কেলপনা!—সে ধুঁকছে—এখন-তখন—সঙ্গে কেত্তনপার্টি বেরুবে, সব ঠিকঠাক করছি—কদ্দিনকার আশা—ওর মাঝে পড়ে আবার তাকে চান্দ্রায়ণ করে চাঙা করে তোলবার চেষ্টা! এ কি শত্রুতা বল্ দিকিন!...এর ওপরও যদি যেতে চায় বলব পাঁচটা সাহেব ডাক্তারে ঘিরে আছে, তাদের কুকুর নিয়ে—বাজে লোককে ভিড়তে দিচ্ছে না—বিশেষ করে পুরুতদের।...কদ্দিন পরে একটা চান্স্! শুনছি নাকি আবার বৃষোৎসর্গ করবে।"

গন্‌শা ব্যঙ্গ-হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুই বোকা বুঝিস না। ও চা-চান্দ্রায়ণ করলে আরও শীগ্‌গির টেঁসে যাবে বরং। একে বৃদ্ধ কালা হয়ে গেছে, তায় আবার ভয়ঙ্কর ভুলো মন, একটা বিভ্রাটভ্রি হবেই, ভ-ভ্‌ভগবান না করুন।"

গোরাচাঁদের মুখটা আবার পরিষ্কার হইল। তবুও একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "যা, ঠাট্টা করছিস্! ওদিকে একজন মরতে বসেছে আর গন্‌শার যেন ফুর্তি বেড়ে গেছে! যাঃ..."

গন্‌শা ভারিক্কে হইয়া বলিল, "গগ্‌-গন্‌শা সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করে না!"

রাস্তার ডানদিকে একটা গলি আরম্ভ হইয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই রাধু মিত্তিরের গলি, আমি তা হলে চললাম। তাহলে যদুনাথের পরিবার ভালই আছে বলছ গোরাচাঁদ? শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আর হল না, অপর এক দিন দেখে আসবখন।"

গন্‌শার অভিমত শুনিয়া গোরাচাঁদের মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল। সে চিন্তিতভাবে নিজের দলের সঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটিল এবং আর দ্বিধা না করিয়া ফিরিয়া দ্রুতপদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাশে গিয়া বলিল, "একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম ন্যায়রত্ন মশাই, দরকারী কথা—ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল। ওই যে বললাম কিনা—যদু চৌধুরীর স্ত্রী—চৌধুরী-জ্যাঠাইমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথা জিগ্যেস করলেন?—সে সময় একটা কথা বলে দিয়েছিলেন—মাথার দিব্যি দিয়ে—বললেন, গোরে, বাবা, ওদিকে যখন যাবি একবার ন্যায়রত্ন ঠাকুরকে ডেকে দিস; সেরে তো উঠলাম, কিন্তু কবে আছি কবে নেই—তাঁর দয়ার শরীর; একবারটি বললেই আসবেন। কুলের পুরুত, দেবতার সমান কিনা।...তাহলে না-হয় এখুনি হয়ে আসবেন একবার—ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে?"

গঙ্গাদশহরা। এবার যোগটা বিশেষ গোছের; অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। একে ভিড় তায় ছোটবড় অনেকগুলি ভলন্টিয়ারের দল; রেষারেষির ঝোঁকে তাহারা প্রায় বাড়ি হইতেই সেবার জন্য পিছনে লাগিয়াছে। সমস্ত যাত্রীর—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের এবং তাহার মধ্যেও আবার আরও বিশেষ করিয়া বৃদ্ধাদের—মনটা প্রায়ই বড় খিঁচড়াইয়া রহিয়াছে ব্যাচওলা ভলন্টিয়ারদের ওপর।

ভলন্টিয়ারদের চেষ্টা, অণুমাত্র ত্রুটি হইতে দিবে না। ঘাটের কাছে বাঁশ দিয়া মেয়ে-পুরুষের রাস্তা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রবেশ-পথের মুখে, বাছাইয়ের জন্য ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। এসব মেলায় একটু ষাঁড়-গোরুর আমদানি হয়। অন্যান্য বার তাহাদের অগ্রাহ্য করা হইত, এবার তাহাদের গতিবিধিতেও ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় গোলমাল বাড়িয়াছে। একটা ষাঁড় মেয়েদের নির্দিষ্ট পথে কোন্ দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে গোরু নয় বলিয়া তাহাকে বাহির করিতে সবাই লাগিয়া যায়। সেও বাঁশের বেড়া ভাঙিয়া, যাত্রী-ভলন্টিয়ার মর্দিত করিয়া জানাইয়া গেল—সে সত্যই গোরু নয়।

লোকে—বিশেষ করিয়া বৃদ্ধারা—স্নান করিয়া যেটুকু পুণ্য অর্জন করিতেছে, সেটুকু অভিশাপে সদ্য সদ্য ব্যয়িত করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

বাজেশিবপুরের দল তেমন জমে নাই—তেমন কেন, মোটেই জমে নাই বলা চলে। ওরা শিবপুর সেবাসংঘের সঙ্গে টেক্কা দিয়া কেতাদুরস্তভাবে গঠনকার্য করিতে চাহিয়াছিল। সকালে বিকালে মিলাইয়া ঝাড়া পাঁচঘণ্টা ড্রিল, তার পর সামনের ধোপাপুকুরে সাঁতার। যাহারা সাঁতার জানিত, তাহাদের অনেকের সর্দিগর্মি হওয়ায় ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের হাতেখড়ি হইতেছিল তাহাদেরও বেশির ভাগ সাজিমাটি গোলা পানাপুকুরের জল উদরস্থ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন কয়েকজন ব্যাজ লাগাইয়া মনমরা হইয়া কাশিতে কাশিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শত্রুপক্ষের ভলন্টিয়াররা রটাইতেছে, "কাশি-ই ওদের ব্যাজ!"

গন্‌শা প্রভৃতি পুণ্যার্জনের পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের বহর দেখিয়া ছাড়িবে ছাড়িবে করিতেছিল, এমন সময়ে খবর পাইল সমস্ত ভলন্টিয়ারের মধ্যে সাহস এবং

কার্যকুশলতার জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বলিয়া কে একজন নাম গোপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রাজেন কবি, বলিল, "মেডেল পেলে আবার অনেক সময়, প্রেমও হয়ে যায় গন্‌শা ; ধর, কোন বড়লোকের মেয়ে যদি ভালবেসে ফেললে, তখন তোর মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবি।"

মেডেলের লোভেও, আবার অন্য কোন কাজের অভাবেও ওটা আর ছাড়া হয় নাই।

গন্‌শা, ঘেঁতনা আর রাজেন জেটির উপর দাঁড়াইয়া আছে। উপকারের স্থবিধাও হইতেছে না এবং কিভাবে করিতে হয় জানাও নাই। মোটামুটি একটা ধারণা ছিল এমন বড় বড় যোগে লোক খুব ডুবিয়া মরে ; কিন্তু যাহাকেই ডুব দিতে দেখিতেছে তাহারাই মাথা আবার জল ফুঁড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বেজায় নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইয়াছে যে, পুণ্য অর্জনে হতাশ হইয়া মনে হইতেছে এক-একটা মাথা জলে টিপিয়া ধরিতে পারিলে গায়ের জ্বালা মেটে। দু-বার আক্রোশের দাঁত কড়মড়ানি শোনা গেল ; কার ঠিক ধরা গেল না—সম্ভবত গন্‌শা কিংবা ঘেঁৎনার।

গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং ত্রিলোচন এখানে নাই ; তাহারা তিন জনে দুর্ঘটনার প্রত্যাশায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই তাহাদের হাতে ধরা পড়িতেছে না। অথচ দুর্ঘটনার যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে এমন নয়। একটা বৃদ্ধা কি রকম ভাবে হঠাৎ উঁচুনীচুতে পা মচকাইয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়া যায় ; প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শিবপুরের দল সন্ধান পাইয়া এম্বুলেন্স্ খাটে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। একটা গুণ্ডা একটি ছোট মেয়ের কানের দুল ছিঁড়িয়া লইয়া পালাইতেছিল, শিবপুরের ব্যাজ-পরা একটি ভলন্টিয়ার ধরিল ; এমন কি একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে করিতে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাবাড় হইবার দাখিল হইয়াছিল, যেন পাতাল ফুঁড়িয়া কোথা হইতে সেবাসঙ্ঘের একটা ভলন্টিয়ার তাহাকে বাঁচাইল এবং বেশ ঘটা করিয়াই তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল।

গোরাচাঁদ বলিল, "এরা বেশ কপাল করে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পোড়া অদৃষ্টে..."

ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গনশাটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে।

নিজে না পা'ক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হল মনে করে বুক বাঁধতে পারত! এ যেন দেখছি একেবারে মুষড়ে পড়বে বেচারা।'

গোরাচাঁদও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল, মাঝপথে থামিয়া সম্মুখে একস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "তিলে দেখেছিস?"

ত্রিলোচন গলাটা উঁচু করিয়া সামনে দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, "কি র্যা?"

"ওই যে মেয়েটা..."

"হুঁ, তা কি?

"ইডিয়ট্—দেখতে পাচ্ছিস না? নিশ্চয় কোন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, না হলে ও রকম ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চারি দিকে চাইবে কেন?"

"তাহলে নিয়ে আসব গন্‌শাদের ডেকে?"

"হ্যাঁ, এমন না হলে আর বুদ্ধি! আমরা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে করে নিক্। ওকে হাত করে বরঞ্চ গন্‌শার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্!"

গোরাচাঁদ পা বাড়াইল, ত্রিলোচনও অগ্রসর হইল এবং শ্যেনদৃষ্টি শিবপুরের দলের ভয়ে, কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া, কাহারও কাঁকালের নিচে দিয়া, ঠেলিয়া, মাড়াইয়া, দুইজনে লক্ষ্যস্থলে এক রকম ছুটিয়া চলিল—কেহ গাল দিল কেহ বা রাগের চোটে গালাগাল খুঁজিয়া না পাইয়া উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দু-জনের মধ্যে কেহই সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না।

একটি ফুটফুটে বছর পাঁচেকের মেয়ে জল থেকে খানিকটা দূরে ইঁটের গাঁথুনি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটা শুক্‌না কাপড় নামাবলী আর ঘটি কোলের কাছে করিয়া বসিয়া ছিল। গোরাচাঁদ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে তোমার খুকী?"

মেয়েটি ভ্যাবাচাকা খাইয়া দু-জনের মুখের দিকে চাহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "বল, কি হয়েছে তোমার কিছু ভয় নেই।"

একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক স্নান করিয়া মাথা ঝাড়িতেছিল, তাহার পাশ দিয়া

সামনে আসিয়া ত্রিলোচন বলিল, "ভয় কি? আমরা ভলন্টিয়ার, এই দেখ।" বলিয়া বুকে পিন্‌-আঁটা রেশমের ফুলটা দেখাইয়া দিল।

মেয়েটি শুক্‌নো মুখে ব্যাজটির দিকে চাহিয়া রহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "মার সঙ্গে?...বাবার সঙ্গে?...ঠাকুমার সঙ্গে?"

মেয়েটি মুখ চুন করিয়া একটু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, দিদিমার সঙ্গে।"

মেলার ব্যাপার, ততক্ষণে ছেলেরা, মেয়েয়. বুড়োয় অনেকগুলি লোক ইহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে মেয়েটির?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে।...তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমার মার কাছে রেখে আসব।"

কে. গুপ্ত সান্ত্বনা দিবার জন্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি..."

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক উৎসুকভাবে শুনিতেছিল; বলিল, "সে কথা কইলে কি ছেলেমানুষ শোনে বাপু? তাছাড়া দিদিমা আর কার নবযুবতী হয়ে থাকে বলুন তো।

মেয়েটি এতক্ষণে কোন রকমে সামলাইয়া ছিল, এবার "ও দিদিমা গো।"—বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও লোক জমা হইয়া গেল এবং মাঝখানে পড়িয়া নানাবিধ প্রশ্নের আবর্তে মেয়েটি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর আর দিবে কে? অঝোর ঝোরে কান্নার মধ্যে তাহার কেবলই এক কথা "দিদিমাকে এনে দাও···দিদিমার কাছে যাব!···"

খাঁটি, দুর্লভ অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌। আবিষ্কার করার জন্য গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, সবার মোড়লিতে একটু বিরক্তও যে না হইতেছিল এমন নয়। ত্রিলোচন বলিল, "আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজেশিবপুর সেবক-সংঘের হাতে পড়েছে, ও আর কোন ভয় নেই।·· কোন্‌খানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু?"

মেয়েটা একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে সেখানে ভিড়টা পৃথক হইয়া গেল, গঙ্গার উপর নজর পড়ায় মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই থানটায়··· ওগো দিদিমা গো!"

বৃত্তটা আবার জুড়িয়া গিয়া মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল, "ওখানে তো জল বেশি নয়, তবে..."



'তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি ?'

একজন বয়স্থগোছের লোক বলিল, "কাল পূর্ণ হলে, বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে..."

সেবা-সংঘের হাতের জলে-ডোবার কেসটা দেখিয়া ত্রিলোচনের হিংসা লাগিয়াছিল ; বলিল, "মিরগি ছিল সে বুড়ীর, না হলে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে !"

একজন পরামর্শ দিল, "তা হলে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা দরকার ; পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

ত্রিলোচন বিরক্তভাবে বক্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই, জালফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান।" কে. গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল, "যান তো, গন্‌শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো, আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে—(ভিড়ের দিকে চাহিয়া) বাজেশিবপুর সেবা-সংঘ ক্যাম্পে—বলে যান যে শীগ্‌গির একটা জালের বন্দোবস্ত করে পাঠিয়ে দিক্।"

কে একজন বলিল, "তবেই হয়েছে! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল এসতে এসতে বুড়ী ত্যাতক্ষণ উলবেড়েয় ঠেলে উঠবে। আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু, তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে, এখন মেয়েটারে ঘরে লিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।"

ত্রিলোচন গন্‌শার অবর্তমানে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল ; অনেক কষ্টে পাওয়া কেস, কি করিতে হইবে ঠিকমত জানা নাই, তাহা ভিন্ন সেবাসংঘের দল হাঁ করিয়া আছে, পুলিশ আছে। বলিল, "তবে গন্‌শাকেই শীগ্‌গির ডেকে আনুন।...আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে ? আজ বাঁচাও কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে—মেহনৎই সার...চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুনি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে ডুবার মরবার কষ্ট, একে তো একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত-প্রাণ।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইবে এমন সময় সামনে ভিড়ের প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, "এখানে কি র‍্যা গোরে ?"

গন্‌শার আওয়াজ, মুহূর্তেই সে ভিড় চিরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে বাকি দুই জন।

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, একটা পেয়েছি গন্‌শা!"

গোরাচাঁদ বলিল, "তোকে ড়াকতে যাচ্ছিলাম।"

রাজেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কাদের মেয়ে ?"

গোরাচাঁদ ফুর্তির চোটে বিশেষ ভাবিয়া না দেখিয়া উত্তর করিল, "ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।"

"ডু-ডড্‌বে মরেছে! কোন্‌খানে ?"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ ওখানে বলছে খুকী।"

"একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই।"

"এরা তো তখন থেকে শুধু জল্পনাই করছে।"

"ভারি আমার চোটের ভলন্টিয়ার সব!"

গন্‌শা বলিল, "একমুঠো তি-তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড়, জাল ফেলবেন কোথায় মশাই ? আর সে কি ততক্ষণ জা-জ্জালের ভরসায় বসে থাকবে ? চল ঘোঁৎনা—"

ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "আর তোরা দু-জন মেয়েটাকে আগ্‌লা, তিলে আর গোরা।"

ইটের গাঁথুনির পরেই ভয়ানক কাদা, পিছল, ভিড়। প্রায় পঞ্চাশ-যাট গজ দূরে জেটির পন্টুনের কাছে জল। টলিতে টলিতে সামলাইতে সামলাইতে চার জনে অগ্রসর হইল। ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েকজন সঙ্গ লইল ; তাহাদের কথাবার্তায় দু-চারজন করিয়া আরও লোক জমিতে লাগিল। জলের ধারে আসিয়া গন্‌শা পিছন ফিরিয়া জামা খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "এইখানে তিলে ?"

এদিকে ত্রিলোচনদের, ওদিকে গন্‌শাদের ঘিরিয়া দুটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে অত দূরে দেখা যায় না। ত্রিলোচন শব্দ লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল। এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যে একটু ইংরাজীর লোভ সামলাইতে পারিল না, ভিড়ের মধ্য হইতে হাত তুলিয়া গলাটা উঁচু করিয়া বলিল, "ইয়েস, দেয়ার!"

ঘোঁৎনা, কে. গুপ্তও জামা খুলিল, রাজেন ডাঙায় সকলের জামা লইয়া থাকিবে।

বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গন্‌শা আবার গঙ্গামুখো হইতেই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল, "ওখানে ভিড় কিসের বাছা ?" স্নান করিয়া উঠিয়াছে; বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দীর্ঘাকার, পুরুষালি ছাঁদের চেহারা, গলার স্বরও ভাঙ্গা কাঁসির মত ঝনঝনে, হাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু—সের তিনেক জল ধরে।

গন্‌শা, শুধু গন্‌শা কেন, সকলেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়ে বসে ছিল—কিছু হয় নি তো তার ?"

কে. গুপ্ত অবস্থাটা চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহা ভিন্ন একটু ছাপরেয়ে-গোছের চেহারা দেখিলে খুশি হয়, একটু আলাপ করিতে চায়; অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে সে তো বেশ আছে—আমাদের হেফাজতে; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে। শুনে পর্যন্ত আমাদের মনটা..."



'ঠিক ধরেছি—এই সদ্দার! বল্ মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস্?'

"কে ডুবে মরেছে!"—এক মুহূর্তে মূর্তি আর স্বরে যে পরিবর্তন হইল তা সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেরই সম্ভব। কমণ্ডলুর ডাণ্ডির উপর মুঠাটা কড়কড় করিয়া উঠিল। সকলে, এমন কি কে. গুপ্ত পর্যন্ত শঙ্কিতভাবে দুই-পা পিছাইয়া গেল।

"বলি কে ডুবে মরেছে ? খেন্তীর দিদিমা ? তাই বুঝি বলিয়েছিস তাকে দিয়ে ? ভলণ্টিয়ার সব, না ?—উপ্‌গার হচ্ছে ? খেন্তীর দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত-বামনীর মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাক্‌রা ? এই কে তোর মুণ্ডুপাত করছে ?"

বাঁ-হাতটা বাঘের পাঞ্জার মত কে. গুপ্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ফুটবলের দাঁওপ্যাচে অভ্যস্ত থাকায় একটা গোঁত্তা মারিয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া লইতেই থাবাটা কে. গুপ্তের পিছনেই রাজেনের উপর গিয়া পড়িল। সে কবি বলিয়া বাবরি রাখে, মুঠাটা কড়াক্কড় করিয়া জমিয়া বসিল!

"ঠিক ধরেছি—এ-ই সদ্দার! বল্‌ মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস ?

রাজেন ঝাঁকানির মধ্যে আর্তভাবে ডাকিল, "গন্‌শা! গণেশ !!"

গন্‌শা জলে নামিয়া পড়িয়াছিল—তিন জনেই ; উত্তর করিল, "এক খাবলা পাঁক তুলে মাথায় দে রাজেন।"

স্ত্রীলোকটা মুঠা এবং ঝাঁকানি ঠিক রাখিয়া, বরং উগ্রতর করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "বটে, পাঁক দিয়ে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুরি করে ? মিরগি রুগী করে ? মাথা গরমের এখন দেখেছ কি ? তুই আয় না র‍্যা অলপ্পেয়ে, তুই আয় না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস্‌।"

সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটি অগ্রসর হইয়া আসিল, সভয় ভক্তির সহিত যুক্ত কর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল "আজ্ঞে মাঠা'ন, দা'ঠাউর ওনাকে নিজের মাথায় পাঁক দিতে বলতেছে, আর কি, এঁটেল মাটির পাঁক পেছল কিনা..."

"কে তুই ? তুই নিজে এসে দেনা। আয়...কই, এগুচ্ছিস না যে ?"

লোকটা তাড়াতাড়ি পিছনের ভিড়ে একটা চাপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার দিকে মনটা যাওয়ায় মুষ্টিটা বোধ হয় একটু আলগা হইয়া গিয়া থাকিবে, রাজেন একটা মরি-কি-বাঁচি গোছের ঝাঁকানি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইল ; কিন্তু পিছল, আর গঙ্গার ঢালুর জন্য আর সামলাইতে পারিল না, ওলট্‌-পালট্‌ খাইয়া, কাহারও হাতের ঘটি ফেলিয়া, কাহারও আহ্নিক নষ্ট করিয়া গঙ্গার গর্ভে গিয়া পড়িল এবং প্রচণ্ড হুংকারের সহিত অমর্ত-বামনীকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটা ডুব-সাঁতার দিয়া বহুদূরে গিয়া ফুঁড়িয়া উঠিল এবং দৈবক্রমে সেখানে আবার একটি স্ত্রীলোকের একেবারে সামনাসামনি হইয়া উঠায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডুব দিয়া একেবারে মাঝগঙ্গামুখো হইল।

ততক্ষণে চারিদিকে বেশ্ একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে খুন হইয়াছে, কেহ বলিতেছে ষাঁড় ক্ষেপিয়াছে, কেহ বলিতেছে বান ডাকিবে; কেহ অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করিয়া বলিতেছে কচি মেয়ের গলার হার চুরি। উহারই মধ্যে গন্শা একবার জাহাজের জেটির উপর উঠিয়া এক রকম তীব্র সাংকেতিক চীৎকারে ত্রিলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ত্রিলোচন মুঠোটা বাঁশির মত করিয়া তার মধ্য দিয়া তারস্বরে প্রশ্ন করিল, "ডেড্ উয়োম্যান গট্?"

গন্শা উত্তর করিল, "নট্ ডেড্, ডা-ড্ডাইং রাজেন,—রাজেনকে মেরে ফেল্‌ছে, চুলের মুঠি ধরে; তো-তোরা সেইখানে চলে আয়—মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে, নো মিরগি। ম্যান-ট্রেডমার্ক উয়োম্যান। এক্কেবারে বেটাছেলে মার্কা!..."

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে।

ভাঁটার জন্যে জলের কাছাকাছি একটা মাঝারি-সাইজের গাধাবোট কাৎ হইয়া আছে। লোক নাই; অর্থাৎ গাধাবোটের লোক নাই, আছে গন্শা, ঘোঁৎনা, কে, গুপ্ত, গোরাচাঁদ। হঠাৎ দেখিলে কিন্তু কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই—আর কেহ চেনে উহারাও সেজন্য ব্যস্ত নয়। ভলন্টিয়ারের ব্যাজ নাই এবং ব্যাজ আঁটিবার জামাও নাই গায়ে। গোরাচাঁদ একটা কামিজ পরিয়া আছে, যথাস্থানে নয়। কোমরের নীচে। বাঁধিবার কিছু না-থাকায় কামিজের গলাটার এক জায়গায় ছিঁড়িয়া ফাঁদটা বড় করিয়া নাভিকুণ্ডলের কাছে বোতামটা আঁটিয়া গিয়াছে। হাঁটুর কাছে কামিজের হাতা দুইটা লট্‌পট্ করিতেছে। কেহ বিশেষ কথা বলিতেছে না।

রাজেন আর ত্রিলোচন নাই। রাজেন একটু দূরে গঙ্গায় আবক্ষ ডুবিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে কুলকুচি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিলোচন না আসিলে উঠিবে না—উঠিবার যো নাই।

ত্রিলোচন সবার জন্য কাপড় আনিতে গিয়াছে।

পাকাদেখা

শিবপুরের স্টীমারঘাট। কাল সন্ধ্যা।

গন্‌শা, রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাতটা একুশের স্টীমার চাঁদপাল-ঘাট হইতে আসিয়া জেটিতে ভিড়িল, লোকজন নামাইয়া দিয়া বাঁশি বাজাইয়া তক্তাঘাটের অভিমুখী হইল।

ত্রিলোচন বলিল, "এ স্টীমারেও এল না ঘোঁৎনা, পুল পেরিয়ে ট্রামে করে চলে আসে নি তো ওদিক দিয়ে?"

গন্‌শা ঘোঁৎনাকে উদ্দেশ করিয়া কি একটা খুব রূঢ় কথা বলিতে গিয়া তোৎলাইয়া গিয়াছে, এমন সময় মাঝবয়সী একটি ভদ্রলোক পন্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, "শিবপুরের গোলক চাটুজ্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?"

লোকটি ঈষৎ কুঁজো, দাড়িতে গোঁফে মুখটি লুপ্তপ্রায়, গলাবন্ধ কোটের উপর একটি কোঁচান চাদর মুরুব্বিয়ানা-পদ্ধতিতে ঝোলান। হাতে একটি ছোট সুটকেশ। গলার আওয়াজ কতকটা শ্লেষ্মাজড়িত, শুনিলে, কেমন যেন মনে হয় অন্য কাহার কণ্ঠস্বর ধার করিয়া ব্যবহার করিতেছে।

গোলক চাটুজ্যে গন্‌শার মামা। গন্‌শাই উত্তর দিতে যাইতেছিল, রাজেন এক হাতে তাহার গা টিপিয়া থামিতে ইশারা করিয়া মার্জিত ভাষায় বলিল, "কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশায়ের?—কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "পাথুরিয়াঘাটা থেকে। শুনলাম তাঁর একটি ভাগনে আছে,—বিবাহের উপযুক্ত…"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো সামনেই রয়েছে—বড় ভাল ছেলে। সারা শিবপুরটায় এমন ছেলে খুঁজে পাবেন না।"

গোরাচাঁদ রেলিং ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, "জামাই যা হবে…"

গন্‌শা আদর্শ জামাইয়ের মত মুখটা খুব নিরীহ এবং নির্লিপ্ত গোছের করিয়া হাওড়া পুলের দিকে চাহিয়া ছিল, ত্রিলোচন তাহার পাঁজরায় একটা গুঁতা দিয়া

কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, একটা প্রণাম ঠুকে দে গন্‌শা এই তালের মাথায়।

মাস ছয়েকের মধ্যে ওপর-পড়া হইয়া কেহ তাকে বড় একটা দেখিতে আসে নাই, গন্‌শা প্রণামের জন্য হাত দুইটা তুলিতে যাইতেছিল এমন সময় আগন্তুক হঠাৎ সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতের এক-সাপটে দাড়ি-গোঁফমুক্ত হইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সকলে হকচকিয়া গিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বিশেষ করিয়া গন্‌শা। একে প্রায় ঠকে না সে, তায় একেবারে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাও আবার ঘোঁৎনাকে,—দলের মধ্যে যে তাহার সঙ্গে একটু সমকক্ষতার দাবি রাখে। সামলাইয়া লইয়া বলিল, "টে-ট্রেনে ফেলতে হাত উঁচিয়েছিলুম, ভাগ্‌গিস নি-ন্নিজে খুলে ফেললি।...দেখি, কি কি সব পরচুলো আনলি,...চল ওদিক পানে।"

ঘোঁৎনার হাত হইতে স্যুটকেশটা লইয়া অগ্রসর হইল। সকলে গিয়া বার্ড কোম্পানীর জেটির কাছ বরাবর একটা নির্জন স্থান বাছিয়া লইল।

কথাটা আরও একটু পূর্ব হইতে না বলিলে রহস্যটা পরিষ্কার হইবে না।

গন্‌শা মামার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চোখের সামনে ত্রিলোচনের বিবাহ হইয়া গেল, গোরাচাঁদের বিবাহ হইয়া গেল, ঘোঁৎনার সম্বন্ধ প্রায় পাকা হইয়া আসিয়াছে—রাজেনের প্রীতিউপহার লেখা পর্যন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, মামা ওদিকে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছে। মুখের এক কথা হইয়াছে—আগে চাকরি হোক্।...ওদিকে দীনু ঘটক হাত গুনিয়া বলিয়াছে—স্ত্রীভাগ্যে ধন গন্‌শার। গন্‌শার মামা বলিতেছে, "বেশ তো, কনে যেখানে আছে সে তো গন্‌শারই পরিবার হয়ে আছে, তার ভাগ্যি তো গন্‌শার ওপর অর্শাবেই এক সময় না এক সময়—স্ত্রীভাগ্যে হবেই চাকরি—সেই সময় ঘটা করে বউমাকে ঘরে আনলেই চলবে—তাড়াতাড়ি কিসের ?"

রাজেন, ঘোঁৎনা এরা সব বলিতেছে, "ও তোকে শুকিয়ে মারবার ফন্দি গন্‌শা, শুনিস নি।"

গন্‌শা অবশ্য শোনে না, কিন্তু উপায়ই বা কি ?

এই রকম অবস্থা, এমন সময় একটি কনের সন্ধান পাওয়া গেল।

সন্ধান হাজির করিল ত্রিলোচন। একদিন এইখানেরই সন্ধ্যার আড্ডায়

বলিল, "আমার মাস-শাশুড়ীর বাড়ি হালিশহর। মাস-শাশুড়ীর মেজ-ননদের বিয়ে হয়েছে বঁড়শে-বেহালায়। মেজ-ননদের বড়জায়ের বাপের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়, সেই বড়জায়ের সেজভাই চাকরি করে ই-বি-আর-এর গোয়ালন্দ-ফরিদপুর লাইনে···"

গন্শা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "তুই শুধু গো-গ্‌গোলোক ধাঁধায় ঘোরাবি, না কোথাও আটকাবি তিলে ?"

রাজেন বলিল, "যাকে নিয়ে বিষয় সে কোথায় বল না, এক কথায় লেঠা চুকে যাক।

গোরাচাঁদ একটা হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "আমার শ্বশুরবাড়ি দিব্যি বাবা, অত ফিকড়ির বালাই নেই···তিলে যেন হিষ্ট্রীর শিশুনাগ ডাইনেষ্টি আউড়ে গেল !"

ত্রিলোচনের চরিত্রে শ্বশুররাড়ির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "বাঃ, বউয়ের কত আপনার লোক মেয়েটি, বুঝিয়ে না বললে চলবে কেন ? তাইতো ভাবনায় ঘুম হয় না বউয়ের, দূরসম্পর্কের হ'লে তার ব'য়েটি গেছে।···সেই সেজভাইয়ের ন-মেয়ে—কত সম্বন্ধ এল, কোন মতেই গাঁথছে না। নয় গণে মিলছে না, নয় গোত্রে মিলছে না, নয় মেলে আটকাচ্ছে। এদিকে বড়জায়ের সেজ ভাই বেচারা একলা মানুষ, তায় বিদেশে থাকে···"

রাজেনের কবি-হৃদয় এসব ব্যাপারে—অর্থাৎ কনের বিবাহ হইতেছে না শুনিলে—সহজেই গলিয়া যায়, সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "বড় ভাবনার কথা তো, —মেল হচ্ছে না বলে মেয়ের বয়স তো কমবে না। কত বয়েস হল রে তিলে ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "অনেকটা গন্শার মত ব্যাপার।···তোর কুমোরটুলির সম্বন্ধটা গণে মিললো না বলে ভেঙ্গে গেল, না রে গন্শা ?"

গন্শা উত্তর দিল না, মুখটা বিকৃত করিল মাত্র। গোরাচাঁদ সেইটুকুই টিপ্পনী হিসাবে বলিল, "গণ না ওর মামার খাঁই ! এক রাক্ষস-গণের মামা জুটেই তো বেচারীর মাথাটা খেলে !"

রাজেন হঠাৎ উচ্চকিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "দাঁড়া হয়েছে—এর মধ্যে একটা গূঢ় ব্যাপার রয়েছে !···সেই তোর বউয়ের কে হয়, সে মেয়েটির গোত্র, মেল—এসব জানিস তিলে ?"

ত্রিলোচন মুখস্থ-করা পড়ার মত বলিয়া গেল, "ভরদ্বাজ গোত্র, ফুলের মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, চারপুরুষের ভঙ্গ ; মেয়ের শূদ্রবর্ণ, নরগণ, বৃষরাশি…"

গোরাচাঁদ শ্বশুরবাড়ি গেলে আহারাদি সম্বন্ধেই একটু বেশি অবহিত থাকে বলিয়া পরিচয় প্রভৃতিতে বেশি সময় দিতে পারে না ; ত্রিলোচনের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতে একবার আড়চোখে চাহিল। রাজেন গন্‌শার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তোর গুনো বল্‌তো গন্‌শা একবার!"

এত সামনাসামনি এরূপ খোলাখুলি আলোচনা হইলে গন্‌শারও লজ্জা হইয়া পড়ে, এড়াইবার জন্য বলিল, "কাব্যি ছেড়ে ঘটকালি শুরু করলি নাকি?"

ত্রিলোচন বলিল, "গন্‌শার কুষ্টির খবরও আমার কাছে শোন না,—না, ওর তো কাশ্যপ গোত্র, বিপ্রবর্ণ, দেবগণ…"

রাজেন গম্ভীরভাবে বিজয়গর্বের সহিত বলিল, "এই তো হয়েছে। ও মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় কোথা থেকে হবে? ও তো অব্যর্থ গন্‌শার মেয়ে—মানে, ইয়ে—গন্‌শার কনে! রাজযোটক মিল হয়ে যাচ্ছে, না বিশ্বাস হয়—দীনু ঘটকের কাছে চল—কিংবা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কাছে। ও মেয়ে যদি গন্‌শার কনে না হয় তো কি বলেছি। ওর আর গন্‌শার বিয়ে অন্য যায়গায় হ'তেই পারে না ; না বিশ্বাস হয় ওর ওদিকে বে'র সম্বন্ধ করতে থাক, গন্‌শার এদিকে করতে থাক, দু-জনেরই চুলদাড়ি না পেকে যায় তো…"

আর কেহ বক্তৃতার তোড়ে অত খেয়াল করে নাই, গন্‌শা বলিল, "তারও দা-দাড়ি পাকবার যদি ভয় থাকে তো আমার রাজযোটকে কাজ নেই, বাপ!"

রাজেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি বললাম আর কি বুঝলি, যাঃ!"

ত্রিলোচন ভাবগম্ভীর স্বরে বলিল, "তাই যদি হয়—গন্‌শাই যদি তার একমাত্র স্বামী হয়…"

গন্‌শা, রাজেন, ঘোঁৎনা তিনজনেই ঘুরিয়া মুখের দিকে চাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া ত্রুটি-সংশোধন হিসাবে, গন্‌শার অসন্তুষ্ট দৃষ্টির পানে চাইয়া বলিল, "বলছিলাম…তুই-ই যদি ওর জন্ম-জন্মান্তরের পতি-দেবতা হ'স তো এ একটা সমিস্যে নয়?—ও বেচারী রইল কোথায়…"

রাজেন বলিল, "সমিস্তে নয় আবার ?" তাহার পর বিষয়টিকে সমুচিত কাব্যের রূপ দিবার জন্য বলিল, "ধর—এই ধর তোমার গিয়ে,—একটি জায়গায় যদি একটি লতা থাকে আর অনেক দূরে তার সেই—তার সেই অচিন-প্রিয় গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে তো কি হবে ?"

অনেক কিছুই হইতে পারে। জায়গাটার কাছেপিঠে অন্য গাছ থাকিলে লতাটি তাহাই আশ্রয় করিবে, না থাকিলে ভূমে লতাইয়া ফিরিতে পারে,—ছাগলে মুড়াইতে পারে, গরুতে নিঃশেষ করিতে পারে,—রাজেন ঠিক কেমনটি উত্তর চায় বুঝিতে না পারায় সবাই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কে. গুপ্ত, আবার 'অচিন-প্রিয়' কথাটাও বুঝিতে না পারায় আরও বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া ছিল, রাজেন বেশ একটি পরিষ্কার রূপক খাড়া করিতে না পারায় আক্রোশটা তাহার উপর মিটাইয়া এক দাবড়ি দিয়া বলিল, "শুকিয়ে যাবে না লতাটা মশাই ?—হাঁ করে রয়েছেন উজবুকের মতন !"

কে. গুপ্ত একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও !"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বুদ্ধিমানের মত বলিল, "তা তো যাবেই। তাহলে উপায় কি এখন গণেশের এই পাত্রীটি নিয়ে ?"

রাজেন বলিল, "উপায় মিলন, আর কি ?"

বৃক্ষ-লতার উদাহরণটা মনে তখনও টাটকা থাকায়—মিলনটা কি ভাবে হইতে পারে কেহ ভাল রকম ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, রাজেনের কাছে বোকা হইবার ভয়ে ঘোঁৎনা বলিল, "ঠিকই তো মিলনই তো এখন ঘটাতে হবে।"

রাজেনকে ছাড়িয়া সকলের দৃষ্টি ঘোঁৎনার উপর গিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ প্রশ্নও করিয়া বসিল, "কিন্তু কি করে।"

ঘোঁৎনা একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু আখের ঘোঁৎনাই তো ? গোরাচাঁদের কথাটা প্রতিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি করে !…আরে কি করে সে তো পরের কথা, আগে মেয়ে দেখাই হোক, কুষ্ঠির মিলটা খতিয়ে দেখা যাক্, গন্‌শার পছন্দ হোক্। ওরই কনে যদি হয় তো কি করে মিলন হবে সেইটেই সবচেয়ে ভাবনার কথা হ'ল ? তোর কপালে যদি দিল্লীতে চাকরি লেখা থাকে তো কি করে যাবি সেইটেই বেশি ভাবনার কথা ? আগে দেখ্, চাকরিটা কত মাইনে, পছন্দ কিনা…"

রাজেন বলিল, "একবার চার চক্ষুর মিলনটা তো হয়ে যাক্, বাকি আর সব তো পরের কথা ; ধর্ যদি কোন নদীর এক নিরালা তীরে···"

আবার কোন দুর্বোধ্য রূপকের অবতারণা হইতেছে বুঝিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "চল উঠি এবার, অনেক রাত হল।"

* * *

তাহার পরদিন সন্ধ্যায় সবাই ঘাটে বসিয়া ছিল। মিলনসমস্যার আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন আসিয়া বলিল, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ; একটা মস্ত বড় সুবিধে হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে জোড়াসাঁকোতেই ছিলাম কিনা ;—সেখান থেকেই আসছি।"

সকলে প্রয়োজন-মত ঘেঁসিয়া ত্রিলোচনকে ঘেরিয়া বসিল, প্রশ্ন করিল, "কি রকম ?"

ত্রিলোচন বলিল, "যখন থেকে শুনলাম রাজযোটক, তখন থেকে কি আমার মনে শান্তি আছে ? সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, সকাল বেলা উঠেই জোড়াসাঁকোয় বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ !"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "মানে ?"

"মানে বিয়ের প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছে, চুঁচড়োয় ; শীগ্‌গির এক দিন পাকা দেখা। ওপরে ওপরে যেমন খুশী হয়েছি দেখাতে হ'ল, ভেতরে ভেতরে তেমনি গেলাম দমে। সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অনেক কষ্টে একটি মতলব খাড়া করেছি।"

রাজেন, ঘোঁৎনা একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি ?"

ত্রিলোচন কোন কথা বলিল না। গম্ভীরভাবে পকেট হইতে একটি পোস্টকার্ড বাহির করিয়া রাজেনের হাতে দিয়া বলিল, "এই। একটু চেঁচিয়ে পড়, সবাই শুনুক !" নিজে পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া অগ্নিসংযোগ করিল। সবাই চিঠিটার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। রাজেন পাঠ করিল—

"নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

অত্রপত্রে নিবেদন এই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী রবিবার, সন্ধ্যা সাতটা-একান্ন মিনিট হইতে রাত্রি নয়টা-দুই মিনিট পর্যন্ত পাকা-দেখা ও আশীর্বাদের দিন ধার্য হওয়ায় আমরা জন পাঁচ ছয় উক্ত দিবস সন্ধ্যার

সময় মোকাম কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উক্ত শুভকার্য সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। যদি মহাশয়ের কোনরূপ আপত্তি থাকে তো পূর্বাহ্ণেই জানাইয়া বাধিত করিবেন। অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা সাক্ষাতেই হইবে। আশা করি, বাটীর সর্বাঙ্গীন কুশল। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্মণঃ

পুনশ্চ।

দাদা কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাওয়ায় এবং বিনোদবাবু অসুস্থ হইয়া পড়ায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমার অবস্থা দেখিয়াই গেছেন, বাতে শয্যাধরা। কিন্তু সেজন্য কোন চিন্তা নাই ; দাদার ভায়রাভাই অর্থাৎ পাত্রের মেসোমহাশয় কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া যাইবেন, যেহেতু সামনের শুভদিনটা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি না। ইতি।"

চিঠি পড়া হইলে সকলে ত্রিলোচনের পানে চাহিল। ত্রিলোচন তাহাদের হেঁয়ালিটা বুঝিবার খানিকটা সময় দিয়া মাতব্বরি চালে খানিকটা বিড়ি টানিয়া সংক্ষেপে বলিল, এক জন গিয়ে এই চিঠিটি চুঁচড়োয় পোস্ট করে দেওয়া। গোরাচাঁদ যাবে'খন।

ঘোঁৎনা বলিল, "গেল গোরে, তারপর ?"

"—কাল বিকেল কি পরশু সকাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকোয় চিঠি এসে পৌছুক, তরশু রববার সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা সদলবলে মোটর থেকে নামি,—চুঁচড়ো থেকে পাকা দেখতে এসেছি।"

গন্‌শা সবচেয়ে পূর্বে ছকটা বুঝিয়াছিল, শিষ্যের পানে আড়চোখে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার হাত হইতে বিড়িটা লইয়া টানিতে লাগিল। অনুমোদনের এ রকম স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াও ত্রিলোচন মনের উল্লাসটা চাপিয়া শান্ত সহজ কণ্ঠে বলিল, "দাদা, মানে ছেলের বাপ, তাকে, তার বন্ধু বিনোদবাবুকে সরিয়ে নিলাম, তারা দু-জনেই প্রথম বার দেখতে এসেছিল—চেনা লোক। আর ছেলের কাকা অখিলবাবুও এদের দেখা, খবর পেলাম বেতো রুগী ; সে ব্যাটাকে বিছানা থেকে আর উঠতে দিলাম না।"

ত্রিলোচনের পেটে যে এত বুদ্ধি ইহাতে সকলে আশ্চর্য হইল। গন্‌শা

বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া বলিল, কো-কোথাকার বিড়ি রে তিলু? ভারি মিষ্টি তো!"

"স্ট্র্যাণ্ড রোডের"—অবহেলার সহিত কথাটা বলিয়া ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, মনে ধরল তো কথাটা? দেখ ভাই ভেবেচিন্তে কোন খুঁৎখাৎ আছে কিনা; ত্রিলোচনের বুদ্ধিটা আবার একটু মোটা কিনা…"

প্রস্তাবটার মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল, ত্রুটিগুলো কাহারও নজরে পড়িল না; এমন কি গন্‌শারও নয়—সে একেবারে অন্য লোকে ছিল।

একটু থামিয়া ত্রিলোচন বলিল, "পেলে না তো কিছু? এই মোটাবুদ্ধি ত্রিলোচনের কাছেই শোন তবে ফাঁকতালে পাকা দেখার খ্যাঁট না হয় মেরে এলে, কিন্তু বিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধ করবে কি করে? তাদের একেবারে না সরাতে পারলে তো গন্‌শার চান্স নেই?"

সকলে তাহার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহাদের ভাবিবার সময় দিয়া ত্রিলোচন আর একটা বিড়ি ধরাইল; দু-এক টান দিয়া বলিল, "হ'ল না তো?"

সকলে পূর্ববৎ চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "হুঃ অমন 'ভাংচি' কথাটা কি করতে রয়েছে? এসা ভাংচি ঠিক করে রেখেছি যে বরপক্ষ আর এ-বাড়ির ছাওয়া মাড়াবে না। এমনি আর একখানি ছোট্ট পোস্টকার্ডের ওয়াস্তা।… তারপর ঐ মোকায় গন্‌শার সম্বন্ধ নিয়ে হাজির হওয়া; অবশ্য যদি ওর মেয়ে পছন্দ হয়।…হুঁ, কতকগুলো জিনিসের কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার—কতকগুলো পরচুলো গোঁফ, দাড়ি, বাবরি…"

সকলে বিস্মিতভাবে চাহিল। এত খুঁতের প্ল্যানে খুঁৎ না বাহির করিতে পারায় ঘোঁৎনা মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "পাকা দেখে ওদের আবার থিয়েটার দেখিয়ে আসতে হবে নাকি?

আজ ত্রিলোচনের বুদ্ধির জয়জয়কার। বিদ্রূপটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "থিয়েটার! খুব বুঝেছিস তাহলে, হুঁঃ—ধর যদি ভগবান করেন ও গণেশেরই কনে হয়, একটা যোগাযোগ হবেই তো ভগবানের ইচ্ছেয়? তখন, যখন টের পেয়ে যাবে এরাই ফাঁকি দিয়ে একবার পাকা দেখার খাওয়া খেয়ে গিয়েছিল!…বল—দরকার নেই পরচুলোর?"

কে. গুপ্তের একটা কথা মনে আসিয়াছিল, তাহার প্রায় সব কথাগুলাই

বাতিল হয় বলিয়া বলিতে পারিতেছিল না ; অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া শেষে বলিল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি গনেশবাবুর মামা রাজী না হন ? যদি বলেন—আগে ও চাকরীতে ঢুকুক ?"

সবাই একেবারে চুপ করিয়া গেল, এমন কি ত্রিলোচন পর্যন্ত। গন্‌শা তাহার কাছে এ-সমস্যার উত্তরের জন্য খানিকটা অপেক্ষা করিয়া বিরক্তভাবে কে. গুপ্তের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কি-ক্কিরকম লোক মশাই আপনি ?—ভ-ভ-ভগবানে বিশ্বাস নেই ?—শুনছেন তিলু-বেচারী ভগবানের ইচ্ছের কথা বলছে···"

ত্রিলোচন গভীর নির্ভরতায় কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া বলিল, তাঁর ইচ্ছে না থাকলে আমায় পোস্টকার্ড ছাড়বার বুদ্ধিটা কে যুগিয়ে দিলে ?"

* * *

জোড়াসাঁকো। ত্রিলোচনের অনিশ্চিত সম্পর্কের শ্বশুরবাড়ি।

সম্পর্কটা জটিল হইলেও শ্বশুরবাড়ির এই শাখাটিই সবচেয়ে কাছে থাকার দরুন বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। ঠিক হইয়াছিল রবিবার দিন সকাল হইতেই ত্রিলোচন ঐখানেই থাকিবে এবং চুঁচুড়া হইতে আদত বরের বাড়ি হইতে কোন চিঠিপত্র আসে কিনা লক্ষ্য রাখিবে। গোরাচাঁদ বলিয়া দিয়াছিল, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটার দিকেও একটু নজর রাখিতে,—কাছেই বাগবাজার।···তাহা ভিন্ন আলোরও বেশি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয় সে দিকেও তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছিল, পরচুলার উপরেই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করিতেছে কি না···

ত্রিলোচন বাহিরের রকে অপেক্ষা করিতেছিল, মোটর হর্ণ দিয়া দাঁড়াইতেই "এসে গেছেন ওঁরা"—বলিয়া সবার আগে নামিয়া গেল এবং মোটরের দোরের সামনে দাঁড়াইয়া গভীর বিনয়ের সহিত অঞ্জলি বাড়াইয়া বলিল, "আসুন, আসুন, আজ্ঞে হোক, পথে কোন ক্লেশ হয় নি তো ?"

"আজ্ঞে না···এই তো ছটাক-খানেক পথ চুঁচুড়ো থেকে, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়···" বলিতে বলিতে একে একে সবাই নামিল।

আমরা জানি তাই, নহিলে চেনা একটু দুরূহ, অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গন্‌শার কারিগরি সবার স্বরূপ একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়াছে।

গোরাচাঁদ বরের বন্ধু, একেবারে হালফ্যাশানে সজ্জিত। পায়ে লপেটি জুতা, তাহার অর্ধেকটা ঢাকিয়া ঢিলা করিয়া পরা ধুতি, গায়ে কাঁধঢাকা খাটো স্পোর্টিং



সব চেয়ে পরিবর্তন হইয়াছে রাজেনের

শার্টের উপর বুকখোলা কোট, নাকের নিচে ল্যাজছাঁটা গোঁফ, মাথার চুল নিচে চার আনা উপরে বারো আনা,—বারো আনার ভাগ চিতাইয়া আঁচড়ান।

কে. গুপ্ত পুরুত। ছোট ছোট করিয়া সমস্ত মাথাটি এক রকম করিয়া চুল

ছাঁটা। জমি কাটিলে মাঝখানে কুলিরা যেমন একটি ছোট স্তম্ভ রাখিয়া দেয় সেই রকম মাঝখানে একটি টিকি, তাহাতে একটি অপরাজিতা ফুল বাঁধা; গায়ে নামাবলি, পায়ে কটকী চটি। দলের মধ্যে তাহার মুখটা সবচেয়ে কাঁচা, দাড়ি-গোঁফেও পরিপক্কতা আনা চলিবে না। সুতরাং ও-হাঙ্গামা করা হয় নাই। তাহাকে পুরুত-মহাশয়ের বড় ছেলে বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে;—পুরুত মহাশয় সম্প্রতি গতাসু হইয়াছেন, এই বড় ছেলেই এখন যজন-যাজন করিতেছেন।

চুঁচুড়ার বরের নাম, গোত্র ইত্যাদি ও কন্যারও সব খুঁটিনাটি তাহাকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছে।

গন্‌শাই আসল বলিয়া তাহাকে যথাসাধ্য ঢাকাঢুকি দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মুখ কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি-গোঁফে লুপ্তপ্রায়। সে চুলে বাঁধিয়া ভারোত্তোলন শিখিতেছে সম্প্রতি, বড় চুলই, বেশ মানাইয়া গিয়াছে, শুধু চিটচিটে সাদা রং দিয়া কাঁচা-পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চোখে ধোঁয়াটে চশমা, গায়ে কালো চীনে কোট। সম্পর্কে বরের এক দাদা-মহাশয়।

সবচেয়ে পরিবর্তন হইয়াছে রাজেনের। মাথায় বাঁকা সিঁথি, এলো খোঁপা; কানে মাঝারি সাইজের সামুদ্রিক চাঁদামাছের মত একজোড়া রুপার কানবালা; হাতে রিস্টওয়াচ আর রুলি। বক্ষের উপর একজোড়া গার্ড-চেন। জর্জেট শাড়ি, পায়ে হীলতোলা জুতো।

—বরের পিসীমা।

মতলবটা গন্‌শার।—একরাত্রে মেয়ে দেখা, তায় কলিকাতা জায়গা। মেয়ের রঙের উপর কোনরূপ কারচুপি হইল কিনা খোঁজ রাখা দরকার। এদিকে আধুনিক রীতি অনুযায়ী পাকা দেখায় একজন মেয়ে থাকিলে অন্যায়ও হয় না। রাজেন তো চায়ই,—অন্দরমহলে ঢুকিতে পারিলে তাহার কবিতার প্রচুর খোরাক যোগাড় হয়। তবে তাহার ইচ্ছা ছিল পিসীমা না হইয়া মামাতো বোন হওয়া। গন্‌শা বলিল, "পিসীই সুবিধে, বয়েস হাজার কম হলেও সম্বন্ধটা ভারিক্কে হয়, একটু বেশি খাতির হয় বাপের বোন গা-গার্জেনদের দলে পড়ল কিনা।"

ত্রিলোচন খাতির করিয়া সবাইকে নামাইতে নামাইতে এদিকে গৃহকর্তা, এক জন নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক, দু-এক জন ছোকরা ও সাজগোজপরা কতকগুলি কৌতূহলী ছেলে-মেয়েও ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গোরাচাঁদ ত্রিলোচনের দিকে

চাহিয়া "খঁ্যাটের কত দূর ?"—এই প্রশ্নটিকে ইঙ্গিতে রূপ দিতে যাইতেছিল, সবাই আসিয়া পড়াতে তাড়াতাড়ি সেটাকে হাই আর তুড়ির আকার দিয়া সামলাইয়া লইল। গৃহকর্তা প্রবীণ লোক, আদর-আপ্যায়নের পর প্রথমেই একটি ছোকরাকে রাজেনকে দেখাইয়া বলিলেন, "আগে একে তুমি বাড়ির ভেতর নিয়ে যাও।—যাও তো মা-লক্ষ্মী।"

রাজেন প্রমাদ গণিল। শিবপুর থেকে যে-ব্যাপারটা এমন লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল, একেবারে সামনে আসিতে সেটা হঠাৎ এমন বিভীষিকার রূপ ধারণ করিল যে, তাহার পা উঠিতে চাহিল না। একবার উৎকণ্ঠিত ভাবে গন্শা প্রভৃতি সবার দিকে চাহিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "বাইরেই থাকি না আমি না-হয় সবার সঙ্গে।

সবাই একটু বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল, গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, বাইরে থাকবেন কেন? সে কি হয়?"

রাজেন নিরাশার মধ্যে আর একবার চেষ্টা করিল, "ভেতরটা বড্ড গুমোট হবে মনে হচ্ছে যেন।"

এদের সকলের মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে; গোরাচাঁদ বলিল, "না সেজপিসীমা; বাইরে থাকবে কোন্ দুঃখে? গরম?—সে তো একটি গ্লাস ঘোলের শরবতের মামলা। আর বাইরে আমরাই কি দার্জিলিঙে রইলাম সেজপিসীমা?"

ঘোঁৎনা দুই জন মুরুব্বির মধ্যে এক জন, কোমরের কোঁচান চাদরটা খুলিয়া আবার জড়াইতে জড়াইতে হাসিয়া বলিল, তুমি হচ্ছ বরের ঘরের পিসী, এবার কনের ঘরের মাসী হয়ে ঢোকো, এ তোমার নিজেরই ঘর গো!" বলিয়া কন্যাপক্ষীয়দের নিকট রাজেনের পরিচয়টা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ভিন্ন আমার সঙ্গে সম্বন্ধটাও বড় মিষ্টি, না বলে থাকতে পারলাম না।"

ততক্ষণে একটি মেয়ে আসার খবরটা চারাইয়া দিয়াছে। বাড়ি হইতে একজন বয়স্থা জন-তিনেক যুবতীর সঙ্গে আসিয়া রাজেনের পিঠে হাত দিয়া লইয়া গেলেন। রাজেন ফাঁসীর আসামীর মত একবার গন্শার পানে ফিরিয়া চাহিল।

গৃহকর্তা পূর্বকথার সূত্র ধরিয়া ঘোঁৎনাকে প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে আপনি—?"

'ছেলের মেসোমশাই।"

নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বলিলেন, "বাঃ পরম সৌভাগ্য আমাদের। ছেলের মাতৃপক্ষ

পিতৃপক্ষ দুই-ই উপস্থিত ; ঐখানেই তো আর একটা বিবাহের জোগাড় রয়েছে। সকলে হাসিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, "আর এঁয়ারা ?"

ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া সকলে উপরে উঠিয়াছে। ঘোঁৎনা গন্শা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের পরিচয় দিল, "ইনি ছেলের সম্পর্কে দাদামশাই হন। ইনি ছেলের বন্ধু আর ওঁর পরিচয়ের তো সাইনবোর্ডই রয়েছে গায়ে মাথায় টাঙান"—বলিয়া মজলিসী প্রথায় হাসিয়া উঠিল।

গৃহকর্তা গন্শাকে আর একবার করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিল, "বাঃ, পরম সৌভাগ্য, আপনি পর্যন্ত যে কষ্ট করে—"

গোরাচাঁদ একটু গলাটা বাড়াইয়া ঈষৎ চাপা স্বরে বলিল, "একটু বড় করে বলতে হবে, উনি আবার কানে বেশ একটু খাটো।"

এ মতলবটা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গন্শাই বাহির করিয়াছে ! আর সবার স্বরূপ ছদ্মবেশের মধ্যে ঢাকা পড়িবে, কিন্তু তাহার তোৎলামি কোন মতেই ঢাকা পড়িবার নয়। বিবাহরাত্রে প্রবঞ্চনাটা ধরাইয়া দিবেই, তাই কথার হাঙ্গামটাই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কালা মানুষ, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে যাইবে না, উত্তর দিবারও প্রয়োজন থাকিবে না ; গোঁফ, দাড়ি, চোখের ধোঁয়াটে চশমা আর কানের তালার অন্তরালে নিশ্চিন্ততায় সে সব দেখিতে শুনিতেও পারিবে।

গৃহকর্তা হাতজোড় করিয়া তাহার কানের কাছে মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া বেশ তারস্বরে কথাটার পুনরুক্তি করিলেন, "বলছিলাম, আপনি পর্যন্ত আসবেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কর্তা নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখ ছিল, তা—"

গন্শা মুখের পানে চাহিয়া মূঢ়ের মত একবার হাসিল মাত্র। ঘোঁৎনা গৃহকর্তার পানে চাহিয়া টিপ্পনী করিল, "কানে পৌঁছয়নি। শুধু ওঁর স্ত্রীর কথা শুনতে পান, তাও যখন খুব বেশি গালমন্দ দিয়ে বলেন। অন্য কেউ সে রকম নিজের পরিবারের মত আপন জেনে গালও দিতে পারে না, শুনতেও পান না উনি।"

গন্শার ব্যাবস্থাটা পাকা হইয়া গেল।"

গোরাচাঁদের পক্ষে খ্যাঁটের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা এবং ঔৎসুক্য আর চাপিয়া রাখা

অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। এত স্পষ্ট করিয়া শরবতের কথাটা তুলিল, তাহারও দেখা নাই। ওদিকটায় একেবারে ফাঁকি নয় তো? ত্রিলোচনের সঙ্গে যতবারই চোখাচোখি হইয়াছে, সে কেবল অপেক্ষা করিবার ঈশারা করিয়াছে। আর ধৈর্য না রাখিতে পারিয়া বলিল, মামার ভাবনা হচ্ছে খালি সেজপিসীমার জন্যে;—তাঁকে ঘোলের শরবৎ দেওয়া হল কিনা। তাঁর আবার টপ করে মাথা গরম হয়ে ওঠে কিনা—উফ্, কি গরমটাই পড়েছে। আমাদের মাথাই—"

গৃহকর্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো, শরবৎ এল না তো বাবাজী এখনও। ভুলেই গেছলাম গল্পগুজবে, দেখ! আমি তোমার উপরেই সব ছেড়ে নিশ্চিন্দি আছি বাবাজী।"

ত্রিলোচন গোপনে গোরাচাঁদের দিকে একটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেলে ঘোঁৎনাকে বলিলেন, "চৌকস ছোকরা, শিবপুরে বাড়ি। একাই সব সামলাচ্ছে সকাল থেকে!"

ঘোঁৎনা সুযোগটা ছাড়িল না। বলিল, "আমাদের এই হাওড়া-শিবপুর তো? কি রকম সব বনেদী ঘরের জায়গা। জামাই করতে হয় শিবপুরে, আমি আমার শালার মেয়ের জন্যে একটি ছেলে ঠিক করে রেখেছি; ভাবছি হাতছাড়া না হয়ে যায়।"

একবার গন্‌শার পানে চকিতে চাহিয়া লইল। গোরাচাঁদও গন্‌শার পানে আড়চোখে একবার চাহিয়া ঘোঁৎনাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি গোলক চাটুজ্যের ভাগ্‌নে গণেশচন্দ্রের কথা বলছেন, মেসোমশাই?…হীরের টুকরো—"

'হীরের টুকরো'—এত প্রশংসায় গোঁফদাড়ির অন্তরালে রাঙিয়া উঠিতেছিল, মুখটা ফিরাইয়া লইল।

একটি ট্রের উপর গুটিচারেক কাঁচের গেলাস ও একটা এনামেলের জাগের এক জাগ ঘোলের শরবৎ আসিল। ত্রিলোচন নয় অন্য একটি ছোকরা আনিয়াছে।

গোরাচাঁদ যখন জাগ থেকে চতুর্বার লইয়া চুমুক দিয়াছে, ত্রিলোচন আসিয়া বলিল, "নিন্, আপনারা গা তুলুন এবার একটু।" গোরাচাঁদের হাতের গ্লাসটা আর একটু হইলে পড়িয়া টেবিলে আছাড় খাইত, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ত্রিলোচনের পানে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন গৃহকর্তার পানে চাহিয়া বলিল, "খালি মালাইকারিটা বাকি ছিল, গিয়ে দেখি হয়ে গেছে। পরিবেশন করিয়ে এলাম।"

একটা ধিক্কারের দৃষ্টিতে গোরাচাঁদের পানে চাহিল,—অর্থাৎ এই জন্যই শরবৎ আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু কপাল মন্দ তোর, আমি কি করব?

গৃহকর্তা বলিলেন, "বেশ করেছ, অত দূর থেকে আশা, আবার ফিরে যেতে হবে।—তা হ'লে এবার উঠতে হবে একটু।" তিন জনে উঠিল, গোরাচাঁদ উঠিয়া কোমরের কাপড়টা আলগা করিয়া দিল। গন্‌শার শুনিতে না পাইবার কথা বলিয়া বসিয়া ছিল, ঘোঁৎনা ঝুঁকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "উঠুন একটু মিষ্টিমুখ করার জন্যে এঁরা বড় পেড়াপেড়ি করছেন।"

শুনিতে পায় নাই, শুধু আন্দাজে বুঝিয়াছে এই ভাবে একটু হাসিয়া গন্‌শা উঠিয়া পড়িল। নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বলিলেন, "খুব অল্প কথা কন দেখছি।"

ঘোঁৎনা বলিল, "যেমন মিতভাষী, তেমনি মিতাহারী, তেমনি অমায়িক⋯"

গোরাচাঁদ আহার্যের এত কাছাকাছি হওয়ায় সব ভুলিয়া গিয়াছে, অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, "জামাই যা হবে⋯"

ত্রিলোচনের কনুয়ের গুঁতা খাইয়া থামিয়া গেল। বেখাপ্পা কথাটা শুনিয়া সবাই ঘুরিয়া দেখিয়াছে, ঘোঁৎনা গৃহকর্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বর এ-বিষয়ে ঠিক তার ঠাকুরদাদার মতই হবে। এ আপনি মিলিয়ে নেবেন। গোরাচাঁদ⋯মানে আমাদের অসীমকুমার বাবাজী কিছু ভুল বলেন নি।"

সবার অলক্ষ্যে "অসীমকুমার বাবাজী"র দিকে একটা অগ্নিকটাক্ষ হানিল।

তিন জনে আসিয়া আসনে বসিল। চার-গেলাস শরবতের পর থেকে গোরাচাঁদের জলাতঙ্কের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অন্যমনস্কভাবে গেলাসটা সরাইয়া রাখিল।

কে. গুপ্তকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছিল, সোজাসুজি একেবারে না বসিয়া ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল, "একটু জল প্রয়োজন যে; পদ-প্রক্ষালন করিতে হবে।"

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তাই তো, পুরুতমানুষ⋯মনেই ছিল না কথাটা ⋯আর আজকালকার যা সব পুরুত সাধারণত দেখা যায়⋯যাও শীগ্‌গির এক ঘটি জল⋯"

ত্রিলোচন দিব্য সরঞ্জামটি দাঁড় করাইয়াছে। লুচি, পটলভাজা, ডালনা, মুড়া দিয়া মুগের ডাল, মাংসের কোর্মা, গলদাচিংড়ির মালাইকারি,—চাট্‌নি; ওদিকে দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ল্যাংড়া আম।

ঘোঁৎনা হাতে আচমনের জল লইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "এ যে এলাহি কাণ্ড করেছেন! এত খাওয়া যায় কখনও? না, খাবার আর আমাদের সে বয়স আছে?"

"অতি সামান্য, বিদুরের আয়োজন"—বলিয়া, বিনয় করিতে গিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ চকিত হইয়া বলিলেন, "এঃ, এ যে মস্ত ভুল হয়েছে।—পুরুতঠাকুর ঐ এক সাটে বসবেন?—না, ঐসব খাবেন? দেখছ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, এ কি তোমাদের কলকাতার হোটেল মারা পুরুত? আলাদা ঠাঁই করে কিছু ফল আর একটু সন্দেশ এনে দাও।"

কে. গুপ্তকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে নিষ্ঠা এবং শুচিতা সম্বন্ধে একটা শ্লোক মুখস্থ করান হইয়াছিল, মনে মনে ভাঁজিয়া সবে বেচারা আওড়াইতে যাইবে, মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে মুখটা ফ্যাকাশে করিয়া নিজের দলের, বিশেষ করিয়া গন্‌শার পানে একবার চাহিল। কিন্তু "পদপ্রক্ষালন"-এর পুণ্য যে এমন করিয়া এত সদ্য সদ্য ফলিবে, তালিম দিবার সময় উহারা কেহই এতটা আন্দাজ করিতে পারে নাই। কেহ আর কে. গুপ্তের দিকে চাহিতে সাহস করিল না। গোরাচাঁদ বরং, অমন সাত্ত্বিক পুরোহিতের সহযাত্রী বলিয়া সেও বিপদগ্রস্ত হইতে পারে, এই ভয়ে পটলভাজা, ডালনা ডিঙ্গাইয়া একেবারে কোর্মায় হাত ডুবাইয়া দিল।

জলের পিছনে ফলাহার উপস্থিত হইল।

মালাইকারি আর মোগলাই কোর্মার গন্ধ আসিতেছে; কলা, শাকালু, শশা, আম যেন বিষবৎ মনে হইতেছে। যত অত্যাচার কে. গুপ্তের উপর;—ছোট করিয়া চুল ছাঁটিতে হইবে, কে. গুপ্ত; টিকি রাখিতে হইবে, কে. গুপ্ত; নামাবলী গায়ে দিতে হইবে, কে. গুপ্ত; পা ধুইয়া আহার করিতে হইবে, কে. গুপ্ত; শেষে শশা, কলা খাইতে হইবে সেই কে. গুপ্তকে।—ইচ্ছা হইতেছিল সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া আসনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সব কথা ফাঁস করিয়া দেয় একবার।

মাথা নীচু করিয়া দাঁতে শশা কাটিতেছে, মুখটা অন্ধকার, অশ্রু ঠেলিয়া আসায় রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছে। কন্যাপক্ষীয়দের সকলেও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে,—ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা যে কি, বৃদ্ধ বলিলেন। একটু রাগিয়াই বলিলেন, "এই প্যাজ-রসুনের গন্ধের মধ্যে কি ওঁর খাওয়া হয়? তোমাদের যেমন সব ছেলেমানসি!

গৃহকর্তা হইতে সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তাহ'লে ওঁকে অন্য ঘরে··"

তাহা হইলেও বাঁচা যায় যেন, লুচি-মাংসের এত কাছে বসিয়া এই রোগীর পথ্য অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধ আরও রাগিয়া উঠিলেন, "আর অন্য ঘরে!···সাত্বিক মানুষ, উনি এক ঠাঁই ছেড়ে অন্য ঠাঁয়ে বসতে পারেন কখনও? কি রকম অশাস্ত্রীয় কথা তোমাদের।··"

গোরাচাঁদের কোর্মা এদিকে অর্ধেকের বেশি শেষ হইয়াছে, ঘোঁৎনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মেসোমশাই, আমাদের চুঁচড়োর কোর্মায় আর জোড়াসাঁকোর কোর্মায় তফাতটা দেখেছেন তো?—আপনাকে বলছিলাম না?"

পুরোহিতের খাওয়ার প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য সবাই ব্যস্ত ছিল, গৃহকর্তা একটি ছেলেকে কোর্মা আনিতে ইশারা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কোনটা ভাল আপনার মতে?

গোরাচাঁদ প্রবল উৎসাহে অভিমত দিতে যাইতেছিল, ঘোৎনা অন্তরের ক্রোধ কোন রকমে চাপিয়া হাসিয়া বলিল, "যুগ উল্টে গেছে,—গোড়া থেকেই নিজেদের ছোট করে কন্যাপক্ষদের বড় করছ বাবাজী—বেহাই মশায়ের নুনের জোর আছে বলতে হবে।"

সকলে সমস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। পাশের ঘরে মেয়েদের চাপা হাসি উঠিল।

ঘরের অস্বচ্ছন্দ ভাবটা কাটিয়া বেশ হাস্য কৌতুকের মধ্যে আহারটা চলিতে লাগিল। কে. গুপ্তও নিরুপায় হইয়া আম সন্দেশ রসগোল্লা হইতে যতটা সম্ভব সান্ত্বনা সঞ্চয় করিতে লাগিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা গুমোট ছিল, হঠাৎ এক ঝলক শীতল হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং গুরুগুরু করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গৃহকর্তা বলিলেন, "হয় বৃষ্টি একটু, বাঁচা যায়—যা গেছে সমস্ত দিন।···আপনাদের চুঁচড়ার দিকে···"

ঘোঁৎনা মুখ তুলিয়া বলিল, "এক বিন্দু বৃষ্টি নেই।"

বৃদ্ধ একটা ডেক-চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "সেকি! আমার বড় নাতি আজ সকালে গেছ্‌ল, ভিজে চুপসে এসেছে যে।"

সমস্ত ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

গন্‌শা এই আকস্মিক বিপদের মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঘোঁৎনার মন্তব্যটা তাহার একেবারে না শুনিবারই কথা এটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সামলাইতে গিয়া বিষম লাগিয়া কাশিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ তখন বাগবাজারের রসগোল্লায় হাত দিয়াছে, কথাটা যে অতিরিক্ত রকম বেফাঁস হইয়া গিয়াছে সেদিকে অতটা হুঁস নাই। গন্‌শার দিকে একটু ঝুঁকিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ঠাকুরদা, বিষম লেগেছে—আরও গোটাকতক রসগোল্লা নামিয়ে দিন না গলা দিয়ে; জিনিসটা চমৎকার হয়েছে, কষ্ট হবে না।"

কর্তার ইশারায় একজন তাড়াতাড়ি গোরাচাঁদের জন্য রসগোল্লা আনিতে গেল।

ঘোঁৎনা ততক্ষণ চুঁচুড়ার বৃষ্টি সম্বন্ধে একটা কাটান খাড়া করিয়াছে, বলিতে যাইবে এমন সময় যে ছেলেটি রসগোল্লা আনিতে গিয়াছিল, ভীতসন্ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়া কর্তা ও ত্রিলোচনকে বলিল, "আপনাদের ডাকছেন বাড়িতে একবার, শীগ্‌গির আসুন।"

তাহার পিছনে পিছনে ত্রস্তগতিতে বাড়ির মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলি এবং আরও সবাই তাহাদের অনুসরণ করিল।

চারিজন ভীতভাবে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল, এমন সময় একটি ছোকরা ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল, "আপনাকে ডাকছেন বড়কাকা—শীগ্‌গির।"

বৃদ্ধ উদ্বিগ্নই ছিলেন, উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তাহ'লে এঁরা?—"

ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি বলিল, আপনি যান, আমাদের জন্য চিন্তা নেই।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আমরা তো আর পর নয়।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ধরে ফেললে না তো রাজেনকে?"

আর সব বাদ দিয়া তাড়াতাড়ি সব চেয়ে বড় ল্যাংড়া আমটায় নাক পর্যন্ত ডুবাইয়া একটা কামড় দিল।

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত গন্‌শার পানে চাহিয়া বলিল, "এই জন্যেই বারণ করেছিলাম—ওর আবার একটা পিসীমা না ঢুকিয়ে চলল না। এখন নাও পিসীমা!"

ঘরটা অন্দর থেকে একটু আলাদা, তবু চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। একটা গুরুতর কিছু যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গন্‌শা বলিল, "রাজু ধরা পড়লে তো এতক্ষণ মা-ম্মার আর কান্নার শব্দ আসত…ক-রুনের ফিট হয়ে যায় নি তো?"

ঘোৎনা সেইরূপ বিরক্তির সহিত তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তোকে দেখবার আগেই।

ক্রমাগতই থাবা থাইয়া গন্‌শা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন চক্ষু ছানাবড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘাড়টা কাৎ করিয়া একটা টুস্কি দিল। সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার ?"

"রাজু সটকেছে !"

চাপা ভয়ের শব্দ করিয়া চার জনেই উঠিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ একটা আম হাতে করিয়া চৌকাটের বাহিরে পা দিয়াছে ত্রিলোচন বলিল, "তোরা সব উঠলি কেন ? ওরা চুঁচড়োর বৃষ্টির কথা নিয়ে সন্দেহ করছিল বটে, আমি সামলে এসেছি কতকটা ; বললাম, 'একটু পাগলাটে পাগলাটে ছিলই যেন, একটু খুঁজুন ভাল ক'রে আগে।'—আর সত্যি, গোরার সেই 'মাথা গরমের' কথা থেকে সর্বদা ও-বেচারার পেছনে পেছনে যেমন একজন শরবতের গেলাস নিয়ে ঘুরছিলই, তাতে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়।—ওরা পাগলাটে মেয়েকে সামলাতে পারে নি বলে, যেন ফাঁপরে পড়েছে—আমায় বললে, 'আমরা ততক্ষণ খুঁজছি চারদিকে, তুমি বাবাজী ভদ্রলোকদের দেখ তো একটু।'

গোরাচাঁদ এদিকে কান ও বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিতেছিল, ফিরিয়া পা বাড়াইতেইত্রিলোচন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "গোরা তোর গোঁফ !"

এরা চার জনেই বলিয়া উঠিল, "সত্যি ! তোর বাটারফ্লাই গোঁফ কোথায় রে ? সারলে দফা !"

গোরাচাঁদ নাকের নিচে হাত বুলাইয়া হতভম্ব হইয়া রহিল, বলিল, "তাই তো গোঁফ।"

খোঁজ—খোঁজ…

ত্রিলোচনকে বাড়ির দিকে পাহারা দিতে বলিয়া ইহারা গোঁফের খোঁজে লাগিয়া গেল ;—আসনের চারিধার, যে-পথ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, চৌকির নীচে, আলমারির মাথায়—সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়…গোঁফের দেখা নাই ! গোরাচাঁদ এক-একবার নাকের নীচে হাত বুলাইয়া হাতটা দেখিয়া বলিতেছে, "তাই তো !" শূন্য ওষ্ঠ, শূন্য করতল…কোনটার সাক্ষ্য যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এই রকম করিতে করিতে হঠাৎ একবার সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হয়েছে রে, ধরেছি !

যেন ম্যাজিক দেখিতেছে—সকলে তাহার হাতের দিকে চাহিল, কে. গুপ্ত বলিল, "কই ?"

গোরাচাঁদ বলিল, পেটের মধ্যে চলে গেছে, তাই তো বলি—পেটটা গুলিয়ে গুলিয়ে ওঠে কেন ?"



—সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়...গোঁফের দেখা নাই

সকলে নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "তখন তাড়াতাড়ি ল্যাংড়া আমটায় কামড় দিতেই মনে হল শাঁসের সঙ্গে খানিকটা আঁশও যেন গলা দিয়ে নেমে গেল;—তাই তো বলি—অমন দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়ায় আঁশ এল কোথা থেকে!···এদিকে যে ষ্টিকিং প্লাস্টার আল্‌গা করে গোঁফটাকেই সাফ করে নিয়ে সেঁদিয়ে গেছে—"

সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা হলে ?"

এমন সময়ে দুই-তিনটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া

বলিল, "জামাইবাবু, শীগ্‌গির আসুন বরের পিসীর খোঁপা পাওয়া গেছে, বাকি পিসীটা বাথরুমের ভাঙা জানালা দিয়ে..."

অসমাপ্ত রাখিয়াই আবার হুড়াহুড়ি করিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিয়া গেল।

ত্রিলোচন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বাথরুমের একটা গরাদ ভাঙ্গা ছিল, নির্ঘাত গলে পালাতে গিয়ে চুলটা খুলে আটকে গেছে! মজালে।" সবাই একসঙ্গে অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করিল, "এখন—?"

ভয়জনিত সতর্কতায় শ্রবণশক্তি যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে—ভিতরে গোলমালের মধ্যে চাপা গলায় ত্রস্ত পরামর্শ—"না, এখন নয়—আগে ভাল করে ঘিরে ফেল...কে জানে পকেটে পিস্তল-টিস্তল ছোরা-টোরা..."

...আরও সব মন্তব্য, "হ্যাঁ, লাগছিল কেমন যেন...চুঁচড়োয় অমন বিষ্টি আর ...নাঃ, জামাই ঠিক আটকে আছে...খিড়কির দিক দিয়ে...সামনের রাস্তায় গিয়ে তারপর লোক ডাকা...আঃ ছেলেমেয়েগুলো ওপরে যাকনা...একটা ফোন..."

গৃহকর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, ওঁদের একটু দেখো বাবাজী; যেন কোন কষ্ট না হয়, রসগোল্লা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এলাম বলে।" বাড়ির খিড়কি দিয়া যেন কয়েকজন হুড়হুড় করিয়া ছুটিয়া ওদিকে বাহির হইয়া গেল।

অন্দরমহলটা হঠাৎ মারাত্মক রকম নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এদিকে ইহাদেরও সবার যেন বাকরোধ হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ গন্‌শার চৈতন্য হইল। নিজের দাড়ি-গোঁফ টানিয়া ফেলিয়া বলিল, "তো-তোদেরও সব দে—চটপট—চে-চেহারা বদলে পালাতে হবে।"

গোরাচাঁদ বাবরিটা ফেলিয়া বলিল, "এমনি পালালে তিলেকে সন্দেহ করবে না? তাকে আমাদের আগলাতে বসিয়ে রেখেছে—"

ত্রিলোচন চিন্তিত ভাবে বলিল, "সত্যি, এত এক সমিস্যে তো! আর সময়ও তো নেই, ঘিরে ফেললে বলে।"

গন্‌শা ক্ষিপ্রহস্তে দাড়ি, গোঁফ, বাবরি, গালপাট্টা, কোট চাদর চৌকির নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিল। বিপদের মুখে তাহার দলপতির মাথা দ্রুত পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। গোরাচাঁদের কথায় ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর হঠাৎ ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া বলিল, "বলবি, আচমকা মে-মেরে পালিয়ে গেল।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসাইয়া দলটাকে ঠেলিয়া লইয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘরজামাই

বৈকাল বেলা। গন্‌শার মামা গোলোক চাটুজ্যে বৈঠকখানায় চৌকির উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া একটা 'আনন্দবাজার' পড়িতেছেন ; বাঁ হাতে চায়ের কাপ, ডান হাতে দাড়ি ; মাঝে মাঝে চুমুক এবং তা দিতেছেন। গোরাচাঁদ বাহির হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই আবার দেওয়ালের আড়াল হইয়া গেল। ঘাড় গুঁজিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে যেন মাথার সমস্ত শক্তি দিয়া কি খানিকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর দুই তিনবার পা-টা বাড়াইয়া এবং টানিয়া লইয়া শেষে খুব সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া চৌকির একপাশটায় বসিল। গোলোক চাটুজ্যে একবার আড়চোখে দেখিয়া লইয়া আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিলেন।

বেশ খানিকক্ষণ গেল। গোরাচাঁদ একবার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল। গোলোক চাটুজ্যে আর একবার ঘাড়টা সামান্য একটু ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি খবর ?"

গোরাচাঁদ স্খলিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "না, তেমন কিছু না...এই..."

আরও খানিকক্ষণ গেল। তাহার পর দেওয়ালের একটা ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "শুনছিলাম—গণেশের নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে ?"

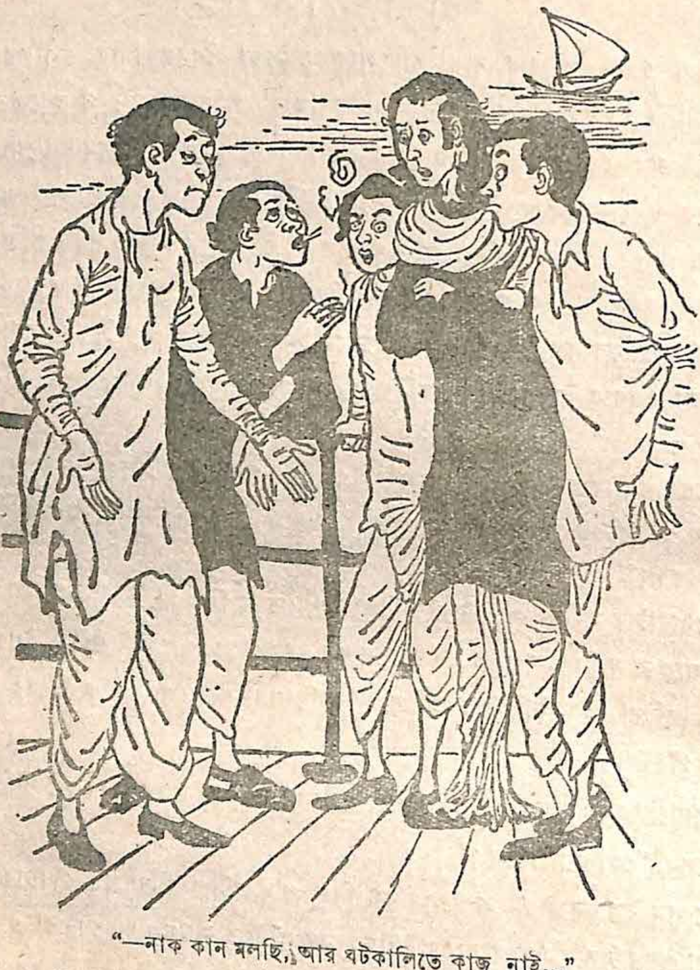
গোলোক চাটুয্যে এবার ঘাড়ও ফিরাইলেন না ; কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই বলিলেন, "কোথায় শুনলে ?"

কোন উত্তর নাই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া গিয়াছে ; কোঁচার খুঁটে মুছিয়া গোরাচাঁদ নিঃশব্দে বসিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। বেচারা এ উত্তর মোটেই আশা করে নাই। আরও খানিকক্ষণ যাওয়ার পর একটু উসখুস করিয়া বলিল, "গন্‌শা বলছে ও বিয়ে করবে না...মানে..."

সেই রকম ধীরে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে ওকে বলেছে করতে ?"

আবার চুপচাপ। গোরাচাঁদ দাঁতখোঁটা ভুলিয়া কিছুক্ষণ কড়ে আঙুলটা চিবাইল, তাহার পর যেখানে যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল জড় করিয়া বলিল, "তাহলে আসি আমি।"

শিবপুরের স্টীমার ঘাটে ঘোঁৎনা, রাজেন, ত্রিলোচন এবং কে. গুপ্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, গোরাচাঁদ ভগ্নদূতের মত নিতান্ত মনমরা



"—নাক কান মলছি, আর ঘটকালিতে কাজ নাই..."

হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোঁৎনা, রাজেন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি হল?"

গোরাচাঁদ রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মুখটা গঙ্গার দিকে ফিরাইয়া রহিল। বুকটা চাপা রাগে ওঠানামা করিতেছে।

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল "হল না রাজী?...গেল একটু ঘাবড়ে-টাবড়ে?"

গোরাচাঁদ মুখ ফিরাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, "বকিস্‌নি তিলে, আমার মেজাজ

ভাল নেই। রাজী করা অত সহজ তো তুই নিজে গেলি নি কেন? যা না, এখনও দাড়ি মুঠিয়ে বসে আসে।"

ঘোঁৎনা বলিল, চটে উঠছিস কেন? একটা কাজ নিজে ঘাড় পেতে নিলি, তাই জিগ্যেস করছে লোকে..."

গোরাচাঁদ রাগিয়াই বলিল, "ঘাড় পেতে যেমন যেমন নিয়েছিলাম চেষ্টা করতে কসুর করি নি। গোরাচাঁদ ভীতু নয়, অমন ঢের দাড়িওয়ালা মামা দেখেছে... থাক্ দিকিন ঝাড়া একঘণ্টা জেলখানার মত একটা ঘরে বসে—কথা নেই বার্তা নেই, খালি মাঝে মাঝে চায়ে একটা চুমুক দেওয়া আর দাড়ি আঁচড়ান...না পারি উঠতে, না পারি..."

রাজেন একটু আগাইয়া আসিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "চুপ করে বসে ছিলি? তোকে যেমন যেমন বলে দেওয়া হয়েছিল বলিস্ নি?"

গোরাচাঁদ তেমনিভাবেই কহিল, "বলিস্ নি? ওঁর যেমন উত্তর দেওয়ার কথা তা দিয়েছে। দুটো কথাতেই এমন বলবার পথ আটকে দিয়ে গ্যাট হয়ে বসে রইল!...ঘাঘি লোক, ওকে ভাঁওতা দিয়ে বিয়েতে রাজী করাবেন—ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছেন!...এমন অবস্থা দাঁড় করালে মনে হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—নাক কান মলছি, আর ঘটকালিতে কাজ নাই..."

নিরাশ হইয়া রাজেন ত্রিলোচন প্রভৃতিও রাগিয়া উঠিতেছিল, রাজেন বলিল, "তোকে পাঠানই বোকামি হয়েছিল, নেহাৎ ওপরপড়া হয়ে যেতে চাইলি... আমি হলে..."

গোরাচাঁদ বলিল, "লবাবি রাখ্ রাজেন...আচ্ছা বেশ, তোকে বেশি কিছু বলতে হবে না; শুধু দুটি কথার উত্তর দে—'কোথায় শুনলে?—কে করতে বলেছে?' দে উত্তর, দেখি কত বড় মুরোদ!

যেন একটা হেঁয়ালি শুনিতেছে এইভাবে সকলে হাঁ করিয়া গোরাচাঁদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, সবটা ভেঙে বল; না মাঝখান থেকে..."

ঘোঁৎনা কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল, বলিল, "বুঝেছি—ও যেই বলেছে—'শুনলাম নাকি গনেশের বিয়ে হচ্ছে'—ওর মামা আমরা যা ভেবেছিলাম তা না বলে জিগ্যেস করেছে—'কোথায় শুনলে'।—তা তুই কেন একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে দিলি না তাড়াতাড়ি? যেমন ধর—যেমন ধর 'রাজেন বলেছে...'"

রাজেন তাড়াতাড়ি, ভীতভাবে বলিল, "আমার নাম করা কেন মাইরি?—গোরা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের নাম করলেই পারত; কালা মানুষ, তার কাছে কেউ ভজাতে যেত না।"

সত্যিই এই সামান্য বুদ্ধিটুকু যে কেন মাথায় আসে নাই ভাবিয়া গোরাচাঁদ ঘেঁৎনার মুখের পানে একটু অপ্রতিভভাবে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "আর দোষ দেওয়াও যায় না গোরার। বেজায় ধড়িবাজ আর রাশভারী লোক; দেখছিস না অত চালাক গন্‌শা—সেও এখনও মুখ দিয়ে একবার 'হ্যাঁ' বলাতে পারলে না। সেই যে কোট করে বসে আছে—আগে চাকরি না হলে দেবে না গন্‌শার বিয়ে…"

এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "ঐ গণেশবাবু আসছেন!"

[২]

স্টীমার এই মাত্র আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে। গণেশ নামিয়া কতকটা বিমর্ষভাবে পন্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিল।

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কোথায় ছিলি চোপোর দিন? কতবার খোঁজ করলাম…"

গন্‌শা উত্তর করিল, "মামা চাকরি খুঁজতে পাট্টেছেলো।"

ঘেঁৎনা প্রশ্ন করিল, "কি হল?"

গন্‌শা বলিল, "থ্রি-টু-ওয়ান।"

সকলে বিস্মিতভাবে তাহার মুখের পানে চাহিল। চাকরির পেছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গন্‌শার মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি!

গণেশ গোরাচাঁদের হাত হইতে বিড়িটা লইয়া একটা টান দিয়া বলিল, "গ-গন্‌শার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই চাকরি খুঁজুক! ইডেন গার্ডেনে বার্মিজ প্যাগোডার নিচে নি-নিদ্রা দিয়ে ম্যাচ দেখে আসছি—ইস্ট-বেঙ্গল ক্যামারুন্‌স… থ্রি-টু-ওয়ানে…"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "ইস্টবেঙ্গল দিলে না খেলে?"

"দিলে মশাই।—প-প্রদ্মাপারের গোঁ?"

গোরা প্রশ্ন করিল, "খেললে কেমন ?"

গন্‌শা বলিল, "দু-দুটো এস্যা পেনালটি মিস্ করলে—ইচ্ছা হল নেমে গিয়ে দিই বাঙালকে চড়িয়ে..."

রাজেন বলিল, "কাজটা কি ভাল করলি গন্‌শা ?—তোর মামাকে কি বলবি ?—যখন জিগ্যেস করবে কি হল চাকরির··"

"বলব, কা-ক্কাল ডেকেছে।"

"তারপর ?"

"কাল ডেকেছে।"

"তারপর ?"

গন্‌শা বলিল, "আবার কা-ক্কাল ডেকেছে। ফুটবল সিজিনটা এই করে মামার ট্যাঁক হালকা করতে হবে,—আট গণ্ডা করে পয়সা দিচ্ছে ট্রাম-বাসের জন্যে।···মা-ম্মামীকে বলছিল—'এতদিনে সুমতি হয়েছে গন্‌শার, তবু বেরুচ্ছে চাকরির জন্যে।'···মামীও সুমতি দেখে কালীঘাটের মানৎ করে পাঁচটা টাকা তুলে রেখেছে,—ফা-ফাইনালের দিন সেটা হাতাতে হবে; তোরাও সব যাবি দেখতে···"

রাজেন ফুটবলের তত ভক্ত নয়, একটু অধৈর্য হইয়া বলিল, "কাজের কথায় আয়। আজ এক মতলব এঁটেছিলাম গন্‌শা, গোরেটা কাঁচিয়ে দিলে। সবাই ঠিক করলাম—তোর মামার কাছে এবার উল্টো চাল দিতে হবে—তুই বিয়ে করতে চাইছিস না বলে দিই ভড়কে বাপধনকে, তাহলেই তাড়াতাড়ি খোঁজাখুঁজি করতে পথ পাবে না···"

গন্‌শা ঊর্ধ্ব দিকে মুখ তুলিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অনাসক্তভাবে প্রশ্ন করিল, "তা কি বললে ?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বলিল, "বললে—'কে করতে বলছে ?...'' ঐ কথার ঐ উত্তুর হল, তুই-ই বল না গন্‌শা! হোক তোর মামা গুরুজন, কিন্তু..."

গন্‌শার বোজা মুখের মধ্যে দাঁতে দাঁতে ঘষার একটা চাপা শব্দ হইল, বোধ হয় গুরুজনকে চিবাইয়া নিকেশ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছায়।

রাজেন বলিল, "তাই বলছিলাম—পয়সাগুলো বাজে খরচ না করে দেখই না একটা-চাকরির চেষ্টা।"

কে. গুপ্ত বলিল, "গণেশবাবু যে রাজী হবেন না, নৈলে সেজকাকার মুখে শুনেছিলাম তাঁদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে।"

সকলে বিস্মিত হইয়া কে. গুপ্তের পানে চাহিল, ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "রাজী হবে না মানে? এ্যাদ্দিন ধরে দেখছেন ওকে, কবে গররাজী ভাবটা দেখলেন শুনি?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "কাদের বাড়ি কাজ করে আপনার সেজকাকা?"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কি চাকরি? কতদিন হল শুনেছেন মশাই? বলতে হয় এতদিন—দেখছেন..."

চারিদিকের প্রশ্নে থতমত খাইয়া গিয়া কে. গুপ্ত বলিল, "শুনেছি অনেক দিন হল—ঘরজামায়ের চাকরি—"

সকলে আরও বিস্মিত হইয়া চাহিল, 'ঘোঁৎনা বলিল, "ঘরজামায়ের চাকরি মানে?—তার কাপড় কোঁচান, গাড়ুতে জল দেওয়া, তামাক সাজা এই সব করতে হবে?"

ত্রিলোচন জামায়ের আরামের বহর দেখিয়া কতকটা ঈর্ষার সহিতই বলিল, "নবাবটি কে?—নামটা একবার জানতে পারি মশাই?"

কে. গুপ্ত নিজের ভুলটা ততক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে; যতটা সম্ভব গুছাইয়া লইয়া বলিল, "না—মানে—বলছিলাম চাকরিটা ভাল—সেজকাকার ছোট সাহেবের পার্সনাল ক্লার্ক না কি—তবে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে—"

গন্শা এতক্ষণ দেশলাইয়ের কাটি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছিল, প্রশ্ন করিল, "ছো-চ্ছোট সায়েবের নাকি মশাই?"

কে. গুপ্ত-আবার একচোট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, বড়বাবুর; তারই হাতে চাকরি কিনা।—বলি নি, আপনি রাজী হবেন কিনা..."

রাজেন বলিল, "রাজী হতে কি হয়েছে? যার অমন মামা তার গৃহ আর অরণ্যে তফাতটা কি?—কতদিন হল বলেছিল সেজকাকা?...আপনি একটি আস্ত..."

ঘোঁৎনা বলিল, "ওকে বকচিস কেন? আগে গন্শা বলুক ও রাজী কিনা। সামান্য একটা চাকরির লোভে ঘরজামাই হয়ে থাকা..."

ত্রিলোচন বলিল, "শুধু তো চাকরি নয়, ওটা তো উপরি পাওনা; চাকরির সঙ্গে একটা, কি যে বলে, বৌও পেয়ে যাচ্ছে তো? আর শ্বশুরের মেয়েকে

একবার দুটো মন্ত্র আউড়ে দখলে এনে ফেলতে পারলে শ্বশুরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজের বাড়ি টেনে তুলতে কতক্ষণ? আইন তখন তোমার দিকে।"

রাজেন একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিল, "আদালতের আইনের ওপরেও একটা আইন আছে, তার খবর তোমরা কেউ জান না বলেই বলছ—সে হচ্ছে..."

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "প্রিভি কাউনসিল?"

রাজেন বোধ হয়, হৃদয়, কি প্রেম, কি ভালবাসা—এইরকম গোছের কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, রসভঙ্গে হঠাৎ বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোর দুবচ্ছর বিয়ে হল গোরে, কিন্তু যে-কে সেই রয়ে গেলি। খালি শ্বশুরবাড়ির খঁ্যাটটা চিনেছিস!"

ত্রিলোচন বলিল, "ঘরজামাই হওয়া এত খারাপ কিসে আমার বুদ্ধিতে তো আসছে না। মামার বাড়িতে 'গন্‌শা,' সেখানে 'জামাইবাবু'; মামার বাড়িতে কথায় কথায় 'চাকরি করগে যা'; সেখানে শ্বশুর বড়বাবু, সারাটি মাস গা এলিয়ে পড়ে থাক, মাস পোহালে পয়লা তারিখে হক্কের মাইনে এসে হাজির,—মামার বাড়িতে..."

রাজেন বলিল, "ঠিকই বলছে তিলে। বৌয়ের দিকে থেকেও দেখ,—এখানে বাড়ির বৌ—খেটে খেটে হয়রাণ—সমস্ত দিনের মধ্যে দেখাটি হবার যো নেই; সেখানে বাড়ির আদুরে মেয়ে—কাজ নেই, কর্ম নেই, সমস্ত দিন মুখোমুখি হয়ে গল্প চালাও..."

গল্প করিতে করিতে সকলে জেটি ছাড়িয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইল। কে. গুপ্তকে বলা হইল, সে কাজটা সম্বন্ধে যতটা পারে খবর সংগ্রহ করিয়া আনিবে।

—

[৩]

শিবপুরের ট্রাম ডিপোর কাছে নীলুর দোকানের সামনে-পাতা বেঞ্চি দুইটাতে রাজেন, কে. গুপ্ত, ঘেঁাৎনা এবং গোরাচাঁদ বসিয়া আছে। ফুটবল বায়স্কোপ প্রভৃতি লইয়া এলোমেলো গল্প হইতেছে, দোকানের ভিতর নীলু আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে দুলিতে বিড়ি পাকাইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক আধটা মন্তব্য করিতেছে।

ত্রিলোচন ট্রাম হইতে নামিয়া মন্থর গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া ছিল—ঘেঁাৎনা, রাজেন প্রশ্ন করিল, "একলা যে ?"

ত্রিলোচন বলিল, "দোকলা এক ব্যাটা পশ্চিমাকে ফোকলা করে পিট্টান দিয়েছে...স্টীমারে আসবে। নীলে, একটা পান ছাড় দিকিন তাড়াতাড়ি, একটা বিড়িও ; বেদম করে দিয়েছে।—তাড়াতাড়ি স্টীমার ঘাটে চল সব।"

ঘেঁাৎনা ধমক দিয়া বলিল, "ব্যাপার কি তাই খুলে বল্, তা নয়..."

নীলু পান আর বিড়ি দিয়া বলিল, "মনে হল যেন তোমার শ্বশুর-বাড়ি থেকে কেউ এসেছে তিলুদা, ট্রাম থেকে নেমে জিগ্যেস করলে নিবারণ চৌধুরীর বাড়ি কোথায়। জিগ্যেস করতে বললে, কালসিটে থেকে আসছে।"

ত্রিলোচন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "খেলে কচুপোড়া! আর আসবার দিন পেলে না ?···তোরা এগো ঘেঁাৎনা, আমি এলাম বলে।···বিড়িটা রেখে দে নীলে, মুখে গন্ধ পাবে ; বউ আবার সেখানে রটিয়েছে, আমি বিড়ি সিগারেটের ওপর ভয়ানক চটা!···একরকম জ্বালা ?"

এরা ঘাটের কাছে পৌছিয়াছে, দেখা গেল ত্রিলোচনও হনহন করিয়া পেছনে চলিয়া আসিতেছে। আসিয়া বলিল, "খুড়শ্বশুর এসেছে—সেই জগুদা।"

জগুদার উপর কাহারও বিশেষ ভক্তি না থাকায় কেন আসিয়াছে, কি বৃত্তান্ত কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। সকলে আসিয়া জেটিতে উপস্থিত হইল।

স্টীমার আগেই আসিয়া গিয়াছিল ; গন্‌শা নামিয়া পন্টুনের রেলিঙে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল, ইহারা গিয়া কেহ এ-রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

ঘোঁৎনা বলিল "তিলে বলছিল কার সঙ্গে মারামারি করেছিস নাকি?"

গন্‌শা একটা কথা ভাবিতেছে, খুব বেশি অন্যমনস্ক।

ত্রিলোচনই বলিল, "বাধ্য হয়ে করতে হল। ট্রামে পাশের সীটটাতে বসেছিল, কোনমতেই একটু নড়ে বসবে না। তবু গণেশ বেচারী ভালভাবেই কথা কয়ে যাচ্ছিল, একটা মস্ত বড় অশান্তি লেগে আছে—ঝগড়ার দিকে মন নেই। শেষে সে বেটা একেবারে তেরিয়ান হয়ে বললে তার ভাগনে পুলিসে কাজ করে। বেটা একজনের মামা হয় দেখে গণেশ আর রাগ চাপতে পারলে না—নিজের মামাকে তো আর কিছু বলতে পারে না, একটি রদ্দাতে দুটি দাঁত খসিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে..."

গন্‌শা বিড়ির ধুঁয়াটা উপরের দিকে ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—"মা-ম্মামাগিরি ফলাতে আর জায়গা পায়নি।"

গোরাচাঁদ বলিল, "সত্যি, মামার ওপর ভক্তিতে ও বেচারী যেন গলে যাচ্ছে! কালকে যখন বললাম বিয়ে করতে চাইছে না গন্‌শা একবারটি শিউরে পর্যন্ত উঠল না রে, সেই একভাবে কাগজ পড়ে যেতে লাগল!...উনি পুলিসের মামা হন বলতে এসেছেন,—গন্‌শার কাছে!"

রাজেন বলিল, "দোষ দেওয়া যায় না গণেশের। এই রকমই হয় কিনা;—কারুর মাসী পিসীকে দেখে, মনে দিব্যি একটা ভক্তির ভাব আসবে; কিন্তু কারুর শালী নজরে পড়ুক দিকিন—সেই বয়েসেরই—মনে হবে একটু ঠাট্টা করে নিতে পারলে মন্দ হত না...সে যাক্, বেটার মামা হবার সাধ মিটেছে, ...আসল কাজের কি হল তাই বল।"

ত্রিলোচন বলিল, "সে হল না। অনেক কাট-খড় পুড়িয়ে যদি-বা বড়বাবুর আফিস পর্যন্ত পৌঁছুন গেল, টের পাওয়া গেল, সে ছুটিতে, এক আধ দিনের জন্যে নয়, লম্বা এক হপ্তার ছুটিতে,...গন্‌শাকে বলছি একটা পলার আংটি পর, তোকে গেরোয় ঘোরাচ্ছে, তা..."

গঙ্গায় ভাটার টান চলিয়াছে। একটি মোটাগোছের শৌখীন ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া এক হাতে পাম্পসু অপর হাতে কোঁচা ধরিয়া খুব সাবধানে কাদার উপর দিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কি করিয়া পিছলাইয়া গিয়া দুই তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। মোটা মানুষের পড়া চিরকালই একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার, কাদায়

পড়িলে তো সোনায় সোহাগা। সকলে—এমন কি গন্‌শা পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল। ঘোঁৎনা বলিল, "এত সাবধানে যাচ্ছিল লোকটা ; অথচ..."

লোকটা উঠিতে যাইয়া আবার পাক খাইয়া পড়িতেছে। গন্‌শা বলিল, "গেরোয় ঘোরাচ্ছে ; আঙুলে বোধ হয় প-প্ললার আংটি নেই, দেখতো গিয়ে তিলে।"

গুমোট ভাবটা কাটিয়া গিয়া একটু প্রফুল্ল হইয়াছে গন্‌শা ; বলিল, "নীলের দোকানের বিড়ি থাকে তো একটা দে তো ঘোঁৎনা।...না এ চাকরিটা হাতছাড়া হতে দোব না। স্টীমারে আসতে আসতে একটা মতলব বের করেছি।"

সকলে কৌতূহলী হইয়া মুখের পানে চাহিল। বিড়িটা ধরাইয়া গন্‌শা বলিল, "ব-ব্বড়বাবুর আস্তানা পর্যন্ত ধাওয়া করব ভাবছি। খোঁজ নিয়েছি : বা-ব্বাড়ি মার্টিনের লাইনে।"

ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "স্টেশন ?"

"কি যে দিব্যি নামটা। একটু বে-ব্বেয়াড়া গোছের, ঠিক মনে পড়ছে না! দাঁড়া—সেখানকার কদমা আর নারকোল-নাড়ু খুব নামী..."

কে. গুপ্ত এদের পাল্লায় পড়িয়া অনেক ভোগান ভুগিয়াছে, একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "নামটা না জেনে যাওয়া..."

গোরাচাঁদ কদমা-নারকোলনাড়ুর আঁচ পাইয়াছে, একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তো আপনি যাবেন না মশাই, শিবপুরের ছেলে ঠিক বের করে নেবে।...হাওড়া স্টেশনে গিয়ে যেখানকার সীতাভোগ নামী সেখানকার টিকিট চান তো—শেওড়াফুলির দেয় কি বর্ধমানের দেয় দেখি।"

রাজেন বলিল, "হাওড়া স্টেশনে গিয়ে অত হাঙ্গামা করতে হবে না। ময়দান স্টেশনে গন্‌শা টাইম টেবিলটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই মনে পড়ে যাবে নামটা।"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাহলে যাচ্ছে কে কে ? সবাই ?"

গন্‌শা সংক্ষেপে বলিল, "স-সবাই ক্যাণ্ডিডেট। এক সঙ্গে গাড়ি থেকে নেবেছি। কারুর সঙ্গে কারুর জা-জ্জনাশোনা নেই।"

ত্রিলোচন বলিল, "ধর যদি তোকে না বাছাই করে ঘোঁৎনাকে করে ?"

গন্‌শা বলিল, "নেবে না। বাড়ি এসে লিখে দেবে।"

রাজেন বলিল, "ঠিক তো, কেনই বা নেবে ?—ওর তো হচ্ছেই বিয়ে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "মনে কর যদি কে. গুপ্তকে পছন্দ করে বসল—তাহলে ?"

গন্‌শা বলিল, "ও তো অমন এক মা-ম্মার পাল্লায় পড়ে নি।"

রাজেন বলিল, "মন্দ মতলব বের করে নি গন্‌শা ;—যাকেই পছন্দ কর সরে দাঁড়াবে। বাকি শুধু থাকবে ওই।"

বিলম্ব আর একেবারে করা সমীচীন নয়। পরদিন সকালের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হইল।

[৪]

সকালে চৌধুরীপাড়ার শিবমন্দিরে এরা সব একত্র হইল। গোরাচাঁদের বিলম্ব হইতেছিল। তাহাকে দূরে আসিতে দেখিয়া সবাই মন্দিরের রক থেকে নামিয়া অগ্রসর হইবে, ত্রিলোচন বলিল, "শিবঠাকুরকে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে হত না গন্‌শা ? চাকরির সঙ্গে বিয়েরও একটা চান্স রয়েছে..."

রাজেন বলিল, "যা ভয় করেছিলাম ; দিলি তো পেছনে ডেকে ?"

গন্‌শা একটু মুখটা কুঁচকাইয়া বলিল, "আর যার নি-ন্নিজের বিয়ে হতেই জটা দাড়ি পেকে গেছল !..."

অগ্রসর হইতে হইতে খানিকটা গিয়া ঘোঁৎনা চিন্তিতভাবে বলিল, "নেহাৎ ঠাকুরদেবতার কথা তুলে বসল তিলে—তা ঘুরে একটু অন্নদা চাটুজ্যের রাধারমণের মন্দিরের সামনে হয়ে গেলে হত। ওই বরং একটি দেবতা যে বিয়ে-থা এই সব বিষয়ে..."

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘাঘী আছে।"

ঘোঁৎনা বলিল, "আমি বলছিলাম—বোঝে-সোঝে ভাল আর কি..."

* * *

প্রথম ট্রেনটা ফেল করিয়াছিল। এরা একসঙ্গে হইলে কোন না কোন একটা গোলমাল করিয়া ট্রেন ফেল করিয়া বসেই।

অদৃষ্টও বেচারাদের বিরুদ্ধে চিরকাল চক্রান্তই করিয়া আসিয়াছে। যে ট্রেনটা ধরিল প্রায় মাঝামাঝি গিয়া একটা জলার ধারে তাহার ইঞ্জিনটা বাগড়া দিল।

গার্ড, প্যাসেঞ্জার ড্রাইভার সবাই আলোচনা করিয়া রোগটা ধরিতে প্রায় ঘন্টা দেড়েক লাগিল, সারিতেও লাগিল ঘণ্টাখানেক। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় সবাই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এগারটা প্রায় বাজিয়া গিয়াছে, ভাঙা ইঞ্জিনের উপর নির্ভর, কখন দয়া করিয়া পৌছাইয়া দিবে কিছুই বলা যায় না, এমন কি, পৌছাইয়া দিবে কি না, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। অত্যন্ত গরম, ক্ষুধা,—আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা এই ছিল যে, স্টেশনের কাছাকাছি হোটেল কিংবা দোকানে গিয়া কাজ সারা হইবে ; কিন্তু স্টেশনগুলির স্বরূপের সঙ্গে যতই পরিচয় হইতেছে ততই বুকটা দমিয়া যাইতেছে।

তাহার উপর একঠায় বসিবার জো নাই, অসম্ভব রকম ছারপোকা, দাঁড়াইবার জো নাই, অসম্ভব রকম ঝাঁকানি, খালি পেটে খিল ধরিয়া যায়।

অথচ, বসিতেও হইতেছে, দাঁড়াইতেও হইতেছে। এমন কি, গরম, ক্ষুধা, নিরাশা, ঝাঁকানি, ছারপোকা—সব একজোট হইয়া সবার চোখের পাতা ভারী করিয়া দিতেছে। গোরাচাঁদের চোখের পাতা একটু যেন ভিজা-ভিজাও মনে হইতেছে।

গোরচাঁদ, কে. গুপ্ত, রাজেন আর ত্রিলোচন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘোঁৎনা ঢুলিতেছে, গন্‌শা পর্যন্ত সংযম হারাইয়াছে—এমন সময় স্বপ্নের মত একটা আওয়াজ কানে আসিল, "এ গাড়ীতে শিবপুর থেকে কারাও এসেছেন কি ?—শিবপুর থেকে ?—শিবপুর ?"

সকলে প্রায় একসঙ্গে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। স্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন ছোকরা এমুড়ো-ওমুড়ো ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইতেছে—"কেউ শিবপুর থেকে এসেছেন কি—শিবপুর থেকে ?"

সকলে বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "কিছু বুঝছিস গন্‌শা ?"

গন্‌শা ছোকরাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, "হ্যাঁ।"

রাজেন, ঘোঁৎনা একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি বুঝেছিস ?"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "কি করে টের পেলে যে…"

গন্‌শা ঘোঁৎনার কথার উত্তর দিল, "বুঝেছি, যাদের আসবার কথা ছিল, তারা আসে নি।"

সকলেই প্রশ্ন করিল, "কারা ?"

গন্‌শা সেইরকম ভাবেই বলিল, "কি জানি।" তারপর হঠাৎ সজাগ হইয়া বলিল, "দু-দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়তে হবে, নেমে পড়্।"

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া হাঁকিল, "এই যে আমরা এখানে ; আ-আপনারা ওদিকে ডাকাডাকি করছেন কেন ?"

সমস্ত দলটি হুড়মুড় করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া এদের ঘিরিয়া ফেলিল। নানাবিধ প্রশ্ন, "এতক্ষণ উত্তর দেন নি···আপনারা এখানে, আর আমরা ওদিকে খুঁজে খুঁজে—"

গোরাচাঁদের একটু ভয় ভয় করিতেছিল, না বুঝিয়া-সুঝিয়া কোন্ ফ্যাসাদের মধ্যে পা বাড়াইয়া দিতেছে ?···বলিল, "উত্তর দিইনি, মানে আপনারা শিবপুরের কাদের খুঁজছেন—"

একটি রোগা, কুঁজো এবং মুরুব্বিগোছের ছোকরা দুইটা হাত তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে মশাই, নিবারণ মিত্তিরের বাড়ি এসেছেন তো ?"

সকলে যেন একটু থ হইয়া গেল, আড়ে একটু মুখ চাওয়াচাওয়িও করিয়া লইল—নিবারণ মিত্তির বড়বাবুর নাম।

ঘোঁৎনা আর গন্‌শা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর বাড়িতেই···"

সেইভাবেই প্রশ্ন হইল, "শিবপুর থেকে এসেছেন তো ?"

সকলেই বিমূঢ়ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ছোকরা দুইটা হাত স্টেশনের বাহিরের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "তাহলে দয়া করে চলুন। মার্টিনের পোষা ছারপোকায় সব গোলমাল করে দেয়, জানি আমরা।"

ছোকরা গ্রামের ছেলেদের রসিক সর্দার গোছের, ডাক নাম নোনু-দা। সকলে তাহার কথায় হাসিয়া উঠিল।

স্টেশন থেকে বাহির হইয়া সকলে গাঁয়ের কাঁচা পথ ধরিয়া চলিল।

কে. গুপ্তর হাতে একটা সুটকেস ছিল, একটা গামছা এক জোড়া তাস আর সবার একখানা করিয়া কাপড় আছে—সুবিধামত স্নানটা সারিয়া লইবে। 'আপনি কষ্ট করবেন কেন ?—আমায় দিন' বলিয়া একটি ছোকরা সেটি চাহিয়া লইল, রাজেন গণেশের গা ঘেঁসিয়া চলিতেছিল, তাহার উরুতে একটা চিমটি কাটিল, অর্থাৎ—ব্যাপারখানা কি ? গন্‌শা চিমটি কাটিয়াই উত্তর দিল।

তাহার পর গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া প্রশ্ন করিল, "নি-ন্নিবারণবাবু আছেন কেমন ?"

নোন্থ-দা বলিল, "আধ-মরা হয়ে।"

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। নোন্থ-দা গন্‌শার দিকে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "মাফ করবেন, আমার কথাগুলো একটু বেঁকা—নিবারণকাকা আধমরা হয়ে ছিলেন, এইবার আপনাদের আসবার খবর পেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।"

সকলে আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। গেঁয়ো কাঠরসিকতায় ইহাদের সকলের পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল। গন্‌শা একবার তাহার শরীরটা আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, "ক-ক্কথাগুলো বেঁকা হবে তার আর আশ্চয্যি কি বলুন ? ভ-ভ্যয়ানক বেঁকা রাস্তা হয়ে বেরুচ্ছে কি না।"

সকলে হো-হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পাশে একজন সঙ্গীকে ফিস্‌ফিস করিয়া বলিল, "শিবপুরের দল, চালাকি করতে গেছেন নোন্থ-দা !"

কথাবার্তার মধ্যে ইহারা একটা গলি ঘুরিয়া একটা বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িল। পাশাপাশি চারিটা ঘর, সামনে একটা বারান্দা। বারান্দার একপাশে ইটের উনানে তুইজন পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছে। কাছেই তুইজন মুরুব্বিগোছের লোক বসিয়া গল্প করিতেছেন, একজনের হাতে হুঁকা।

দলটা আসিতেই হুঁকা হাতে লোকটি ফিরিয়া দেখিয়া বলিল, "এই যে, এসে গেছেন এঁরা, শিবপুর থেকে তো ? ওই পাশের ঘরটায় নিয়ে যাও ! দক্ষিণে কোথায় গেল ? জল দিক, চান টান করে নিন্।...উঃ, তুপুর গড়িয়ে গেল। কি করে হল এত দেরি ?"

রাজেন আগাইয়া একটা নমস্কার করিল, বলিল, "ইঞ্জিন বিগড়ে এই নিগ্রহ।"

গন্‌শা, ঘোঁৎনা প্রভৃতি সকলে আসিয়া একে একে নমস্কার করিল। ভদ্রলোক একবার সকলের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "সবাই এসে গেছেন আপনাদের ? যান, ওপরে যান। ওপরে যান। নোন্থকে পাঠিয়েছিলাম স্টেশনে, সে কোথায় গেল ?"

নোন্থ গন্‌শার এক ঠাট্টাতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে ! একজন ছোকরা বলিল,

"তিনি বললেন—তোরা বৃন্দাবন সামলা, আমি মথুরা সামলাতে চল্লাম"—বলিয়া হাসিয়া উঠিল ; আর সকলেও যোগ দিল।

ভদ্রলোকও একটু হাসিয়া বলিলেন, "বড্ড ফচকে হয়েছে ওটা। নে, তোরাই তাহলে এদের দেখ্‌শোন একটু, যেন কোন কষ্ট না হয়। নিবারণদা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।···নিন, আপনারা চান-টান সেরে একমুঠো খেয়ে নিন। ঠাকুর, তোমার মাংসের যদি দেরি থাকে তো সাদামাটা যা হয় একটু ব্যবস্থা করে দাও। এমনিই খুব দেরি হয়ে গেছে।"

মাংসে মশলা দিয়া নাড়িতেছে। গোরাচাঁদ হ্রস্ব নিশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রাণ লইতেছিল, সাদামাটা ব্যবস্থার নামে শঙ্কিত হইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "করুক ধীরে সুস্থে, খাওয়াটাই তো আসল নয়।"

[৫]

মাংসটা খুব ভাল রান্না হইয়াছিল, তার মাথার উপর একটা অনিশ্চিত বিপদ ঝুলিতেছে, ইহারা মরিয়া হইয়া ফাঁসির খাওয়া খাইয়া লইল। গুরুভোজন, গাড়ির কষ্ট, সতরঞ্চির উপর বিছানা, সাদা ধপধপে ফরাস,—চাপা গলায় নানারকম আন্দাজ-আলোচনা করিতে করিতে ইহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। গন্‌শা, ত্রিলোচন আর রাজেনের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহারা দুইজনে মুখোমুখি হইয়া শুইয়া আছে, ত্রিলোচন উঠিয়া বসিয়া একটা বিড়ি টানিতেছে। রাজেন বলিল, "আমার আন্দাজ যদি মিথ্যে হয় গন্‌শা তো কি বলেছি—এর মধ্যে ঠিক দৈব কোন ব্যাপার আছে, শুনলি তো ?—নিবারণবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন—বিশেষ করে !"

ত্রিলোচন বলিল, "সব বিয়েই তো আগাগোড়া দৈব···"

বেলা পাঁচটার সময় আমার ফেলের খবর শুনে বাবা বললেন, 'ওকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।' রাত নটার সময় বাবাতে আর পরে যিনি শ্বশুর হলেন তাঁতে শঙ্কর চাটুজ্যের ওখান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে এলেন—দুজনেরই একটু একটু গোলাপী গোছের নেশা ধরে এসেছে। বাবা বললেন, 'সে বেটাকে ত্যাজ্য

পুত্তর করেছিলাম—বেরিয়ে যায় নি তো ?' মা বললেন, 'বালাই, তার শত্তুর বেরিয়ে যাক্, সে ওপরে ক্যারম খেলছে।'

"তখুনি ন্যায়রত্নমশাইকে ডাকা হল, শ্বশুর নিজের হাতের আংটিটা খুলে আশীর্বাদ করে গেল।...বিয়ে বাপের হাতেও নয়, জেলার জজের হাতেও নয়"—বলিয়া ত্রিলোচন বিড়ি টানিতে লাগিল।

রাজেন বলিল, "আর, কারুর মামা যদি ভাবে, তার হাতে তো তাও নয়।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল একটু। শ্রুতিরোচক মন্তব্য শুনিয়া গন্‌শার মনটা চাঙ্গা হইয়া উঠায় গুনগুন করিয়া একটা গান ধরিল। গানটা যখন বেশ একটু জোর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, ত্রিলোচনও স্যুটকেসটা টানিয়া তবলা সুর করিয়া দিয়াছে, ঘোঁৎনা আসিয়া চৌকাঠের নিচে দাঁড়াইল—একবার পিছনে আশেপাশে দেখিয়া লইল, একটু চাপা গলায় গন্‌শার টোন নকল করিয়া বলিল, "শুধু গানে হবে না, ঘুঙুর পর, না-ন্নাচও দেখাতে হবে।"

গন্‌শা বোধ হয় 'তাও পারি' বলিয়া রসিকতা করিতে যাইতেছিল, ঘোঁৎনা গম্ভীরভাবে আসিয়া পাশে বসিল, বলিল, "তোমাদের বিয়ে-বরযাত্রীর স্বপ্ন দেখবার জন্যে ঘুম আসছে, শম্মার তা আসে নি। নেমে পর্যন্ত গা ছমছম করছিল আমার।...কেন বাবা, গরীবের ছেলে চাকরি খুঁজতে এসেছি, এত চব্যচুষ্যের ব্যবস্থা কিসের! গতিক ভাল নয় তো!—ঘুরতে ঘুরতে পৌছুবি তো পৌছো একেবারে খাস জায়গায়—বড়বাবুর বাড়িতে "

রাজেন প্রশ্ন করিল, "দেখা হল ?"

ঘোঁৎনা ঝাঁঝিয়া বলিল, "চুপ কর্ রাজেন, তার মরবার ফুরসৎ নেই, একদিকে ভিয়েন, একদিকে থিয়েটারের স্টেজ, একদিকে বরযাত্রীদের হাঙ্গামা..."

তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "বরযাত্রী !"

ঘোঁৎনা বলিল, "তার মেয়ের বিয়ে হলে বরযাত্রী আসবে না তো একপাল পেটে-অন্ন নেই চাকরির উমেদার আসবে ?...ওতোরপাড়া থেকে বরযাত্রী এসেছে ; জনাই থেকে সখের থিয়েটার পার্টি—এলো বলে, এইখানেই উঠবে, মোটরে আছে ; কলকাতা থেকে খেমটা, আর শিবপুর থেকে ওরেয়িণ্টাল ডান্স পার্টি—

ত্রিলোচন উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিল, "এসেছে ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "হ্যাঁ, এই যে গল্পগুজব করছে।"

সকলে মিনিট দুই তিন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

বড়বাবু দলের মধ্যে যে-কোনটিকে বাছিয়া লইতে পারেন,—কে গুপ্ত ঘুমের ঘোরে বোধ হয় কনে এবং চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। ত্রিলোচন ঠেলা দিয়া বলিল, "কি 'পাশ করেছি—পাশ করেছি' করছেন মশাই, উঠুন, যা চাকরি পেয়েছেন এখন সামলান।"

গোরাচাঁদকে তোলা হইল। সব শুনিয়া দুজনে বাকরুদ্ধ হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ঘুমের ঘোর কাটিয়া কথাটা যখন মাথায় ঢুকিল, গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া বলিল, "আমায় ফেলে যাস নি, বড্ড খেয়েছি···"

ঘোঁৎনা বলিতে লাগিল, "এতক্ষণ দফা নিকেশ হয়েছিল। একপাল ছেলেছোকরা তোমাদের কাছে দু-একটা পা-শিখে নেওয়ার জন্য ঝুঁকেছিল, রাজেনের উদয়শংকরী ঝুঁটি আবার সর্বনাশ করেছে কি না—কর্তাদের বলে কয়ে এদিকে কাউকে ঘেঁষতে দিই নি এতক্ষণ। বললাম, গত চাররাত্রি থেকে সেরামপুর, দমদমা, রাণাঘাট আর মজিলপুরে বায়না খেটে সবাই আধমরা হয়ে রয়েছে, পা আর উঠছে না, একটু ঘুমুতে দিতে হবে; তাই এদিকে ভিড় নেই, নইলে···"

গন্‌শা বিরক্তি এবং সন্দেহের সহিত বলিল, "বা-ব্বাজে বকিস নি ঘোঁৎনা, কি শুনতে কি শুনে এসে···একটা দলকে বায়না করে এসেছে, কেউ চিনলে না যে, আমরা তারা নয়? গাঁ-গাঁজাখুরি ঝাড়তে এসেছিস্···"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাহলে তুমি বড়বাবুর হাতে দরখাস্ত দেওয়ার জন্য থাক, আমাদের যেতে দাও—আর যাবই বা কোথায়? ফেরবার গাড়ি নাস্তি।··· যা বলছি শোন, ঘোঁৎনা অত কাঁচা ছেলে নয়, সে খোঁজও নিয়েছি। বায়না যে করে এসেছিল—সেই ব্যাটা নোনুর দাদা—এদের পানু-দা, সে এখনও ফেরে নি, চিনবে কে?—সে শিবপুরের দলকে রওয়ানা করে দিয়ে ওদিক থেকে জনাইয়ের দলকে মোটরে করে নিয়ে পৌঁছুবে—পৌঁছুল বলে।"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "তাহলে শিবপুরের দল—মানে ড্যান্সিং পার্টি এল না কেন?"

গোরাচাঁদের মুখ শুকাইয়া আমসি হইয়া গেছে। খিঁচাইয়া বলিল, "থামুন মশায়, আপনি আর বোকার মত যা-তা জিগ্যেস করবেন না ওরকম করে;

আসেনি আমাদের কপাল ভেঙেছে বলে···তোরা তো পালাবি, আমার এদিকে পেট ফুলছে · ”

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। এদিকটা খালি ছিল ; চায়ের কেটলি, পেয়ালা, পরাতে করিয়া জল-খাবার প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি লোক উপস্থিত হইল। জনাই থেকে যাহারা আসিতেছে তাহাদের ব্যবস্থা। এদের সঙ্গে নোন্নু-দাকে কেন্দ্র করিয়া আবার ছেলেদের দলও আসিয়া জুটিল একটা। জায়গাটা সরগরম হইয়া উঠিল। নোন্নু বুকের ওপর হাত দিয়া বলিল, “আবার আপনাদের বেঁকা-নোন্নু হাজির হয়েছে, চাটার—চা এবং টার ব্যবস্থা করি একটু ?”

ছেলেরা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মেজাজটা আরও খারাপ,—গন্‌শা একরকম রাগিয়াই কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় গোটাতিনেক মোটর হর্ন দিয়া সামনের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। নোন্নু ঘুরিয়া দেখিয়া বলিল, “জনাই এসে গেছে !” সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা উচ্চহাস্য ও কলরবের সঙ্গে ‘জনাই এসে গেছে! জনাই এসে গেছে! বলিয়া হুড়মুড় করিয়া নামিয়া সেই দিকে ছুটিল।

রাজেন বলিল, “পানু-দা এসে গেল, উপায় এখন ? দাঁড়িয়ে চোরের মার খেতে হবে গন্‌শা ! কি করতে আসা, কি হতে চলল !”

গোরাচাঁদের সবচেয়ে আশঙ্কা, তাহাকে ফেলিয়া সকলে পলাইবে ; দাঁড়াইয়া মার খাওয়ার নামে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “বেশির বেশি ক-ঘা করে দেবে বলে তোর আন্দাজ হয় রে রাজেন ?”

বেহালা, ক্লারিওনেট, কর্নেট প্রভৃতির বাক্স হাতে করিয়া জনাইয়ের দল নামিয়া আসিল। প্রায় জন ষোল সতের। মোটরের শব্দ শুনিয়া কাজের বাড়ি থেকেও লোক আসিয়া জুটিয়াছে। আদর অভ্যর্থনার মধ্যে প্রশ্ন হইল, “আমাদের পানু কোথায় ?···পানুকে দেখি না যে ?···”

পাশের ঘর, বারান্দা সব ভরিয়া গেল—উঠান পর্যন্ত। “জল গরম কর,···চা —চা · হাত পা ধোবার জল দিক···”

রীতিমত একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। রাজেন চাপা গলায় বলিল, “এই বেলা গন্‌শা ! এই ভিড়ের মধ্যে···”

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। গোরাচাঁদ বলিল, “দৌড়ুতে পারি না বলছি··· তাহলে ফাঁস করে দোব···দেখ, আমার পেটে টোকা মেরে, না বিশ্বাস হয়···”

কে উত্তর করিল, "পানুবাবু শিবপুরের ওরিয়েণ্টাল ড্যান্স পার্টিদের নিয়ে পেছনে আসছেন আর ট্যাক্সি তক্ষুনি পাওয়া গেল না বলে একটু আটকে গেলেন। বললেন..."



রাজেনবাবু, ঐ বাবরি—স্নেক ড্যান্স দেবেন, আমি ক্লারিওনেট—

কয়েকটা কণ্ঠে অতিমাত্র বিস্মিত প্রশ্ন হইল, "শিবপুর! শিবপুরের তাঁরা তো..." কোণের ঘরের দিকে সকলে অগ্রসর হইল।

সবাই কাঠ হইয়া গিয়াছে; এক গন্‌শা ছাড়া। সে বেশ সহজভাবে বাহির হইয়া চৌকাটের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "পা-প্পানুদা কতক্ষণে পৌঁছুবে তাদের নিয়ে?"

কয়েকজন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তাহলে—আপনারা?"

গন্‌শা অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, “ক-ক্কজন মাত্র এসেছি আমরা, ফার্স্ট ব্যাচে। রাজেনবাবু, ঐ বাবরি—স্নেক ড্যাস দেবেন; আমি ক্লারিওনেট, ত্রিলোচন তবলা...”

একটু গাঢাকা অন্ধকার হইয়াছে, তাহা না হইলে সকলেই দেখিত রাজেনের মুখটা একেবারে ছাইখানা হইয়া গেছে। তাড়াতাড়ি গন্‌শার কানের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, “আমি এবার চেঁচাব গন্‌শা, আমায় ফাঁসিয়ে দিলি,—ড্যানসিঙের ‘ড’-ও জানি না।”

রাজেনের খাতির দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কয়েকজন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, “উনি বলেন কি?”

গন্‌শা রাজেনকে একটা চুপ করিবার চিমটি কাটিয়া বলিল, “উনি বলছেন নী-ন্নীলগিরি স্নেক্ ড্যান্সটা দেখাবেন আজ—ওইটেই ওঁর স-স্‌সবচেয়ে ভাল কিনা—মা-ম্মাস্টারপীস্।”

গোরাচাঁদ নিজের অনুকূলেও সবার একটা সহানুভূতি গড়িয়া লইবার জন্ত আগাইয়া আসিয়া বলিল, “আমি একটা মণিপুরী ড্যান্স দোব।”

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলিল, “আপনার যে রকম কাঠামো মশাই, তাতে ভোজপুরী ড্যান্সেরই বেশি খোলতাই হত।”

একজন বয়স্থগোছের বলিল, “ও! আপনারা তাহলে সবাই আসেননি?”

গন্‌শা বলিল, “আজ্ঞে না, কয়েকজন তখন ছুটি পেলে না; চাকরি আছে কিনা।”

“তা এ ব্যবস্থা মন্দ হয়নি,—পানু ওদের নিয়ে ঠিক সময়ে না আসতে পারলেও আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন।”

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, “বিলক্ষণ!...কত আসর মেরে এলাম, আর এ তো...একা রাজেনই...”

বাবরিওয়ালা নীলগিরি স্নেক্ ড্যান্স দিবার লোকটির পায়ের দিকে কয়েকজনের নজর গেল, থরথর করিয়া এত কাঁপিতেছে—প্রায় হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে। সকলে ভাবিল—সাধা পা, নাচের কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

প্রায় মিনিট পনের কুড়ি পরের কথা।

মোটর তিনখানা ভিড় থেকে সরিয়া গিয়া খানিকটা দূরে সারি সারি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘোঁৎনা, রাজেন প্রভৃতি ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া একে একে জড় হইল, সবশেষে গন্‌শা একটু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমাদের মধ্যে মা-ম্মাখন ড্রাইভার কার নাম?"

মাঝের গাড়িটার ড্রাইভার সীটে হেলান দিয়া শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমি মাখন।"

গন্‌শা গাড়ির দুয়ারটা খুলিয়া প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "শীগ্‌গির স্টার্ট দাও, জ-জ্জনাইয়ে ফিরে যেতে হবে। আসল জিনিসই সব ভুলে এসেছে।"

ঘোঁৎনা প্রভৃতির পানে চাহিয়া বলিল, "উঠে এস তোমরা, দেদ্দেরি করো না আর, সব হাতে হাতে সংগ্রহ করে নিতে হবে।···কি যে ফ্যাসাদ করে বসল!···

গোরাচাঁদ বলিল, "ব্যাগটা রয়ে গেল···"

গন্‌শার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। গোরাচাঁদের উপর একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল, "ও, তাও তো বটে; তা আপনি ওটা একটু দয়া করে আগলানগে, এক্ষুণি তো আসছিই ফিরে!··কই দিলে স্টার্ট?"

স্টার্ট দেওয়া হইয়াছে, গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ফুট-স্টেপের উপর লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, সুটকেশ আর যাবে কোথায়? সব চেনাশোনা নিজের লোক···"

ওদিকে কে হাঁকাহাঁকি করিতেছে—"কই, শিবপুরের এঁরা সবাই গেলেন কোথায়?—মণিপুরী ড্যান্সের সেই ভদ্রলোক যে চা-জলখাবার নিয়ে আসতে বললেন··· ?"

মোটরের মধ্যে গোরাচাঁদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কয়েকজনের দাঁত কড়মড়ানির শব্দ হইল!

সাপের চেয়েও সাংঘাতিক

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। রাজেন ঘোৎনা স্টীমার ঘাটের রেলিংএ ঠেস দিয়া হালকা গল্প করিতেছে। কে. গুপ্তকে গন্‌শার খোঁজে পাঠান হইয়াছিল, আসিয়া বলিল, "দুপুরবেলা থেকে রামকেষ্টপুরে কোথায় কংসবধের পালা হচ্ছে, গন্‌শা দেখতে গেছে,—ওর মামাতো বোন বুঁচী বললে।"

এমন সময়ে দেখা গেল খানিকটা দূরে ফোর্‌শোর রোডের প্রায় কাছাকাছি, গন্‌শা আর ত্রিলোচন নিতান্ত মন্থর আর নিস্পৃহ গতিতে এদিকে আগাইয়া আসিতেছে।

আসিয়া উভয়ে রাজেন-ঘোৎনার সামনাসামনি রেলিংএ হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

ঘোৎনা হাতের বিড়িটা গন্‌শার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "তোর মামাতো বোন বললে কংসবধ দেখতে গেছলি, কেমন করলে রে?"

গন্‌শা বিড়িতে একটা টান দিয়া আঙুলের একটা টোকা মারিয়া ছাইটা ঝাড়িয়া দিল, ধুঁয়া ছাড়িয়া মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "যাঃ, শুধু-ধ্বাষ্টামো।"

ত্রিলোচন বলিল, "বাউরীদের যাত্রা ছিল; ছোট লোকদের কাণ্ড—কংস-বেটা সত্যি সত্যি মদ টেনেছিল, ধস্তাধস্তির মধ্যে নিজের পার্ট ভুলে কেষ্টর ঘাড়ে এসা দুটো রদ্দা হাঁকড়ালে যে, দেন্ এণ্ড দেয়ার দাঁতকপাটি। দুটো দল হয়ে গিয়ে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠেছে।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

ত্রিলোচন একটু পরে কতকটা অনুযোগ ও বিরক্তির স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "গন্‌শা বলে—আমি কংস বেটাকে শায়েস্তা করব—অনেক কষ্টে টেনে এনেছি··· তোর ও হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়া কেন বাপু?"

কেন যে যাওয়া সকলেই জানে বলিয়া কেহ আর কোন রকম মন্তব্য করিল না। একটু পরে রাজেন বলিল, "কেউ যদি একটা ভাল সলাপরামর্শ দেয়, নিবিনি; খালি মামার ওপর চটলে চলবে কেন?"

সলার ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত শুধু গন্‌শা আর রাজেনের মধ্যে রহিয়াছে, ইহারা

কেহ জানে না। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "কি সলাটা, আমরা গরীবরা শুনতে পাই না?"

রাজেন একবার গণেশের পানে চাহিল। গণেশ বলিল; এতে লুকোবার আর কি আছে বু-ঝ্‌বুঝি না তো। মস্ত বড় সলা, তার আবার ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়! ...ওর মাথা খারাপ হয়েছে, বলে ..."

রাজেন চটিয়া গেল, ঘোঁৎনাকে সাক্ষী মানিয়া বলিল, "শোন তাহলে, কি মন্দটা বলেছি,...ভুবন মুখুজ্যের নাতনীকে দেখেছিস তো?..."

ঘোঁৎনা এদিক থেকে গিয়া সামনের রেলিংএ ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সত্যিই তোর মাথা খারাপ হয়েছে রাজেন। পুঁটী তো?—দেখেছি, যেমন ছিরি তেমনি ছাঁদ, আর এদিকেও তো গন্‌শার হেঁটুর বইসীও হবে না..."

কে. গুপ্ত বলিল "পুঁটী নামটাও তো তেমন..."

গন্‌শা আর ঘোঁৎনা দুজনের কাছে থাবা খাইয়া রাজেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, কে. গুপ্ত কথা ফেলিতেই একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিল, "ফুটবল, হকি—এইসব গোঁয়াতুর্মি নিয়ে আছেন, থাকুন মশাই, এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবেন না। মেয়েদের সম্বন্ধে কি জানেন আপনি, শুনি? মনস্তত্ত্ব কাকে বলে, বোঝেন? ঐ পুঁটীকে ঘুরিয়ে একটু পুঁটুরাণী বলে ডাকুন, দেখবেন চেহারা বদলে গেছে। ছেড়ে দিন মনস্তত্ত্ব, আপনাদের কাটখোট্টার মাথায় ঢুকবে না ওসব সূক্ষ্ম জিনিস—আসুন, ছিরির কথাটাই ধরা যাক। আমাদের পাড়ার শঙ্কর ঘোষের ভাইঝি, সমস্ত ছেলেবেলাটা তাকে খেঁদী—খেঁদী বলে কেউ আমলই দিলে না—মনে হত ভুরু আর ঠোঁটের মাঝখানে শুধু গালেরই রাজত্ব, কোথায় যে নাকছাবি পরবে কারুর মাথায় আসত না। এখন দেখবেন চলুন, তার নাক দেখে তাক লেগে যাবে! ফুলস্কেপের দেড় পাতায় পদ্য লিখেছি: মনে করবেন গুমর করছে—বস্তু না থাকলে কোথা থেকে ভাব আসে মশাই?—কই, আপনার নাক দেখে একছত্রও কেউ বের করুক তো!...পুঁটী—ঐ পুঁটী যদি একদিন পটেশ্বরী না হয়ে দাঁড়ায় তো রাজেনের নামে একটা কুকুর পুষে রাখবেন। হেঁটুবয়সী মানে?—কত বয়স হল গন্‌শা তোর?"

ত্রিলোচন উত্তর দিল, বলিল, "গন্‌শার বাইস যাচ্ছে, আসছে মাসে তেইসে পড়বে।"

রাজেন বলিল, "আর বছর তিনেকের মধ্যে পুঁটী ষোলয় পৌঁছে যাচ্ছে।

একটু বাঁকড়ি বাঁকড়ি, তাই ছোট দেখায়, এই তিন বছরের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখে নিও,—বেশি নয় তিনটি বছর সবুর ধরে থাকা।"

ত্রিলোচন বলিল, "সে কথা রাজেন ভুল বলে নি। তা ভিন্ন ষোলয় না পৌছোন পর্যন্ত তো তেরতেই আটকে থাকছে না—চৌদ্দয় উঠবে, চৌদ্দ থেকে পনেরয়। আর বাড়তির এইকটা বছর যত চোখের সামনে দিয়ে যায় ততই ভাল। আমি তো এই বুঝি।"

একটু বিরতি দিয়া বলিল, "গন্‌শা কি বলিস? না হয় ভেবেই বলিসখন। পুঁটুরাণী পালাচ্ছে না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আর একটা কথা, আমি ওদের জানি কিনা, আমার মাসীর বাড়ির লাগোয়াই ওদের বাগান এসে পড়েছে; পুঁটুকে যে বিয়ে করবে সে তো মহাভাগ্যবান, অনেক পুণ্যি করলে তবে গিয়ে অমন বাড়িতে সম্বন্ধ জোটে। ওর ঠাকুরদাদা শালা ভুবন—মানে বেটা ভুবন মুখুজ্যে..."

ঘেঁৎনা হাসিয়া বলিল, "যেমন আরম্ভ করেছিলি—শালাই বল্‌না বাপু, সম্বন্ধ গুলিয়ে ফেলিস কেন? গন্‌শা হয় রাজী—আমাদের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পক্কই তো দাঁড়াবে বুড়োর। এসা এসা ঠাট্টা চলবে যার সামনে 'শালা' তো পূজোর মন্তর!"

সবাই হাসিতে যোগ দিল, গন্‌শা পর্যন্ত—তবে একটু লজ্জিতভাবে। 'যাঃ, তোদের খালি মস্করা"—বলিয়া মুখটা জেটির দিকে ঘুরাইয়া লইল।

গোরাচাঁদের গলায় আর একটু জোর আসিল। বলিল, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম —ভুবন মুখুজ্যের নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।"

সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল। গন্‌শা বলিল, "ভাগ্যির চোটে বাড়ির চারিদিকে কু-কুমারের পোয়ান বসাতে হবে বল্?"

গোরাচাঁদ বিরক্তির সহিত বলিল, "শুনবি নি সব কথা; আগে থাকতেই ...এদিকে আট-হাতির বড় কাপড় পরে না, কিন্তু টাকার আণ্ডিল বুড়ো। কার জন্যে যক্ষীর মত একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে চলেছে বল? ঐতো একটি নাতনী? নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, করো না নাম; দাদাশ্বশুরের নাম কেই বা জপ-মন্ত্র করে থাকে। আর ফাটবে মাটির হাঁড়িই তো? সেয়ানা ছেলের মতো

নাতনীর সঙ্গে সম্পত্তিটি বাগিয়ে তুমি হাঁড়ি থেকে হাতা পর্যন্ত একটা সোনার সেট গড়িয়ে নাও না—ফাটাক তো দেখি, কত বড় ওর নামের কেরামতি!"

ত্রিলোচন বলিল, "বরং যেমন শুনছি তাতে তো আমল পাওয়াই দায়। অত সম্পত্তি যখন, বুড়ো নিশ্চয় কোন উকিল, ব্যারিস্টার বা কোন জমিদারের ছেলের উপর তাক্ করে আছে, গন্‌শা কি থৈ পাবে?"

বুদ্ধি বা মর্যাদার উপর আঘাত গন্‌শা কখনও সহ্য করিতে পারে না, তা ভিন্ন তাহার মনে আর কি সব ভাব উঠিতেছিল তাহাই বা কে জানে? থৈ পাইবার কথায় ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া বক্র স্বরে বলিল, "লে লে, চাই না তাই, নৈলে তোর উকিল ব্যারিস্টারকে এই ক-ক্কড়ে আঙুলে নাচিয়ে ছেড়ে দিতে পারে গনশা!"

দলপতির সম্বন্ধে এ আস্থাটুকু সকলের আছে; কেহ বিরোধ করিল না।

রাজেন বলিল, "উকিল ব্যারিস্টারের কথা জিজ্ঞেস করবে তো আমায় করো না, আমি কি না খোঁজ নিয়ে পেড়েছি কথাটা! বুড়ো বেশি লেখাপড়া জানা কি বড়মানুষের ছেলের ধার দিয়েও যাবে না, তাহলে যে নাতনীটিকে ছাড়তে হবে। ও চায় যেমন তুমি আমি এই রকম গোছের ছেলে, শ্বশুর-বাড়িতেই থাকবে, বিষয় সম্পত্তি দেখবে, বাড়াবে, ভোগ-দখল করবে। বাড়ির সঙ্গে টান যত কম হয় ততই ভাল। মোটের ওপর গন্‌শাকে নিয়ে গিয়ে খালি বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু গন্‌শা যে মেয়ে ছোট বলে রাজীই হচ্ছে না। অথচ বলছি আসলে মেয়ে তত ছোট নয়…"

ত্রিলোচন বলিল, "আমি একটা কথা বলি, দেখ্‌ গণেশ, যদি পছন্দ হয়।—বলছি গিয়ে জোট্‌, পুঁটুরাণীকে দেখ্‌, বুড়োরও ভাবগতিক বোঝ্‌। প্রাণ চায় লেগে থাকবি, না হয় কেটে পড়বি, বেঁধে তো রাখছে না কেউ।"

গন্‌শার মন ভিজিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ধরা দেবার পাত্র নয়। বলিল, "গরজ থাকে, ডাকে, যাব; সেধে যাওয়া গ-গন্‌শার কুষ্ঠিতে লেখেনি।"

রাজেন, ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচনের মধ্যে সাংকেতিক দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল।

ত্রিলোচন সব চেয়ে বড় ভক্ত, বলিল, "একবার পরিচয়টা পাক, তারপর কেমন না ডাকে দেখে নোব…"

কিছুক্ষণ পরে গন্‌শা একটা কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল। এদের

পাঁচজনের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ হইল। ঠিক হইল সকলে মিলিয়া একবার পুঁটুরাণীকে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিবে, তাহার পর ইতিকর্তব্য নির্ণয় করা।

কি করিয়া সবাই একে একে নিরুদ্দেশভাবে জুটিবে তাহারও একটা খসড়া দাঁড় করাইয়া লইল।

[২]

শিবপুর চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেনসারির সামনে দিয়া দুইটি রাস্তা দুইদিকে চলিয়া গিয়াছে। ডানদিকেরটি ধরিয়া খানিকটা গেলে একটি শিবমন্দির পড়ে। মন্দিরের পাশ দিয়া একটি সরু রাস্তা বিসর্পিত গতিতে ভিতরের দিকে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। জায়গাটি কতকটা পাড়াগাঁ গোছের এবং সদর শিবপুর থেকে এত আলাদা রকমের যে বড় রাস্তায় যে শহুরে ভাবটি লইয়া চলিতেছিলাম, মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা উবিয়া গিয়া মনে হয় যেন কোথায় আসিয়া পড়িলাম।

স্থানটি দোষে-গুণে মিশান। খানাডোবা, আগাছার জঙ্গল, ছোটবড় ফলের বাগান প্রভৃতিতে মশা, কবি দুই-ই উৎপন্ন করে।

রাজেনের বাড়িটা এইখানে।

খানিকটা আগাইয়া ডানদিকে গোরাচাঁদের মাসীর বাড়ি। এই বাড়ির দেওয়ালের পিছন থেকেই ভুবন মুখুজ্যের বাগান শুরু হইয়াছে। বেশ বড় সম্পত্তি; মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরে, খানিকটা খানিকটা বাদ দিয়া কঞ্চি, বাঁশের আগালে—এই সব ফেলা। চুরি করিয়া কেহ জাল ফেলিলে তাহাকে মাছ এবং জাল এই উভয়ের মায়াই ছাড়িতে হইবে।

ভুবন মুখুজ্যে বলেন, আমার জালের জন্যে জাল ফেলা আছে।"

প্রচুর মাছ, লোকে তাহাদের চঞ্চল গতিবিধি দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পাছে কোন মূঢ় কঞ্চির তাৎপর্য ভুলিয়া যায় এইজন্য পুকুরের ধারেই একটা গাছের ডালে একটা ছেঁড়া জালের ফালি টাঙান আছে। লোকে কাক মারিয়া যেমন তাহার ডানা টাঙাইয়া রাখে কতকটা সেই রকম।

এইটুকু ভুবন মুখুজ্যের নিজের মাথা থেকে বার করা।

বাগানের পাশেই একটা খানা, জঙ্গলে ঢাকা ; বর্ষার সময় বাহিরের সঙ্গে পুকুরটার যোগাযোগ রক্ষা করে।

ভুবন মুখুজ্যের নিজের বাহিরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। নিজের কোথাও যাইবার গরজ নাই, কেহ আসিলে আড় চোখে দেখিয়া আলাপ শুরু করেন ; যে ভাল মনে আসে, দ্বিতীয়বার আসা পছন্দ করে না, যে কোন উদ্দেশ্য লইয়া আসে, বোঝে দ্বিতীয়বার আসায় কোন ফল নাই।

পরের দিন সকাল বেলায় কথা। ভুবন মুখুজ্যে নাতনীর একটা পাছাপেড়ে শাড়ি পরিয়া হুঁকা হাতে বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন, গোরাচাঁদ মাসীর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বেড়ার পাশের সরু রাস্তাটা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেল। অনেক দূর দৃষ্টির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিল ; বুড়ো আঙ্গুলটা একটু তুলিয়া নিজের মনেই বলিল, "ইস, কচু ভয়টা আমার।" ফিরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। রাস্তার ধারেই ভুবন মুখুজ্যের বাগানের বাঁশের ফটকটা। ঠিক সামনে আসিয়া গতিবেগ একটু কমাইল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার আরও বাড়াইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

মাসীর বাড়ির বাহিরের রকে রাজেন, ঘেঁাৎনা, ত্রিলোচন, আর কে. গুপ্ত বসিয়া ছিল।

গোরাচাঁদের ভগ্নদূতের মত ধরণধারণ দেখিয়া রাজেন প্রশ্ন করিল, ফিরে এলি যে ?"

গোরাচাঁদের বলিল, "না, ফিরলাম কৈ ? ফটক খুলে সেঁদুতে যাব এমন সময় মনে পড়ে গেল বেরুবার সময় জলতেষ্টা পেয়েছিল।···দাঁড়া খেয়ে আসি।"

একটু পরে উগ্র ঝাল খাওয়ার টানা উস্-উস্ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল!

ঘেঁাৎনা বলি, "লবঙ্গ খেয়ে দম করে নিলি বুঝি ? তুই আবার তারে-বাড়া ভীতু। ভারি তো একটা মানুষের সঙ্গে আলাপ জমান!—দেখিস যেন সেবারের মত ভেস্তে দিস্ নি।"

গোরাচাঁদ অপরাদটুকু সম্বন্ধে কিছু উত্তর দিল না। "দেরি করিস নি যেন" বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনই হনহন করিয়া চলিয়া গেল। ভূবন মুখুজ্যে রাস্তার দিকে পিছন করিয়া পুকুরে কি একটা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, গোরাচাঁদ সন্তর্পণে ফটক খুলিয়া একরকম পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া একটু পিছন ঘেঁসিয়া

পাশটিতে দাঁড়াইল! একটু গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "মাছ দেখছেন বুঝি?"



"মাছের কথা নয়, বলছিলাম—আমার সঙ্গে কোন দরকার আছে?"

একটু আড়ে দেখিয়া লইবার পর উত্তর হইল, "হ্যাঁ, এই একটু দেখছিলাম।" হুঁকায় গোটাকতক টান এবং আর একটা বক্রদৃষ্টির পর প্রশ্ন হইল, "দরকার আছে?"

গোরাচাঁদ এতটা হৃদ্যতা প্রত্যাশা করে নাই। সামনে আগাইয়া আসিয়া দরাজ কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে না, আমাদের কিছু দরকার নেই। আর মাছ না তুলে পুকুরে থাকে সেই ভাল...ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—দেখলে এত আনন্দ হয়..."

হুঁকার টানের ফাঁকে প্রশ্ন হইল, "মাছের কথা নয়, বলছিলাম—আমার সঙ্গে কোন দরকার আছে?"

গোরাচাঁদ চুপ করিয়া গেল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, কাজই যে সর্বদা থাকতে হবে তার মানে কি? এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। পাশের বাড়িতেই অষ্টপ্রহর রয়েছি, অথচ আপনার মত একজন প্রবীণ গণ্যিমান্যি..."

আড় চোখে একবার দৃষ্টিপাত হইতে যেন থেই হারাইয়া চুপ করিয়া গেল।

হুঁকার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ চলিয়াছে। প্রশ্ন হইল, "এইখানেই বাড়ি বুঝি? তা বেশ। কার বাড়ি? তোমায় যেন দেখেছিও এর আগে?"

গোরাচাঁদের লুপ্ত উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, "আজ্ঞে, দেখবেন বৈকি, ঐ যে সামনেই বাড়ি..."

"না, দেখেছি মানে—এইমাত্র তুমিই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করছিলে না?"

গোরাচাঁদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া জিভ দিয়া ঠোঁট ভিজাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। একটু নড়াচড়া করিলেও জড়তাটা কাটে, তা ঠায় একভাবে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতেছে। গোরাচাঁদ বিনাদোষেও যেন কয়েদীর মত আড়ষ্ট!...একটাও কিছু কথা বলুক লোকটা...

প্রশ্ন হইল, "সামনের এই বাড়ি?"

গোরাচাঁদ উৎসাহের সহিত বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ যে খোলা জানলা থেকে প্রায় রোজই বসে বসে আপনাকে দেখি, একটা না একটা কাজ নিয়ে রয়েছেন। কেমন একটা ইয়ে আসে—মানে, ভক্তিই বলতে হবে—ভাবি যাই, আবার মনে হয়, ব্যস্ত আছেন..."

"আমাদের মধুর বাড়ি?—এক নম্বর নচ্ছার ছেলেগুলো—জামরুলের ডালটা গিয়ে পড়েছে—তা, একটা, জামরুল যদি গেরস্তর ঘরে ওঠে। কখন ধরতে পাই না, নৈলে..."

গোরাচাঁদ কোঁচার খুঁট তুলিয়া কপালের ঘাম মুছিল। অনেকক্ষণ কোন কথাই যোগাইল না মুখে। তাহার পর একটু বুদ্ধিবৃত্তি গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আমার নিজের বাড়ি নয় কিনা, বারণ করি—বলি—গাছের ফল গাছে থাকলেই শোভা, কথাই শোনে না! মাসীমার সেজ ছেলেটা আবার…"

"ও, তোমার মাসীর বাড়ি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেজ মাসীর। যাওয়া-আসা একেবারেই নেই। আমার বাড়ী শিবপুরে সেই ট্রাম-ডিপো পেরিয়ে—একরকম রামকেষ্টপুরও বলতে পারেন। ন-মাসে ছ-মাসে কখনও ফুরসুৎ হল, একবার চলে এলাম, আবার মাসীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিয়ে, টুপ করে…"

"ও তোমারই নাম গোরাচাঁদ বুঝি ?"

এ যেন প্রায় বজ্রাঘাতের মত। গোরাচাঁদ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে আসিলে জামরুলের খরচটা বাড়িয়া যায়, যশের মূলে নিশ্চয় এই নিদারুণ তত্ত্বটুকু রহিয়াছে।—মাসতুতো ভাইয়েরা বে-কায়দায় পড়িয়া কখনও ফাঁস করিয়া দিয়া থাকিবে যে, তাহাদের জামরুল-অভিযান গোরাচাঁদ নামক তাদের কোন মাসতুতো ভাইয়েরই প্ররোচনায়।

একে গলা শুকাইয়া আছে, তাহাতে লবঙ্গ চিবাইয়া আসিয়াছিল, যেন একখানি শুকনা কাঠ হইয়া গেছে। একবার মনে হইল সরিয়া পড়ে, কিন্তু এমন জায়গায় কথাবার্তাটা আসিয়া থামিয়াছে যে, যাওয়াটা একেবারে বেখাপ্পা হইয়া পড়ে।

অস্বস্তিভাবে এদিক ওদিকে চাহিতে দূরে মাসীর বাড়ির নিকট একটি কামিনী ঝাড়ের আড়ালে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া গেল,—রাজেন নিজেকে যথাসম্ভব গোপন করিয়া ঝাঁকড়া চুল আর আঙুল নাড়িয়া ইশারা করিতেছে। এমনভাবে এক একবার নিজের বুকে আঙুল কয়টা ঠেকাইয়া হাতটা সামনে বাড়াইতেছে—বেশ বুঝা যায় শুধু জানিতে চায় সময়টা আসিবার অনুকূল কিনা। গোরাচাঁদ ফাঁপরে পড়িল। তাহার একলারই অবস্থা যা দাঁড় করাইয়াছে, রাজেন আসিলে তো ব্যাপার আরও সংগীন হইয়া পড়িবে। ওরা ভাবিতেছে গোরাচাঁদ জমাইয়া লইয়াছে, আসিয়াই প্ল্যান মত আলাপ শুরু করিয়া দিবে। এদিকে যে সবই উল্টা পথে চলিয়াছে, জানিতেও পারিবে না। অথচ বারণ করা যায় কি করিয়া ? শুধু তো তাহাই নয়, যেমন সবেগে ইশারা করিতেছে দৈবযোগে

মাথাটা একটু ঘুরাইলেই বুড়োর নজরে না পড়িয়া উপায় নাই। এদিকে যেমন আড়চোখের খেলা দেখিল হাতটা একটু উঁচু পর্যন্ত করিতে সাহস হইতেছে না। ঘামিয়া উঠিতেছে। ইষ্টনাম জপ করিতেছে।

এমন সময় ইষ্টদেবতা একটু সুযোগ করিয়া দিলেন বলিয়া মনে হইল। তাহারা পুকুরের প্রায় কিনারাটিতে দাঁড়াইয়া ছিল, উপরের আম গাছ থেকে একটি আধপাকা আম টুপ করিয়া ঢালুর মাথায় পড়িয়া নিচের খড়ের বনের মধ্যে গড়াইয়া গেল। "না, আর থাকতে দেবে না একটাও, কাকে পর্যন্ত পেছনে লেগেছে"—বলিয়া বাঁ হাতে হুঁকাটি লইয়া ভুবন মুখুজ্যে নামিয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করিল না। যাহাতে বুড়ো আর রাজেন দু-জনের উপরই নজর থাকে এইভাবে অল্প একটু তেরছা হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবলবেগে হাতমুখ নাড়িয়া ইশারা শুরু করিয়া দিল।···ক্যাসাদ হইয়াছে, যেটা ফিরিয়া যাইবার ইঙ্গিত—সেটাকে রাজেন আগাইয়া আসিবার জরুরি তাগাদা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে,—পা বাড়াইয়াছে। গোরাচাঁদ একবার চকিতে ফিরিয়া দেখিল,—না,—আম এখনও পাওয়া যায় নাই, গভীর মনোযোগের সহিত খোঁজ চলিতেছে। গোরাচাঁদ এত বেশি মুখ নাড়িল যে, তাহার মধ্যে আওয়াজ থাকিলে পাড়াটা ফাটাইয়া দিত। রাজেন বুঝিতেছে না, তবে একটু যেন সন্দেহের ভাব আসিয়াছে। কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।···মাথা নিচু করিয়া কি যেন ভাবিতেছে।···সন্দেহটা কাটিল, একবার ঘুরিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি আবার কামিনী ঝাড়ের আড়ালে অন্তর্হিত হইল।

আমটা পাওয়া গেল। ভুবন মুখুজ্যে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া ডান হাতের আমটা বাঁ হাতে লইলেন এবং বাঁ হাতের হুঁকাটা ডান হাতে লইয়া আবার ঠিক পূর্ববৎ পুকুরের দিকে মুখ করিয়া হুঁকাটা টানিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ খুব সন্তর্পণে একবার দূরে কামিনী ঝাড়ের দিকে চাহিয়া লইল। অতি সামান্য যা একটু ঘাড়টি ঘুরাইয়াছিল আবার সোজা করিয়া লইয়া বলিল, "বাঃ, আমটা তো দেখছি খুব..."

বলিতে যাইতেছিল, "চমৎকার," কিন্তু প্রায় অর্ধেকটা কাকে খাওয়া দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

প্রশ্ন হইল, "ছেলেটি কে ছিল ?"

গোরাচাঁদের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বলিয়া ফেলিল, "দেখিনি তো—কোন ছেলেটি ?"

ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকার শব্দ হইতেছে। গোরাচাঁদের বুকে যেন কে হাতুড়ি পিটিতেছে। প্রতি মুহূর্তে উত্তর আশঙ্কা করিতেছে, "যাকে তুমি ইশারা করছিলে।"—ঢালুর নিচে ছিল, মাথাও ঘোরায় নাই এতটুকু, কিন্তু এটা ঠিক যে, সামান্যও কিছু বাদ যায় নাই বুড়োর নজর থেকে।·· গোরাচাঁদ মিথ্যাটাকে আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিতে সাহস করিল না, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "ও আপনি বুঝি রাজেনের কথা বলছেন ?"

প্রশ্ন হইল, "রামজয়ের ভাইপো বুঝি ? ফিরে গেল কেন ?"

গোরাচাঁদ সুরে সুর মিশাইয়া দিল' "হ্যাঁ ফিরে যাবার কি দরকার ছিল ?—এত করে ডাকলাম···"

আর কোন প্রশ্ন হইল না। গোরাচাঁদ নিজের অন্তরের অস্বস্তিতেই বলিল, "বোধহয় মাসীমার বাড়িতে আমায় খুঁজতে এসেছিল, একলা পড়ে গেছে বেচারী।"

এমন সময় পিছনে যেন কয়েকজনের ধাক্কা খাইয়া রাজেন কামিনী ঝাড়ের আড়াল থেকে ছিটকাইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোরাচাঁদের নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না। ভুবন মুখুজ্যে কিন্তু একদৃষ্টে একটা শোলমাছের ঝাঁকের পানে চাহিয়া তামাক টানিতেছিলেন। সেইরূপভাবে অবিচলিত থাকিয়াই বলিলেন, ' একলা মনে হচ্ছে না তো।"

গোরাচাঁদ বলিল, "বোধহয় আসতে গিয়ে হোঁচট লেগেছে বেচারীর।"

আর ঢাকা দেবার কোন উপায় নাই দেখিয়া চেঁচাইয়া বলিল, আমায় খুঁজছিলি বুঝি—আমি হেথায় রে রাজেন—হোঁচট খেলি তো ? যেমন অসাবধান !"

ভুবন মুখুজ্যের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আমায় দেখতে পায়নি আর কি, ভেবেছে কে না কে গল্প করছে আপনার সঙ্গে।"

রাজেন কামিনী ঝাড়ের দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়া নজরটা ফিরাইয়া লইল।

গোরাচাঁদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটা একটু গুটাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, "আরে আমাদের গোরাচাঁদ নাকি ?—তুই এখানে ;

তামাকের টান সেই একই রকম নির্বিকার ভাবে চলিতেছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গোরাচাঁদ একটু জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি ভুবন ঠাকুরদা দাঁড়িয়ে, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই...আমাকে খুঁজছিলি নাকি ?"

চোখের একটু ইশারা করিল।

রাজেন অগ্রসর হইয়া ফটকটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "খুঁজছিলাম এখন থেকে নয়। সেজমাসীমার বাড়িতে ঝাড়া দু-ঘণ্টা ধরে বসে আছি...

গোরাচাঁদ চোখের উগ্র রকম ইশারা করিল, খুব বড় রকম একটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া রাজেন সামলাইয়া লইবার ভঙ্গিতে বলিল, "দু-ঘণ্টা না হোক প্রায় পনের মিনিট তো নিশ্চয়। তা কেউ কিছু বললে না তো।"

ভুবন মুখুজ্যে একবার আড়চোখে গোরাচাঁদের পানে চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন, তুমি কতক্ষণ হল এসেছ মনে হয় ?"

আবার সামনের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদের মুখটা শুকাইয়া গিয়াছিল, রাজেনের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দুৎ, এই তো আমি মিনিট দশেকও আসিনি ওখান থেকে···

রাজেন ঘাবড়াইয়া গিয়া পূর্বাপর আর কোন মিলই রাখিতে পারিল না, "তাহলে বোধহয় মিনিট পাঁচেক হবে এসেছি; হ্যাঁ ঠিকই তো—পৌঁছুতেই ঢং ঢং করে আটটা বাজল, আসবার সময় দেখি আটটা পাঁচ হয়েছে।"

একটু দূরে পিছনের কোন একটা বাড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল।

কেমন যেন সুর কাটিয়া গেল, অনেকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। শুধু রাজেন ইঙ্গিত করিবার জন্য কয়েকবার গোরাচাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। আড়চোখের আতঙ্কে গোরাচাঁদ একেবারেই চাহিল না।

শেষে ভুবন মুখুজ্যেই কথা কহিলেন; প্রশ্ন করিলেন, "তা কি করা হয় তোমাদের বাপু ?"

গোরাচাঁদ আর রাজেন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ উত্তর করিল, "আজ্ঞে চাকরি খুঁজছি আজকাল।"

প্রশ্ন হইল, "এ বনবাদাড়ে কোথায় পাবে ?"

গোরাচাঁদ আর রাজেন আবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। রাজেন একটা ইশারা করিল যাহার অর্থ বোধহয়—"চল্ সরে পড়া যাক্।"

গোরাচাঁদ খুব সূক্ষ্মভাবে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আর ঐ সঙ্গে স্বার্থত্যাগ, গ্রাম সংস্কার, বড় যোগ-টোগ হলে ভলন্টিয়ারী..."

রাজেন বলিল, "এক কথায় সেবাধর্ম বল্ না।...আমাদের একটা সেবাদল আছে কিনা, গনেশ তার প্রেসিডেন্ট। গোরাচাঁদ সেই কথাই বলছে।"

ভুবন মুখুজ্যে প্রশ্ন করিলেন, "দলের সবাই একসঙ্গে ঘুরে বেড়াও বুঝি—কে জলে ডুবল, কার ঘর পুড়ল এই সব হাতড়ে হাতড়ে?"

রাজেন বিমূঢ়ভাবে গোরাচাঁদের পানে চাহিল। গোরাচাঁদ উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, এমনি সবাই নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াই। কোন শুভকাজে দরকার পড়লে একত্র হই, তারপর..."

রাজেন পূর্ণ করিয়া দিল, "তারপর আবার কাজ সারা হয়ে গেলে যে যার চাকরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি!"

"আজ কোন দরকার আছে বুঝি?"

গোরাচাঁদ কথাটা যে কোথায় যাইতেছে বুঝিয়াছিল, কোন উত্তর দিল না; রাজেন বলিল, "আজ্ঞে না, আজ তো এমনি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি গোরাচাঁদ দাঁড়িয়ে..."

প্রশ্ন হইল, "তবে কামিনী ঝাড়ের আড়ালে দলের ওরা কি করছে?"

ভুবন মুখুজ্যে যে কতটা জানেন রাজেনের জ্ঞান ছিল না। খুব নিরীহ মিথ্যাচারের সঙ্গে বলিল, "কৈ, সেখানে তো কেউ নেই।"

গোরাচাঁদের অবস্থা চরমে গিয়ে ঠেকিয়াছে, একটু শাসনের কণ্ঠে বলিল, "আছে বোধ হয় কেউ, ভুবন ঠাকুরদা বিচক্ষণ মানুষ, তিনি কি না দেখেশুনেই বলছেন? দাঁড়া, দেখে আসি..."

রাজেন বুঝিল গোরাচাঁদ পালাইতে চায়। বলিল, "বাঃ, আমি যে এইমাত্র এলাম ওখান থেকে। বেশ, না বিশ্বাস হয় দুজনেই দেখে আসি চল্।"

এমন সময় একটু যেন ঠেলা খাইয়াই কে. গুপ্ত কামিনী ঝাড়ের বাহির থেকে রাস্তায় দাঁড়াইল। একবার তাড়াতাড়ি এদিকে চাহিয়া আবার চলিয়া যাইতেছিল, গোরাচাঁদ হাঁক দিল, "কাকে খুঁজছেন? আমরা এখানে।"

রাজেন বলিল, "ভুবন ঠাকুরদার সঙ্গে গল্পসল্প করছি।"

কে. গুপ্ত কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গেছে। রাজেন বলিল, "শুনতে পায়নি, দাঁড়ান ডেকে নিয়ে আসি।"

পা বাড়াতেই দেখা গেল, ঘোঁৎনা আর ত্রিলোচন কামিনী ঝাড়ের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পিছনে কয়েদীর মত মাথা নিচু করিয়া কে. গুপ্ত একবার মাথাটা তুলিয়া নিম্নকণ্ঠে কি একটা যেন বলিয়া আবার নিচু করিয়া লইল। ঘোঁৎনা হাঁকিয়া বলিল, "তোরা এখানে? আর আমরা..."

পাছে আবার "দ্রু-ঘণ্টা"র হাঙ্গামাটা আনিয়া ফেলে সেই ভয়ে রাজেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এইমাত্র খোঁজ নিচ্ছিলি বুঝি? আমি তো এক্ষুনি ওখান থেকে এলাম কি না...পাঁচ মিনিটও হয়নি।"

ভুবন মুখুজ্যে খুক্‌খুক্ করিয়া দুইবার কাশিলেন। তাহার পর আবার হুঁকায় সেই একঘেয়ে শব্দ শুরু হইল।

ত্রিলোচন, ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে উদ্দেশ্য লইয়া আসা, তাহা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা লক্ষ্য হইতেছে না। তাহা ভিন্ন পুঁটুরানীর দেখা হওয়া তো পরের কথা, বুড়োর হাত থেকে পরিত্রাণ পাইলে বাঁচে। যাইতে কোন বাধা নাই, অথচ যাইবারও কোন উপায় নাই। প্রতি কথাতেই প্রবঞ্চনার প্রমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। ত্রিলোচন, ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত আসিলে আরও বাড়িবে। কি ব্যাপার এখানে তাহারা তো জানে না: নিশ্চিন্ত মনে কথা কহিয়া যাইবে।

গোরাচাঁদ ঘোঁৎনার পানে চাহিয়া সহজ ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, "তা হঠাৎ খুঁজতে বেরিয়েছিস কেন?"

চোখের একটি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ওঃ বুঝেছি, সেই ব্যাপারটা?...চল, আয় রে রাজেন।"

ভুবন মুখুজ্যের পানে চাহিয়া বলিল, "আমাদের সেবাসংঘের একটা ভয়ানক দরকারী কাজ পড়ে গেছে, আর দাঁড়াতে পারলাম না।"

রাজেন বলিল, "লাগছিল কিন্তু চমৎকার। জায়গাটি বড্ড মনোরম কিনা।"

গোরাচাঁদ তাহার দিকেই চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আর ভুবন ঠাকুরদার সঙ্গটা বুঝি কিছু নয়? মনে হয় না পাশটি ছেড়ে কোথাও যাই, ফুরসুৎ পেলেই আবার এসে আবদার করব ঠাকুরদা।"

ফটকের কাছে আসিয়া কে. গুপ্ত নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "কৈ, পুঁটুরাণীকে দেখা হল না তো ?"

গোরাচাঁদ নিম্নস্বরেই একটু ঝাঁঝিয়া বলিল, "শখ থাকে তো যান না মশাই, দেখুন গে না···মাঝে পড়ে আমার মাসীর বাড়ি আসার দফা নিকেশ হল। কে জামরুল খাবে আর কার বদনাম !···"

[৩]

ইহারা চলিয়া গেলে ভুবন মুখুজ্যের হুঁকার টান আরও অধিক দ্রুত হইয়া উঠিল। একটু পরে মাথাটা অল্প সঞ্চারিত করিয়া নিজের মনেই বলিলেন, "নাঃ, কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো। অমন করে এক এক করে জুটলই বা কেন, আবার হঠাৎ চলেই বা কেন গেল ?"

কলকেয় টোকা দিতে গিয়া দেখিলেন, অনেক পূর্বেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

ভুবন মুখুজ্যের তামাকের বাজেট যে ঢালোয়া এমন নয়, তবে আপাতত আর এক ছিলিম না হইলে নয়। একটা সমস্যা পড়িয়া গেছে, তাহার কিনারা করা দরকার।

বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এমন সময় দেখা গেল বই-শ্লেট হাতে নাত্‌নি স্কুল থেকে ফিরিতেছে। গতিতে বেশ খানিকটা উৎসাহের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভুবন মুখুজ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

পুঁটু ফটক খুলিয়া প্রবেশ করিতে করিতেই প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দাদু, গোরাচাঁদ-দাদা আর ওদের দলের ওরা সব কেন এসেছিল ?"

প্রশ্ন হইল, "তুই টের পেলি কি করে ?"

মেয়েটি একটু বেশি রকম মুখফোঁড়, শুধু ঠাকুরদাদা আর ঠানদিদি অভিভাবক হইলে যেমনটি হইবার কথা। বলিল, "ওমা, দেখলাম যাচ্ছে, গোরাচাঁদদাদা বললেও যে, পুঁটুরাণী, তোমাদের ওখান থেকে আসছি—কত আম আর কত জামরুল সাবাড় করে দিয়েছি।' আমিও হটবার মেয়ে কি না, বললাম, 'তাহলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আসতে সবাই, যা ঠাকুরদা আগলে বসে আছে!'...চুপ করে থাকব কেন দাদু ?"

ভুবন মুখুজ্যে অন্যমনস্কভাবে হুঁকার ছিদ্রপথে মুখটা বসাইয়া বলিলেন, "হু" ...ওদের আবার দল আছে নাকি ?

পুঁটু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ওমা তোৎলা গণেশের দল আছে, শিবপুরে কে না জানে ? কাউকে বলো না ওকথা যেন আর দাদু, হাসবে।"



লাঠিখেলা দেখালে তোৎলা গণেশ নিজে দাদু···প্রথমেই ত এত বড় এক নেকচার

ভুবন মুখুজ্যে কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "এতদূর! দলের কাজটা কি শুনি ?...

পুঁটু বলিল, "অনেক কাজ, কি কাজ নয় তাই জিগ্যেস করো। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—হেন কাজ নেই, যা ওদের দল জানে না। এবার আমাদের সরস্বতী পুজোটা ওরাই তো জমিয়ে রেখেছিল। পাখি, জানোয়ারের ডাক, কতরকম ম্যাজিক—রুমালে তোমার টাকা বাঁধা, রুমাল রইল পড়ে, টাকা নেই; তারপর ছোরা নিয়ে লড়াই, লাঠি ঘোরান...ও দাদু, বড্ড মনে পড়ে গেল, তোমায় বলিনি আগে।..."

পুঁটু একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসির মধ্যেই ছাড়িয়া ছাড়িয়া বলিয়া চলিল, "লাঠি খেলা দেখালে তোৎলা গণেশ নিজে দাদু...প্রথমেই তো এত বড় এক লেকচার, 'আপনারা ম-ম-ম-ম্মনে করেন না-না-না-ল্লাঠির কোন খ-খ-খ-ক্ষমতা নেই—' ও দাদু লেকচার শুনব কি, হেসে আমরা লুটোপুটি খেয়ে যাচ্ছি..."

পেটে বই-শ্লেট চাপিয়া পুঁটু প্রায় লুটোপুটি খাইবার দাখিলই হইল, তাহার পর আবার সামলাইয়া লইয়া কতকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে আরম্ভ করিল, "এমন সময় আমাদের সেক্রেটারী বুড়ো উঠলেন, 'আমি দেখে অত্যন্ত—অত্যন্ত...কি একটা কথা বললে দাদু, মনে পড়ছে না...দেখে অত্যন্ত...তাই হচ্ছি যে আমাদের স্কুলের মেয়েরা ভব্যতা কাকে বলে জানে না। শ্রীমান গণেশ বাবাজীবন আমাদের অতিথি, আজ দয়া করে আমাদের চিত্ত—চিত্ত...বিনাশন কি বিভীষণ, কি একটা বললে দাদু, আমার মনে পড়ছে না...যাক, তারপরে তো আমাদের গণেশ বাবাজীবনের লাঠি খেলা আরম্ভ হল। সে মদ্দাত্তি যদি দেখতে!—একবার সামনে এগিয়ে আসে, একবার পেছনে নাপিয়ে যায়, কতকরম মুখ করে, কতরকম শব্দ! তারপর আরম্ভ করলে লাঠি—একটু করে ঘোরাতে ঘোরাতে শেষকালে এত জোর হয় যে, ভাল করে দেখাও যায় না লাঠিটা। সেক্রেটারী বুড়োর সবই বাড়াবাড়ি কি না; আমরা সবাই যেমন হাততালি দিচ্ছি তুইও দে, তা নয়; চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শানাপাড়ার যাত্রাদলের নারদ ঋষির মত দু-হাত তুলে যেই 'সাধু, সাধু' করে উঠেছে, সাধুর হাতের লাঠি ছিটকে সবাইকে ডিঙিয়ে একেবারে ঠকাস করে কপালের মাঝখানে..."

পুঁটু আর একচোট ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের মুখের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল। একটু অভিনয়ের সুরে, কহিল, "দাদু, তুমি শুনছ না, আমায় মিছিমিছি বকিয়ে মারলে। একটা মজার

কথা বলছি, শুনবে তা নয়, শুধু কে কোথায় একটা জাম খেলে কে একটা জামরুল কুড়ুলে...যাও..."

ভুবন মুখুজ্যে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "শুনলাম তো রে পাগলী, তোদের সেক্রেটারীর কপাল ফেটে গেল।...খুব লাঠি খেললে বুঝি?"

"অমন শিবপুরে কেউ দেখেনি কখনও দাদু! সে কি পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরা লাঠির!—চরকিবাজি হার মানে।"

ছোরার খেলাও খুব দেখালে বুঝি? কজন খেললে?"

"অনেক জন।"

"হুঁ!...তুই তো অনেক জানিস দেখছি, মস্তবড় পাড়া-বেড়ানি হয়েছিস কিনা। ক-জন আছে ওদের দলে খোঁজ রাখিস?"

"কেউ বলে চল্লিশ জন, কেউ বলে বেশি, কেউ বলে—না, ওরা পাঁচ ছ-জনই আছে, কিন্তু পঞ্চাশজনের মোয়াড়া নিতে পারে।...কেন দাদু, তুমি ডাকবে নাকি ওদের—খেলা দেখাতে?...হ্যাঁ দাদু, ডাকো, কী চমৎকার যে জানে দাদু!..."

আবদারের সঙ্গে হাতটা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর আবার এক ঝলক হাসির সঙ্গে হঠাৎ মুখের উপর দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "কিন্তু খবরদার; তুমিও যেন 'সাধু সাধু' বলতে যেও না দাদু,—তোমার আবার একমাথা টাক্..."

বাড়ির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন; ভুবন মুখুজ্যে বলিলেন, "হুঁ ডাকব। তুই তোৎলা গণেশ না কি নাম বললি—তার বাড়ি জানিস?—কার ছেলে?"

"তার বাড়ি সেই ওদিকপানে কোথায় আমি জানি না। গোরাচাঁদদাদাকে তো জানি ঐ বাড়িতে আসে, নন্তীর দাদা হয়। তাকে ডেকে আনব দাদু? তার কাছেই সব খবর পাবেখন!...

"তা আনিস। কলকেটা একটু সেজে নিয়ে আয় দিকিন আগে।"

"তোৎলা গণেশের দল আসবে! তোৎলা গণেশের দল আসবে!"

—বলিয়া উৎফুল্লভাবে একরকম লাফাইতে লাফাইতে পুঁটু ছুটিয়া গেল। বারান্দার নিকট গিয়া, বোধ হয় ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া লইবার জন্যই ঘুরিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ওরা একটিও পয়সা নেবেনা দাদু, সব ভলেন্টিয়ার, মাংনায় উবগার করে বেড়ায়।..."

তামাকটা আর একবার ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত ভুবন মুখুজ্যে বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল অনেক ভাবিলেন।...ভ্যাগাবণ্ডের মত গায়ে পড়িয়া উপকার

করিয়া ফেরে, টাকা উড়াইয়া দিতে জানে, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা জানে, দলের মধ্যে চারজন আছে কি চল্লিশ জন আছে—কাহাকেও জানিতে দেয় না; কাজ নেই কর্ম নাই, অথচ সবাই ভদ্রসন্তান,—এ দলের হঠাৎ তাহার এখানে আবির্ভাব কেন? আর ঐরকম প্রবঞ্চনা করিয়া!...

সেদিন সন্ধ্যায় স্টীমার ঘাটে সবাই একত্র হইয়াছে, গোরাচাঁদ আসিয়া বলিল, "গন্‌শা খাওয়া, এবার গাঁথল!"

গন্‌শা ছাড়া সবাই তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আজ বুড়ো হঠাৎ ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া সবাই উন্মুখ হইয়া উঠিল। গোরাচাঁদ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তবু কে ডাকতে এসেছিল বলিনি এখনও..."

আন্দাজেই সকলে চেঁচাইয়া উঠিল, "পুঁটু?"

ঔৎসুক্যের চোটে ত্রিলোচন আর রাজেন শুধু ঘাড়ে পড়িতে বাকি রহিল।

গোরাচাঁদ একবার আড়চোখে গন্‌শার পানে চাহিল, সে নির্লিপ্তভাবে ওপারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গম্ভীরভাবে বলিল, "পুঁটু—স্বয়ং পুঁটুরানী ওরফে মৃণালিনী দেবীই...বল বা নতুন কায়দায় মুখার্জিই বল—যেমন আজকাল পাঁচজনে বলছে। নাও, নাম নিয়ে খুঁতখুঁতনি ছিল, আজ তাও বের করে নিলাম।"

এইটুকু সংবাদই এত চমকপ্রদ যে সকলে খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। শেষে গন্‌শা বলিল, "গো-গ্‌গোরার সবই আধ-খেঁচড়া। তোর দেড় হাত লম্বা নামওয়ালা মেয়েটা কে-ক্কেন এল তা বল ওদের—সব হাঁ করে রয়েছে।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকেই চাহিয়া বলিল, "বললাম তো বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছে—তোমার নাম, ধাম, ঠিকানা, মামার নাম সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলে। চেনেও তোমার মামাকে বুড়ো—অনেক আগে নাকি তোমাদের পাড়াতেই থাকত। বললে, 'গোলোক দাদার ভাগ্নে?—সে তো ঘরের ছেলে'। আজকালের মধ্যেই ঠেলে উঠবে তোমাদের বাড়ি, দেখে নিও।"

গন্‌শা বিড়ি ধরাইতেছিল। গোরাচাঁদ নিজের ঠোঁটে একটা বিড়ি চাপিয়া, তাহার হাত থেকে জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা লইয়া অগ্নিসংযোগ করিল। একটা টান দিয়া বলিল, "তা ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে ঢোক আপত্তি নেই, আপাতত কিন্তু যাবার সময় পূর্ণ ময়রার দোকান হয়ে যেতে হবে; শোনা হচ্ছে না ওজর আপত্তি।"

ঘেঁৎনা বলিল, "তা বইকি, বাড়িতে জুটবে কিনা কে বলতে পারে? দেবতা বাড়িতে ডেকে আলাপ করছেন, গিয়ে দেখবে বোধ হয় হাঁড়ি ফেঁসে বসে আছে।"

গন্‌শা বলিল, "একটা ভ-ভদ্দলোকের নামে যা-তা বলতে তোদের আটকায় না দেখ্‌ছি।"

বহুদিন পরে আড্ডাটা বেশ ভালভাবে জমাট হইয়া উঠিল।

[৪]

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে। গোলোক চাটুজ্যে বৈঠকখানায় কতকগুলা হিসাবের খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, এমন সময় দরজার সামনে একটি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইলেন। গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরনের কাপড়টা একটু খাট, পায়ে ঠনঠনের চটি, হাতে একটা বেতের মোটা লাঠি, বয়স পঞ্চাশের নিচেই, তবে শরীরটা বেশি রকম শীর্ণ বলিয়া মনে হয় যেন বুড়া হইয়া গিয়াছেন। গোলোক চাটুজ্যে চাহিতেই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দাদা বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না?"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "ভেতরে এস", এবং আগন্তুক গিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলে চোখের চশমা খুলিয়া লইয়া চিনিবার চেষ্টায় তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

আগন্তুক একটু হাসিয়া বলিল, "পারবেন না চিনতে, অনেক দিন হল কিনা। আমি ভুবন, পাশের ওই মল্লিকদের বাড়িতে বহুদিন ছিলাম এর আগে। পারলেন চিনতে এবার?"

গোলোক চাটুজ্যে দাড়িটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথা হেলাইয়া বলিলেন "পেরেছি। চেনা চেনা ঠেকছিলই, তবে একটু ধোঁকা লাগছিল। তা বেশ, অনেক দিন পরে দেখা হল, আজকাল আছ কোথায়?"

"আছি এইখানেই চাটুজ্যে হাটের ওদিকে, ছটাকখানেক জমি কেনা ছিল, একটা কুঁড়ে তুলে কোন রকমে দিন গুজরান করছি। এদিকপানে একটু বরাত ছিল, ভাবলাম দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

"বেশ করেছ···ওরে, কলকেটা একবার বদলে দিয়ে যা···চা করতে বলি একটু?"

"তা বলতে হবে বৈকি। চা দু-বেলা তো এই বাড়িতেই বরাদ্দ ছিল।"—বলিয়া লাঠির মাথায় দুইটা হাত রাখিয়া ভুবন মুখুজ্যে অল্প দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সে ঝোঁকটা থামিলে প্রশ্ন করিলেন, "তারপর বাড়ির কি খবর বলুন দাদা—ছেলেপুলেরা—"

গোলক চাটুজ্যে বলিলেন, "ছেলেপুলের মধ্যে তো দুটি মেয়ে; একটির বিয়ে দিয়ে দিয়েছি বছর চারেক হল, একটিকে এখনও বছর তিনেক রাখা যাবে। ছেলের মধ্যে একটি অপোগণ্ড ভাগনে—"

ভুবন মুখুজ্যে সতর্কই ছিলেন। লাঠির মুঠিসুদ্ধ হাতটা অল্প একটু বাড়াইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাগনের কথায় মনে পড়ে গেল,—কাল সকালেই?—হ্যাঁ, কাল সকালেই তো—আমার আবার মনেও থাকে না এসব কথা—কাল সকালেই পাঁচটি ছেলে—ভদ্দর ঘরের ছেলে বলেই মনে হল—হঠাৎ ঘুল-ঘুল করতে করতে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। কেমন একটা ছমছমে ভাব সবার, না কোন পষ্ট কথা বলে, শুধু এদিকে ওদিকে নজর,—বেশ সুবিধে বলে বোধ হল না। আজকাল অবস্থা তো জানেনই—চারিদিকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি; ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যেও সব ঢুকেছে এই রোগ, কাজকর্ম নেই, ওই করছে, ধরা না পড়ল বহুৎ আচ্ছা, ধরা পড়লেই স্বদেশ উদ্ধার করছি!…চুলোয় যাক, আমার বাড়িতে স্বদেশ উদ্ধারের আর পাবে কি? চারটি প্রাণী, কোনরকম করে একমুঠো জোটে, দুবেলা কেটে যাচ্ছে।—তবুও কেমন একটা খটকা লেগে রইল; জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপুহে, তোমরা কর কি বল দিকিন—কার ছেলে, কি বিত্তান্ত, একটু ভেঙ্গে বল তো দেখি'…পরিচয় তো কেউ দিলে না, তবে যখন নেহাৎ কোণঠাসা করে ধরেছি তখন বললে, 'আমরা পরোপকার করে বেড়াই, এই জীবনের ব্রত করেছি, আমাদের একটা সেবা সমিতি আছে হেন তেন সাত সতেরো।' ভাবলাম পথে এস…'কে কে আছে বাপু তোমাদের সেবা-সমিতিতে? ধনুর্ধরগুলির নাম কর তো।' না, 'আছি আমরা অনেকজন, আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গণেশ'…'এই মহামতি গণেশটি কে শুনতে হচ্ছে তো?' তখন তোমার নাম করলে। তোমার নাম করতে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চেপে গেলাম। ভাবলাম, থাক ওদিকে যদি যাই তো দাদাকেই একবার জিগ্যেস করে দেখব। কথা হচ্ছে—ওরা যা করে করুক গিয়ে, তবে আমাদের নিজেদের ঘরের ছেলে…"

গোলোক চাটুজ্যে দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নতমুখে শুনিয়া যাইতেছিলেন, বুঝিলেন ভুবন মুখুজ্যের 'বরাত'টা আসলে কি।—তাঁহার ভাগিনেয়ের দল, তাদের আপাতত একমাত্র যা উদ্দেশ্য তাহাই লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল; ভুবন মুখুজ্যে কৃপণ মানুষ, নিজের সঞ্চয়টুকু প্রাণপণে আগলাইয়া থাকে, পদে পদেই ডাকাতির সম্ভাবনা দেখে এবং দেখিয়াছেও।...গোলোক চাটুজ্যের মুখে একটা মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেটুকুকে ঠোঁটেই মিলাইয়া লইয়া বলিলেন, "উনি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট?—তা প্রেসিডেন্ট রুসভেল্টও ছিলেন নাকি উপস্থিত?"

ভুবন মুখুজ্যে রসিকতাটুকুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত একচোট হাসিয়া বলিলেন, "দাদা আমাদের ঠিক সেইরকম নকুলে আছেন...বলেন কিনা...প্রেসিডেন্ট রুস্‌ভেল্ট!..."

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে কথা নয়, তাকে আমি জানি, সৎ ছেলে—তবে বারণ করে দেবেন ওসব গুণ্ডোটুণ্ডোদের সঙ্গে যেন না মেলামেশা করে, ওদের পক্ষে সবই সম্ভব কিনা; একদিন বোধ হয় দেখবেন নিরীহ ছেলে, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, হুট করে এক স্বদেশী ডাকাতির মামলায় নাম উঠে গেল, তখন—"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "তাহলে তো বুঝব একটা কাজ করছে হে—"

মন্তব্যটা এতই অপ্রত্যাশিত, ভুবন মুখুজ্যে একেবারেই থ হইয়া গেলেন। মুখের ভাবটা বুঝিবার জন্য একবার খুব মিহি করিয়া আড়চোখে চাহিলেন,—ওটা মনের কথা নাকি?—মামার যদি এই মনের কথা হয় তাহা হইলেই তো সর্বনাশ!

ঠিক এই সময় চা আসিয়া পড়ায়, অস্বস্তিটা চায়ের পিয়ালায় নিমজ্জিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তামাকও দিয়া গিয়াছিল। চা শেষ হইলে সটকাটা আগাইয়া ধরিয়া গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "নাও ধরাও, তুমি যা ভেবেছো তা আদপে নয়। ডাকাতি করলেও তো বুঝতাম, হারামজাদা নিজের পেটের সংস্থান নিজে করছে। তা করবার ওর দরকার?—জানে মামা বেটা চোখ বুজলেই চালচুলো যা একটু করে যাচ্ছে আমার হাতে আপ্‌সে আপ্ এসে পড়বে।...সে সব কিছু নয়, সবগুলো এখন অন্য এক ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে...জানি কিনা, আমার কাছেও চর আসছে মাঝে মাঝে।"

ভুবন মুখুজ্যে সটকা থেকে মুখ সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বুঝলাম না, একটু খোলসা করে বলুন দাদা।"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "বলতে একটু বাধ-বাধ ঠেকছে, তা নিজেদের মধ্যেই যখন···ওর নাম কি বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কি নাতনী-টাতনী আছে কি ?"

ভুবন মুখুজ্যে একটু সচকিত হইয়া বলিলেন, "একটি নাতনী আছে, ঠিক বিয়ের যুগ্যি নয়, তের চৌদ্দ বছর..."

"হল তো ?...ঠিক ধরেছি।...ডাকাতি নয়, ওরই জন্যে ঘটকের পাল পৌঁছেছিল। আমার এ আবাগের-বেটা ভূত হচ্ছে পাত্র। গোটা ছয়েক আছে দলের মধ্যে। সব হরিহর আত্মা। তার মধ্যে গোটাতিনেকের মাথা মুড়ন হয়ে গেছে। এটা সর্দার, এটার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে সবার। আমার কাছে তো আমল পায় না, নিজেরা কোমর বেঁধে নেমেছে। কম মতলববাজ হারামজাদারা !..."

ভুবন মুখুজ্যের মনটা নিশ্চিন্ততার জন্য সুস্থ হইয়া আসিতেছিল, একটু বিস্মিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ঘটকালি করতে গেছল সব ?—তা বললে না তো কেউ! স্বচ্ছন্দেই পারত বলতে...দাদার সঙ্গে কুটুম্বিতে সে তো পরম সৌভাগ্য আমার—"

"সৌভাগ্য যদি কখন মনে করি তো আমি নিজেই কথা পাড়ব'খন। আগে একটা চাকরি করুক, পাকা হয়ে বসুক তাতে, তারপর ওসব শখ। ওরা যা পথ ধরেছে তোমায় অতিষ্ঠ করে তুলবে ভুবন, ওদের চেন না। তার ওষুধ দরকার, যাতে আপাতত ওদিকে আর পা বাড়াতে না সাহস করে।...ধরল ছিলিমটা ? —দেখি দাও তো।"

দাড়িটা বেশ শক্ত করিয়া মুঠাইয়া ধরিয়া গোলোক চাটুজ্যে নিবিষ্টমনে নত মস্তকে তামাক টানিতে লাগিলেন। খানিকটা এইভাবে থাকিয়া বলিলেন, "শোন।···তাহলে—যা ঠিক করলাম।···কি বলে আলাপ জমাতে গেছল সব ? ঠাকুরদা ?—মেয়েটি নাতনী বললে না ? কেমন আটঘাট বেঁধে সম্বন্ধ পাকা করে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে লক্ষ্য করো ! পাকা খেলোয়াড় সব !···বেশ, একটু ঠাকুরদার রসিকতার স্বাদ পাক সব···তবে শোন···ওরে আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা···"

বার্ড কোম্পানীর জেটির পিছনে ফুটবলের মাঠে ইহারা সকলে বসিয়া ছিল। কে. গুপ্তর দোষে আজকের ম্যাচে একটা পেনালটি দিতে হইয়াছিল, সেই আলোচনাই চলিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গেছে, মাঠে আর অপর কেহ নাই।

গোরাচাঁদ একটু তফাতে মনমরা হইয়া বসিয়া ছিল। সামনে আসিয়া বলিল, তাহলে যাচ্ছো নাতো কেউ? এই আমার শেষ বার জিগ্যেস করা।"

ঘোঁৎনা বলিল, "যা-তা বকিস্ নি গোরে, তোকে ডেকে ঐসব কথা বললে! —ঐ মানুষ!—একবার কাছে গিয়েই বুঝেছি কি চীজ ও।"

গোরা রাগিয়াই ছিল, আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আলবৎ বলেছে, গোরাচাঁদ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে কখনও মিছে কথা বলে না। আমার মাসতুতো ভাই ছনেকে দিয়ে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেছে।"

গণেশ আর ত্রিলোচন পরে আসিয়াছিল, পুরাপুরি সব কথা শোনে নাই, ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "কি বলেছে বল দিকিন গোড়া থেকে, মিলিয়ে দেখি সম্ভব কি না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "বসে আছি, ছনে এসে বললে, 'গোরাদা' একাদশী মুখুজ্যে তোমায় ডাকছে।'...ওর নাম করে না কিনা ওদিকে কেউ।...ভাবলাম পরশুর ব্যাপারটা বোধহয় টের পেয়েছে, ঠাট্টা করতে এসেছে। খেদিয়ে দিলুম। এক পকেট থেকে দুটো আম, আর এক পকেট থেকে কতকগুলো জামরুল বের করে বললে, 'এই দেখ, নিজে দিয়েছে বুড়ো। রাখো তোমার কাছে সবগুলো—মিথ্যে হয় ফিরিয়ে দিও না, বরং মেরো যত ইচ্ছে।'...গেলাম; মিথ্যে কথা বলব না, একটু গা ছমছম যে না করছিল এমন নয়। সে মানুষই নয়!—দিব্যি আদর করে বসালে—একথা সেকথা—মানে কি কি সেবার কাজ করি, কোথায় কোথায় গতায়াত আছে সব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে বললে 'গোরাচাঁদ, পরশু কথাটা পাড়ব পাড়ব করছি এমন সময়, সমিতির কাজে তোমরা হঠাৎ চলে গেলে; তবুও মনে হল একবার ডাকি, কিন্তু আবার ভাবলাম—উৎসাহ করে একটা শুভকাজে বেরিয়েছে সবাই, থাক; সুবিধে দেখে একদিন ডেকেই না হয় বলা যাবে'খন। বলছিলাম আমার ঐ নাতনীটির কথা। এখন থেকে চেষ্টা-চরিত্র তো করতে হবে? একা মানুষ, তায় একেবারেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পাই না, সে তো

দেখতেই পাও ; তাই বলছিলাম—তোমরা তো নানাকাজে চারদিকে ঘোরাফেরা কর, আলাপ-পরিচয়ও আছে, ভালওবাসে সব ; তোমরা যদি খোঁজ-টোঁজ দাও মাঝে মাঝে, কিংবা ধর যদি থাকেই তেমন কোন পাত্র নজরে—এই মোটা ভাতটা মোটা কাপড়টার সংস্থান আছে, স্বভাব চরিত্রটা ভাল হয়, নেহাৎ গণ্ডমূর্খ না হয়, আর বংশটা হয় ভাল, তাহলেই চলবে আমার। আজকালকার বি-এ, এম-এ—শ্বশুরের সামনে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বার্ডসাই টানবে আর বলবে ড্যাম ফাদার-ইন্-ল্—ওসব আমাদের পোষাবে না—আমিও জো বুঝে মারলাম কোপ. বললাম, 'আছে একজন সন্ধানে, বলেন তো চেষ্টা করি ; তবে একেবারে কথা দিতে পারলাম না ; কেননা তার গার্জেনরা তো ঝুলোঝুলি করছে, কিন্তু ছোকরা বলে আমি বিয়ে না হলে চাকরি করব না···"

কথার গোলমালে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে গোরাচাঁদ একটু লজ্জিত হইয়া শুধরাইয়া লইয়া বলিল, "বলে চাকরি না হলে বিয়ে করব না—শুনে বুড়ো বললে—করবে না বিয়ে,—বটে! তুমি একবার ঠকিয়ে ঠাকিয়ে তাকে আমার নাতনীটি কোন রকমে দেখিয়ে দিতে পার? একবার দেখুক, তারপর যদি শালা ঐ মেয়ের জন্যে এসে পা না চাটে তো···"

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল, গন্শাও হাসিয়া বলিল, "শালা বুড়ো রসিক আছে তো!"

ত্রিলোচন বলিল, "দেখো পেকে আসছে সম্বন্ধ, নির্ঘাৎ ; এ বিয়ে যদি না হয় তো আমার নামে কুকুর পুষো।"

গোরাচাঁদ বলিল, "এই কথা। বিশ্বাস কর, যেতে চাও, বলে আসি কালই যোগাড়যন্ত্র করতে।···মেয়েটির ওপর অনেক শালা ছেলের বাপের নজর আছে, শুভস্য শীঘ্রই হওয়া ভাল। আমি বুড়োকে বলে এসেছি ; 'দেখি, যদি রাজি করতে পারি। আমরা দুজনে যাব।···আদৎ ছেলেটির সম্বন্ধে আপনাকে ইশারা করে দোব, পরখ করে নেবেন।' বললেন'—তা বেশ, গাছের ফল আমার, পুকুরের মাছ, তোমরা দুজনেই এস বা ছাপ্পান্ন জনেই এসো।"

গোরাচাঁদ একটু চুপ করিল, তারপর উঠিতে উঠিতে বলিল, "তাহলে, আমি গিয়ে বলি—না মশাই, পারলাম না রাজী করাতে ছোকরাকে।"

গন্শা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, বলিল, "রা-রাগের কি আছে এর মধ্যে? একটা ভদ্দলোক ডে-ডেকেছে যখন···"

রাজেন বলিল, "আমি কিন্তু আর ও-মুখো হচ্ছি না। বাপ, এক দিনেই শিক্ষা হয়ে গেছে!" শিক্ষাগুরুর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ হস্তটি সসম্মানে কপালে ঠেকাইয়া নামাইয়া লইল।

পরদিন রাত্রি প্রায় আটটা হইবে। পাঁজি দেখিয়া আটটা সতেরয় সময় ধার্য করা হইয়াছে। গোরাচাঁদ ব্যবস্থা মত একটু আগেই আসিয়াছে। বাহিরে আগে কোন লোকজন না দেখিয়া একবার কি রকম মনে হইল। কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে এটা তেমন অস্বাভাবিক অবস্থা নয় জানিয়া একটু পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বারান্দায় উঠিল। অস্বস্তির ভাবটা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, ইচ্ছা হইল একবার ঠাকুরদা বলিয়া হাঁক দেয়; কি ভাবিয়া তাহা না করিয়া শুধু একবার জোরে গলা খাঁখারি দিল। কোন রকম সাড়া-শব্দ নাই—ডাকিতেও আর রা উঠিল না।

বারান্দার একপ্রান্তে বৈঠকখানা: তাহার সামনে কপাট থেকে হাত দুয়েক ছাড়িয়া একটা কাঠের পর্দা। গোরাচাঁদ নিঃশব্দে পর্দার আড়ালে গলা বাড়াইল। দরজায় আবার একটি ফুলকাটা কাপড়ের পর্দা ঝোলান। সেটি ভেদ করিয়া কিছু দেখা যায় না, তবে এটা বোঝা যায় যে ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

আলো দেখিয়া একটু সাহস পাইয়াই হোক বা দারুণ উৎকণ্ঠা চাপিতে না পারার জন্যই হোক, গোরাচাঁদ কাঠের পর্দাটা ঘুরিয়া গিয়া দুয়ায়ের পর্দাটা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিল বলা ঠিক হয় না,—প্রথম পা-টা ভালভাবে পড়িবার পূর্বেই—'ওরে বাপ্‌রে! বলিয়া একটা অস্ফুটধ্বনি করিয়া পর্দার খানিকটা ছিঁড়িয়া এবং কাঠের পর্দাটা প্রায় ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। লাফাইয়া নামিয়া পলাইতে এদের পাঁচজনের প্রায় ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে,—চাপা গলায় বলিল, "পালা শীগ্‌গির, সাংঘাতিক ব্যাপার!... শীগ্‌গির,—সারলে দফা!..."

রাজেন পর্যন্ত আসিয়াছে। ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "সাপ?"

গোরাচাঁদ ইহাদের ছাড়াইয়া প্রায় বাঁশের ফটক পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে থেকেই হাত নাড়িয়া চাপা গলায় বলিল, দৌড়ো, তার চেয়ে সাংঘাতিক।"

এদের আগ্রহও ছিল, আবার গোরাচাঁদের ভীরুতার জন্য একটা অবজ্ঞাও

ছিল। বুনো জায়গায় সাপেরই ভয় বেশি, সেটা নয় জানিয়া ইহারা আধ ভয় আধ কৌতূহলে একটু দাঁড়াইল। তাহার পর ত্রিলোচন বলিল, "চল, এতটা এসেছি যখন গুণ্ডা লাগিয়ে ঠেঙিয়ে তো মারতে পারবে না— ।"

কৃত্রিম সাহসের রেষারেষিতে সকলে এক রকম ঠেলাঠেলি করিয়া পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা মিশ্র আতঙ্কের শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে যেমনভাবে পারিল ছুট দিল। কাপড়ের পর্দাটা একেবারেই ছিঁড়িয়া কে. গুপ্ত আর রাজেনকে জড়াইয়া ফেলিল। ঠেলা খাইয়া কাঠের পর্দাটা পড়িয়া গেল এবং ভীত ত্রস্ত পাঁচ জোড়া পায়ের তলায় চুরমার হইয়া গেল। কেহ ছিটকাইয়া পড়িল, কেহ কাহারও ঘাড়ে পড়িল—তারপর কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বাঁশের ফটক ভাঙ্গিয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অথচ 'সাপের চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপারটা কিছুই নয়। দিব্য ধবধবে ফরাসপাতা চৌকির উপর দুইটি মানুষ মুখোমুখি হইয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে দাবা খেলিতেছে।

—ভুবন মুখুজ্যে আর হাতে দাড়ি মুঠাইয়া পাত্রের মামা গোলক চাটুজ্যে।

বাসর

পুঁটুরাণী

ভুবন মুখুজ্যে বোড়েটা তুলিয়াছিলেন, সেটা হাতে করিয়াই ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন। গোলক চাটুজ্যে প্রশ্ন করিলেন, "ওকি, ওঠ যে ?"

"ছেলেগুলো পড়ল হুড়মুড়িয়ে, অন্ধকারে, একবার দেখি···"

গোলোক চাটুজ্যে হাতে টান দিয়া বলিলেন—"বোসো তুমি, এমন জমাট খেলা ছেড়ে ওঠে না ; পেল্লাদের নাম শুনেছ তো ?"

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা বুঝিতে না পারিয়া ভুবন মুখুজ্যে বসিতে বসিতে একটু বিমূঢ়ভাবেই বলিলেন—"কোন পেল্লাদের কথা বলছ দাদা ?—হিরণ্যকশিপুর ছেলে, না, আমাদের জটে তেলির ভাগনে !"

"হিরণ্যকশিপুর সেই 'পুণ্যি'র কথাই বলছি—একটি মরে এই ছ-টিতে দাঁড়িয়েছে,—ইঞ্জিনের মুখে ফেলে দাও, আঁচড়টি পর্যন্ত···"

এমন সময় পুঁটুরাণী ভিতরের দুয়ার ঠেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইতে হইতে বলিল—"ও দাদু, বোধ হয় তোৎলা গণেশের দল বাগান টপকে···"

অপরিচিত লোক দেখিয়াই একটু অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল, গোলোক চাটুজ্যে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—"এইটি বুঝি তোমার নাতনী ভুবন ? ···এসো তো মা···বা দিব্যি মেয়ে। তোৎলা গণেশের দল বড় উপদ্রব লাগিয়েছে, না ?"

মেয়েটি লজ্জিতভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নিরুত্তর রহিল।

"কী ব্যবস্থা করা যায় বল দিকিন তোৎলা গণেশের ?"

পুঁটুরাণী অর্ধস্ফুটস্বরে বলিল—"যাঃ, বলতে নেই তোৎলা, কষ্ট হয়।"

ভুবন মুখুজ্যে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এই যে, এদিক থেকেও টান আছে তাহলে !"

পুঁটুরাণী কিছু বুঝিল না, তবে আর-একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। গোলোক চাটুজ্যে স্নেহভরে তাহার কাঁধটা একটু চাপিয়া বলিলেন,—"যাও মা তুমি, ভেতরে যাও।"

আবার খেলা চলিতে লাগিল।

[২]

গণেশের খবর এইরূপ,—

পুঁটুরাণীদর্শনের শোচনীয় অভিযানের পর দলটা একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিলোচন শালার বিবাহে বৌকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, ঘোৎনার বউদিদির বোন কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছে, সে তাহাকে দেখিতে একটু ব্যস্ত থাকে; গোরাচাঁদের মাসতুতো বোনের বিবাহ ছিল, এই শিবপুরেই, তাও খুব কাছাকাছি, পাঁচদিন ধরিয়া দুই বাড়িতে পাকাদেখা, আইবুড়ো-ভাত, গায়ে-হলুদ, বিয়ে, বৌভাত প্রভৃতি যতরকম ভোজ সবগুলা পুরা দমে চালাইয়াছে, এক-একদিন আবার দু-দুটা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এর উপরন্তু আবার বৌকে আনিতে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিল।...তাল সামলাইতে পারে নাই।

এখনও বাড়ি ফেরা হয় নাই, মাসির বাড়িতে থাকিয়াই ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছে। মেসো কবিরাজ, খানিকটা সুবিধা আছে। গন্‌শা, কে. গুপ্ত আর রাজেন মনমরা হইয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়। একটা সমস্যা সমাধান হইতেছে না, গোলোক চাটুজ্যে কি পুঁটুদের বাড়ি দাবা খেলিতে যায় মাঝে মাঝে, না, বিশেষ করিয়া ওই দিনটিতেই গিয়াছিল ওদের মেয়ে দেখা পণ্ড করিবার জন্য? যদি যায় মাঝে মাঝে তো ব্যাপার বড়ই নৈরাশ্যজনক, আর যদি ইহারা মেয়ে দেখিতে যাইতেছে বলিয়া বিশেষ করিয়া সেই দিনটিতেই গিয়া থাকে তো ব্যাপারটা শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, গুরুতরও। কেননা এর মানে হয় গোলোক চাটুজ্যে ভেতরে ভেতরে সন্ধান লইতেছে এবং যেখানেই এরা তোড়জোড় করিয়া মেয়ে দেখা, কি পাত্রী পক্ষের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতার ব্যবস্থা করিবে, ও-ও ঐরকম নিঃশব্দে গিয়া ভণ্ডুল করিয়া দিবে।

ষ্টীমার-ঘাটের জেটিতে তিনজনে আলোচনা হইতেছিল—রাজেন বলিল—"তোর মামা, মনে আঘাত পাবি, তাই বলতে পারি না; কিন্তু অন্য কেউ হলে বলতাম এটা নিছক শয়তানি।"

গন্‌শা বলিল—"অ্যাজ এ মা-ম্মামা কিছু না বললি, কিন্তু অ্যাজ এ ম্যান্ ছাড়বি কেন ?"

রাজেন বলিল—"না, শয়তান বলব কেন ? উনি গুরুজন, মাথায় করে রাখবার জিনিস, তবে ওঁর এটা মনে রাখা উচিত যে, এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ—যার যে রকম খুশি পাত্রী বেছে নিতে পারে। ওঁর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে আজ তুই পুঁটুরাণীকে পেলেই সন্তুষ্ট, কুমারী স্বঘর; ধর যদি তুই বিদ্রোহ করে বলিস আমি বিধবা বিবাহ করব, কি আমার ক্ষেত্র গুঁইয়ের নাতনীর সঙ্গে ভালোবাসা জমে গেছে, তাকেই চাই, বলে বিদ্রোহ করে বলিস···"

গন্‌শা অলসভাবে রেলিঙে একটু হেলিয়া পড়িয়া বলিল—"বি-বিদ্রোহ করতে আর ক-দিন বা লাগে ?—কতদূর দৌড়, সেইটে শুদ্ধু দে-দ্দেখে যাচ্ছি। তুই কোন মেয়েটার কথাই বলছিস !—আমাদের সঙ্গে সেদিন যে চ্যা-চ্চ্যারিটি শোতে ভলান্টিয়ারি করছিল ?"

কে. গুপ্ত বলিল—"বড্ড মিলিটারি গোছের যেন···"

গন্‌শা একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি মি-ম্মিলিটারি কাকে বলেন ?"

কে. গুপ্তও ছিল সেদিন, একটু আলাপ জমাইতে গিয়া দাবড়ানি খাইয়াছিল মেয়েটির কাছে, সে-কথাটা বাদ দিয়া মিলিটারি শব্দটার টীকা কী করিয়া করা যায় ভাবিতেছিল, রাজেন গঙ্গার দিক থেকে মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিল—"এযুগের আমরা সবাই বিদ্রোহী গন্‌শা, আমরা সমাজের কোনো শাসনই—কোনো শাসনই মানব না। আমরা এক-একটা···"

গন্‌শা হাত বাড়াইয়া বলিল—"বি-ব্বিড়িটা যেন ফেলে দিস নি।"

রাজেন অর্ধদগ্ধ বিড়িটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—"কী বলছিলাম ?—হ্যাঁ, আমরা এক-একটা ঝঞ্ঝা, এক-একটা ঘূর্ণি, এক-একটা—এক-একটা···"

গন্‌শা যেন চাণক্যের পার্ট শুনিতেছে এইভাবে বিড়িতে একটা টান দিয়া বলিল—"ম-ম্মহামারী।"

রাজেন বলিয়া চলিল—"আমরা মানব না। গোলোক চাটুজ্যে আর ভুবন মুখুজ্যেদের সমাজ-ব্যবস্থা—সে আমাদের জন্যে নয়,—আমরা তাকে টেনে, উপড়ে, চুরমার করে প্রলয়ের বাত্যার মুখে ফেলে দোব, সে এই পচা, গলা, মরচে-ধরা, উইটিপিকে—যা সমাজের মুখোস পরে আমাদের মনুষ্যত্বকে আড়ষ্ট

করে রেখেছে—তাকে মহাকালের অপর তীরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারপর আমরা নূতন করে গড়ব—আমরা একালের নব-যৌবনের নবীন আলোক-দূতের দল—যার মধ্যে একদিকে আছে বাংলার যত গণেশ, কে. গুপ্ত, ঘেঁৎনা, গোরাচাঁদ আর অন্যদিকে আছে যত পুঁটুরাণী, সাধনা গুঁই,—বাংলার এই সম্মিলিত যুব-মন নিয়ে আমরা এই পচ-ধরা গলিত শবকে নূতন করে গড়ব—আমাদের নতুন আশা, নতুন উদ্যমের যোগ্য করে…একবার সামনে চেয়ে দেখুন; কী দেখছেন?"

শেষের প্রশ্নটা করিল কে. গুপ্তের পানে চাহিয়া। সামনে গঙ্গার উপর নৌকা, গাধা-বোট, স্টীমার, জাহাজ; ওপারে অসংখ্য বিদ্যুতের বাতি জ্বলিতেছে, ফোর্টের খানিকটা, তার পেছনে হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট প্রভৃতিরও ছায়াকৃতি একটু একটু দেখা যায়,—কোনটা যে বলিবে—বুঝিতে না পারিয়া কে. গুপ্ত একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেল। রাজেন একটু সময় দিয়া উত্তর না পাইয়া বিরক্তভাবে কী বলিতে যাইতেছিল, গন্‌শা বলিল—"প-প্পষ্ট তো নতুন স্থর্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মশাই। …চল্ রাজেন, অনেকটা রা-ব্রাত হয়ে গেল।"

রাজেন রেলিং ছাড়িয়া কে. গুপ্তের পানে চাহিয়া বিরক্তভাবেই বলিল—"নবযুগের নবীন সূর্য পাচ্ছেন না দেখতে? আপনি ঠিক একরকমই থেকে গেলেন মশাই, তালকানা।"

[৩]

তিন দিন পরের কথা। ত্রিলোচন হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে। কে. গুপ্তের নিকট শুনিল গোরাচাঁদের ছোটখাট কলেরার মতো হইয়া গিয়াছিল, কোনো রকমে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। পথে রাজেনকে সঙ্গে করিয়া দুই জনে গন্‌শার বাড়ি গেল এবং সেখান হইতে চারজনে গোরাচাঁদের মাসীর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। খবর পাইয়া গোরাচাঁদ বাহির হইয়া আসিল। এখনও একটু একটু দুর্বল আছে, তবে যতটা না দুর্বল তাহার চেয়েও বেশি যেন দমিয়া গেছে। গন্‌শা প্রশ্ন করিল—"আজ আছিস কেমন?"

গোরাচাঁদ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল—"আর থাকা…"

ত্রিলোচন বলিল—"তুই মরবি কোন দিন, শুনলাম একমাসের মধ্যে শিবপুরে দু-বেলা যত নেমন্তন্ন হয়েছিল…"

গোরাচাঁদ মুখ বিকৃতি করিয়া সেইরূপ ক্ষীণকণ্ঠেই খিঁচাইয়া বলিল—"গা-জ্বালানে কথা বলিস নি তিলে, আর এই এক হপ্তা ধরে যে শুধু বার্লি আর লেবুর রস সার হয়েছে সেদিকে কারুর নজর যায় না। রোগ কাটিয়ে পথ্যিতে মারা যেতে বসেছি—তোদের যেন তামাসা লেগে গেছে।"

রাজেন বলি—"থাকতে হবে না একটু সাবধানে ছদিন ?"

গোরাচাঁদ আবার সেইরূপ বিরক্তভাবে বলিল—"পোরের ভাত, কাঁচকলা আর ডুমুরের ঝোল—শুধু দিনের বেলা, তাও ওষুধের মতন দাগে দাগে মাপা —মাসী আদর করে খাওয়াবার ছুতো করে পাখা হাতে সামনে বসে, যাতে এক মুঠোও ফালতু না তুলতে পারি। তার ওপর মেসো মাসীকে মিনিটে মিনিটে সাবধান করছে—'ওগো, প্রাণটা আগে।'…প্রাণ আছে কি না আছে সেদিকে কারুর হুঁশ নেই।"

গন্‌শার একটা গুণ—দলের মধ্যে কেহ নিজের দুর্বলতা লইয়া সত্যিকার ব্যথা অনুভব করিতেছে দেখিলে, ভুল হোক, ঠিক হোক, তাহারই পক্ষ লইয়া দাঁড়ায়। হাসিয়া বলিল—খাওয়ার আগে প্রাণ—এতো ন-ন্নতুন কথা শুনছি, তাহলে তো রো-রোগের আগে ওষুধ দিয়ে বসবেন কোন দিন দেখছি।"

তুলনাটি যেমনই হোক, কবিরাজ মেসোমশাইকে উদ্দেশ করিয়া বলা বলিয়া গোরাচাঁদের মনের গ্লানিটা একেবারে কাটিয়া গেল, হাসিয়া বলিল—"তুই এসা লাগসই উপমা ছাড়তে পারিস্ গন্‌শা—রোগের আগে ওষুধই বটে! বাজে কথা থাক, একবার ওদিকে চল সবাই। মস্ত বড় একটা দরকারি কথা আছে, এখানে সুবিধে হবে না।"

বাড়ির লাগোয়া একটা পুকুর, তাহার দুইদিকে বাঁধানো ঘাট; সুবিধার জন্য সকলে ওদিককার ঘাটের দিকে চলিল। ত্রিলোচন আবার প্রশ্ন করিল, গোরাচাঁদ ঔৎসুক্যটা ঘনীভূত করিয়া তুলিবার জন্য বলিল—"চল না—বলবার জন্যেই তো যাচ্ছি!"

রাজেন বার দুয়েক ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া খুব অস্ফুটস্বরে বলিল—"আমরা বিদ্রোহী,—আমরা ঝঞ্ঝা—"

পদ্যর ঝোঁক চাপিলে মাঝে মাঝে ওরকম করে; সবাই অভ্যস্ত, বড় একটা গা করিল না। কে. গুপ্ত শুধু একবার প্রশ্ন করিল—"কম্‌প্লীট করেছেন নাটকটি ?"

ঘাটে বসিয়াও গোরাচাঁদ একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"এই অসুখ আর উপোসের ঝোঁকে মস্ত বড় একটা ফায়দা হয়ে গেল।"

সকলে আরও উন্মুখ হইয়া বসিল। গোরাচাঁদ বলিল—"খুব একটা কাজ গুছিয়েছি,—কেল্লা ফতে।"

গন্‌শার পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি হইল, বলিল—"ভে-ভ্যাঙে বলবি, না, হেঁয়ালি নিয়ে থাকবি? তাহলে উঠি।"

গোরাচাঁদ বলিল—"তোর মামাকে বলগে যত বাগড়া দিতে পারে দিক—পুটুরাণী এখন এদিকে।"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"এদিকে মানে?"

"এদিকে মানে আমাদের দলে। আমার মাসতুতো বোনের সই হয় কি-না, এ বাড়িতে খুব আনাগোনা আছে, একটু একটু করে এসো ভাব জমিয়ে ফেলেছি যে গোরাদা বলতে এখন অজ্ঞান। অষ্টপহর তো আমার ঘরেই বসে থাকে—কোনো দিন ইস্কুল গেল, কোনো দিন বা গেলই না, ঠাকুরদাদার কাছে একটা বাজে ছুতো করে এসে বসে রইল।"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"খুব ধূর্ত বুঝি?"

গোরাচাঁদ বলিল—"এক নম্বর, গন্‌শাকে যা নাকানি-চোবানি খাওয়াবে···"

গন্‌শা হৃষ্টচিত্তে একটু ব্যঙ্গ সহকারে বলিল—"লে লে, ওর দাদা মশাইকে পাঠিয়ে দিতে বলিস।...রাজেন, একটা বিড়ি ছাড় দিকিন।"

রাজেন একটা বিড়ি বাহির করিয়া দিয়া গোরাচাঁদকে প্রশ্ন করিল—"এতক্ষণ ধরে কী কথা হয় তোদের?"

গোরাচাঁদ বলিল—"আমাদের খেলার, ভলন্‌টিয়ারির, বাইরে গিয়ে আমরা কোথায় কী করেছি না করেছি সেই সব গল্প। ভয়ানক ভালোবাসে শুনতে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগ্যেস করে।"

ভলন্‌টিয়ারি করা, বাহিরে যাওয়া প্রভৃতির শেষ পর্যন্ত কি মর্মান্তিক পরিণাম হয় স্মরণ করিয়া কে. গুপ্ত বলিল—"গল্পগুলো আগাগোড়া বলেন না তো মশাই?"

গোরাচাঁদ বলিল—"আমায় সেইরকম কাঁচা ছেলে পেয়েছেন? গল্পগুলো বলবার আমার ভেতরের মতলবটা কী বলুন দিকিন? আমি স্রেফ ভাবছি গল্প বলে বলে কী করে ওর মনটা গনশার ওপর বসাব। কী করে···"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"বসেছে বলে মনে হয় ?"

গোরাচাঁদ একটু রহস্যপ্রবণ হইয়া উঠিল, বলিল—"ভাইরে, নারীর মন। তিন বছর বিয়ে করেছি, গিন্নীর মনেরই এখনও পাত্তা পেলাম না, পুঁটুরাণী তো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, এইটুকু দেখেছি—গন্‌শার গল্প হলে আর কিছু চায় না, আহার-নিদ্রে ভুলে যায় বললেও বড় একটা বেশি বলা হয় না। আমি গল্প বলে যাই—ও মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কতরকম ভাব খেলে যায় মুখে—কখনও হাসছে, কখনও গন্‌শার বীরত্ব দেখে শিউরে উঠছে, কখন আহা বলছে—এক রকমারি কাণ্ড···কী রকম মনে হয় রে রাজেন ?"

রাজেন বলিল—"পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা। আমি চ্যালেঞ্জ করছি ভুবন মুখুজ্যে স্বয়ম্বর-সভা করুক, পুঁটুরাণী যদি লাট-বেলাটকে ছেড়ে গন্‌শার গলায় মালা না দেয় তো রাজেনের নামে একটা কুকুর পুষিস।"

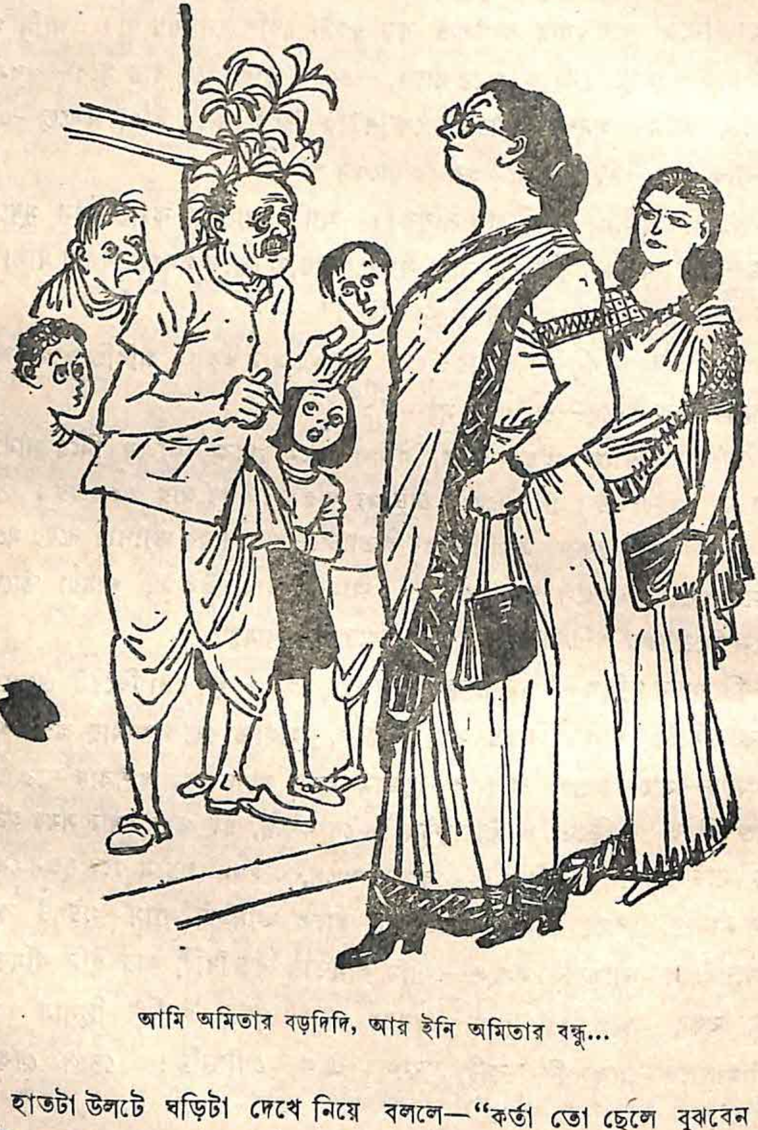
গোরাচাঁদ বলিল—"আমারও তো ঐরকম মনে হয়। অবিশ্যি স্বয়ম্বর আর আজকাল কে করছে—সে যুগই নয়···"

রাজেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"সে যুগকে ফিরিয়ে নিয়ে আনতে হবে। আমরা সইব না গোলোক চাটুজ্যে আর ভুবন মুখুজ্যের অত্যাচার। যুগ যুগ ধরে কত সংযুক্তা জয়সিংহদের অত্যাচারে অন্তঃপুরের ভ্যাপসা ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে গুটিয়ে অকালে ঝরে পড়েছে। আমরা আর সইব না, আমরা তাদের কানে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র দোব, আমরা বিদ্রোহী, আমরা···"

ত্রিলোচন বলিল—"ভালো কথা মনে পড়ে গেল,—যুগ তো ফিরেই এসেছে। ···কালসিটেয় শালার বিয়ের সব ঠিকঠাক, কলকাতা থেকে আমার শ্বশুর আর খুড়শ্বশুর—মানে জগুদা আর কি—দুজনে কনে পছন্দ করে আশীর্বাদ করে এল, পরশু বিয়ে, বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম থৈ-থৈ করছে, এই প্রায় এমনি সময় হঠাৎ এক মটোর এসে উপস্থিত। একজন আগে, একজন পেছনে করে দুজন মেয়ে এসে নামল। পায়ে হীলতোলা জুতো, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ—গটগট করে এগিয়ে এসে আগেরটা বললে—আমি অমিতার বড় দিদি, আর ইনি অমিতার বন্ধু, যখন আপনারা মেয়ে দেখতে যান তখন আমি ছিলাম না, এলাহাবাদে প্রফেসারি করি, কাল এসে পৌঁছেছি। ছেলে দেখতে এলাম।

এলাহাবাদের মতনই চেহারা, যেমন খাড়াই তেমনি চওড়াই, তেমনি

মাসকুলার, দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। শ্বশুরের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বললেন—"এ তো পরম সৌভাগ্য, কর্তা একবার দেখেই গেছেন, আপনিও যদি দেখতে চান সে তো ভালোই।"



আমি অমিতার বড়দিদি, আর ইনি অমিতার বন্ধু...

হাতটা উলটে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললে—"কর্তা তো ছেলে বুঝবেন না, তাই একবার আসতে হল। অমিতা নিজেই আসত, কিন্তু একটু লাজুক,

তাই তার বন্ধু:কে নিয়ে এলাম। এঁর নাম মিস্ লতিকা লাহিড়ী, বেথুনে এবারে নাম লিখিয়েছেন।"

শ্বশুরমশাই ভয়ে ভয়ে লতিকা লাহিড়ীকে একটা নমস্কার করলে। জগুদা দোকানে গিয়েছিল, তাকে ডেকে আনতে একজনকে ইশারা করে দিয়েছিল, জগুদা এসে একপাশে গুটিসুটি মেরে দাঁড়াল, এ তো মুগুর ভাঁজাও নয়, বক্সিংও নয়, এ বাবা অমিতার দিদি আর বন্ধু..."

দিদি জগুদার দিকে একবারটি আড়ে দেখে নিলে, তারপর শ্বশুর মশাইকে বললে—"বড় বোন আর বন্ধু—দুজনে দেখে যাচ্ছি—যদি আমাদের পছন্দ হয় তো অমিতারও পছন্দ হবে বলে আশা করা যেতে পারে, তবে আমাদের দু-পক্ষেরই কর্তব্য হচ্ছে ওদের পরস্পরকে একবার মোকাবিলা করিয়ে দেওয়া, বিয়ে তো ওদেরই কিনা।"

হঠাৎ জগুদার দিকে চেয়ে বললে—'আপনি কী বলেন ?"

জগুদার তাক লেগে গেছল, হাঁ করে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে ছিল, চমকে উঠল—এ তো মুগুর ভাঁজাও নয়, বক্সিংও নয়—আমতা আমতা করে বললে—"আমিও সেই কথাই বলছিলাম।"

পাত্রীর দিদি হাতটা ঘুরিয়ে আবার ঘড়িটা দেখে বললেন—"তাহলে আর আমাদের সময় নেই।...এত ভিড় কিসের ?"

জগুদা দাবড়ানি দিতে ছেলে-মেয়ের দল পালিয়ে গেল, ওদের দুজনকে বৈঠকখানায় এনে বসানো হল।

রাজেন কতকটা আক্রোশের স্বরে বলিল—"নবযুগ! নবযুগ!—ছেলেকে এসেও জবুথবু হয়ে বসতে হল তো—কী নাম ?—কতদূর পড়েছ ? একবার নামটি লেখো তো—লেখার ছাঁদটা দেখি···উঃ, তাঁদের পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছে করছে আমার!"

ত্রিলোচন এদিকে কান দিল না, যেমন বলিতেছিল বলিয়াই চলিল—"আগে শ্বশুর উঠে গেল, জগুদাকে বললে, তুমি বোসো, আমি গজুকে নিয়ে আসি। 'দেরি হচ্ছে কেন দেখি' বলে জগুদাও একটু পরে সটকে পড়ল। জল খাবার নাম করে আমি উঠে গিয়ে দেখি বিচুলি গাদার পেছনে দুজনে চাপা গলায় জোর বচসা লাগিয়ে দিয়েছে—ছেলে দেখাবে কি সম্বন্ধ ভেঙে দেবে; শ্বশুর ফর্, জগুদা এগেন্স্ট্। শেষকালে শ্বশুরের কথাই রইল,—অনেক দূর এগুনো গেছে,

শ্বশুর-শাশুড়ীও এ ধরনের লোক নয়, ছেলেকে দেখিয়ে দেওয়াই হোক। জগুদা বললে —'তুমি বড় ভাই, তোমার কথা ঠেলা যায় না তবে আমার মতে এর চেয়ে ছেলেকে হাত-পা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভালো।'

রাজেনের পিষ্ট দন্তপংক্তির ফাঁক দিয়া শোনা গেল—"এসেছে ; যুগ আগত ঐ!......"

ত্রিলোচন বলিয়া চলিল—"কিন্তু গজেনদাকে পাওয়া গেল না।"

গন্‌শা আর গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল—"তার মানে ?"

ত্রিলোচন বলিল—"সেই ছোঁড়াটাকে মনে আছে? আমার বিয়েতে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম করে তোদের যে মার খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিল ? তার নাম ফকরে। গজেনদা নিজের ঘরে ডাম্বেল একসারসাইজ করছিল —শ্বশুরবাড়িতে জগুদা ওটা কম্পাল্‌সারি করেছে কিনা,—ফকরে গিয়ে তাকে সব কথা বললে। গজেনদা ফকরেকে চর মোতায়েন করে, একসারসাইজ ভুলে জানালায় দাঁড়িয়ে এদের দুজনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। প্রথমটা আশা করেছিল জগুদা নিশ্চয় ভাগিয়ে দেবে ; দুজনকে এগুতে দেখে খিড়কির দোর খুলে সেই যে ডুব মারলে...।"

গোরাচাঁদ বলিল—"মেয়ের দল এসে ছেলে দেখাও হয়েছে কোনো কোনো খানে, মেয়ে দেখার পালটা জবাব আর কি।"

কে· গুপ্তেরও এক-আধটা সম্বন্ধ আসে মাঝে মাঝে, বিবাহ ব্যাপারটা যে এতটা উগ্রকম জটিল হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদটা পাইয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল, গোরাচাঁদের কথায় কতকটা আশ্বাসের স্বরে বলিল—"তবে ছেলেদের একটা সুবিধে এই যে তারা এই রকম পালিয়ে যেতে পারে।"

আবার পূর্ব প্রসঙ্গটা ফিরিয়া আসিল।

গোরাচাঁদ বলিল—"তা পুঁটু যে নতুন যুগের মেয়ে, তাতে একটুও সন্দেহ নেই। এখন নেহাত একটু বয়স কম, আর দাদামশাইয়ের আওতায় রয়েছে ; তবু এক-একটা যা চোখা-চোখা বুলি ঝাড়ে।... এখন কথা হচ্ছে, যা করতে বসেছি আমরা, তা কী করে করা যায়। আমি তো অনেকটা এগিয়ে এনেছি—গল্প-সল্পর মধ্যে দিয়ে ; আগে 'তোতলা গণেশ' বলত, এখন বলে 'গণেশদা'। কিন্তু কথা হচ্ছে, মনের মধ্যে প্রেম সঞ্চার না

করে দিলে তো কাজ হবে না। এখন ব্যাপার দাঁড় করাতে হবে যাতে অন্য জায়গায় বিয়ের নামেই মুখ গোঁজ করে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তা কি শুধু গল্পের মধ্যে দিয়েই সম্ভব? —রাজেন কী বলিস?"

রাজেন ডান দিকের রগটা তর্জনী দিয়া টিপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আর সকলেও বিড়ি টানার মধ্য দিয়া, কি আকাশের পানে চাহিয়া উত্তর হাতড়াইতে লাগিল। একটু পরে রাজেন বলিল—"গল্প শুনেও প্রেম যে না হয় এমন নয়,—নদী কিসের আবেগে সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে? তবে দেখা-সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হলে প্রেম যেমন দানা বাঁধতে পারে—শুধু গল্প শুনে শুনে..."

গোরাচাঁদ বলিল—"সেই কথা ভেবে আমিও একটা মতলব ঠাউরেছি, তোমাদের পছন্দ হয় কি না দেখ। মাসীমা বলছিল—'গোরা, নেড়ির জন্যে একটা মাস্টার যোগাড় করে দিতে পারিস বাবা? তোর তো অনেক জানাশুনা আছে; মেয়েটা কিছু পড়ে না বাড়িতে।' আমি উত্তর দিই নি—'দেখব' বলে চুপ করে আছি, মনে মনে কিন্তু গন্‌শাকে এঁচে বসে আছি।"

ত্রিলোচন বলিল—"নেড়ি তো পুঁটুরানী নয়?"

গোরাচাঁদ বলিল—"পুঁটুর সই, হরিহর-আত্মা দুজনে। রোজই আসে। দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাক রোজ গন্‌শার সঙ্গে। তারপর ক্রমে—'কি গো খুকু, কী পড়? কোন স্কুলে পড়?' তারপর ক্রমে পুঁটুও এসে নেড়ির সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে দিক, গন্‌শা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে..."

কে. গুপ্ত বলিল—"কিন্তু ওর দাদামশাই কি টাকা দেবে?"

গন্‌শা উলটা দিকে মুখ করিয়া দাঁতে বিড়ি চাপিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, মুখ ঘুরাইয়া বিরক্ত না হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"টা-ট্টাকাটাই সব নাকি মশাই দুনিয়ায়?—একটা—বু-বুবুড়ো লোকের উপগার..."

সে থাকিতে গোরাচাঁদের প্ল্যানে গন্‌শা উপকৃত হইবে ভক্ত ত্রিলোচনের এটা বোধ হয় খুব মনঃপূত নয়; বলিল—"টাকার কথা নাই হল, কিন্তু বুড়ো কি কোনোমতে চাইবে তার নাতনী গন্‌শার কাছে আসে, বসে, পড়াশোনা করে?"

গোরাচাঁদ ভ্রূ কুঁচকাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"আমি পেটের দায়ে টিউশন করছি মশাই, একটা মেয়ে আসে, একটু-আধটু জিগ্যেস করে বলে দিই,

আপনার নাতনী কি হারাধনের ভাইঝি, কি গুপিকেষ্টর ভাগনী তা আমি কী করে টের পাব ?—জান্ তো নয় ?···আপনার নাতনী হয় আপনি সরিয়ে নিন।”

গন্‌শা একবারটি দেখিয়া লইয়া, আবার সেইভাবে কাঁধ ফিরাইয়া বলিল—“আমি জানি বি-ব্বিদ্যে দান করা একটা পুণ্যি তাই সাদা মনে দা-দ্দান করে যাই।”

গোরাচাঁদ বলিল—“কিন্তু সে-সব কিছুরই দরকার হবে না।—ভয়ঙ্কর চটা দাদামশায়ের ওপর, বড্ড কেপ্পন কিনা—পুঁটু নিজে একটু দরাজ—প্রায়ই তো ফলটা-আশটা নিয়ে আসে আর দাদামশাইয়ের কিপটেপনার গল্প করে। আমি আবার একটু একটু করে ওশকানিও দিতে থাকি কিনা। ওকে যদি মানা করে দিই পড়ার কথা বলতে তো কখনও বলবে না। আর যদি ওর দাদামশাই কোনো রকমে টের পেয়ে করেই মানা তো ও শুনবে নাকি ?—সে মেয়েই নয়।”

রাজেন বলিল—“একটা কথা যে তোরা ভুলেই যাচ্ছিস, অত হতে করতে ওদের ভালোবাসাও এদিকে কত এগিয়ে যাবে। বুড়ো কেপ্পন হোক, কিন্তু একদিন নিজেও সংসার করেছে, হৃদয় বলে একটা জিনিস তো আছেই ; যখন বুঝতে পারবে নাতনীর জীবন-মরণ সমি:স্য, তখন কি আর পুরনো কথাই ধরে বসে থাকতে পারবে ?”

সকলে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে গোরাচাঁদ বলিল—“এই আমার প্ল্যান, এখন তোমরা সবাই ভেবে দেখো, গন্‌শাও বলুক রাজী কিনা।··কী রে গণেশ, ঠিক হয়েছে মতলবটা ?—গোরাচাঁদ তো শুধু পেটই চেনে বলে একটা বদনাম আছে।”

একেবারে হামলাইয়া পড়িলে নেহাত অশোভন হয় বলিয়া গন্‌শা একটা লোকদেখানি গোছের আপত্তি করিল—“তা-বলে আমি স—সন্দের পর টিউশনি করতে পারব না—তা বলে দিচ্ছি।”

[৪]

মাসখানেক পরের কথা।

অনেকটা প্ল্যানমতোই কাজ হইতেছে। গণেশ সকালবেলা নেড়িকে পড়াইতে আসে। পুঁটুরাণী রোজ না হোক প্রায়ই উপস্থিত থাকে। নাম শুনিয়াই গণেশ বোধ হয় একদিন নাক সিঁটকাইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত ‘আহামরি’

না হইলেও মেয়েটি যে নিন্দের এমন নয়। একটু খাটো গড়ন, তাই তেরো বছরটাকে হয়তো বারো দেখায় ; কিন্তু গণেশের এ লইয়া আপত্তি তো নাই-ই বরং একটু ভালোই লাগে। মেয়েটি একটু চঞ্চল প্রকৃতির, একটু বেশি হাসে—অন্য অনেকে বোধ হয় বিরক্ত হয়—কিন্তু হাসি ভালোবাসে এমন লোকেরও তো অভাব নাই ;—সব মিলাইয়া বেশ লাগিতেছে পুঁটুরাণীকে। অবসর পাইলে এবং না পাইলে, অবসর করিয়া লইয়া—নেড়িকে উপলক্ষ্য করিয়া নানা রকম হাতের খেলা শেখায়, পড়িয়া আসিয়া এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতেও নানা রকম গল্প বলে, কাছে-পিঠে কোথাও কবে তাহাদের ছুরি খেলা কি জিম্‌ন্যাস্টিক হইতেছে তাহার সন্ধান দেয় ; পুঁটুরাণী উপস্থিত আছে টের পাইলে এমন খেলা খুলিয়া যায় যে হাততালি যেন একচেটিয়া করিয়া ফেলে।

পড়াইতে আসিয়া পুঁটুর মুখে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে—"সত্যি? তু-তুমিও ছিলে নাকি খুকুমণি ?"

খুকুমণি বলিয়া আশ মেটে না, তবুও ঐ ডাকটাই চালাইতেছে, কেননা ওর আড়ালে আত্মগোপনটা বেশ চলিতেছে। গোরাচাঁদ প্রায়ই আসে, নিজে লক্ষ্য করে, জিজ্ঞাসা করে ; রাজেন খুবই উদ্‌গ্রীব, পদ্য লিখিয়া শোনাইবার অবস্থা আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করে ; অন্য সকলেও খুব উৎসুক,—ঘোঁৎনা সলাপরামর্শ দেয়, গন্‌শা বলে—"তোদের মাথা খারাপ হয়েছে ? একটা দু-দ্দ্‌গ্ধপোষ্য কচি মেয়ে…"

—গন্‌শার এই অবস্থা, তা এটাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক!

পুঁটুরাণী মেয়ে, তাহাকে অত স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া সহজ নয়! যেন মনে হয় সে গণেশের প্রতি একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেটা তার পৌরুষের জন্য কি তোৎলামির জন্য বলা কঠিন। চোখ খুব বড় বড় করিয়া গল্প শোনে, সেখানে উৎসাহের বশে গন্‌শার কথা বেশি আটকাইয়া যায়, 'খুক খুক' করিয়া হাসিয়া ফেলে, বলে—"দেখুন গণেশদা, নেড়ি হাসাচ্ছে, এখনও দেখুন।" গণেশ বলে—"তবে গ-গ, গল্প রইল, তোমরা—অসভ্য হয়ে উঠছ।"

পুঁটুরাণী ঝাঁকড়া মাথায় একটা দোল দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসে, বলে—"যান, আপনি বড় একচোখো, কে দোষ করলে, আর কার ওপর রাগ।"

গন্‌শা ঠিক রাগে না, আশ্চর্যবোধ হইলেও কথাটা খুব সত্য। ঐ যে পুটু চুলের গোছা নাড়িয়া মাথায় একটা দোল দিল, ঐ যে মুখটা ভার করিল, ঐ যে

অভিমান ভরে এক চোখে বলিল, তাহার পর যে তাহার দিকে দু-একবার আড়ে চাহিয়া আবার ভিতরের দুষ্টামি বশে 'খুক খুক' করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে—সামান্য একটু তোৎলামির বিনিময়ে এতটা সম্ভব হয় বলিয়া গন্‌শা রাগ তো করেই না বরং তোৎলামিটুকু দিবার জন্য বিধাতার উপর সন্তুষ্টই হয়। যখন দৈবক্রমে তোৎলামিটা একটু বন্ধ থাকে, পুঁটুর হাসি দুর্লভ হইয়া পড়ে, গণেশ ইচ্ছা করিয়া কথাটা আটকাইয়া দেয়। এটাও খুবই আশ্চর্য, কিন্তু প্রজাপতির কোন রহস্যটাই বা আশ্চর্য কম ?

ক্রমে ব্যাপার আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। একদিন নেড়ির শ্লেট অপরিষ্কার দেখিয়া গন্‌শা তাহাকে পুকুর থেকে কাঠ-কয়লা দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া ভালো করিয়া পরিষ্কার করিয়া আনিতে বলিল। নেড়ি চলিয়া গেলে পুঁটুরাণীকে বলিল,—"এসো, তোমায় আঙুলের একটা খেলা শিখিয়ে দিই ততক্ষণ।"

একটা সুতার দুইটা মুখ বাঁধিয়া কয়েকটি আঙুলের মধ্যে জড়াইয়া দুইটা হাত জোড় করিয়া ধরিয়া বলিল—"নাও, এবার সুতাটা খোলো দিকিন।"

পুঁটুরাণী তাহার ছোট ছোট দশটা আঙুল দিয়া অনেক চেষ্টা করিল, তাহার পর হার মানিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"নাঃ, পারলাম না। শিখিয়ে দিন গণেশদা,—হ্যাঁ শিখিয়ে দিন।"

গন্‌শা প্রথমটা নিজের হাত দিয়াই শিখাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু এমন গোলমাল করিয়া চেষ্টা করিল যে পুঁটুর ধরা অসম্ভব হইল ; তখন সে নিজের হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"না, এই—এই আমার হাতে শিখিয়ে দিন। কিছু বুঝতে পারছি না, গনেশদা।"

গণেশ হাতটা ধরিয়া দুই-তিনটা আঙুলে সুতাটা পরাইল, তাহার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল—"তুমি তো আমায় আগে 'তোৎলা গণেশ' বলতে।"

হঠাৎ এ ভাবপরিবর্তনে পুঁটুরাণী যেন একটু ভয় পাইয়া গেল, মুখের পানে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল—"ওমা কবে!—কে বললে!"

গণেশ বলিল—"তাই বলেই ডেকো।"

"ওমা কেন!—আমি পারব না।"

গণেশের মুঠা দুইটা বোধ হয় একটু সঙ্কুচিত হইল, বলিল—"সবাইকে কি দা-দ্দাদা বলা চলে ?"

একদিনেই এর বেশি বলা গণেশের নিশ্চয় অভিপ্রেত ছিল না, সেটা

সম্ভবও হইল না, কেন না শ্লেট ধুইয়া কাপড়ের আঁচলে মুছিতে মুছিতে নেড়ি আসিয়া হাজির হইল।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি পুঁটুরাণীর ভাবটা বোঝা শক্ত।

আঙুলের খেলার জন্য কিছু ভাষা আছে কিনা, অথবা যাহাদের দাদা বলা যায় গণেশ তাহাদের মধ্যে কেন পড়িতে পারে না, অথবা 'গোরাদা' এখানকার কোনো কথা বাড়িতে তুলিতে মানা করেই বা কেন—এ সমস্ত লইয়া পুঁটুরাণী যে কখনও মাথা ঘামায় এমন তো কিছুই বোধ হয় না। বাহিরে দেখিয়া গণেশ বুঝিয়াছে মেয়েটি চঞ্চল কিন্তু খুব সরল, তা ভিন্ন বাধ্যও,—একটা কিছু বলিলে সেটা তামিল করে, মানা করিলেও বেশ নিশ্চিন্ত থাকা যায়, অন্যথা হইবে না। একদিন পড়াইতে আসিয়া বাহির হইতে শুনিল—কে যেন ঘরের ভিতর খুব ত্যোৎলামি করিয়া একপাল ছেলেমেয়েদের উপর গুরুমশাইগিরি করিতেছে। সে প্রবেশ করিতে পড়ুয়াদের দল পলাইল, পুঁটু-নেড়ি এ-ওর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া খানিকটা ঝগড়া করিল, নেড়িকে একটু মৃদু ধমক দিলেও, গন্শা বুঝিল কার কীর্তি; কিন্তু অত ছোট কথা গ্রাহ্য করিল না,—সরল, বাধ্য—এসব অনেক গুণ আছে যে। আর ছেলেমানুষ এখন একটু নকল করে বলিয়া চিরকালটাই কি বসিয়া বসিয়া ভ্যাংচাইতে থাকিবে?

একদিন স্টীমার ঘাটে একলা পাইয়া রাজেন ধরিয়া বসিল। বলিল, একটা পদ্য শেষ করিয়া দ্বিতীয়তে হাত দিয়াছে, ভালোবাসা বৃদ্ধির এক-একটা পদ্য, সময় উতরাইয়া গেলে শোনাইয়া ফল হইবে না। বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল গন্শাকে, অভিমানও করিল, বলিল—"আর যাকেই লুকো, রাজেনকে লুকোনো সহজ নয় গন্শা, টের পেতে বাকি নেই, তবে মুখ ফুটে না বলিস সে আলাদা কথা।"

গন্শাকে একটু ভাঙিতেই হইল, বলিল—"ওর বোধ হয় একটু টান হয়েছে—য-য্যতটা বুঝছি—আমার কথা, একটা দ-দ্দশ বছরের কচি মেয়ে…"

রাজেন মিটিমিটি হাসিয়া মাথা দোলাইয়া বলিল—"ঐতেই হবে;—এক হাতে তালি বাজে না হে কত্তা…"

গন্‌শা রাজেনের প্রথম পদ্যটা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে; মনে হইতেছে শোনাইবার সময় হইয়াছে, এমন কি এক-একবার এও মনে হইতেছে যে প্রথম পদ্যের সময়টা যেন উতরাইয়া যাইতেছে, এমন সময় খুব এক ঝোঁক বর্ষা নামিল।

চারদিন ধরিয়া বৃষ্টি চলিয়াছে, আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে অল্প একটু বিরাম, আবার দ্বিগুণ বেগে ধারাপাত।...রাজেন বলিতেছে—"গন্‌শা, এই তাল —এমন জমাট সময় চলে গেলে আপ্‌সে মরবি।"

গণেশ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ অবস্থায় পাশ দেওয়ার ছেলেকেও কেহ পড়াইতে যায় না, কিন্তু গন্‌শা নিয়মিতভাবে বাহির হইতেছে। গোরাচাঁদের মাসী পর্যন্ত বলিলেন—"বাবা, এ দুটো দিন না হয় না-ই এলে, এত দুর্জোগ।"

গন্‌শা বলিল—"ক-কর্তব্যটা একটা মস্ত বড় জিনিস মাসীমা—ঝড়-বৃষ্টির ভয় করলে চলবে কেন?"

চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। পুঁটুরাণী এ ক-টা দিন বাড়ি ছাড়িয়া বাহিরই হইল না। কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের কাছে নেড়ি শুধু কারণে অকারণে খিঁচুনি খাইয়া সারা হইতেছে।

অবশেষে সুযোগ আসিল, আর আসিল সেও একেবারে অপ্রত্যাশিত পথে, আর দাক্ষিণ্যে ভরপুর হইয়া। সুযোগ এমনভাবে অল্প লোকের কাছেই আসে।...

সকালবেলা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামিয়াছে। গন্‌শা ছপছপ করিয়া জনবিরল পথ দিয়া টুইশনি করিতে চলিয়াছে; গায়ে একটা রেন-কোট, মাথায় ছাতা। দুইটিই বেশ শৌখিন এবং দামী; টুইশনটা চাকুরির পূর্বলক্ষণ বলিয়া মামীমার মধ্যস্থতায় এ-দুটা মামার নিকট হইতে পাওয়া গেছে। গন্‌শা আজকাল সবদিকেই একটু শৌখিন হইয়াছেও।

হঠাৎ ডাক শুনিল—"গণেশদা, ও গণেশদা!"

ফিরিয়া দেখে বাঞ্ছার মুড়কির দোকানে পুঁটুরাণী। যেন নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একটু থামিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর, অগ্রসর

হইয়া গিয়া দোকানের ঝাঁপের নিচে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—"খুকুমণি তুমি এখানে!"

পুঁটুরাণী বলিল—"ভাগ্যিস আপনি যাচ্ছিলেন এদিক দিয়ে।...আমি বাঞ্ছার দোকানে মুড়্কি আর দানাদার নিতে এসেছিলাম···"

"এই বিষ্টিতে?"

"বিষ্টি তখন কোথায়? তাই ভাবলাম—খিদে পেয়েছে, যাই চট করে নিয়ে আসি। নিয়ে বেরুতে যাব, কী বিষ্টি!—কী বিষ্টি...আমায় নিয়ে চলুন আপনার ছাতার মধ্যে,...আসি?"

সাফল্যে গন্শার আর যেন কথা যোগাইতেছিল না। কম করিয়া বলিলেও মিনিট পাঁচেকের পথ হইবে এখান থেকে পুঁটুরাণীর বাড়ি—বর্ষার পথে সেটাকে টানিয়া সাত-আট মিনিট করা মোটেই অসম্ভব নয়। এতটা সময় পুঁটুরাণী আর সে এক ছাতার মধ্যে!—জনহীন পথ, অঝোর ধারায় বর্ষা।···গন্শা আজকাল বেশ একটু রাজেনের ছোঁয়াচও পাইয়াছে···কী যে করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছে না।

দোকানে এক বুড়া বাঞ্ছা ভিন্ন আর কেহই নাই, গন্শা বলিল—"থামো, শুধু ছাতায় ঠিক হবে না তো,—আমার রেন-কোটটা একটু মুড়ে শুড়ে তোমায় পরিয়ে দিই, নইলে কাপড়টাতে ঝাপটা লেগে ভিজে যাবে!"

ভিতরে গিয়া কোটটা খুলিল।

পুঁটুরাণীর প্রথমটা ভয়, তাহার পর বেশ একটা মজার কৌতূহল হইল। একটু আপত্তি করিল—"মেয়েরা কখনও ওসব পরে? আর কত বড়।"

তাহার পর রাজী হইল। গন্শা উপরের ভাগটা আর হাত দুইটা মুড়িয়া দিব্য ফিটফাট করিয়া পরাইয়া নিয়া কোমরে বেল্টটা জড়াইয়া দিল।

পুঁটুরাণী ঝাঁপের নিচে আসিয়া বলিল—"আর আপনার?—বা-রে!" বাঞ্ছারাম কী করিতে ওদিকে ফিরিয়াছিল, গন্শা বলিল,—"আমার কথা তো-তোমায় ভাবতে হবে না···"

সাহস করিয়া একটু জুড়িয়া দিল—"এখন।"

'ছপ ছপ' করিয়া দুজনে চলিয়াছে। পুঁটুরাণী কৌতুকে এক-একবার শিহরিয়া উঠিতেছে।

একবার বলিল—"ভাগ্যিস আপনি যাচ্ছিলেন এই পথ দিয়ে!" ভাগ্যটা যে কার কত বড় গন্‌শা সেটাই ভাবিতেছিল, কোনও উত্তর দিল না।



পুঁটুরানী একেবারে পুলকিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"আর বেশ গরমও হয় এগুলো, না গণেশদা?"

সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"কিন্তু গণেশদা, আপনার সঙ্গে আড়ি।"

সোজা 'কেন?' না বলিয়া গণেশ একটু রসিকতা করিয়া প্রশ্ন করিল—"গণেশদার অপরাধ?"

একটু মুখ-ঝামটার স্বরেই পুঁটুরাণী বলিল—"আপনি কেন ও বুড়োর সামনে আমায় খুকুমণি বলবেন? আমার যেন নাম নেই?"

আজ গণেশ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে?...কিন্তু পথ তো প্রায় অর্ধেক হইয়া গেল। গণেশ একটা অছিলা হিসাবে একটা পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সেটার জল ফেলিয়া পায়ে দিতে দিতে বলিল—"কী নাম তোমার?"

বর্ষাটা যেন আরও জোর হইয়া ওদের দুজনকে চারিদিক হইতে আলাদা করিয়া ফেলিয়াছে।

পুঁটুরাণী বলিল—"কেন?—মৃণালিনী, আপনি জানেন না? নিশ্চয় জানেন।"

যা 'জপোমন্ত্র' হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আর জানে না? গন্‌শার কুণ্ঠা আসিতেছিল, কিন্তু হাতে পাওয়া সুযোগকে আর হাতছাড়া করিল না। আর-একটা পায়ের জুতা খুলিয়া আর-একটু সময় লইয়া বলিল—"মি-মৃণালিনী—মৃণালিনী? বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো!"

মেয়েদের মন—হঠাৎ কী হইল, পুঁটুরাণী যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল—"যাঃ, মিষ্টি না আরও কিছু!"

গণেশ বলিল—"রোসো, তোমার নামের একটা পদ্য যেন কবে কো-কোথায় পড়েছিলাম, শুনবে?"

পুঁটুরাণী সেইরকম একটু কুণ্ঠিত স্বরেই বলিল—"বলুন না শুনি, সব পদ্যই আমার বেশ লাগে।"

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিয়া আসিল, আর গৌরচন্দ্রিকা চলে না। গণেশ রাজেনের পদ্যটা শুরু করিয়া দিল—

পু-প্পুকুরে ফুটেছে মৃণালিনী
তার রাঙা রূপে আলো করে,
গন্ধে ভ্রমর ঘোরে ফেরে
বুঝি পা-প্পাগল করেছে তারে,
তা-ত্তার নধর শ্যামল মৃণালে
ঢেউ দুলে দুলে দেয় দোল,

তা-তার আলোক-চুমিত রাঙাদল
ঘিরে বায়ু হল উতরোল।
শো-শো-শো-শোনো অচিন দেশের অতিথি গো…

পুঁটুরাণী আচমকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"আমার বাড়ি এসে গেছে যে—"

বাগানের বাঁশের ফটকের সামনে আসিয়া পড়িয়াছে, গন্‌শা দাঁড়াইয়া পড়িল। পুঁটুরাণী ফটকটা খুলিয়া দিয়া দুই পা ভিতরে গিয়া বলিল—"আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

মাঝ-পথ থেকে মাঝ-সমস্যায় গন্‌শা একটু হকচকিয়া গিয়াছে।

বলিল—"না।"

"ওমা, কেন? বাঃ!"

তাহার পর কী যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়া বাড়ির দিকে যাইয়া অতিকষ্টে একটা হাসি চাপিয়া রেন-কোটের বেল্টটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"তাহলে এটা নিন, আমি যাই!"

বাগানের ভিতর দিয়া বেশ খানিকটা গিয়া তবে বাড়িটা। বৃষ্টিটা ধরিয়া আসিয়াছে তবে সম্পূর্ণ যায় নাই, তাহা ভিন্ন গাছের ডালপালা হইতে মোটা মোটা ফোঁটা ঝরিতেছে, গন্‌শা একটু কী ভাবিল, তাহার পর বলিল—"না, তুমি যাও, এই ছা-চ্ছাতাটাও নাও, ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দাওগে।"

"বাঃ, আর আপনি?"

"আমার কথা ভাবতে হবে না, আমি ত-ততক্ষণ এই ছাতিমগাছটার তলায় দাঁড়াচ্ছি, বেশ ঘন আছে।"

একবার পিছু ডাকিয়া বলিল—"শোনো।"

পুঁটুরানী ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"কী?"

—মুখে যেন একটু হাসি লাগিয়া আছে!

গনশা বলিল—"দাদামশাইকে বলে কাজ নেই, বাড়ির কাউকেই নয়।"

আর একটু স্পষ্টতর হাসিতে পুঁটুর ঠোঁটটা যেন একটু গুটাইয়া গেল। প্রশ্ন হইল—"কেন?"

"এই ম-মনে করবে ভারি একটু ছাতা দিয়ে উপগার করছে, আবার জ-জানাতে এসেছে; তুমি বাইরের ঘর থেকেই পাঠিয়ে দিও।"

[৬]

দুই মিনিট গেল, চার মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল—না ঝি, না রেন-কোট, না ছাতা! বর্ষা আর একটু বাড়িল, একবার মনে হইল ভিতরে চলিয়া যায়, একবার মনে হইল ডাকে—কিন্তু কী ভাবিয়া কোনোটাই সমীচীন বোধ হইল না।···এতক্ষণ ধরিয়া যে অনুভূতিটা মনে আধিপত্য করিতেছিল সেটাকে ঠেলিয়া একটু একটু করিয়া রাগ জমিয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটুর টুকরা-টাকরা হাসিগুলা বেশ অর্থবান হইয়া উঠিল—ঠাট্টা করিয়াছে, জব্দ করিয়াছে, উপকারের বদলে··· উঃ, কী ধড়িবাজ মেয়ে!

বৃষ্টি নামিল, ছাতিমের ছাতায় আর কাজ হয় না···কী ফিচলেমি বুদ্ধি! দাদামশাইকে বলে নাই এটা ঠিক···বুড়া মানুষ, তায়—গোলোক চাটুজ্যের পরিচিত, এ ধরনের উগ্র রসিকতা সে নিশ্চয় করিবে না···রসিকতা!—একেবারে সীমা ছাড়াইয়া—ঐ এক ফোঁটা মেয়ে!···

ভিজিয়া চুপসিয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে রাস্তায় বাহির হওয়া দায়—যে দেখিবে সেই বা কী বলিবে? গোরাচাঁদের মাসীর বাড়ি যাওয়া তো অসম্ভব···তবু আর একটু দেখিল,—ছাতিমের তলায় আত্মগোপন করিয়া তীব্র আশায় বাড়িটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ যেন ঠিকরাইয়া যাইতেছে। নাঃ, ডাহা শয়তানি—কোনো আশাই নাই। উঃ, ঐ একরত্তি মেয়ে!—দেখিতে অত সরল, অত নিরীহ!

যাহাতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির অন্য কেহ দেখিতে না পায়, গোরাচাঁদের মাসীর বাড়িরও কেহ না ডাকে, বাঞ্ছারামও দেখিয়া না প্রশ্ন করিয়া বসে, আবার ওদিকে রাজেনেরও না নজরে পড়িয়া যাইতে হয়—এইভাবে চতুর্দিকে বাঁচাইয়া সেই দারুণ বৃষ্টি মাথায় করিয়া গন্‌শা ছপ-ছপ করিতে করিতে বাড়ি লক্ষ্য করিয়া হালকা দৌড়ের চালে ছুটিল।

পরদিনের কথা। সন্ধ্যা বেশ খানিকক্ষণ হইল উতরাইয়া গিয়াছে। বিকাল হইতে বৃষ্টি কমিয়া কমিয়া আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার। নিজের বাড়িতে বাহিরের দিকে একটা ঘরে গন্‌শারা বসিয়া আছে সকলেই। গন্‌শার শরীরটা ভালো নয়, মনটা একেবারেই ভালো নয়। ছাতা, রেন-কোটের কথা সবাই জানে, উদ্ধার করা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরটা একটেরে, গোলক চাটুজ্যের ঘর থেকে অনেকটা দূরে। চাপা গলায় নানা রকম আলোচনা হইতেছে।

রাজেন আর গোরাচাঁদকে সকলে গঞ্জনা দিতেছে, ত্রিলোচন বলিতেছে—"পাড়ায় থাকিস আর জানিস না সে মেয়েটা এরকম ফিচেল ?—মেয়ে দেখলেই যে তোদের আর জ্ঞান থাকে না…লেখ কাব্য! রাজেনের কাছে দাম আদায় কর গন্‌শা—একটার দাম রাজেনের কাছে একটার দাম গোরাচাঁদের কাছে—"

রাজেন, গোরাচাঁদ অপরাধীর মতো বসিয়া আছে, কোনো উত্তর দিল না। রাজেনের বিদ্রোহের ঝনঝনানি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"উঃ—নারী! চিররহস্যময়ী !

গন্‌শা নিরুদ্যম কণ্ঠে বলিল—"ওদের আর কী দোষ ?—চি-চ্চিরকেলে অব্যেস—উপকার করতে গেছিলাম—শিক্ষা হল—ওসব বাই এবার থেকে ছা-চ্ছাড়লাম ; নাক কান মলছি। হক্কের জিনিস দুটো—প-প্পছন্দ করে কিনেছিলাম…"

কে. গুপ্ত বলিল—"কালীঘাটে দুটো টাকা মানসিক করুন না মশাই, অনেক সময় তাতে এসে যায়, হক্কের জিনিস হলে।"

ওদিক দিয়া কে যেন আসিয়া গোলোক চাটুজ্যের ঘরে গেল। দলটা অল্প একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিল, ঘোৎনা বলিল—"বোধ হয় ভুবন মুখুজ্যে—মাঝে মাঝে যে আসে দাবা খেলতে।"

গোরাচাঁদ বলিল—"উঃ, কী মতলবাজ—নাতনীটিও কি ঠিক সেই রকম গজিয়ে উঠছে।"

গন্‌শা কী ভাবিতেছিল, কে. গুপ্তর কথার উত্তর দিয়া বলিল—"দু টাকা কী বলছেন আপনি মশাই ? আমি ও দুটোর জন্যে পঁ-প্পচিশ টাকা মানসিক করতেও পেছপা নই, কত বে-ব্বেছে বেছে যে…"

এমন সময় ঘরে একটা ছায়া পড়িল, ভিতরের দরজা খুলিয়া গোলক চাটুজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"গন্‌শা আছে এখানে ?…এই যে রয়েছিস,—তোর ছাতা আর রেন-কোট।"

সামনের টেবিলের উপর রাখিয়া আবার আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। কে দিল, কোথা হইতে আসিল, কি ভালো-মন্দ একটা মন্তব্যই করা,—কিচ্ছু না।

মিনিট দশেক পর্যন্ত ঘরটাতে আর কোনো সাড়াই রহিল না।…আর এটাও জানা কথা যে জিনিস ফিরিয়া পাইলেও গন্‌শা কালীঘাটে দুই টাকাই হোক বা পঁচিশ টাকাই হোক—কোন মানসিকই চুকাইয়া দেয় নাই আজ পর্যন্ত।

নিরুদ্দেশ

পুঁটুরাণীর আচরণে সকলেই মর্মাহত হইয়াছে। ঐ এক ফোঁটা মেয়ে, দেখিলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটাইয়া খাইতে জানে না, তার পেটে এই জিলিপির প্যাঁচ! এত বড় একটা কূট চাল চালিয়া বসিল!

ত্রিলোচন বলিল—"চাল এখুনি ভেঙে দিতে পারা যায়, গন্‌শা ইচ্ছে করছে না তাই।"

বোধ হয় ইচ্ছা করাইবার জন্যই গণেশের পানে চাহিল। গণেশ বলিল—"এসা শিক্ষা দিতে পারি যে···"

গোরাচাঁদ বলিল—"তাই দে গন্‌শা, যেন চিরকাল মনে থাকে—হ্যাঁ একজনের পাল্লায় পড়েছিলাম বটে।"

গণেশ তাচ্ছিল্য ভাবে নাসিকা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"গ-গ্-গন্‌শা মশা মেরে হাত ময়লা করে না।"

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে রাজেন বলিল—"গরিব রাজেনের একটা কথা কানে তুলবে কি?"

সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিল—"কথাটা কী শুনি?"

রাজেন বলিল—"পুঁটুরাণী গণেশকে ভালবাসে বলেই জব্দ করতে চেয়েছে।"

কে. গুপ্ত কী বলিতে যাইতেছিল, রাজেন একটু বিরক্তভাবে ডান হাত উঁচু করিয়া বলিল—"আপনি দয়া করে থামুন মশাই একটু,—সায়েন্সের ছাত্র, এসব বুঝবেন না,—এ গ্যাসও নয়, ইলেকট্রিসিটিও নয়।"

কে. গুপ্ত একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, বলছিলাম··"

গন্‌শা বলিল—"প-প্পরে বলবেন-খন।"

রাজেন ভাবিয়া ভাবিয়া বেশ একটি মনোজ্ঞ লেকচার দাঁড় করাইয়াছিল, বাধা পাইয়া মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ত্রিলোচন তাগাদা দিতে কে. গুপ্তকেই প্রশ্ন করিল—"ফল্গু নদী দেখেছেন?"

কে. গুপ্ত জানাইল—না, দেখে নাই।

"অথচ বেহারে থাকেন!"

খোঁচাটুকু দিয়া বোধ হয় একটু তৃপ্তি পাইল, ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওপরে দেখো ধুধু করছে বালি—এক ফোঁটা জল নেই কোনোখানে, পা দাও, পুড়ে ফোস্কা হয়ে যাবে, হাত দিয়ে ওপরের বালি একটুখানি সরিয়ে ফেলো, তরতর করে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাই তো ফল্গু নাম।"

আর কিছু বলিল না। গোরাচাঁদ তাৎপর্যটা একেবারেই বোঝে নাই এবং বোঝে নাই বলিয়াই মনে করিল কোনো একটা কথা না বলিলে খারাপ দেখায়। একবার রাজেনের দিকে চাহিয়া লইয়া কে. গুপ্তকে বলিল—"তখন হাত-পা তুই ঠাণ্ডা করে নিন না।"

বোধ হয় এক গণেশই উপমাটা ঠিকমতো বুঝিয়া থাকিবে। কে. গুপ্ত আর ত্রিলোচন ব্যস্ত না হইয়া টীকাস্বরূপ আরও কিছু রাজেনের মুখে শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছে এমন সময় ঘোৎনা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় তুই সপ্তাহ ছিল না। একে পুঁটুরাণীকে লইয়া এই দারুণ সমস্যা, তায় ঘোৎনা নাই, তাহাকে পাইয়া সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রাজেনের তুর্বোধ্য ফল্গু-প্রসঙ্গটা চাপা পড়িবার আশায় গোরাচাঁদের উল্লাসটা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি, দূর হইতেই বলিয়া উঠিল—"কোথায় ছিলি বল দিকিন? আমরা এখানে এক সমিস্তে নিয়ে সারা হচ্ছি, দেখেও গেলি, তারপর একেবারে তুই হপ্তা নিরুদ্দেশ!"

ঘোৎনা একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল, সেটা গন্‌শার হাতে দিয়া সামনে বসিয়া এক লম্বা গল্প শুরু করিয়া দিল—সেদিন গণেশের ওখান থেকে ফিরিতেই বাড়ির সকলে যেন হাঁউ-মাউ-খাঁউ করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কাকা বলিল, "কোথায় থাকিস চোপর দিন? নে, কাপড় জামা বদলে নে, আর এক মিনিট সময় নেই!"...ব্যাপার কী?—না যে দাদাশ্বশুর হইবে সে মরো-মরো, কি রকম নাতজামাই হইবে একবার দেখিতে চায়, টেলিগ্রাম আসিয়াছে।...কাছে-পিঠের কথা তো নয়—কোথায় শিবপুর আর কোথায় সেই মুরশিদাবাদ।...কখনও হয় দেখা?—বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হরিবোল ধ্বনি উঠিল।...একটা লোক দেখিতে চাহিয়াছিল অথচ দেখিতে না পাইয়া মনে একটা আফসোস লইয়া মরিল, তাহার শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত না থাকিলে ভালো দেখায়? সেটা যদি শেষ হইল তো একদিন বাদ দিয়া জ্ঞাতভোজন।...একটা লোকের সঙ্গে তুদিন পরেই একটা কুটুম্বিতার সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে—কখনও ছাড়িতে পারে তাহারা?...সব চুকাইয়া এই পাঁচটার ট্রেনে নামিয়াছে, বাড়ি আসিতে সাড়ে

পাঁচটা—স্থটকেশটা রাখিয়াই সোজা চলিয়া আসিতেছে। গল্পটা খুঁটিনাটির সহিত শেষ করিলে গোরা ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—প্রশ্ন করিল—“লোক কি রকম ছিল?···ভালো লোকেরা থাকে না, আর এই দেখ না পুঁটুরাণীর ঠাকুরদাদাকে,—ঘাঁটি আগলে মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে বসে আছে।”

ঘোৎনা একটু হাসিয়া বলিল, “গিন্নীর দাদামশাই—সে কি রকম লোক হত আন্দাজ করতেই তো পার।···কি রে তিলু, বল না।”

ত্রিলোচন রগ দুইটা টিপিয়া—মাথা নিচু করিয়া বসিয়া ছিল, যেন নিদ্রা থেকে উঠিয়াছে এইভাবে মাথাটা তুলিয়া বলিল—“কি বলছিস?—এক বর্ণও শুনিনি আমি।”

গন্‌শা বলিল—“শুনিনি মানে? ঘুমুচ্ছিলি নাকি?”

ত্রিলোচন আবেগের চোটে দাঁড়াইয়া পড়িল, গন্‌শার পানে চাহিয়া বলিল—“নিরুদ্দেশ!—গোরা বললে না?—আমার তখন থেকে কথাটা কানে লেগে গেছে।—তুই নিরুদ্দেশ হ’ গন্‌শা!”

আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনে সকলেই বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, ঘোঁৎনা বলিল—“লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি?—নিরুদ্দেশ হবে কি?”

ত্রিলোচন সত্যই নিজের খেয়ালে মাতিয়া গিয়াছিল, সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই ব লিল—“হ্যাঁ নিরুদ্দেশ হতে হবে, বাঃ এসা আইডিয়া গোরা মাথায় দাঁদ করিয়ে দিয়েছে! হ’ নিরুদ্দেশ, এক ঢিলে দুই পাখি যদি না মারতে পারি...তোরা বাজে কথা কইছিস, এদিকে আমার সমস্ত প্ল্যান ঠিক...”

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, ত্রিলোচনের ডান হাতটা ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল—“তুই বোস দিকিন ঠাণ্ডা হয়ে, তোর ঢি-ঢ় ঢিলই বা কি আর পা-প্পাখিই-বা কাকে বলছিস শুনি। সেবারে পাকা দেখার প্ল্যান করে তো প্রায় জে-জ্জেলে টেনে তুলছিলি।”

[২]

ত্রিলোচন বলিল—“এক পাখি তোমার মাতুল;—ঘোঁৎনার মতন অতদিনও গা ঢাকা দিতে হবে না, মেরেকেটে একটি হপ্তা কোথাও ঘুপটি মেরে বসে থাকো ‘বাপ’ বলে ডেকে যদি বিয়ে না দেয় তো ত্রিলোচনের নামে একটা কুকুর পুষো। দ্বিতীয় পাখি—তোমার প্রাণপাখি শ্রীমতী পুঁটুরাণী ওরফে

মৃণালিনী দেবী। যদি রাজেন যেমন বলছে, ভালোবাসে বলেই জব্দ করবার ফিকির করেছিল তো নিরুদ্দেশের নামেই ফিকির-ফন্দি যে কোথায় চলে যাবে! ...সাতদিনও লাগবে না, তিন দিনেই যদি বাড়িতে মরাকান্না না তোলে তো তখন বোলো ত্রিলোচনকে; বিরহের মতন কোঁৎকা আর দ্বিতীয়টি নেই বাবা,—বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়। দেখতেই তো পাচ্ছি—মেয়েদের পক্ষে তো আরও।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ঘোঁৎনা বলিল—"নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছেই বা কোথায়? খাবেই বা কী?"

গন্‌শা বলিল—"এ তো আর ঘোঁৎনার নি-ন্নিরুদ্দেশ নয়, দাদা-শ্বশুর ফৌত হয়ে দু-হপ্তা চব্য-চোষ্যের ব্যা-ব্ব্যাবস্থা করে দিয়ে গেল..."

ত্রিলোচন উত্তর করিল—"গরীবের সব প্ল্যানটা শোনই আগে দয়া করে।"

ঘোঁৎনা বলিল—"বলই না শুনি।"

"খিদিরপুর মনসাতলায় আমার এক দূর-সম্পর্কের মামাশ্বশুর আছে, নাম বিনোদ বিহারী। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, গন্‌শা গিয়ে সেখানে উঠুক। ভাগ্নীজামায়ের বন্ধু, আদরেই থাকবে। দিব্যি খাক, দাক, সমস্ত দিন ডক্, চিড়িয়াখানা দেখে ঘুরে বেড়াক। ইচ্ছে হোল সাতটা দশের স্টীমারটায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে, এখানকার হাল-চাল মালুম করে আবার জেটি থেকেই আটটা ছাব্বিশেরটাতে ফিরে গেল। আমরা মুখ চুন করে মাঝে মাঝে ওর মামার কাছে যাই,—মামা, মামীমা জিগ্যেস করছে—জানো তোমরা কোথায় উধাও হোল সে ছোঁড়া?...আমরা কী জানি মশাই? শিবপুর থেকে নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত তামাম জায়গা চষে ফেললাম পাঁচজনে মিলে, এ তল্লাটে থাকলে একদিন না একদিন পড়তই চোখে; বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল না তো? এদানি যেন সে ধরনেরই মতিগতি হয়ে আসছিল—কথাবার্তায় এই রকমটা মনে হত। ...মানে, একটু একটু করে মন ভিজিয়ে আনা আর কি, তারপর ঘোঁৎনা গিয়ে না হয় কথাটা গন্‌শার মামার কাছে তুলুক—বলুক গন্‌শার ফটো দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বের করে দিতে—'মামা নিদারুণ উদ্বিগ্ন, মামী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে—গনেশ, তুমি কোথায় আছ ফিরিয়া আইস। এই কি তোমার কর্তব্যজ্ঞান? এই কি তোমার পিতৃতুল্য মাতুল মাতুলানীর প্রতি ভক্তি?'......এই রকম বানিয়ে বানিয়ে—সে রাজেন রয়েছে, লিখে দেবে'খন। ফিরে এলে তাড়াতাড়ি গন্‌শার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে ফেলার পরামর্শ

দেওয়া। এদিকে গোরা গিয়ে তার মাসির বাড়িতে রটিয়ে দিক কথাটা, এ-কান সে-কান হ'তে হ'তে সেটা পুঁটুরাণীর কানে উঠুক। যদি দেখা গেল, রাজেন যা বলছে তাই ঠিক, মানে বিরহটা পুঁটুরাণীর শক্তিশেলের মতন লেগেছে তো তার সঙ্গেই কথাবার্তা পাকা করে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো গন্‌শার জন্যে অমন কত শত পুঁটুরাণী হা-পিত্যেশ করে আছে কোন-না-কোন এক জায়গায় গেঁথে দিলেই হবে,…এই আমার প্ল্যান, দেখ ভেবে।"—বলিয়া আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা সিগারেটের ডিবা বাহির করিল।

সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ত্রিলোচন দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল, ঠোঁটের এক পাশ দিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"বললে, মামা যে রাজী হবে তার গ্যারান্টি কী? ঐ তো মামা—না-দেবায়, না-ধর্মায়।…বেশ, মামী রয়েছে, তাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে শয্যাশায়ী করে তোলা শক্ত হবে না, তখন ভাগ্নের জন্যে না হোক, পরিবারের জন্যেও তো…"

রাজেন বলিল—আমার মত যদি জিগ্যেস্ কর তো মামাকেও নেমে আসতে হবে। যতক্ষণ চোখের সামনে রয়েছে ততক্ষণ যাই বলুক, যাই করুক, নিরুদ্দেশের নাম শুনে কি নিজের কোট ধরে বসে থাকতে পারে? গায়ে মানুষের চামড়া আছে তো? বোনের ছেলে, সে বোনও বেঁচে নেই আবার—রাগ করে ভাত না খাওয়া নয়, একেবারে নিরুদ্দেশ।…শুনলেও শিউরে উঠতে হয়!"

ঘোঁৎনা বলিল—"আরও একটা ভেবে দেখবার কথা—সম্পত্তির ওয়ারিসান তো এই গন্‌শা, সে নিরুদ্দেশ হলে এতবড় সম্পত্তিটা জামাইয়ের পেটে যাবে সেটা কি বোঝে না ওর মামা? দেখি সিগারেটটা।"

একটা টান দিয়া তাহার হাতে সিগারেটটা দিয়া ত্রিলোচন বলিল—"এখন গণেশ কী বলে শোনা যাক। কি রে গন্‌শা?"

গন্‌শা সংক্ষেপে বলিল—"ওদিকেও সেই মা-ম্মা তো?"

এ সাদৃশ্যটা কেহ অতটা মিলাইয়া দেখে নাই, প্ল্যানের মধ্যে অতবড় একটা খুঁত রহিয়াছে দেখিয়া সবাই যেন একটু নিরুৎসাহ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ত্রিলোচনই কথা কহিল। বলিল—"তা হ'লে পরিচয়টা আর একটু খোলসা করে দিই, দেখবে কি রকম আটঘাট বেঁধে এগুচ্ছি আমি। খিদিরপুর আলিপুরের মধ্যে বিনোদ মামার মতন খলিফা লোক আর দ্বিতীয়টি নেই।

একলা মানুষ, এই লিকলিকে চেহারা, কিন্তু এমন কাজ নেই যাতে বিনু মামার মাথা খোলে না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যে-কোনো কাজে লাগিয়ে দাও না কেন—পরিপাটি করে সেরে দেবে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ আছে, হোমিওপ্যাথি, ইনসিওরেন্সের দালালি, কনট্রাকটারি, দরকার দেখলে খিদিরপুরের কুলিদের ক্ষেপিয়ে ধর্মঘট করিয়ে কিছু হাতিয়ে নিলে, ঘটকালিও করে মাঝে মাঝে, কুষ্ঠি ঠিকুজি বানাতে অদ্বিতীয়। কালীঘাটে যাত্রীদের একটা হোটেলও আছে; আর মকদ্দমায় মাথা! আলিপুরের তা-বড় তা-বড় কৌন্সিলিতে যে-সব মকদ্দমার হদিস পায় না, বিনু মামা একবার শুনে নিয়ে…"

ঘোঁৎনা বলিল—"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, ঐ-মামা হচ্ছে এই মামার দাবাই, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্…"

কে. গুপ্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, প্রশ্ন করিল—"তিলুবাবু দেখেছেন তাঁকে, কি, তাঁর বাড়ি গেছেন?"

ঘোঁৎনা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিল—"আপনি জর্জ দি ফিফথ্ কি প্রেসিডেন্ট উইলসনকে দেখেছেন? তাদের বাড়ি গেছেন?…তারা নেই তা'হলে—বাড়িঘর-দোরও নেই তাদের?—রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে-ঘুরে বেড়ায়?"

দলের মধ্যে গণেশের পরেই ঘোঁতনার স্থান, তাহার কাছে এতবড় একটা সমর্থন পাইয়া ত্রিলোচন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, একটু নড়িয়া-চড়িয়া বলিল—"আমিও তো সেই কথা ভেবে রেখেছি,—না লুকিয়ে একটি একটি করে বিনোদ-মামাকে আমাদের সব কথা বলা, ব'লে ধরে পড়া—আপনি একটা বিহিত করে দিন…দেবেই, এদিকে যে বড্ড পরোপকারী আবার।"

রাজেন বলিল—"তায় কুটুমের বন্ধু…"

কে, গুপ্ত ভয়ে ভয়ে বলিল—"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে—মানে—দিন চার পাঁচ কি হপ্তাখানেক থাকা কিছু নয়, কিন্তু ধরুন যদি মামার মন ভিজতে দেরি হোল, মাসখানেক থাকতে হোল—খরচা না দিয়ে থাকা—আর যে রকম লোক শুনছি…"

রাজেন, গোরাচাঁদ, ত্রিলোচন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"নেয় কখনও খরচ মশাই। কুটুমের বন্ধু—আর অভাবই বা কিসের তাঁর?"

গন্শা নির্লিপ্তভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া একটু বিরক্তভাবে বলিল—"আর শুনছেন প—প্—পরোপকারী।"

আরও অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হইয়া অবশেষে নিরুদ্দেশ হওয়াই সাব্যস্ত হইল।

[৩]

পরদিন আর হইয়া উঠিল না। চৌধুরীদের বাড়ি একটা বড় কাজ ছিল, পরিবেশনটা সামলাইয়া দিবার জন্য আগে থাকিতে গন্‌শাকে বলা ছিল। তাহার পরদিনও নয়,—গোরাচাঁদকে সামলাইতে কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিন বেলা আন্দাজ ছুইটার সময় সকলে খিদিরপুরে আসিয়া নামিল,—এক কে. গুপ্ত ছাড়া; তাহার কলেজ, আসিতে পারিল না। গলিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং তাহার পর সেই নানা ফিকরির গলিতে বাড়িটা বাহির করিতে ঘণ্টা দেড়েক লাগিয়া গেল। শীতকাল, সঙ্গে একটা মাঝারি গোছের বিছানার মোট আছে—ত্রিলোচনের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা,—পারাপারি করিয়া সকলে বহন করিতেছে। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় চারজনে ৭৭।১।১ক-এর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গলির অবস্থা দেখিয়া যেটুকু বা উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল, বাড়ি দেখিয়া একেবারে উড়িয়া গেল।

একটানা খানিকটা টিনের চালের উপর খাপড়া বসানো,—ভিতরে বোধ হয় খান তিনেক ঘর আছে। একপাশে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট টিনের চাল, তাহার উপর খাপড়া নাই, মনে হয় রান্নাঘর। তাহার পাশেই, উঠান ঘেঁসিয়া একটা ছোট বিচালির গাদা, মাথাটা দেখা যাইতেছে। সামনে, গলির উপর একটা ঘর, টিনের চাল, ছ্যাঁচাবেড়ার দেয়াল, মাটি দিয়া পরিষ্কার করিয়া লেপা, বাহিরের দিকে একটা দরজা আছে, বন্ধ। এই ঘরের বাহিরের দিকের দেয়ালের সঙ্গে টানা বাড়ির ইটের দেয়ালটা, খুব নীচু, মাঝখানে একটা দরজা, তার প্যানেলগুলার মধ্যে খানতিনেক দেবদারু কাঠের, খানতিনেক কেরোসিন তেলের টিনের। বাইরের ঘরের দরজার একপাশে একটা ঝক্‌ঝকে সাইনবোর্ড, লেখা আছে বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী, এইচ-এম-বি, কনট্রাকটার। অর্ডার সাপ্লায়ার, জেনারেল মার্চেণ্ট, এট্‌সেটরা, ম্যারেজ সেটেল্‌ড্ বাই পোস্ট। এন্‌কোয়ার উইদিন।

চারজনে মুখ চুন করিয়া পরস্পরের পানে চাহিল, ত্রিলোচন কাঁচা গলিটাতে প্রবেশ করা অবধি কাহারও মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, সদর ঘরের দরজা ছুইটাতে আঘাত দিয়া ডাকিল—"মামা! বিনোদ মামা।"

উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিল,—"গাঙ্গুলী মশাই !"

কোনো উত্তর নাই।

ঘোঁৎনা বলিল—"ফিরে চল, ভালোই হোল, যা অবস্থা দেখছি !..."

ত্রিলোচন ফিরে যাওয়ার কথায় জিজ্ঞাসু-নেত্রে গন্‌শার পানে চাহিল। গন্‌শা বলিল—"ফু-ফু-ফুরসৎ থাকলে তো দেখা করবে; মার্টিনের ব-ব্বড় সায়েবের বাড়ি এনে তুলেছিস।"

ফিরিয়া যাইবার জন্য সকলে ঘুরিয়াছে, গোরাচাঁদ বিছানার গাঁঠরিটা কাঁধে তুলিয়াছে, একটি মাঝবয়সী লোক আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল —"কাকে চাও ?"

অত্যন্ত রোগা; গাল, রগ তোবড়ানো; কণ্ঠস্বর হ্রস্ব; খর্বাকৃতি নাক, মাথার চুল খুব পাতলা এবং দীর্ঘ, বাঁ-দিকে একজোড়া জটা। পরনে রক্তাম্বর, গায়ে একটা ফতুয়া, ঐ রঙ্গেই ছোবানো। ডান হাতের অনামিকায় একটা কুশের আংটি।

ত্রিলোচন বলিল—"বিনোদ গাঙ্গুলী মশাইকে।"

—"সামনেই দাঁড়িয়ে, কি দরকার ?"

ত্রিলোচন একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আমতা-আমতা করিয়া বলিল—"আমি হচ্ছি, কালসিটের গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মধ্যম জামাতা।"

"উত্তম কথা।"

ত্রিলোচন বোধ হয় অভ্যর্থনার আশায় একবার বদ্ধদুয়ার সদর ঘরটার পানে আড়ে চাহিয়া লইল, উত্তরের কোন আভাস না পাইয়া বলিল—"আমি মধ্যম জামাতা আর এ-হচ্ছে শিবপুরের গণেশ, নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

—"নিশ্চয় শুনে থাকব, কিন্তু একেবারে মনে পড়ছে না। কাজটা কী ?"

ত্রিলোচন যেন বিশবাঁও জলে পড়িয়াছে, জিভ দিয়া ঘন ঘন ঠোঁট ভিজাইতে লাগিল। গোরাচাঁদ তাহাকে একটু ঠেলিয়া সামনে আসিয়া বলিল—"কাজ মানে—গণেশ নিরুদ্দেশ হয়েছে..."

বিনোদ গাঙ্গুলীকে বিস্মিত দৃষ্টিতে গণেশের পানে চাহিতে দেখিয়া সামলাইয়া লইয়া বলিল—"মানে—কোনো একটা বিশেষ কারণে—নিরুদ্দেশ হওয়া ঠিক করেছে। তাই ত্রিলোচন বললে—তবে মামাশ্বশুরের ওখানে চল্‌..."

—"মামাশ্বশুরটা কে ?"

গোরাচাঁদ ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া তাহার পর বিনোদ গাঙ্গুলীর পানে চাহিয়া বলিল—"তিলু আপনার সম্পর্কে ভাগ্নাজামাই হয় কিনা তাই…"



"কাকে চাও ?"

—"নতুন শুনলাম। হোলেও ফেরারী আসামী ঘাড়ে চাপিয়ে জেলে পাঠাবার মতলবে আছে নাকি ?"

ক্ষিপ্রতার সহিত যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "মাফ করো, আমি

ওসবের মধ্যে নেই। পুলিস ডাকবার আগেই সরে পড়ো সব। না কি—ডাকব ?"

সকলে আবার ঘুরিয়া পা বাড়াইল। গোরাচাঁদ মোট ছাড়িয়াই হনহন করিয়া খানিকটা আগাইয়া পড়িয়া ফিরিয়া তাকাইল।

ঘোঁৎনা ত্রিলোচনের কাঁধটা চাপিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল—"একটা মস্তবড় ফ্যাসাদের ঘর হয়ে রইল যে, যদি ঐ বলে পরে পুলিসে খবর দেয়···দাঁড়া।"

বিনোদ গাঙ্গুলী আগাইয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতেছিল, গিয়া মিনতিস্বরে বলিল—"আমাদের সব কথা আপনাকে একটু শুনতে হবে দয়া করে, খুনীও নয়, ফেরারীও নয়।···একবার বাইরের ঘরটা খুলুন। শুনে তারপর···"

একটি ছোট মেয়ে দোরটা খুলিয়া দিল। "আচ্ছা দাঁড়াও সদর দরজার সামনে"—বলিয়া বিনোদ গাঙ্গুলী ভিতরে গিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। ঘোৎনা চাপা গলায় এদের বলিল—"এখন সব কথা না বলে উপায় নেই, একটা ভুল খেয়াল নিয়ে রইল যে—যেমন সাইনবোর্ড দেখছি—ফ্যাসাদে ফেলতে পারে। অতরকম কারবার নিয়ে থাকে—এরা প্রায়ই···"

এমন সময় গাঙ্গুলী সদর ঘরটা খুলিয়া বলিল—"এসো, কিন্তু চটপট—আমার আবার সময় নেই···"

গন্‌শা আর গেল না, বাকি সবাই ভিতরে গিয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

ঘোঁৎনা গণেশকে যতদূর সম্ভব নিরীহ এবং গোলক চাটুজ্যেকে যতদূর সম্ভব শয়তানরূপে চিত্রিত করিয়া প্ল্যানটা আগাগোড়া বলিয়া গেল। বিবাহের কথা অবশ্য চাপিয়া গেল, বলিল—গন্‌শা বেচারী চায় চাকরি করিয়া ভদ্রভাবে জীবন ধারণ করিতে, মামা বলে—'তুই বসে বসে আমার চুনের গোলার খাতা লেখ্'—এই লইয়া মতবৈষম্য, এই ভাগ্‌নেটিই গোলক চাটুজ্যের একমাত্র ওয়ারিসান—যদি কয়েকদিন নিরুদ্দেশ হইয়া মামার মতিগতি বদলানো যায়, তাই এই মতলবটুকু করা হইয়াছে।

শুনিতে শুনিতেই বিনোদ গাঙ্গুলীর মুখের ভাব বদলাইয়া আসিতেছিল, ঘোঁৎনা যখন মানানসই উপসংহার দিয়া শেষ করিল—একটা ধূর্ত হাসিতে তাহার গাল দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে মানুষই নয় যেন : চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"কার মামা বলেছিলে আমায় ?"

ঘোঁৎনা জানাইয়া দিতে ত্রিলোচন পায়ের ধুলা লইয়া বিনয়ভরে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নত করিল।

—"বেশ, বেশ, কালসিটের চক্রবর্তী মশাই।—তিনি কি না বুঝেসুঝেই জামাই করেছেন?…বড় আনন্দ পেলাম ভাগনেজামাইকে দেখে—তা, এবার তোমরা যেতে পার।"

উৎসাহের মুখেই দমিয়া গিয়া সকলে আবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। ঘোঁৎনা একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"তাহলে গণেশের থাকার ব্যবস্থাটা…"

গাঙ্গুলীর মুখের ভাবটা আবার বদলাইয়া গেল; "থাকা!"—বলিয়া বিস্মিতভাবে একটু চাহিয়া রহিল। ঐ ভাবেই কি যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তাইতো।…তা বেশ, থাকবে,—মামা বলে এসেছে—নিজের কাজের জন্যে নয়, বন্ধুর একটা উপকার; তবে কি জানো বাবাজী, আমার তো আর এ ব্যবসা নয়, এমন অবস্থাও নয় যে, জামাইয়ের বন্ধু এল, একটা সৌভাগ্যি তো, না হয় মাসখানেক বসিয়ে খাওয়াই…নিজেরা চারটি প্রাণী, কোনো রকমে মায়ের সেবা করে দিন গুজরান হয়।"

মুখ সবার নিচু হইয়া গেছে—আড়চোখে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"এদিকে আর এক বিপদ, বাড়িওয়ালা পাশেই থাকে, চারজনের বেশি পাঁচজন দেখে তো মনে করে বুঝি তাদের ঘর ভাড়া খাটাচ্ছি…অমনি আমায় বখরা দাও—দিন একটাকা হিসেবে।"

ঘোঁৎনা নিচু মুখেই আড়চোখে ত্রিলোচনের পানে চাহিল, দেখিল সেও ঠিক সেইভাবেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ঘরটা একটু নিস্তব্ধ থাকার পর রাজেন বলিল—"এক মাস তো নয়, এই হদ্দ হপ্তাখানেক—তাও লাগে কি না লাগে—কি বলিস রে তিলু?"

ঘোঁৎনা বলিল—"দিন তিনেকের মধ্যেই গোলক চাটুজ্যের চক্ষু ছানা বড়া হয়ে যাবে। মা-মরা ভাগনে…একেবারে নিরুদ্দেশ…"

ত্রিলোচন বলিল—"জামাই যেমন তেরাত্তির কাটিয়ে যায় সেই রকম আর কি—আমরা কাল থেকেই ওদিকে লেগে পড়ব কিনা।"

গাঙ্গুলী একটু ব্যথিতভাবে হাসিয়া বলিল—"যত কম দিন, বেটা ভাড়ার তত বেশি রেট বেঁধে বসে কিনা।…কলির চার পো হয়ে এল, আর বল কেন?"

আবার খানিকটা চুপচাপ গেল, তাহার পর ঘেঁাৎনা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া ত্রিলোচনকে বলিল—"একবার বাইরে আয়।"

গন্‌শাকে লইয়া তিনজনে কি পরামর্শ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, এবার গন্‌শা সুদ্ধ আসিয়া এক পাশে বসিল।

ঘোঁৎনা একটু মুরুব্বি চালে বলিল—"ওটা আমরা ঠিক করে ফেললাম গাঙ্গুলী মশাই—সত্যিই তো ত্রিলোচনের মামাশ্বশুর বলে আমরা আপনার ওপর অত্যাচার করি কেন—কি বল্ গণেশ? তাই আমরা ঠিক করলাম, বিজ্ঞাপনটাতে একটা লাইন বসিয়ে দেবে—যিনি সন্ধান দিতে পারিবেন তাঁহাকে নগদ ২০০'০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।...বাকি থাকে আপনার শুধু গন্‌শাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বলা—এই নিন আপনার ভাগনে মশাই, এখন টাকাটা দয়া করে বের করুন..."

একটু হাসিয়া গাঙ্গুলীর পানে চাহিল। ত্রিলোচন বলিল—"আর ও টাকায় আমরা কি হাত দিতে যাই?"

গন্‌শা বলিল—"একটি প-প্পয়সাও নয়।"

গাঙ্গুলী একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গন্‌শার পানে চাহিল, তাহার পর একটু চোখ টিপিয়া প্রশ্ন করিল—"এ বুদ্ধিটুকুও বাবাজীর মাথা থেকেই বেরুল নাকি?"

ত্রিলোচন বলিল—"আজ্ঞে না, গণেশই পরামর্শ দিলে।"

গাঙ্গুলী আবার একটু হাসিয়া গণেশের পানে চাহিল।

কিন্তু কম করিয়া ধরিলেও দশ রকম মতলব খাটাইয়া খায়—তাহাতে প্রত্যহ অন্ততঃ একশো রকম মানুষের মাথায় হাত বুলাইতে হয়—গোটা মানুষের, আর ইহারা তো শিশু। এ-ধরনের নগদ দুইশত দিয়া ভুলানো গেল না। গাঙ্গুলী যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"না, বাবাজী তাহলে তোমরা এসো; কবে সাতমণ তেল যোগাড় হবে, তারপর রাধা নাচবে, এ-ব্যবস্থায় গাঙ্গুলী নেই। আর থাকবই বা কোথা থেকে? একদিনই থাক বা দু-দিনই থাক, ও বুড়ো বাড়িওয়ালা তো আমার কাছে সাতদিনের আগাম হিসেব সাতটি টাকা গুনে নেবে। তারপর আমার নিজের খরচ আছে—জামাইয়ের বন্ধু, মাথায় করে রাখবার জিনিস, নিজে শাক-ভাত যাই খাই—তার পেছনে দু-বেলা অন্ততঃ তিনটে টাকা তো যাবেই...চা রে, জলখাবার রে, এটা রে, সেটা রে। ঐ সাত

আর এই তিন সাত্তে একুশ…সব মিলিয়ে ত্রিশটে টাকাই ধরো,—কোথায় পাব বাবাজী ?—গরীব মানুষ—একটা টাকার মুরোদ নেই।”

অনেকক্ষণ ধরিয়া জল্পনা-কল্পনা, অনুরোধ-উপরোধ চলিল, শেষে ঘোঁৎনা বলিল—“তাহলে আপনিই একটা ব্যবস্থা করে দিন, পাকা মাথা…”

ব্যবস্থা অনেক আগেই করা ছিল গাঙ্গুলীর। চিন্তিতভাবে টানিয়া টানিয়া বলিল—“ব্যবস্থা তো কিছুই দেখছি না। তবে একটা কিছু বাঁধা রাখতে পারলে কালী পণ্ডিতের কাছ থেকে গোটাকতক টাকা এনে আপাততঃ চালান যেত।”

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল আবার। বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি আসিতেছে বলিয়া গন্‌শা একটা ভালো আলোয়ান গায়ে দিয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে একবার চাহিয়া গাঙ্গুলী বলিল—“আমার বলা ভালো দেখায় না, তবে নেহাত একটা পরামর্শ চাইলে…জামায়ের বন্ধুতো বেশি বেরুতে টেরুতে পারবেন না, নিরুদ্দেশের কটা দিন ওঁর শালটা না হয় কালী পণ্ডিতের কাছে গচ্ছিত রেখে—গোটা পঁচিশ-তিরিশ যা পাওয়া যায়…”

অবশ্য আরও একটু আলোচনা চলিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘পাকা মাথার’ ব্যবস্থাটাই বাহাল রহিল। সন্ধ্যার সময় গণেশকে নিরুদ্দেশ রাখিয়া সকলে শিবপুর-মুখো হইল।

[৪]

এবারে আর গোরাচাঁদকে পাঠানো হইল না, ত্রিলোচন নিজেই গেল। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া একটু রাত হইয়াছে ; গোলোক চাটুজ্যে সামনে ছোট্ট একটি ডেস্কে একটি লম্বা খেরো খাতা খুলিয়া হিসাব দেখিতেছেন, বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে দাড়ি, ত্রিলোচন প্রবেশ করিল।

মুখ তুলিয়া দেখিয়া গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন—“তিলু যে, কী মনে করে ? বস।”

ত্রিলোচন গোরাচাঁদের মতো সঙ্কোচ করিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছে, বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল—“না, ব'সব না কাকা, এসেছিলাম একবার গণেশের খোঁজে—তা শুনলাম সে নাকি তিনদিন থেকে বাড়ি নেই। টেঁপি বললে।”

বসিতে বলিয়াই গোলোক চাটুজ্যে খেরোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই ভাবেই থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় গেছে ?"

ত্রিলোচন স্তম্ভিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, মিনিটখানেক তাহার বাক্‌স্ফূর্তিই হইল না, তাহার পর সহজ গলায় বলিল—"জানি না তো। আমি আবার তিন দিন ছিলাম না কিনা, কালসিটেয় গিয়েছিলাম, এসে মনে করলাম একবার গন্‌শার সঙ্গে দেখা করে আসি। এখানে এসে টেঁপির মুখে সব শুনে মনে হোল মা-ধরিত্রী যেন পায়ের নিচে থেকে সরে যাচ্ছেন।"

গোলক চাটুজ্যে দাড়িটা মুঠাইয়া ধরিয়া খাতার উপর থেকে নিচের দিকে দৃষ্টি নামাইতে নামাইতে বলিলেন—"কাল না হয় একবার এসো।"

—"কাল আসবে সে ?"

—"তাতো বলতে পারি না।"

তিনদিন যাহার দেখা নাই তাহার মামার এই কথার ধরণ! "তাই আসব তা'হলে'—বলিয়া ত্রিলোচন নিরুপায় হইয়া উঠিয়া পড়িল। দুয়ার পর্যন্ত গিয়া আবার মনের জোর সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। বসিতে বসিতে বলিল—"একটা কথা হঠাৎ মনে হতে ফিরে এলাম কাকা,—মানে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় নি তো ? যে রকম দিনকাল পড়েছে..."

—"কি রকম দিনকাল ?"

ত্রিলোচন অত ভাবে নাই, শুধু কথাটায় জোর দিবার জন্য বলিয়া ফেলিয়াছে। স্খলিত কণ্ঠে বলিল—"দিনকাল মানে—মানে—কলিকাল আর কি—এমন দেবতুল্য মামা ছেড়ে..."

কোনো কথা নাই। ত্রিলোচন বসিয়া বসিয়া খেরোর দুই পাতা হিসাব মিলানো দেখিল। শক্তি সঞ্চয়ের আয়াসে কপালে ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে, তবুও আসল কথাটুকু বলিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অবশেষে কোনো রকমে গলা দিয়া ঠেলিয়া বাহির করিল—"কেন যে এমন মতিচ্ছন্ন হোল!—আমি বলছিলাম—কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখলে হয় না?—গণেশের একটা ফটো দিয়ে ?"

—"সে কি বিজ্ঞাপনে ধরা দেবার ছেলে ?"

যেন দাবা খেলা চলিতেছে, প্রতিপদে মার খাইয়া ত্রিলোচন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—"মহা ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।"

—"ভাবনার আর কী আছে? সাবালক ছেলে।"

খেরোর একটা পাতা উল্টাইয়া চশমার মধ্যে দিয়া আড়চোখে ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া বলিলেন—"কচি ছেলে তো নয়, ভয়ের কী আছে?"

"হাঁা, তা তো বটেই। তা'হলে কালই একবার আসব।"—বলিয়া ত্রিলোচন উঠিয়া পড়িল। দুয়ারের কাছ থেকে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"একটা কথা আচমকা মনে হতে ফিরে এলাম কাকা—মানে, আত্মহত্যা করে নি তো?—এতক্ষণ মনেই পড়ে নি কথাটা।"

এতক্ষণে গোলোক চাটুজ্যের যেন একটু টনক নড়িল বলিয়া মনে হইল,—"আত্মহত্যে? আত্মহত্যে?"—বলিয়া একটু চিন্তিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া দাড়িটায় ধীরে ধীরে পাক দিতে লাগিলেন। আশায় উদ্বেগে ত্রিলোচনের বুকের ঢিপঢিপানিটা বাড়িয়া গেছে, আরও জোর লাগাইবার জন্য বলিল—"তাহলে তো সর্বনাশ কিনা!"

উৎসুক দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, গোলোক চাটুজ্যে মুঠাটা ঢিলা করিয়া দিয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"না, তেমন সর্বনাশ আর কি?—ভুল করে যদি করেই আত্মহত্যা তো মাত্র একটা প্রাণ, বিয়ে তো দেওয়া হয় নি।"

এক সময় হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিবার জন্য যখন চৌকির ওদিকে ঝুঁকিয়াছেন, ত্রিলোচন নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল।

এদিকে শিবপুর স্টীমার-ঘাটে অন্য এক ব্যাপার চলিতেছে।

সাতটা দশের স্টীমার আসিয়া জেটিতে ভিড়িল। ত্রিলোচন ছাড়া আর সবাই গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, পাঞ্জাবির পকেট দুইটায় হাত দিয়া একটু কাঁপিতে কাঁপিতেই গন্‌শা ধীরে ধীরে পন্টুন্ বাহিয়া উঠিয়া আসিল। টিকিট কলেক্টারকে টিকিটটা দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইল, বোধ হয় পাছে কেহ চিনিয়া ফেলে এইজন্য প্রায় সমস্ত মুখটা একটা বাদামী রঙের কম্ফর্টারে জড়ানো, যেটুকু বা খালি আছে সেটুকু অন্ধকার।

টিকিট-ঘরের একটু দূরে ইট-ওয়ালাদের একটা ছোট্ট চালাঘর ছিল, গন্‌শার পিছনে পিছনে সকলে সেইটাতে প্রবেশ করিল।...কনকনে উত্তরে বাতাস দিতেছে।

খাবার জন্য সেই যে দৈনিক তিন টাকার হিসাব ধরা হইয়াছে সেই থেকে গোরাচাঁদের মনটা আনচান করিতেছিল, গন্‌শার মেজাজের কথা না ভাবিয়া

আগে সেই কথাই পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল—"তিন টাকায় কী কী আইটেম্‌……"

বারুদে যেন অগ্নিকণা পড়িল। "তুই যা, যা না, খে-খ্‌-খেয়ে আয়।…তি-ত্তিলে কোথায়? আমার তার সঙ্গে বো-ব্বোঝাপড়া আছে।…মামাশ্বশুর মা-ম্মাশ্বশুর তো নিজের ঘরে তুলে রাখুক…আর কাল সন্ধ্যেয় তোরা আসিস নি কেন এখানে রে? সমস্ত দিনে গোটা চারেক পু-প্পু্‌ঁডাঁটা আর এক বাটি ক-ক্কড়াইয়ের ডাল খেয়ে একটা লোক যে শী-শ্‌-শীতে হি-হি করতে করতে এসে ফিরে গেল—গ-গ্‌-গঙ্গার হাওয়া খে-খে-খে…"

শীতের সঙ্গে রাগে কাঁপুনি আরও বাড়িয়া গেছে—তোৎলামিও। সকলে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল, রাজেন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"আসছিলাম সবাই—তিলু বললে—আজ নিরুদ্দেশের প্রথম দিন—ওর মামা গঙ্গার ঘাটে খোঁজ নিতে পারে, তাই…"

"নি-ন্‌-নিরুদ্দেশ! এক বেটা শয়তানের হাতে তু-ত্তুলে দিয়ে সব তামাসা দেখছেন! সকালে গ-গ্‌-গরান-কাঠের চা এককাপ দুপুরে ক-ক্কড়ায়ের ডালের সঙ্গে ঘুসো চিংড়ির চচ্চড়ির ব্যবস্থা করে সমস্ত দিন দেখা নেই।

বি-ব্বিকেলের দিকে যদি একবার এল তো বাড়িতে গোটা কতক ধমক-ধামক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।…

একটা ভ-ভ-ভদ্দলোককে রেখেছিস—টা-ট্টাকা খেয়েছিস'—তার দুঃখটাই শোন—না…"

ঘোঁৎনা চিন্তিতভাবে বলিল—"যখুনি অত ফোঁটা চন্দন আর লাল কাপড়ের ঘটা দেখেছি, তখনই আমার ধোঁকা লেগেছিল। কী করবি, চলে আসবি?"

"না, চ-চ্চলে এসে কাজ কী?—অমন জামাই আদরে রয়েছি।…চায়ের নমুনা পাবার পরই জামা গায়ে দিয়ে বেরুব, দেখি বিছানাটা কখন সরিয়ে রেখেছে, এমন শাঁসালো খদ্দের—হাতছাড়া করবার পাত্র সে! মেয়েটাকে ডেকে বের করে দিতে বললাম—বললে—বা-ব্বাবা মানা করে গেছে—কু-ক্কুটুম মানুষ রাগ করে চলে গেলে তাদের তি-ত্তিন জনকে কচুকাটা করে ফেলবে…"

রাজেন পকেট থেকে একটা বিড়ি বাহির করিয়া গন্‌শার হাতে দিয়া বলিল—"ধরা, শীতে কালিয়ে গেছিস। এ যে উলটো সমস্যায় পড়া গেল। এখন উপায়?"

দেশলাইটা জ্বালিয়া গন্‌শা উগ্র দৃষ্টিতে রাজেনের পানে চাহিল, বলিল—"উপায় ? উপায় মা-ম্মাগী-মদ্দ ওদের চারটেকেই খুন করে সত্যিকার নিরুদ্দেশ। সে-সে আমি ঠিক করে রেখেছি, দেখে নিস।" হাওয়ায় দেশলাইটা নিবিয়া গিয়াছিল, আর-একটি জ্বালিয়া বিড়িটা ধরাইল। বোধ হয় চরম সঙ্কল্পের কথাটা বলিয়া মনটা একটু হালকা হইয়াছে, চুপ করিয়া কয়েক টান খাইল। তাহার পর আবার হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"এক রকম, যে গুছিয়ে বলব ? বি-বিজ্ঞাপনের কী হল ? ট্যাঁকে পয়সা নেই একে, সাতখানা কাগজ কিনে এমুড়ো-ওমুড়ো পড়ে গেলাম—বো-ব্বোধ হয় সাতবার করে..."

ঘোঁৎনা বলিল—"তিলু কাল তোর মামার দেখা পায় নি, আজ আবার গেছে, এই এল বলে।"

কে. গুপ্ত বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, বলিল—"ত্রিলোচনবাবুই বোধ হয় আসছেন ঐ।"

রাগে, নিরাশায়, অপমানে মুখটা এমন করিয়া ত্রিলোচন অবসন্ন ভাবে একটা ইটের উপর বসিয়া পড়িল যে, গন্‌শা পর্যন্ত বোঝাপড়া করার কথা ভাবিতে পারিল না। সকলে খানিকক্ষণ নীরবে প্রতীক্ষা করিবার পর গোরাচাঁদ বিজ্ঞাপনের কী হইল জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, ত্রিলোচন একেবারে উগ্রভাবে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—"আমি এর মধ্যে একেবারে নেই, আর আমায় কোনো কথা জিগ্যেস করিস নি কেউ, মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না।...সাবালক তো তার নিরুদ্দেশ হলেও ক্ষতি নেই, আত্মঘাতী হলেও ক্ষতি নেই।...সাবালক! —সাবালক হয়েছে—কৈ, বিয়ে দেবার বেলা তো সে কথা মনে থাকে না।—তার বেলা চুল-দাড়ি পেকে গেলেও নাবালকই থাকবে।...আবার যদি আমায় কখনও ওর কাছে পাঠাস..."

রাজেন ধীরভাবে বলিল—"এতবড় একটা বিপদ ঘাড়ে—এদিকে গন্‌শা খেপে থাক, ওদিকে তুই খেপে থাক, তাহলেই হবে।...স্থিরভাবে সব কথা বল্, শোনা যাক—একটা যুক্তি করা যাক—দুদিকে প্রবল শত্রু..."

আরও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ত্রিলোচন সাক্ষাৎকারের বিবরণটা দিয়া গেল; প্রথমে রাগিয়া তাহার পর একটু ঠাণ্ডাভাবেই। খিদির-পুরের অবস্থাটাও মোটামুটি শুনিল। এই করিতেই আটটা ছাব্বিশের স্টীমারটা আসিয়া পড়ায় আর বেশি কথা হইল না। গন্‌শার হাত খালি—তাড়াতাড়ি

ঠিক হইল, যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারে···লইয়া কাল বৈকালে খিদিরপুরে আসিবে। আবার বিনোদ গাঙ্গুলীর সহিত দেখা করিয়া একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে হইবে।

[৫]

বিনোদ গাঙ্গুলী বলিল—"সে অনেক কথা বাবাজীরা, তোমরা ছেলেমানুষ সব বুঝবে না। খাওয়া-দাওয়ায় বোধ হয় একটু অসুবিধে হচ্ছে বাবাজীর, নিজে দেখতে পাচ্ছি না কিনা···ভয়ানক এক ফ্যাঁসাদে পড়ে গেছি যে এদিকে।"

ঘোঁৎনা ভিতরে রাগের জন্য বাহিরে আরও বেশি বিনয়-সহকারে বলিল—"তাহলে দয়া করে এক কাজ করুন, গন্শার র‍্যাপারটা ছাড়িয়ে এনে দিন দয়া করে, আমরা ওকে নিয়ে যাই—পাঁচ-সাতটা টাকা যা খরচ হয়ে গেছে···"

বিনোদ গাঙ্গুলী যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"এক্ষুনি—এক্ষুনি ;—কুটুমের বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেলে তো আমি পাঁচ সিকের পুজো দিই মার চরণে।···কৈ কী দেবে দেখি ?"

সবাই যাহা আনিয়াছিল একত্র করিয়া তেরোটি টাকা হইল। গাঙ্গুলী হাত বাড়াইয়া লইয়া বলিল—"মোটে তেরোটি।···তাহলে তোমাদের সব কথাই খুলে বলতে হল বাবাজী—ভেবেছিলাম ছেলেমানুষেরা হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে, বেড়াক ; নিজের বোঝা নিজেই সামলে নোব। তোমরা জোর করে যখন শুনবেই···শাল রেখে পঁয়ষট্টিটি টাকা নিতে হয়েছে ; কালী পণ্ডিত করে একটু খাতির, তাই···"

"পঁয়ষট্টি !"—সকলে একসঙ্গে বিস্মিত প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

গাঙ্গুলী এক অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসিয়া ধীরভাবে বলিল—"পঁয়ষট্টি।" সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর একেবারে নামাইয়া ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—"ওদের চোখে তো ধুলো দেবার জো নেই, জানাজানি হয়ে গেছে যে—ঘরে ফেরারী আসামী। পঞ্চাশটি টাকা দারোগাকে আর দশটা টাকা কনেস্টব্‌ল্ করিমুদ্দিনকে দিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছি···"

গলাটি আগাইয়া দিয়াছিল, আবার সোজা হইয়া বসিয়া একে একে সবার মুখের পানে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টিটা দলপতি হিসাবে ঘোঁৎনার উপর একটু নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"না বাবাজী, নিয়ে যাও তোমাদের

জিনিস, ও শিবপুর থানা থেকে যা হবার হবে, আমি কুটুম নিয়ে কেলেঙ্কারি থেকে বেঁচে যাব…এই তেরো টাকা মজুদই রইল, আর কুল্যে বাহান্নটি টাকা কিছুই নয়—যাও গিয়ে নিয়ে এসো। কাল সকালেই আসবে, না, আমি বসব, কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে এক্ষুনি ?"

পরদিন সন্ধ্যার পর ইটওয়ালাদের চালাটায় গন্‌শা, ঘোঁৎনা, রাজেন, ত্রিলোচন আর কে. গুপ্ত একত্র হইয়াছে। গন্‌শার চেহারাটা ঝোড়ো কাকের মতো—চুল উস্কখুস্ক, চোখ দুইটা বসিয়া গিয়াছে, জামায় বোতাম নাই, গলার আওয়াজ খনখনে হইয়া গিয়াছে। বলিতেছে কাল রাত্রে ঠাণ্ডায় ঘুম হয় নাই। গাঙ্গুলী বলে লেপটাও বাঁধা দিয়া করিমুদ্দিনকে আরও পাঁচটা টাকা দিতে হইয়াছে—তারও বাড়িতে নাকি সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এক কুটুম আসিয়া পড়ে। খাওয়ার অবস্থা আরও খারাপ—সমস্ত দিন পেটে অন্ন নাই বলিলেই চলে, দুপুরে একটু চোখ বুজিয়াছে কি না বুজিয়াছে, পকেট থেকে বিড়ি বাহির করিতে গিয়া দেখে—পাঞ্জাবির রুপার বোতামের সেট্‌টা নাই…এর উপর সমস্ত দিন কনেস্টব্‌ল্ করিমুদ্দিনের ভাবনা। গন্‌শা শপথ গালিয়া বলিতেছে—"আর যদি আমি ও সম্বন্ধীর বাড়িতে ফিরে যাই তো…"

এমন সময় রাস্তায় গোরাচাঁদের গলা শোনা গেল—গন্‌শা এসেছে রে ?" অগ্রসর হইয়া চালার ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া একটু জেশ্চার-পশ্চারের সঙ্গে রাজেনের অপ্রকাশিত নাটক থেকে উদ্ধৃত করিল—

"বিরহের অন্ধকার অপগত প্রায়
আর বৃথা কেন হায় হায় ?"…

তাহার পর বলিল—"সব ঠিকঠাক, কাল সকালে ফটো তোলা, পরশুর কাগজে বিজ্ঞাপন, তারপর বন্ধুর মামাশ্বশুরের ভাত তেতো লাগে, নিজের দাদাশ্বশুরের লুচি।…"

[৬]

গন্‌শা ছাড়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কী ব্যাপার ?…কে করলে ঠিক ?"…

একটা ইট টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে গোরাচাঁদ বলিল—"পুঁটুরাণী,—ওরফে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।"

তাহাকে ঘিরিয়া সকলে ঘেঁসিয়া বসিল। গোরাচাঁদ বলিতে লাগিল—"এখন একটু সংক্ষেপে সারি, আবার কাল সকালে হবে—বোধ হয় খিদিরপুরের স্টীমারটা ভোঁ দিলে।···ধর্মের কল বাতাসে নড়ে,—কাল এখান থেকে ডিরেক্ট বাড়ি গেলাম—পোষ-পার্বণের জন্যে ডেকেছিল। গিয়েই পুঁটুরাণীর সঙ্গে দেখা, সে চেহারাই নেই; কারণটা জিগ্যেস করতে যাব, সে-ই আগে কথা কইলে—'হ্যাঁ গোরাদা, তোমাদের দলের গণেশ নাকি নিরুদ্দেশ হয়েছে?'...'তুই কোথা থেকে শুনলি?'...'ওমা, তুমি যে অবাক করলে, গন্‌শার দলের গণেশ নিরুদ্দেশ হয়েছে শিবপুরের কে না জানে এ কথা?'...খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় সব বললে—কবে থেকে গণেশ তোকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনুর সঙ্গে কী কী কথা হয়েছিল—সব—একটি একটি করে..."

গন্‌শা বলিল—"টেঁ-টে-টেঁপির সঙ্গে ভাব হয়েছে যে এদিকে, এক স্কুলে পড়ে।"

রাজেন একটু ধমক দিয়াই বলিল—"টেঁপির স্কুলে দুশো মেয়ে আছে—জিগ্যেস করগে যা দিকিন, কজন খোঁজ রাখে তোর কথা?···জানিস না, চুপ কর।"

গোরাচাঁদ বলিল—"সব একটি একটি করে বলে জিগ্যেস করলে—'তাহলে কী হবে গোরাদা? গণেশ আর ফিরে আসবে না?'...আমি ভাবটা বোঝবার জন্যে বললাম—'ধর্, যদি নাই আসে? তোর কী তাতে?...'আমার আর কী?—পান্তা ভাত দুটি বেশি করে খাব।'—বলে খিলখিল করে হেসে ফেললে..."

গন্‌শা একটু হাসিয়া বলিল—"ভা-ভ্-ভারি ইয়ে তো!"

ত্রিলোচন বলিল—"ঐটিই তো লক্ষণ।"

গোরাচাঁদ বলিতে লাগিল—"বলেই কিন্তু আবার বলতে লাগল—'না, গোরাদা, আহা ফিরে আসুক। বেশ ছিল, আমার বেশ লাগত, গণেশ না থাকলে আমাদের প্রাইজ ডিসট্রিবিউশন জমবেই না। আমার তো এত মন খারাপ হয়ে গেছে যেদিন থেকে শুনেছি,..."

গোরাচাঁদ একটু থামিল, ঘোঁৎনার হাত থেকে বিড়িটা লইয়া গোটা চারেক টান দিয়া বলিল—"তখন ভাই, আমি একটু পাশে নিয়ে গিয়ে ভেতরের সব কথা বললাম।" সকলে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—"সে কী!"

গন্‌শা বলিল···"ফাঁ-ফ্-ফাঁস করে দিলি !—ঐ মেয়ের কাছে !"

গোরাচাঁদ একটু অপ্রতিভ হইয়াই তখন আবার উলটা রাগিয়া উঠিল, বলিল—"বলব না ? দেখছি একটা মেয়ে ভাবনায় শুকিয়ে শুকিয়ে প্যাকাঠি হয়ে গেছে—শেষকালে নারীহত্যার পাপে পড়ব ?···আর, খ্যাঁক করে যে উঠলে—সবটা শোনোই আগে।"

বিড়িতে আর-একটা টান দিয়া ঘোৎনাকে ফেরত দিয়া বলিল—"অবিশ্যি বিয়ের কথাটা আর বললাম না।···শুনে সে কী ফুর্তি মেয়ের ! —'কার বুদ্ধি গোরাদা ? কে ঠিক করেছে ?'···মওকা বুঝে আমি যশটা গন্‌শাকেই দিলাম—যতটা টান বাড়ে। তারপর বললাম—'এখন সে নিরুদ্দেশ থেকে সামনে আসে কী করে ? কাগজে একটা বিজ্ঞাপন না দিলে তো আসতে পারছে না। অথচ ওর মামার একেবারেই গা নেই।' কী ভাবছিল, শুনতে শুনতে বলল—'বিজ্ঞাপন দিলেই ফিরে আসবে ?' বললাম, 'তা আসবে বই কি···যাদের ভালোবাসে তাদের দেখতে পাচ্ছে না—সে কী সুখে আছে সেখানে ?'···বলছে—'আচ্ছা আমি গোলোক-ঠাকুরদাদাকে রাজী করাব।'·· বলে তক্ষুনি আমায় দাঁড়াতে বলে বাড়ি ছুটে গেল ; একটু পরে ছুটে এসে বললে—'ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলাম গোরাদা, আজ আবার দিন বুঝে গোলক-ঠাকুরদার ওখানে পোষ-পার্বণের নেমন্তন্ন ছিল দাদুর—বেরুচ্ছে, আমি গিয়ে পড়লাম। খুব করে বলে দিয়েছি, বলেছি—গোলক-ঠাকুরদাদাকে রাজী না করাতে পারেন আমি কিচ্ছু খাব না কালকে···"

রাজেন গন্‌শার পানে চাহিয়া বলিল—"কিরে, আমার কথা মিলেছে ?" একবার কে. গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল—'কী মশাই ?"

গোরাচাঁদ বলিল—"আজ সকালে তো এইজন্যে তোদের সঙ্গে খিদিরপুর যেতে পারলাম না। সকালে গিয়ে মাসীর বাড়িতে পুঁটুরানীর সঙ্গে দেখা করলাম। একটু বিমর্ষ ; বললে—'গোলোকঠাকুরদা তো রাজী—গোরাদা ; দাদু অনেক করে বলে-কয়ে রাজী করেছে ; কিন্তু বললে—ফটো না হলে তো বিজ্ঞাপন না কি—তার সুবিধে হবে না, গণেশের ফটো নেই বাড়িতে।"

গণেশ বলিল—"নেই যে এমন নয়, তবে গ্রুপে আছে, মা-মামা মামী, টেঁপি, ঢেঁড়া, আমি—সবাই একসঙ্গে।"

রাজেন বলিল—"তাতে তো সুবিধে হবে না।"

গোরাচাঁদ বলিল—"শেষে পুঁটুই—অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে বললে—'আমি এক সলা দোব, শুনবে গোরাদা ?"…

বললাম—'শোনবার মত হলে না-শুনব কেন ?' বললে—'চুপিচুপি একটা ফটো তুলিয়ে আমার হাতে দিয়ে দাও, আমি দাদুর হাতে দিয়ে দোব ; বলব তোমার কাছে আগে থাকতেই ছিল।'

ত্রিলোচন প্রশংসায় চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া হাসিয়া বলিল—"একবার ফিচলেমি বুদ্ধিটা দেখো!"

গন্‌শার পিঠে একটা চাপড় দিয়া বলিল—"গন্‌শা, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোবে, সাবধান কিন্তু।"

গন্‌শা এবং আর আর সকলেও হাসিয়া উঠিল। গন্‌শা বলিল—"যাঃ যাঃ, ফাজলামি করিস নি।"

গোরাচাঁদ বলিল—"কিন্তু একটা কথা ভাই, মানে, পুঁটুর একটা অনুরোধ—"

"কী, কী অনুরোধ ?"—বলিয়া এক গন্‌শা ছাড়া সকলেই উৎসুকভাবে গলা বাড়াইল! গোরাচাঁদ বলিল—"পুঁটু নেহাত কাঁচুমাচু করে বললে—'গোরাদা, একটা কথা আমার রাখবে ?—আমাদের সেকেণ্ড মিস্‌ট্রেসের ভাই বাজে-শিবপুরে একটা নতুন ফটো-তোলবার দোকান খুলেছে—নাম দিয়েছে 'মিত্র ব্রাদার্স' ; সেকেণ্ড মিস্‌ট্রেস সবাইকে বলে দিয়েছেন দরকার হলে সেইখানে ফটো তোলাতে…তোমাদের গণেশকে তার দোকানে তোলাতে বলবে ফটোটা ? ..একজামিন আসছে, সেকেণ্ড মিস্‌ট্রেসের হাতে অঙ্ক, আমি আবার অঙ্কে কাঁচা…"

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল, রাজেন বলিল—"কী ধড়িবাজ মেয়ে বাবা!"

ত্রিলোচন বলিল—"এক ঢিলে দুই পাখি মারা কাকে বলে একবার শিখে নে তিলু।"

ঘোঁৎনা বলিল—"তা, ব্যবস্থাটা করছে, এ সামান্য কথাটা রাখবে না ?… কাল নটার মধ্যে চলে আসবি গন্‌শা, ঘুরে রামকেষ্টপুরের রাস্তা দিয়ে, আমরা ঐদিক দিয়ে মিত্র ব্রাদার্সের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে রাখতে

যাচ্ছি।…তুইও বলে দিবি গোরা পুঁটুরানীকে যে ফটো ঐখানেই তোলা হবে।'

রাজেন বলিল—"তার ইচ্ছে মতন।"

গোরাচাঁদ বলিল—"আমি ভাই বলেই দিয়েছি—নিজের দায়িত্বে, জানি তোমরা পুঁটুর এ সামান্য কথাটুকু ঠেলতে পারবে না। বলেছি, ঠিক নটার সময় এসে ফটো তোলাবে গন্‌শা। সে সময় যেন ওর দাদুকে বাড়িতেই আটকে রাখে, মানে, নেহাত যদি কোথাও যাবার মুখে রাস্তায় দেখে ফেলে…অবিশ্যি বুড়ো বেরোয় না বাগান ছেড়ে, তবু…"

ত্রিলোচন বলিল—"আমিও ঐ সময়টা গন্‌শার মামার ওখানে গিয়ে আবার তুলব বিজ্ঞাপনের কথা—যেন কিছু জানি না।"

পরদিবস সকালে ঠিক সাড়ে আটটার সময় গন্‌শা একটা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া, সিটের এক কোণ ঘেঁষিয়া বসিয়া ফটোগ্রাফার মিত্র ব্রাদার্সের দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একবার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া স্বরূত করিয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। ত্রিলোচন ছাড়া আর সবাই ছিল, গায়ে আলোয়ানটা দেখিয়া ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল—"এটা কোথায় পেলি রে? বাঁধা পড়েছিল না?"

গন্‌শা বলিল—"সে অনেক কথা, সব বলবখন। শে-শ্-শেষ রাত্তিরে আগুন লেগে উদ্ধার হল।"

দাঁতে দাঁত পিষিয়া খুব চাপা গলায় বলিল—"শা—শ-শালা!—করিমুদ্দিনের ভাঁওতা দিয়ে গ-গ্-গন্‌শাকে আটকে রাখবেন!"

সকলে শিহরিয়া উঠিয়া, চাপা গলায় প্রশ্ন করিল—"আগুন?…ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলি নাকি?"

গন্‌শা বলিল—"বি-ব্বিচুলির গাদায় ধরে উঠলে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করলাম; গা-গাঙ্গুলীকে জল ঢালবার দিকে ঠেলে, আমরা কজন টেনে টেনে ঘরের জিনিসপত্র…সে সে অনেক কথা, বলবখন… তি-ত্তিলুর বিছানার বদলে একটা সোনার রি-রির্-রিস্টওয়াচ এনেছি, কোথায় সে?"

সকলে বোধ হয় স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া উল্লাসে চিৎকার করিয়াই উঠিত, ফটোগ্রাফার আসিয়া পড়ায় চাপিয়া গেল।

এতবড় আনন্দের ব্যাপারটা কিন্তু উপভোগ করিবার মোটেই অবসর পাওয়া গেল না।—

ফটোগ্রাফার দোকানের এক কোণে ফটো তুলিবার তোড়জোড় করিতেছিল, আসিয়া বলিল—"এঁরই ফটো? তাহলে উঠুন, আমি তোয়ের।"

গণেশ উঠিয়া গিয়া চেয়ারটিতে বসিয়াছে। মনে সবার খুব ফুর্তি—পোজটার সম্বন্ধে মতভেদ আর মিটিতে চাহিতেছে না—রাজেন বলিতেছে—"আরও একটু স্পষ্ট করে হাস্—দাঁতের আর খানিকটা—ই-য়েস্—আর-একটু...।" এমন সময় আর-একটি গাড়ি আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল ও গায়ে-ফতুয়া একজন বয়স্থ গোছের লোক ধীরে ধীরে নামিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফটোগ্রাফারকে বলিল—"আপনি ব্যস্ত রয়েছেন? তা হোক —হোক—সেরে নিন।...আমার নাতনীটির একটি ফটো নিতে হবে; আমি আবার এসব তেমন বুঝি না—তাই গোলোকদাদাকে ডেকে পাঠিয়েছি—বিচক্ষণ মানুষ। এই পড়লেন বলে এসে। উটি কে?—গোলোকদাদার ভাগনে না?—আমার আবার চোখের যা অবস্থা হয়েছে...কৈরে পুঁটু, নেমে আয়—গাড়ি থেকে, অমন করে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলি যে?"

ওদিকে ফটোগ্রাফার গণেশকে বলিতেছে—"নিন, এবার ফোকাস্ দিচ্ছি ওকি! হঠাৎ মিইয়ে গেলেন কেন?—হাসির ভাবটা টেনে রাখুন—হাসির—এইমাত্র যেমন ছিল—হচ্ছে না মোটেই—খুব একটা হাসির কথা মনে করবার চেষ্টা করুন না, তাহলেই হবে ..."

ঘরছাড়া

[১]

নিরুদ্দেশ হওয়ায় কোনো ফল তো হইলই না, উপরন্তু পুঁটুরানীর ঐ হীন চক্রান্ত! তাও কি একবার? আর এই মেয়েরই জন্য গন্‌শা কিনা প্রাণপাত করিতে বসিয়াছে! মানুষই তো?—মনটা তাহার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। এবার ঠিক নিরাশা নয়, খাঁটি বৈরাগ্য—শঙ্করাচার্য যে-জাতীয় বৈরাগ্যের কথা বলিয়া গেছেন।...গন্‌শা নিজেকে ধিক্কার দিল—"ছিঃ, এরই এত মোহ?—কে-ক্কেটে পড়্।"

একদিন কাহাকেও—এমনকি ত্রিলোচনকেও কিছু আঁচ না দিয়া, মামীমার বাতাইচণ্ডীর নিকট 'মানসিক'এর পাঁচটি টাকা মাত্র পকেটে করিয়া গণেশ সত্য সত্যই নিরুদ্দেশ হইল।

এর পর প্রায় মাস পাঁচ-ছয় কাটিয়া গেছে, কোনো পাত্তাই নাই। দলটি একেবারে ভাঙিয়া না গেলেও আর জুত নাই সে-রকম। ঘোঁৎনার বিবাহ হইয়া গেল—এতবড় একটা ফুর্তির ব্যাপার—কোথায় শিবপুর আর কোথায় মুর্শিদাবাদ!...ফিরিয়া আসিয়া ত্রিলোচন দুঃখ করিয়া বলিল—"তুৎ, ছাতু যেন আঁট-ই বাঁধল না।" ঘোঁৎনা নিজেই বলিল—"ও কি বাসর-ঘর হল রে?—মনে হচ্ছিল যেন শ্মশান আগলাচ্ছি। কোথায় যে গেল ছোঁড়াটা!"

হয় জমা স্টীমার-ঘাটে মাঝে মাঝে, তবে ঐ রকম—এ আসিল তো ও আসিল না, আলাপ-আলোচনারও যেন ধার মরিয়া গেছে, সিগারেটটা বিড়িটা একটু ফুঁকিল, গণেশকে লইয়াই এদিক-ওদিক দুটা কথা লইল—দুটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, আবার যে যার বাড়ি চলিয়া গেল। একদিন গোরাচাঁদ আসিয়া রিপোর্ট দিল, মাসতুতো বোনের মুখে শোনা পুঁটু নাকি ক-দিন গণেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সকলে এমন গম্ভীর হইয়া গেল যে গোরাচাঁদ আর কথাটা বাড়াইতে পারিল না। একটু পরে রাজেন ঘাড়টা বাঁকাইয়া দাঁতে দাঁতে পিষিয়া বলিল—"শয়তানী! তার লজ্জা করে না একটা নিরীহ লোকের হৃৎপিণ্ড দুই পায়ে দলিত করে তাকে ঘরছাড়া করে

আবার মায়া-কান্না কাঁদতে? বলবি, এ রাজেনের প্রশ্ন; উত্তর এনে দিবি।"

গোরাচাঁদ অবশ্য বলেও নাই, উত্তরও আনে নাই। পুঁটুর চর্চাই সেই থেকে বন্ধ হইয়া গেছে। শিবপুর জায়গাটাই যেন কেমন ধারা হইয়া গেছে; আছে সবই,—যাত্রা, থিয়েটার, স্কুলের প্রাইজ-বিতরণ, গঙ্গায় পর্বস্নানের মেলা, কিছু বাদ যায় না;—কিন্তু গন্‌শা থাকিলে গোলমাল সৃষ্টি করিয়া বা সামলাইয়া বা আরও বাড়াইয়া যে অপরূপত্বটুকু আনিতে পারিত, সেটুকু না থাকায় সবই যেন আলুনি হইয়া পড়িতেছে।

সবচেয়ে বড় কথা গন্‌শার মামা গোলক চাটুজ্যে পর্যন্ত এখন বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গন্‌শার যে এটা আর ভাঁওতা নয় একথা যেদিন টের পাইলেন সেদিন থেকেই ভালোভাবেই খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এমনকি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া পর্যন্ত। ক্রমে নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তবে মাঝে মাঝে দলের কাহাকেও না কাহাকেও ডাকাইয়া প্রায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এখন টের পাওয়া যাইতেছে, পুঁটুরাণীর সঙ্গে গন্‌শার বিবাহ ওঁরা দুজনে প্রায় ঠিকই করিয়া ফেলিয়াছিলেন, একটু খেলাইয়া ডাঙায় তুলিলে গন্‌শা শান্তশিষ্ট হইয়া একেবারে সংসারী হইয়া বসিবে এই ছিল উদ্দেশ্য। পুঁটুর ঠাকুরদাদা ভুবন মুখুজ্যে নাকি দাবা খেলিতে আসিয়া একদিন অনুতপ্তভাবে গোলোক চাটুজ্যেকে বলিয়াছেন—"ঝুলিয়ে দিলেই হত গলায় দাদা, ভার পড়লে আপনিই থুবড়ি খেয়ে পড়তে হত ভায়াকে, কোথায় থাকত ভলন্টিয়ারি, কোথায় থাকত লাঠি-খেলা!"

রিপোর্টটা দিয়াছে গণেশের মামাতো বোন টেঁপি; বড় হইয়া তাহার আজকাল একটু বুদ্ধি হইয়াছে,—ওঁরা দুজনে একত্র হইলেই দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতে, যা শোনে রাজেনকে রিপোর্ট করে।

রাজেনের প্ররোচনাতেই স্কুলে গিয়া পুঁটুরাণীর মন বুঝিবারও চেষ্টা করে টেঁপি। রাজেন যে সেদিন গোরার মুখে পুঁটুর কথা শুনিয়া খামকা ওরকম খাপ্পা হইয়া গিয়াছিল ওটা কিছু নয়, 'বাসর-তাণ্ডব' নামক ওর সেই রাজপুত-কাহিনী লইয়া নাটকটার একটা লাইন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছিল।...পুঁটু কিন্তু এসব কথা লইয়া নাকি একেবারেই মুখ খোলে না টেঁপির সামনে। টেঁপি বলে—"বড্ডো চাপা মেয়ে, রাজেনদা, আর কী ঠ্যাকার ভেতরে ভেতরে!

—আমার জন্যেই একটা লোক বিবাগী হল, আমি কি কেউকেটা নাকি? অপ্সরাই হই, কি কিন্নরীই হই, কি…নুড়ো জেলে দিই অমন ঠ্যাকারে—তবু যদি নাকটা না চাপা হত!…"

[২]

ত্রিলোচনের ছেলের মাথায় তিনটি জটা। বছর দেড়েকের হইয়াছে ছেলেটি, এইবার পেটের চুল ফেলিয়া দিতে হইবে। এই সময় একদিন চৌধুরীগিন্নী বাড়িতে বেড়াইতে আসিলেন। কথাটা শুনিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"ওমা সে কী কথা! যেখানে সেখানে ফেলা চলে?—যাঁর জটা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে না?"

কাজেই জটা মুড়াইতে তারকেশ্বরে আসিতে হইল। এখানে আসিয়া শোনা গেল নাকি কোন এক তুতীবাবার আবির্ভাব হইয়াছে। হারানো জিনিস পাওয়াইয়া দেওয়ায় তাঁহার নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা,—ঘটিবাটিই হোক বা আত্মীয়-স্বজনই হোক। খুব সমারোহ পড়িয়া গেছে, চারিদিক থেকেই লোকেরা দেখিবার জন্য ভাঙিয়া পড়িতেছে। অনেক সময় মুখ ফুটিয়া বলিবার আগেই দেখা যায় ফলিয়া বসিয়া আছে। দুদিন আগেকার কথা—ভক্তরা ঘেরিয়া-ঘুরিয়া বসিয়া আছে—দেখে এক বুড়ী মন্দিরের দিক থেকে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে ছুটিয়া আসিতেছে—"আমার কী হোল গো?—সেই বারখণ্ড থেকে হেঁটে বাবা তারকনাথের কাছে ধন্নে দিয়ে পন্নু, তবু বাবা শুনলে নি…"

"কী রে বুড়ী, হয়েছে কী?"

"ওগো আমার সদ্য বিয়োনো…"

—কথাটা আর শেষ করিতে হইল না। দেখে তাহার গাই ধুনির কাছেই গাছের শিকড়ে বাঁধা রহিয়াছে। বুড়ী একেবারে ধুনির সামনে আছাড় খাইয়া পড়িল—"ও বাবা সত্যি তোমার কী মহিমে! কী করে এনে ফেললে আমার শ্যামলীকে?…আমি যে মুখের কথাও বের করি নি!"

একেবারে বৈরাগ্য আসিয়া গেছে বুড়ীর! বাছুরটা পর্যন্ত আনিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। এইখানেই থাকে—বাবা আর তাঁর চেলাদের দুধ খাওয়ায়, সেবা করে, বলে যদ্দিন এখানে আছে বাবার আস্তানা, সে আর বাড়ি ফিরিবে না।

মুখে ঐ এক কথা—"ও বাবা, তোমার কী মহিমে! আমি মুখের কথাও বের করি নি, কী করে এনে ফেললে আমার শ্যামলীকে ?"

ত্রিলোচনের পিতা একটু রঙে ছিলেন,—তীর্থে আসিয়াছেন তো ?—তায় যে-সে তীর্থ নয়। আরক্ত চক্ষু দুটিতে একটু চাড়া দিয়া জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"ও বেটা যে খোঁটা থেকে খুলে নিয়ে রাতারাতি পাচার করছে সেটি কেউ বলতে পারলে না ভেঙে। কজন আছে দলটাতে ?"

ত্রিলোচন ব্যাজার হইয়া বলিল—"তোমার মুখে আর এসব শোভা পায় না বাবা, অমন একজন সিদ্ধপুরুষ…কেন, মনের কথা জেনে আত্মিক বল দিয়ে আর সামান্য একটা গোরু টেনে এনে ফেলতে পারেন না ? আমি তো যাব দেখতে।"

"গলায় টান পড়েছে বলে মনে হচ্ছে ?"

"ঠাট্টা রাখো ; ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করবার আর বয়েস নেই। আমি যাবই দেখতে, যে রকম শুনছি তাতে গন্‌শার একটা হিল্লে হতে পারে। খাঁটি হয়, বহুত আচ্ছা ; মেকি হয় লোকটা ঘুরেছে দশ জায়গায়, সন্ধান দিতে তো পারে যদি দেখে থাকে কোথাও গন্‌শাকে ? ও বুজরুকি করে বসে থাকে, ওর চেলা-চাটিরা রয়েছে—"

শুধু "ওফ্‌!" করিয়া একটা গভীর দুঃখের শব্দ বাহির হইল ত্রিলোচনের পিতার কণ্ঠ হইতে। এ সব হঠাৎ ভাবান্তর এমন কিছু নূতন দৃশ্য নয় ত্রিলোচনের কাছে। সে বিরক্তভাবে বাহির হইয়া আসিল।

একটু দো-মনা হইয়া আছে। স্টেশন থেকে অল্প দূরে একটি ঘর লওয়া হইয়াছে। রোদটা অত্যন্ত কড়া, বাবাজীর আস্তানা অনেকটা দূরেও, বিকাল না হইলে বাহির হওয়া যাইবে না। তাহা হইলে গাড়ি সেই একেবারে রাত আটটার সময়, বাড়ি পৌছিতে সেই যার নাম এগারোটা, তাহার এদিকে নয়। সামনেই দেড়টার সময় একটা গাড়ি স্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। একবার মনে হইতেছে—যেমন ব্যবস্থা ছিল—সবাইকে লইয়া গিয়া গাড়িতেই বসা যাক—বাবার আবার যেমন অবস্থা আসিতেছে।…আবার ভাবিতেছে —একবার চেষ্টা করিলে যেন ছিল ভালো—অত প্রশংসা করিতেছে সকলে — দশের মুখেই ভগবান তো ? ছ ছ মাস হইয়া গেল, দেখা নাই গন্‌শার—যদি হয় একটু দয়া মহাপুরুষের…

স্ত্রী আসিয়া বলিল—"বাবা কাঁদছেন।"

"কেন ?"

"কেন, তার কিছু উত্তর আছে ? বলছেন—পুত্র হয়ে মুখের ওপর বললে—ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করবার তোমার আর বয়স নেই! এর পর আরো কত শুনতে হবে! জিদ্ ধরেছেন এই গাড়িতেই চলে যাবেন, বাবা-তারকনাথের সামনে আর মুখ দেখাতে পাচ্ছেন না।"

এই রকম কাণ্ডকারখানার কথা শুনিলে মনটা সাধু-সন্ন্যাসীর দিকেই আরও ঢলিয়া পড়ে। ত্রিলোচন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি কিন্তু এ গাড়িতে যাব না। একবার যাচ্ছি ওখানে। একটা কেলেঙ্কারি করবেন তিখি জায়গায় ? তার চেয়ে যান উনি—একলাই।"

"বলিহারি বুদ্ধি! বাপ শিবপুর, ছেলে সন্ন্যাসীর আড্ডায়, বউ এদিকে···"

"তুমিও চলে যাও না। না হয় আমার সঙ্গেই চলো সাধুদর্শনে, বাবা চলে যান।"

"আমার অত ভক্তি নেই। আর এই কচি ছেলে। তুমিও চলো, এসব হাঙ্গামে কাজ নেই। পুঁটুর বয়েস হচ্ছে, তোমার বন্ধুর সে হিসেব ভালো রকমই আছে, কাশীতেই থাকুন, বা বৃন্দাবনেই থাকুন, গিয়েই দেখবে বোধ হয় ভুবন মুকুজ্যের বাড়ির আনাচে-কানাচে···"

সামনে দিয়া একটি মেয়েপুরুষের দল চলিয়াছে স্টেশনের পানে। নানা কণ্ঠে আবেগপূর্ণ আলোচনা হইতেছে···"তা দেবে না বুড়ী বাছুর এনে ? এ কী আশ্চয্যি, মুখ দিয়ে কথা বেরুনো নেই, সামনে গোরু বাঁধা ·হবে নি ? তিভুবনে কিছু কি জানতে বাকি আছে ? কাকে যে কীভাবে দেখা দেন বাবা!··আর মুখের কথাই বা কী মিস্টি! যেন মধু ঝরচে—দোহাই তুতীবাবা, গিয়ে যেন দেখতে পাই দামড়া আমার ফিরে এসে···আর ঐ পঞ্চাশ বছর বয়েস!—সিদ্ধপুরুষ আর তবে কেন বলেচে গো ?···ত্রিলোচন মনস্থির করিয়া ফেলিল, স্ত্রীকে বলিল—"না, তোমরা যাও; গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি, একেবারে হাওড়ায় নামবে। সঙ্গে দীনে নাপতে তো রয়েছে।"

গাড়িটা ছাড়িয়া গেলে ত্রিলোচন আবার বাসায় ফিরিয়া আসিল। একে ভিন্ জায়গা, তায় বাসাটা একেবারে খালি হইয়া গেছে, মন টিকিল না। শুধু তাহাই নয়, ওদের ওভাবে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য নানারকম কুচিন্তা আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল মনে, মনটা খিচড়াইয়া গিয়া বৈরাগ্যের ভাবটাই যেন

আরও বাড়িয়া গেল। রোদ মাথায় করিয়াই ত্রিলোচন তুতিবাবার আস্তানার অভিমুখে চলিল।

গিয়া দেখিল, সত্যই যেমন শুনিয়াছে ব্যাপারটা সেই রকম। দুপুরবেলা ভিড় একটু কম হইবারই কথা, কিন্তু তবুও যা আছে তাহাতে ঠাকুরের নিজের মন্দির ফিকা মারিয়া যায়। গাছের নিচে একটা প্রকাণ্ড ছাতা পোঁতা রহিয়াছে, তাহার সামনে ধুনি। একটু দূরে একটা তাঁবু খাটানো রহিয়াছে, জন পাঁচেক লোক আঁটে এইরকম। মুখের ঝাঁপটা ফেলা। একপাশে একটা গাছের শিকড়ে বেশ একটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী বাঁধা—আশ্রমের যোগ্যই চেহারাটি, মুখে জালি-বাঁধা একটি মাস দুয়েকের বাছুর তাহার বাঁটে ঢুঁ মারিয়া সারা হইতেছে। একটি বেশ শক্তসমর্থ গোছের বুড়ী একটা নাদায় ডান হাতে করিয়া জাবনা মাখিয়া দিতেছে, মুখও নড়িতেছে—বোধ হয় বাবার মহিমা-কীর্তন করিতেছে। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুলটায় মোটা পটি বাঁধা, মাঝে মাঝে একটু নাড়িয়া মুখটা যাতনায় কুঞ্চিত করিতেছে। এতদতিরিক্ত দুইজন বাবাজীও নজরে পড়িল; একজন তাঁবুর ছায়ায় বসিয়া একটা শিলে পেস্তা আর বাদাম বাটিতেছে, শিলের মাথায় প্রায় আধপো টাক বাটা সিদ্ধির দলা। একজন ছাতার পাশেই বসিয়া পিতলে বাঁধানো একটি বড় কলিকায় গাঁজা খাইতেছে। দুইজনেরই প্রচুর দাড়ি আর জটা. আঁট-সাঁট ঢালা লোহার মতো শরীর, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে। লোক পশ্চিমাঞ্চলের বলিয়া মনে হইল।

তবে এরা সে মূল সন্ন্যাসী নয় এটা বেশ টের পাওয়া যায়। দর্শনার্থীদের মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করিয়া ত্রিলোচন জানিতে পারিল—বাবা এখন সমাধিতে রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিল—"কখন ভাঙবে ?"

"ঠিক নেই ; অন্য জগতে বিচরণ করেন কি না—সেখানকার কাজ না শেষ হলে ফেরেন না। নামলে আপনিই ঘণ্টি বেজে ওঠে।"

ভক্তি খুব না থাকিলেও ত্রিলোচনের মনটা যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, ধুনির সামনে তামার একটা খুব বড় পরাত রাখা আছে, কিছু পয়সা, গোটা কতক দুআনি সিকি এবং গোটা দুয়েক টাকা তাহাতে ছড়ানো। বোধ হয় বিশিষ্টতা অর্জন করিয়া নজরে পড়িবার জন্যই ত্রিলোচন একটা আটআনি ফেলিয়া দিয়া গাঁজাখোরকে একটা প্রণাম করিয়া, যতটা পারিল সামনে জায়গা করিয়া বসিয়া গেল।

একটা খসখসে আওয়াজে প্রশ্ন হইল—"ঘর কাঁহা ?"

শুধু আওয়াজ নয়, দৃষ্টিও মনে হয় যেন অন্তঃস্থল ভেদ করিতেছে। ত্রিলোচন ভয়ে-ভক্তিতে হাত-জোড় করিয়া বলিল—"শিবপুর, বাবা।"

"শিউপুর ? আচ্ছা, তবে তো তু বুড়া ভক্ত হ্যায় বাবাকা। তৈতিরী উপনিখদ বাবাকা আপানা জবানসে নিকৃলাথা।"

ত্রিলোচন শেষ কথাগুলা কিছু না বুঝিয়া একটু হাসিল। একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক ত্রিলোচনের পাশে আসিয়া বসিয়াছিল, বলিল—"তুতীবাবা তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকেই ব্যাখ্যান দিচ্ছেন কিনা এখানে, মহারাজ সেই কথাই বলছেন। সেই জন্যই তো বাবার কথাগুলো ঐ রকম…"

"ক্যা মাংনা চাহতা হ্যায় বাবাসে ?"

"আমার এক বন্…"

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই ঝনঝন করিয়া ঘন্টি বাজিয়া উঠিল, এবং "জয় বাবা তুতী মহারাজ"! বলিয়া, একদল লোক দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য নবাগতের সঙ্গে ত্রিলোচনও উঠিয়া জয়ধ্বনি করিতে যাইবে, তাহার জিভ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

—গন্‌শা !!

কচি কচি গোঁফ-দাড়িতে মুখ ভরিয়া গেছে, কোমরের নিচে পর্যন্ত জটা, কপনির উপর গেরুয়া বহির্বাস জড়ানো, মুখে ভূমানন্দ। কিন্তু এসব দিয়া তো আর ত্রিলোচনকে ভোলানো যায় না। সেই শিবপুরের আড্ডাবাজ গন্‌শা ! ত্রিলোচন প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, অতি বিস্ময়ের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, কণ্ঠটা হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর সে কী ভাবিয়া চুপ করিয়াই দেখিতে লাগিল। ছাতার নিচে হরিণের চামড়ার উপর বসিতে চারিদিক হইতে অভাব-অভিযোগ প্রার্থনা লইয়া একটা গোলমাল উঠিতেছিল, গাঁজাখোরটা উঠিয়া বলিল—"পহিলে উপনিষদকো ব্যাখ্যান করনে দেও বাবাকো।"

গোলমালটা থামিয়া গেল, সবাই চুপ করিয়া হাতজোড় করিয়া বসিল।

সেই তোৎলামি, শুধু আরও বাড়িয়াছে। এক পাই যে সন্দেহটুকু ছিল তাহাও কাটিয়া যাইতে ত্রিলোচন অল্প অল্প পাশ কাটাইয়া একটু সামনে আগাইয়া গেল, তাহার পর আরও সামনে—যেমন রহস্যটা বাড়িতেছে তেমনি

আবার সেই প্রথম বিস্ময়ের জড়তাটাও কাটিতেছে—শেষে একেবারে সামনের পঙ্‌ক্তিতে গিয়া বসিল।



কচি কচি গোঁফ-দাড়িতে মুখ ভরিয়া গিয়াছে···

আশ্চর্য! তাহাকে দেখিল গন্‌শা, কবারই; কিন্তু এতটুকু ভাবান্তর নাই; যেমন আর সবাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রবল বেগে বুজরুকি করিয়া যাইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়াও ঠিক সেই ব্যাপার। যদি ভুল হয়ই তো বরং গন্‌শাকে দেখিয়াই ভুল হইতে পারে, ত্রিলোচনের তো দাড়ি-গোঁফও গজায় নাই, কোমর পর্যন্ত জটাও নামে নাই। কাণ্ডখানা কী? সিদ্ধির যে রকম সরঞ্জাম দেখিতেছে,

বিশেষ করিয়া চিলিমের যে রকম বহর দেখিতেছে, গন্‌শার মাথা বিগড়াইয়া গেল না কি? না, জাগিয়া ঘুমাইতেছে গন্‌শা?

রোদ মাথায় করিয়া আসা, উদ্বেগ, এই ভিড়, ভ্যাপসা গরম, তাহার উপর আবার গন্‌শার এই ব্যাপার,—কেমন মাথা গুলাইয়া যাইতেছে। সে নিজে ত্রিলোচন তো? কেমন যেন সন্দেহ হইতেছে। সকাল থেকে সমস্ত ঘটনাগুলা মনে করিবার চেষ্টা করিল—বেশ মনে পড়িতেছে সব—দেড়টার সময় গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল—বৌ, খোকা, বাবা, দিনে···ত্রিলোচন নিজেও চড়িয়া বসিয়া হাওড়ায় চলিয়া যায় নাই তো?···গন্‌শা এতটা ভুল করিবে?

ত্রিলোচন রগের চুল দুই আঙুলে খুব জোরে টানিয়া মাথায় একটু সাড় আনিল। একটু পরিষ্কার হইতেই সে উঠিয়া পড়িল, এবং একটা প্রণাম ঠুকিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভালো খদ্দের উঠিল দেখিয়া গাঁজাখোরটা প্রশ্ন করিল—"অম্বৃৎ মিঠা নেহি লগা বেটা?" সেই লোকটা একটু ব্যঙ্গ হাসিয়া বলিল—"সবার মগজ কি বরদাস্ত করতে পারে বাবা? কত খাঁটি জিনিস!"

ত্রিলোচন বাড়ির পথই ধরিল, খানিকটা আসিয়া একটা টিউব-ওয়েল দেখিয়া মাথাটা ধুইয়া ফেলিতে যেন একটু ধাতস্থ হইল। মিলাইয়া দেখিল সব ঠিকই আছে,—গন্‌শা ধরা পড়িয়া ন্যাকা সাজিতেছে—দিব্য গুছাইয়া বসিয়াছে, আর ফিরিতে চায় না।

কী উপায়? শিবপুরে ফিরিয়া গিয়া সবাইকে ডাকিয়া আনিবে? যদি গন্‌শা রাতারাতি আবার উধাও হয়? না, নজর রাখা দরকার।

এমন সময় রাস্তার ধারে পোস্ট অফিসটার উপর নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিলোচনের বুদ্ধি খুলিয়া গেল। একটা টেলিগ্রামের ফর্ম চাহিয়া গন্‌শার মামার ঠিকানায় লিখিল—"Ganesh found, come sharp."

এ ফর্মটা ছিঁড়িয়া ফেলিল; অন্য একটা লইয়া ঘোঁৎনার নামে লিখিল—"Ganesh found as great Sadhu come sharp with Rajen Gora and K. Gupta."

টেলিগ্রাম আর্জেন্ট করিয়া পাঠাইয়া দিল।

তাহার পরদিন বারোটার গাড়িতে চার জনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিলোচন স্টেশনে ছিল, সবাইকে লইয়া বাসায় আসিয়া উঠিল। আরও দিন দুয়েকের ভাড়া দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে বিশেষ কিছু বলে নাই, ঘরের মধ্যে বসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিল—"এই ব্যাপার, তোমরা এখন ভেবেচিন্তে একটা কিছু খাড়া করো; আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। গন্‌শা আমায় চিনলে না। এখন শুধু বাকি রইল বউয়ের কোন দিন বলা—'who are you my dear friend ?'

কে. গুপ্ত বলিল···"আচ্ছা, এমন তো হতে পারে যে গণেশবাবু নয় ?"

ঘোঁৎনা মাথা টিপিয়া ভাবিতেছিল, মুখটা তুলিয়া বিরক্তভাবে বলিল—"তবে কে ?"

"কে তা বলা শক্ত, তবে···"

"কে, তা বলা শক্ত বলে সেদিকে ঘেঁষবেন না, আর 'গন্‌শা নয়' বলা সহজ বলে দিব্যি বলে বসলেন...তিলের দায়টা কি সে যাকে-তাকে গন্‌শা বলে বসবে মশাই ?"

"না আমি বলছিলাম···"—বলিয়া কে. গুপ্ত মনের কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে যাইতেছিল, "থামুন মশাই, একে দিশেহারা করে তুলেছে" বলিয়া ঘোঁৎনা তাহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া আবার রগ টিপিয়া ভাবিতে বসিয়া গেল। কেহ আর তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না।

একটু পরে মাথা তুলিয়া বলিল—"না, সরেজমিনে একবার গিয়ে না দেখলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

ঘোঁৎনারই পরামর্শে ঠিক হইল সে একলাই যাইবে। ব্যাপারটা যখন ঠিকমতো বোঝা যাইতেছে না, তখন ভেজাল বাড়াইয়া কাজ নাই। যেমন শুনিল, একটু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত গন্‌শা বাহির হয় না; সমাধির ভান করিয়া তাঁবুতে পড়িয়া থাকে। ঘোঁৎনা সেই আন্দাজ করিয়া বাহির হইল।

ফিরিতে অন্ধকার হইয়া গেল। খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বলিল—"গন্‌শা ঠিকই, তবে কী ঠাউরেছে বুঝতে পারা গেল না; দু-চার দিন ঘোরাবে দেখছি।"

তাহার পরদিনও একলা গেল। ফিরিল রাত করিয়াই। বলিল—দাঁড়া দেখি, আরও দিন পাঁচেকের ভাড়া আগাম দিয়ে দে তিলে; ব্যাপার যেন্ ঘোরালো মনে হচ্ছে।"

গোঁরাচাঁদের গাটা যেন ছমছম করিতেছে, কাল থেকেই। এসব আবার বিটকেল জায়গা, কিছুতে ভর-টর করিল না তো? গন্‌শা আবার এ কী মূর্তি ধরিল, আর কেনই বা?...প্রশ্ন করিল, ওর মামাকে একটা টেলিগ্রাম দিয়া আনাইয়া লইলে কেমন হয়।

রাজেন বলিল—"কিংবা ভুবন মুকুজ্যেকে? পুঁটুরাণীকে সুদ্ধ্য নিয়ে আসুক, যদি সত্যি বৈরাগ্য উদয় হয়ে থাকে ছোঁড়ার, তো একবার চোখ মেলে দেখুক না, আরও মাস ছয়েক বাড়ল তো পুঁটুরানী এর মধ্যে?"

ঘেঁৎনা বলিল—"দেখি একটা দিন, গেরোর একটা যেন খুঁট পেয়েছি।" এর বেশি ভাঙিল না।

তাহার পরদিন আরও একটু দেরি হইল। সকলে উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে, ঘেঁৎনা একটু ব্যস্তসমস্তভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল... "সব ভেতরে আয়, আর বাড়িওয়ালার দোকান থেকে একটা ভালো আলো নিয়ে আয় এটা বদলে, বলবি মিনিট পনেরোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।"

আলো আসিলে ঘেঁৎনা দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া পকেট থেকে রুমালের চেয়ে একটু বড় একটা গেরুয়া রঙের ন্যাকড়া বাহির করিয়া নিচে শানের উপর মেলিয়া ধরিল। পেন্সিল দিয়া কী সব লেখা। খুব স্পষ্ট নয়, তাহার উপর বদল করিয়াও আলোর বিশেষ উন্নতি হয় নাই, কোন রকমে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া পড়া গেল—"জ্যাঁতিকলে তোদের গন্‌শাই। তোৎলা তাই তুতীবাবা আর তৈত্তিরীয় উপনিষদ। নামও শুনি নি। চার মাস কাটল নানাস্থানে। চারজন খুনী, দুইজন বাইরে গেছে, দুটোতে আগলে রয়েছে। চোখে চোখে রাখে। ছোরা দেখায়। চারটে ধুতরো ফল বেলগাছটার গোড়ায় রেখে দিবি। তোরা কজন? থানা বা মামা নয়। পুঁটুর বিয়ে হল?"

পড়া শেষ হইলে ঘেঁৎনা কালকের সেই 'গেরোর খুঁট' পাওয়ার রহস্যটা প্রকাশ করিল। দু-একবার চোখাচোখি হইতে ঘেঁৎনার যেন মনে হইল, গন্‌শা লেখার ভঙ্গিতে হরিণের ছালের উপরেই আঙুল চালাইল। কাগজ পেন্সিল তো চালান দেওয়া অসম্ভব, একটা বেশ নরম কালো সীসাওলা পেন্সিল

কিনিয়া সীসাগুলা বাহির করিয়া কয়েকটা টুকরা যেখানে বসিয়াছিল সেখানে ফেলিয়া আসে ঘোঁৎনা। এখন দেখিতেছে আন্দাজটা ঠিকই ছিল।

শেষ হইলে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, ত্রিলোচন বলিল—"এখন উপায় ?"

ঘোঁৎনা বলিল—"ভাবতে হবে, টের তো পাওয়া গেল ব্যাপারটা।"

পরদিন আবার একলাই গেল। নজর রাখিতেছে, সন্দেহ করিতে পারে,—এ বয়সের লোক তো থাকে না বেশি। ফিরিল একটু আগেই। বেশি বিমর্ষ। এরা জিজ্ঞাসা করিতে মাথাটা নাড়িয়া বলিল—"আজ একেবারে চুপচাপ; বোধ হয় বেটারা টের পেয়েছে। থানাতেই যেতে হল।"

কে. গুপ্ত বলিল—"কিছু একটা ভেবে যখন মনে করেছেন গণেশ বাবু..."

ঘোঁৎনা তাহার পানে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"কিছু একটা ভেবে তো লোটা-কম্বলও নিয়েছিল আপনার গণেশবাবু মশাই।...চল্, সব ওঠ্; কেমন যেন মনে হচ্ছে।"

পাঁচজনে দুয়ারে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মনটা সবারই দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কাহারও মুখেই কথা নাই, একটা যে ভীষণ কিছু ব্যাপার ঘটিতে বসিয়াছে এটা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। যাহার জন্য এইসব দলপতি গন্‌শার অভাব এত মর্মে মর্মে অনুভব আর কখনও করে নাই কেহ। প্রতিভূ হিসাবে ঘোঁৎনা যতটা সম্ভব নির্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

থানার হাতার মুখেই একটা নীল উর্দিপরা চৌকিদারের সঙ্গে দেখা হইল। সামনে পাইয়া ঘোঁৎনা তাহাকেই বলিল—"একটা নালিশ আছে।"

"কিসের ?"

"খুনের।"

"ডায়রি দরকার।"

যত বিপদ-আপদ গনশাই চিরকাল নিজে সামলাইয়াছে। থানা বলিয়া একটা বাড়ি শিবপুরের এক দিকে পড়িয়া আছে এই পর্যন্তই জানে, কখনও মাড়াইবার অবসর হয় নাই কাহারও। তাহার মধ্যে যে আবার ডায়েরি বলিয়া একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে, এই প্রথম শুনিল। কিন্তু ভাঙিল না, আজ তাহারই উপর নির্ভর আর সে থানার মতো একটা চলতি কথা জানে না এটা

স্বীকার করিতে কেমন লজ্জা বোধ হইল, বলিল—"শুনলি তো সবাই? বললাম না?"

একটু দূরে একজন কনেস্টবল্‌ বোধ হয় ডিউটি বদলে উর্দি চাপরাশ খুলিতেছে, ঘোঁৎনা বলিল—"দাঁড়া তোরা এখানে একটু।"

গিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল—"একটা নালিশ আছে জমাদার সাহেব, খুনের।"

ডিউটি-শেষে মনটা একটু রহস্যপ্রবণ আছে। গেঞ্জিটা মাথা দিয়া গলাইতে গলাইতে কনেস্টবল্‌টা বলিল—"বোড়ো আনন্দের কোথা আছে, ডায়েরি করুন!"

ঘোঁৎনা একবার পিছনে চাহিয়া লইল। আওয়াজটা একটু নামাইয়া বলিল—"ডায়রি তো করবই, ছাড়ব নাকি? কী করতে হবে তাহলে?"

"ডাঁয়েরি কোরতে হলে ডাঁয়েরিই কোরতে হোবে বাবু।—হাঃ হাঃ হাঃ—" নিজের রসিকতায় উচ্চ হাস্য করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

ধরা পড়িয়া গিয়া ঘোঁৎনা একটু অপ্রভিতভাবেই ফিরিয়া আসিল। আর ঢাকা দিবার চেষ্টা না করিয়া রাজেন বলিল—"আমিও ঠিক বুঝি না, ডায়রি করে এই পর্যন্ত শোনা আছে। চৌকিদারও চলে গেল...আপনি জানেন মশাই? কলেজে তো পড়েন।"

কে. গুপ্ত বলিল—"বোধ হয় লেখাতে হবে নালিশটা।"

রাগটা ঝাড়িবার একটু সুযোগ পাইয়া ঘোঁৎনা খিঁচাইয়া উঠিল—"লেখাতে হবে না তো কি হাতে নেড়ে কেত্তনের সুরে গেয়ে শোনাতে হবে মশাই? বাজে বকেন কেন?...চল, উপায় ঠাউরেছি। বাড়িওলাকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে, রাত্তিরে তো হতও না ডায়রি।"

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার বাসায় ফিরিয়া আসিল। গরম হইতেছে, দুয়ার খুলিয়া জামা ছাড়িয়া ঘোঁৎনা, রাজেন আর ত্রিলোচন বাড়িওয়ালার দোকানে গেল। দোকানটা পাশে; একটা লম্বা টানা ঘরের আধখানা হোটেল, আধখানা মুড়ি, চিড়ে, বাতাসা আর চিনির কয়েক রকম সস্তা মিষ্টান্নের দোকান।

দোকানীর নাম গদাই নেউকী। লোকটা একটু বেশি গাঁজা খায়; তারকেশ্বরের হিসাবেও একটু বেশি; মেজাজটা ভিতরে ভিতরে একটু

তিরিক্ষি ; অথচ এদিকে দু-দুইটা দোকান সামলাইতে হয় বলিয়া বেশি কথা কয় না। চোখ দুইটা বড় বড় আর লাল-লাল। কাঁচা-পাকা গোঁফ, আলাদা আলাদা ধরিলে প্রত্যেকটি বিড়ালের গোঁফের মতো বড় আর দাঁড়া-দাঁড়া। মুখের হাড়গুলা খুব জাগানো।

তীর্থের প্রায় সবহোটেলওলার মতো নেউকীর কারবারেও কিছু কিছু প্রচ্ছন্ন গোলযোগ আছে, তাই চারিদিকে একটু নজর রাখিয়া চলিতে হয় তাহাকে, প্রকৃতিটা সন্দিগ্ধ।

ওদিকে জন পাঁচেক খাইতেও বসিয়াছে, একজন উড়িয়া বামুন পরিবেশন করিতেছেন। একটা খদ্দেরকে বাতাসা ওজন করিয়া দিতেছিল, এরা তিনজন দোকানের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল; ঘোৎনা একটু একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"নেউকী মশাই, একটা কথা .."

বাড়িওয়ালা আড়-চোখে একটু চাহিতে চুপ করিয়া গেল।

বাতাসা ওজন করিয়া দিয়া, আরও গোটা চারেক ছুড়িয়া দিয়া, পয়সা লইয়া বাড়িওলা একটু ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনাদের ভাত বেড়ে দেবে, না, দেরি আছে এখনও, দয়া করে জানতে পারি কি ?"

মুখটা একটু ভার-ভার, গোঁফগুলা ফোলা-ফোলা।

ঘোৎনা বলিল—"হ্যাঁ, ভাত দিয়ে দিক না। দাও হে ঠাকুর; আমাদের পাঁচজনকেই। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম নেউকী মশাই..."

"হ্যাঁ বলুন।"—আর একটু ঘুরিয়া বসিল ; গোঁফগুলা আরও একটু দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

"একটা সামান্য কথায় আটকাচ্ছে ; নতুন জায়গা কি না। একটা নালিশ ডায়রি করব, তা এখানে কীভাবে কার কাছে···"

"কী করবেন ?"—একটা চৌকির উপর বসিয়া সওদা বেচিতেছিল, আস্তে আস্তে নামিয়া খুব কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর স্বভাব-রুক্ষ স্বরটা অস্বাভাবিক রকম শান্ত করিয়া প্রশ্ন করিল—"কী করবেন বললেন আর একবার শুনতে পাই কি দয়া করে ?"

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল—"নেকালো, আভি নেকালো আমার দোকান থেকে! আমার বাড়ি ভাড়া করে, আমার দোকানে খেয়ে, আমায় ডায়রির হুমকি দেখাতে এয়েচ ? নেকালো! গোড়া

থেকে খটকা লেগেছিলো সিদে লোক নয় সব, তিথি করতে আসে নি। পয়লা একদল এলো মেয়ে-মদ্দয়, তার থেকে একজনা আটকে গেল, সে আবার কোথা থেকে জনা চারেককে টেনে তুললে,—দেখে যাচ্ছি!...পয়লা একদিন



একটা সামান্য কথায় আটকাচ্ছে ; নতুন জায়গা কি না।

ভাড়া, তারপর দুদিন তা যদি ফুরোল তো আরও পাঁচদিন—দেখেই যাচ্ছি কদ্দুর এগোয়!...গেলে বেইরে আমার দোকান থেকে?...ঠাকুর ; একবার এঁটো হাতটা ধোও, অমনি বেরুবার পাত্তোর নয়..."

লোক জড়ো হইয়া গেছে। নানারকম প্রশ্ন। ইহারা মুখ চুন করিয়া তিন জনেই রাস্তায় নামিয়া গেছে। কে. গুপ্ত বাসার দেওয়ালের আড়াল হইতে

বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে! গোরাচাঁদ ঘরের মধ্যে; বাহির হইতে সাহস পাইতেছে না। নেউকীও রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে। কথার ঝোঁকে একবার হাতটা বাড়াইয়া কয়েক পা হনহন করিয়া আগাইয়া যাইতেছে, আবার তেমনি ভাবে ফিরিয়া আসিতেছে; কখনও কুঁজো হইয়া পড়িতেছে, কখনও আবার বুকটা চিতাইয়া স্পর্ধাভরে চাপাইয়া দিতেছে।—"ডায়ারির ভয় দেখায় গদাই নেউকীকে!—চলো, আভি চলো, দেখি কে কার নামে ডায়রি করে। আমার পঁচিশ বছরের দোকান, সারা জেলাটা জানে, আজ বলে ডায়রি করব। আমার নামে!—এই আমার নামে! আমি ভেবে সারা কোন্ মুলুকের নোক সব—করতে চায় কী এখানে?—বাবার মন্দিরের দিকে একদিন পা বাড়াতে দেখলাম না—সারাদিন গুজগুজ ফুসফুস!

এরা ভয়ে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেছে—হঠাৎ একটা নিতান্ত সাদা প্রশ্নের উপর এ কী কাণ্ড! এক-আধ জন একটু সহানুভূতিশীল হইয়া একটু বুঝাইতে যাইতেই নেউকী আরও উগ্র হইয়া উঠিল—"না, আমি নিরীহ লোক, বাবার কিরপেয় দুটো মুড়ি-বাতাসা বেচে দিন গুজরান করি; আমার উপর গোয়েন্দাগিরি! নেকড়ার ভেতর থেকে নেকা বের করা! দেখলাম কিনা দরজার ফাঁকে উঁকি মেরে বলি, দেখি তো খামোকা আলো বদলায় কেন! নেকালো, যেখানে খুশি যাও; এখানে ভাত নেহি দেঙ্গা। নেকালো, আমি এই দিলুম তালা এঁটে যে ঘরে আছে তাকে সুদ্ধু। আমার নাম গদাই নেউকী। ঠাকুর, দেখো যারা ঘরে আছে, বেইরে না যায়, আমি থানায় এত্তেলা দোব…।" চাবিসুদ্ধ তালাটা শেকলের আংটায় ঝুলিতেছিল, নেউকী ঘুরিয়া অগ্রসর হইতেই ইহারা তিনজনে যে যেদিকে পারিল অন্ধকারে ছুট দিল। গোরাচাঁদ আর কে. গুপ্তও হাতের কাছে যাহা পাইল তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া একেবারে ছুটিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াই সোজা স্টেশনের রাস্তা ধরিল।

[৪]

অনেক রাত হইয়াছে। স্টেশনের যাত্রীশালার একধারে পাঁচজনে পড়িয়া আছে। মুখে বিশেষ কথা নাই, চোখে ঘুম নাই, পেটে অন্ন নাই। যাহার কাছে যা-কিছু ছিল, সব জামার পকেটে। নিজেরটি ছাড়া একটি জামা আনিতে পারে নাই গোরা। আর ফিরিয়া যাইতে সাহস হয় নাই, গেলে ফলও হইত

না, উলটা কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। গোরাচাঁদের নিজের পকেটে আর কিছুই ছিল না। নূতন জায়গা, সমস্ত দিনে যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছে, কিনিয়া খাইয়াছে। কিছু ধারই হইয়া পড়িয়াছে কে. গুপ্তের কাছে।

এখন ভাবনা হইতেছে কাল কী হইবে! হাতে রেলভাড়ার পয়সা নাই যে ফিরিয়া যাইবে। বেশভূষার এই অবস্থা, সকালবেলা নেউকী বেটা যদি থানায় নালিশ করিয়া দেয় তো এ সবই তাহার হইয়া সাক্ষী দিবে।

কে. গুপ্ত বলিল—"আর কাল সকাল পর্যন্ত ওয়েট না করে যদি আজ রাত্তিরেই থানায় গিয়ে…"

ঘেঁৎনা বলিল—"আপনি একটু থামুন মশাই।"

মনে মনে কিন্তু সবাই বুঝিল, কে. গুপ্তের আশঙ্কাটা অমূলক নয়। একটু পরে ত্রিলোচন বলিল—"নালিশ করুক আর নাই করুক, এ রকম খোলা জায়গাতে এভাবে পড়ে থাকাটা সবার চোখের সামনে ঠিক নয়; সেই সকালবেলা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ব, সে সময় এসে…"

সবাই চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে ঘেঁৎনা বলিল—"তোদের যখন এত ভয় তাহলে চল, ওঠ; প্ল্যাটফর্মে যে গাড়িটা রয়েছে তাইতে শুয়ে থাকবি চল। ভোর চারটের সময় ওইটেই ছেড়ে যায়।"

রাজেন বলিল—"মন্দ বলে নি ঘেঁৎনা। তার পর টিকিট-চেকার ধরলে…"

ত্রিলোচন একটু সামনে আসিয়া উৎসাহের সহিত বলিল ঠিক তো, চেকার ধরলে তখন ন্যাকা সেজে বসতে কতক্ষণ?—আমরা কী করব মশাই? দেখছেন ওভারক্যারেড হয়ে গেছি! আমরা, কি ইচ্ছে করে…"

কে. গুপ্ত বলিল—"জিগ্যেস করবে না—টিকিট না নিয়ে উঠেছিলে কেন গাড়িতে?—না উঠলে তো ওভারক্যারেড হতে না?"

ঘেঁৎনা খিঁচাইয়া উঠিল—"সব কথাতেই আপনি একটা ফিকড়ি তুলে কী আনন্দ পান বলুন তো মশাই? মনের সে রকম অবস্থা দেখছেন সবার?"

ওদিককার যাত্রীরা অনেকেই গাড়ীতে আগেভাগে গিয়া শুইয়া আছে। এরা একেবারে প্ল্যাটফরমের শেষে ইঞ্জিনের পরের গাড়িটাতে গিয়া উঠিল। অনেকটা দূর আর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

ঘুটঘুটে অন্ধকার, গাড়িটার ভিতরে আরও বেশি। কামরাটা খালি—

মাত্র একটা লোক ওদিককার বেঞ্চে কোণটিতে গুটিশুটি মারিয়া বসিয়া আছে ; পরনে একটা সাদা কাপড়, সেইটি দিয়া মুখ পর্যন্ত ঢাকিয়া।

গোরা চারিদিকেই বিভীষিকা দেখিতেছে, রাজেনকে ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিল—"নেউকী বেটা নয় তো?" ঘেঁাৎনা তাহার মুখে হাত দিয়া থামাইয়া দিল।

অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ বলিয়া মনে হইতেছে তবু। গন্‌শার কথাটা আবার মনে পড়িল। ত্রিলোচন বলিল..."ডায়রির খটকায় পড়ে এমন কাঁচিয়ে গেল সব ব্যাপারটা, না পালিয়েও উপায় নেই..."বলিতে বলিতে কেমন রাগ হইয়া পড়িল। একটু দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল—"ওর মামাটাকে কাল নিয়ে আসি সঙ্গে করে। নিজের ভাগ্নে নিজে..."

"তা-ত্তার আর দ-দ্দরকার হবে না..."

এরা চার জনে এদিকে শুইয়াছে, গোরাচাঁদ ওদিককার মাঝের বেঞ্চটা দখল করিতে যাইতেছিল,—"ও বাবা গো!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া একেবারে রাজেনকে জড়াইয়া ধরিল। ততক্ষণে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সকলে সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওদিককার মূর্তিটাও গায়ের ঢাকা খুলিয়াছে, ত্রিলোচন ও ঘেঁাৎনা চীৎকার করিয়া উঠিল..."গন্‌শা! —কী করে এলি?"

"তো-ত্তোরা, আগে তা ভাবতে পারি নি, মুখ দেখতে তো পাচ্ছি না অন্ধকারে। এদিকে ভয় হচ্ছিল ভক্তরা না চিনে ফেলে! এলাম—বা-ব্বাবার দয়া। তুতীবাবার সেবার পুণ্যিতে বুড়ীর আঙুলহাড়া হয়েছে। ছোট মহারাজ বড় মহারাজ—দু-বেটাকে ডেকেই বুড়ীর সামনে বললাম—'যা তো, সমাধিতে হিমালয়ে গিয়ে ন-নন্দীকে চারটে ধুতরো রেখে যেতে বলে এসেছি, ঐ বেলগাছের গোড়ায় আছে, নিয়ে আয়। ভক্তদের সামনে হুকুমটা-আঁসটা যা করি তাতে ওদের সঙ্গে যোগ-সাজোস থাকে, আগে থাকতে ব্যবস্থা করা থাকে, এবার তো তা নেই?—হাঁ-করে চেয়ে রইল দুজনে। তা-ত্তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে যখন দেখলে যে সত্যিই চারটে ধুতরো ফল মজুত, এনে আমার হাতে দিয়ে আরও হাঁ করে রইল।...ঘোঁ-ঘ্-ঘোঁৎনা, তোকে যে চারটে রেখে আসতে বলেছিলাম। একটা কুরে বু-ব্বুড়ীর আঙুলে পরিয়ে দিলাম, ..আঙুল-হাড়ার ভালো ওষুধ কিনা। বুড়ী এখন নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে; বা-ব্বাকি তিনটে বেটে ওদের রাত্তিরের সিদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। আসবার সময় সমস্ত টাকাকড়ি

ট্যাঁ-ট্র্যাকস্থ করে—বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় যা কিছু সব বড় পুকুরে ডুবিয়ে চলে এলাম। সিদ্ধির ওপর ধুতরো,—কাল বারোটা একটার আগে আর উঠতে হচ্ছে না বাছাধনদের। চো-চ্চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে এবার যা হাঁ করবে সেটা ব-ব্বন্ধ হতে বে—ব্বেশ খানিকটা সময় নেবে।...তোদের খবর কী? বিড়ি বের কর দিকিন পকেট থেকে। আর বা-ব্বাইরে চল, একটু দেখি সবাইকে, এখানে অন্ধকারে..."

রাজেন বলিল—"আমাদের জামাই-ই নেই কারুর, পকেটের কথাই আসে না।"

"জামা নেই! কেন রে, তোরা আবার কো-ক্কোন্ গন্‌শার পাল্লায় পড়েছিলি?"

নাক

[১]

গণেশের আশীর্বাদের দিন ঠিক হইয়া গেল।

মামা গোলোক চাটুজ্যে পুঁটুরানীর ঠাকুরদাদা ভুবন মুকুজ্যেকে বলিলেন—"নাঃ, ও-ছোঁড়ার কিছু হবে না ভায়া, অনেক চেষ্টা করে তো দেখলাম। ...তারপর এই দেখো না—আজ নিরুদ্দেশ, কাল সন্ন্যাসী—নিজের কাজ-কর্ম্ম দেখব কি ও হতভাগার ভাবনা ভাবব? এবারে আবার নাকি কোন্ নাগাদের দলে পড়ে শুধু প্রাণটি নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছে। গেলেই হত ভালো, তা যা পেল্লাদ-মার্কা ছেলে গর্ভে ধরেছিল দিদি।...নাঃ, দাও ঝুলিয়ে, তোমার নাতনীটিরও তো ওদিকে বয়স হল..."

গোলোক চাটুজ্যের দাবার আড্ডাতেই একদিন ন্যায়রত্ন মশাইকে ডাকিয়া আনানো হইল। দুইজনের ঠিকুজি মিলাইয়া বলিলেন—রাজযোটক।

গোলক চাটুজ্যে আর ভুবন মুকুজ্যে একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। গোলোক চাটুজ্যে ন্যায়রত্ন মশাইকে বলিলেন—"রাজযোটক যে হবে তা আগে থাকতেই টের পেয়েছি। দুজনেই এক ছাঁচে ঢালা...এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্; এখন কথা হচ্ছে ছোঁড়াটার উপার্জনের দিকে মতি-গতি ফিরবে তো?—কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন..."

ন্যায়রত্নের কানের অবস্থা এদিকে আরও খারাপ হইয়াছে, হাতের আড়ালে দুই বারের চেষ্টায় আওয়াজটা ধরিয়া আর-একবার একটু ঠিকুজি মিলাইয়া বলিলেন—"তা স্ত্রীভাগ্যে ধন আছে। ভাগ্যবান ছেলে গণেশ আমাদের..."

ভুবন মুকুজ্যে হাসিয়া একটা সম্বন্ধোচিত গালাগাল সংযোগ করিয়া বলিলেন—"ভাগ্যবান না হলে, আটহাতি কাপড় পরে একটু একটু করে সারা জীবন ধরে যেটুকু করলাম—দুটো মন্তর পড়ে সবটার মালিক হয়ে বসছে?"

গোলক চাটুজ্যেও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আর আমিই বা কার জন্যে খেটে মরছি বলো না। মলে একরকম বলতে গেলে ঐ আবাগের বেটাতেই তো সব বর্তাবে?"

চেঁচাইয়া ন্যায়রত্ন মশাইকে বলিলেন—"সে-কথা হচ্ছে না; বলি সুখে থাকবে তো দুটোতে? ছোঁড়াটা মেয়েটাকে কষ্ট দেবে না তো?"

ভুবন মুকুজ্যে হাসিয়া বলিলেন—"সে বড় শক্ত ঠাঁই; নমুনা পান নি তার?"

ন্যায়রত্ন মশাইকে প্রশ্ন করিলেন—"আমি বলি মেয়েটা ভায়াকে কষ্ট দেবে না তো?"

ন্যায়রত্ন কানের জন্যই আন্দাজে হাসিয়া বলিলেন—"ঐ তো বললাম··· রাজযোটক···কানটা একটু দেখাও এই সময়, নয় তো আমার অবস্থা হবে, ভুবন।"

দিন দেখিয়া, খানিকটা তামাক পোড়াইয়া উঠিয়া গেলেন।

আশীর্বাদ তেসরা বোশেখে, গায়েহলুদ দশুই, বিবাহ এগারোই; পরদিন হইতেই দুই বাড়িতে অল্প অল্প করিয়া আয়োজন শুরু হইয়া গেল; আর সময় কোথায় তাহা হইলে?

[২]

কিন্তু আবার বাগড়া পড়িল—পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বলাই ঠিক,—গন্‌শা বলিতেছে বিবাহ করিবে না। শিবপুরের স্টীমার-জেটিতে ঘোঁৎনা, রাজেন, গোরাচাঁদ আর কে. গুপ্ত রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া গেছে। বিবাহের কথাটা আজই সকালে টের পাওয়া গেল, সেই লইয়া নানা রকম জল্পনা-কল্পনা হইতেছে, এমন সময় ত্রিলোচন হন-হন করিয়া বাজারের দিক থেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখটা একটু নীচু-করা, রাগে, না, কিসে একেবারে অন্ধকার হইয়া আছে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, দল থেকে একটু আলাদা হইয়া রেলিঙে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল এবং ঠায় গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল।

ভাবগতিক দেখিয়া এদের কেহও কিছুক্ষণ কোন প্রশ্ন করতে সাহস করিল না, তাহার পর ঘোঁৎনা বলিল—"মুখ তোলো-হাঁড়ি করে এসে দাঁড়ালি যে? গন্‌শার সঙ্গে দেখা···"

ত্রিলোচন একেবারে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, মুখটা ঘুরাইয়া ঝাঁকিয়া বলিল—"খবরদার, কেউ আমার কাছে গন্‌শার নাম নেবে না,

বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যাবে বলে রাখছি। আমায় যা খুশি বলে গালাগাল দাও, ধরে দু-ঘা জুতো মারো ঘাড় পেতে সইব, কিন্তু গন্‌শার নাম কেউ কোরো না আমার সামনে; ঢের হয়েছে, ওর জন্যে প্রাণ দিতে শুধু বাকি রেখেছি; আর না...বউয়ের সামনে যে কী করে মুখ দেখাব তাই ভাবছি এখন।'

মুখটা আরও বেশি অন্ধকার করিয়া গঙ্গার দিকে ঘুরাইয়া লইল।

একটা ভালো খবরের মাথায় এ রকম হঠাৎ ভাবান্তরে সবাই বিমূঢ় হইয়া গেছে, একটু বিরতি দিয়া ঘোঁৎনাই বলিল—"কোথায় গন্‌শা, কোথায় তোর বউ! বউয়ের কাছে মুখ দেখাতেই বা পারবি না কেন—ভেঙেই বল একটু। কোথাও কিছু নেই একেবারে তেরিয়ান্ হয়ে..."

ত্রিলোচন আবার সেইভাবেই ঘুরিয়া বলিল—"না, কাজ কি তেরিয়ান্ হয়ে।...বউ বললে—'ও-মেয়েকে তোমাদের গণেশবাবু কখনও বিয়ে করবে না, শেষ পর্যন্ত দেখে নিও,—অমন ফিচলেমি বুদ্ধি, অতবার নাকাল করলে গণেশবাবুকে।'—আমি বললাম 'নিশ্চয় করবে, দেখো; কী রকম লভ্ ওদের ভেতরে ভেতরে?'...বউ বললে—'মিলিয়ে নিও আমার কথা; যদি করে নিজের নাক কেটে পাঁশ-গাদায় ফেলে দোব'...সমস্ত রাত তর্ক, কথা বন্ধ হবার যোগাড়, পাশের ঘর থেকে দিদিমা পর্যন্ত ঠাট্টা করে বললে—'তোদের যে আজ লাঠালাঠি হবার গোত্তর রে!'—ওদিকে ঐ, এদিকে এইমাত্র গন্‌শার ওখান থেকে আসছি; বললে, করবে না বিয়ে।"

"বিয়ে করবে না!...গন্‌শা!"

প্রায় সবাই একসঙ্গে এক রকম চেঁচাইয়া উঠিয়াই ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল—"অনাথদা ওকে কেন ডেকে পাঠিয়েছে। সেই যাচ্ছিল, চৌধুরীপুকুরের কাছে দেখা। সঙ্গে যেতে যেতে আশীর্বাদের কথাটা তুললাম—আমরা ঐ সময় একটা একাঙ্কিকা স্টেজ করব ঠিক করেছি; আর বিয়ের দিন একটা পুরো নাটক,—রাজেন হাত লাগিয়ে দিয়েছে।...বললে—'রাজুকে বারণ করে দিস।' জিগ্যেস করলাম—'কেন রে? হঠাৎ!'...বললে—'বি-বিয়ে আবার মানুষে করে?'"

ত্রিলোচন একটু চুপ করিল, তাহার পর সবার স্তম্ভিত দৃষ্টির পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"শুনলে তো?—গন্‌শার নিজের মুখের কথাই বললাম—যার তোৎলামি সুদ্ধ্য। প্রথমটা বিশ্বাসই হল না—গন্‌শা বলে বিয়ে করব না।—

ভূতের মুখে রাম নাম! জিগ্যেস করলাম—'সত্যি বলছিস করবি না বিয়ে?—সব ঠিক-ঠাক, আশীর্বাদের দিন পর্যন্ত…।'বললে—'গন্‌শা আবার ও-পাঠ পড়ে? কাউকে ডেকে আ-আ-আশীর্বাদ করে দিতে বল গে।' "

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। ত্রিলোচন বলিল—"বলো, মেয়েছেলে হয়ে বউয়ের কথাই রইল তো?—বড় যে বন্ধু বলে ঝগড়া করতে গেছলাম, পারি আর এ-মুখ নিয়ে বউয়ের সামনে দাঁড়াতে?"

রাজেন ঘোঁৎনার দিকে চিন্তিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কিছু হদিস পাচ্ছিস ঘোঁৎনা?"

কোনও হদিস মিলিতেছে না—এইভাবেই টানিয়া টানিয়া ঘোঁৎনা উত্তর দিল—"গন্‌শা—বিয়ে—করতে চাইছে না?—গন্‌শা!…"

রাজেন বলিল—"আমার কী মনে হয় জানিস?—ওর অন্য কোন মেয়ে বোধ হয় চোখে লেগেছে…বাইরে সন্ন্যাসী হয়ে ছমাস টো-টো করে বেড়াল তো; পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকম দেখলে সন্ন্যাসীদের চোখ আবার বড় শার্প হয় কি না।

ঘোঁৎনা বলিল—"একটা বিড়ি ছাড় দিকিন—মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছে।"

বিড়িতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া গোটা-দুই টান দিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল—"বিশ্বাস হয় না। পুঁটুকে সত্যিই ভালোবাসত ছোঁড়া, লক্ষণ দেখে বোঝা যায় তো?"

কে. গুপ্ত বলিল—"কিন্তু নাক নিয়ে একটু খুঁতখুঁতুনি…"

ত্রিলোচনেরও রাগের ভাবটা কাটিয়া গিয়া এখন সমস্যার দিকটায় নজর পড়িয়াছে, বলিল—"কিংবা সন্ন্যাসীদের দলে পড়ে মেয়ে জাতটার ওপরই বিতেষ্টা এসে গেল না তো?"

গোরাচাঁদ একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিল—"আশ্চর্য নয়, রাবড়ি-মালপোর মধ্যে যে রকম গোলগালটি হয়ে উঠেছিল, দেখে বে-করা লোকদেরই মনে হয় ছেড়েছুড়ে নিশ্চিন্দি হয়ে 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' আউড়ে বেড়াই…"

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে ফিরিয়া চাহিতে চুপ করিয়া গেল।

কে. গুপ্ত আবার বলিল—"হতেও পারে—খানিকটা ওদিক দিয়ে বৈরাগ্য এল, খানিকটা পুঁটুরানীর খেঁদা নাক দিয়ে খুঁতখুঁতুনি—দুটোর জয়েন্ট এফেক্ট…"

ঘোঁৎনা আড়ে চাহিয়া প্রতি কথাতেই অধিকতর উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিল—"তখন থেকে খালি নাক—নাক করছেন!—নাক নিয়ে

কি ধুয়ে খাবে না কি মশাই ?—বিয়েতে নাকের গলায় মালা দেবে, না, গোটা মানুষটার ? এক বুলি ধরে রেখেছেন নাক—নাক !”

রাজেন চুপ করিয়া কী ভাবিতেছিল, ঘোঁৎনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“না, কে. গুপ্ত নেহাত ভুল বলছে না ; ভাববার কথা। অবিশ্যি নাকই সব নয়—চুল আছে, গড়ন আছে, চলন আছে, হাব-ভাব আছে, তবু নাকটাকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না।”

গোরাচাঁদ রাবড়ি-মালপোর কথায় ঘোঁৎনার চোখরাঙানিতে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, বিজ্ঞের মতো বলিল—“আর হবি তো হ, ভগবানও নাকটাকে মুখের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে রেখেছেন···”

কে. গুপ্ত জোর পাইয়া বলিল—“হ্যাঁ, আর সব গিয়ে ঐটেই একটু চোখে পড়ে···”

ঘোঁৎনা আবার উগ্রভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—“আপনার হাতে থাকলে কোথায় বসাতেন ওটাকে ?—কানের পেছনে ?···”

ত্রিলোচন বলিল—তোদের ফুর্তি বেড়েছে, কথা-কাটাকাটির ধুম পড়ে গেছে, আমি ভাবছি পুঁটুর কথা, গন্‌শাকে নাকাল করুক যাই করুক, আপন জেনেই করে তো ?—ভালোবাসে বলে। এখন যদি শোনে গন্‌শা পেছিয়ে যাচ্ছে···”

রাজেন আবার অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিল, বলিল—“তাও কেন পেছিয়ে যাওয়া ?—না, নাকটা একটু চাপা বলে।...কী যে পরিণাম হবে আমি ভেবে পাচ্ছি না। মেয়েরা আবার নাকটাকেই সবচেয়ে ভালবাসে কি না—নোলক, নাকছবি, নথ,—মানে, কি করে যে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখবে ভেবেই কুলুতে পারে না—মোক্ষম চোটটা পাবে পুঁটুরানী !”

পুঁটুরানীর চিন্তায় সবাই একটু ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। গোরাচাঁদের পেটের উর্ধ্বে হৃদয় বলিয়াও যে একটা জিনিস আছে সেটাই ঘটা করিয়া দেখাইবার জন্য ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ছাড়িয়া দিল।

রাজেন আবার কী ভাবিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল—“হয়েছে রে !...”

সবাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের হাতের তেলোয় ঘুঁষি চাপিয়া বলিল—“ঐ নাক থেকেই আরম্ভ করতে হবে...”

কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল...“ঐ গণেশবাবুও এসে গেছেন।”

পশ্চিমা কুলিদের একটা বড় দল স্টীমার-ঘাটের দিকে হৈ-হৈ করিতে করিতে

আসিতেছে, তাহারই পিছনে গন্‌শাকে দেখা গেল ; কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে। রাজেন নিজের ছক্‌টা আর এদের সবিস্তারে বুঝাইতে পারিল না, শুধু তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল—"তোরা সব সায় দিয়ে যাবি আমার কথায়, ব্যস্‌, আর দেখতে হবে না।...নাক—মনে থাকে যেন। এন-ও-এস-ঈ..."

কী মনে হওয়ায় কে. গুপ্ত নিজের নাকের উপর তিনটা আঙুল একবার বুলাইয়া লইল।

[৩]

মাথাটা একটু গুঁজিয়া গন্‌শা হনহন করিয়া চলিয়া আসিতেছে—একটা যেন বিশেষ কিসের ঝোঁকে। ত্রিলোচন চটিয়া আছে, মুখটা একটু বিকৃত করিয়া ঘুরাইয়া লইল। গন্‌শা কাছে আসিয়া ঘাড়টা তুলিয়া বলিল—"এই যে তোরা স-স্‌সবাই রয়েছিস—রাজু, একটা গান লিখে ফেল দিকিন ঝাঁ করে..."

রাজেনও একটু রাগিয়াই ছিল, তবে লেখার ফরমাশে রাগটা একটু পড়িয়া গেল, তবু একটু অবহেলার সহিতই বলিল—"শ্যামা-সঙ্গীত, না, আধুনিক ?"

গন্‌শা বলিল—"অনাথদা ডেকে পাট্যেছেল—ক-কক্কটকে বন্যের জন্যে গা-গ্‌গান গেয়ে ভিক্ষে চাইতে হবে—দুটো লাইনও ঠিকই করেছি—'হে উড়িষ্যাবাসী, কো-কো-কো-ক্কোথা যাও ভাসি জ-জ্জগন্নাথেরে কাঁদায়ে'—তার পর কুলি বেটারা এসে চেঁচামেচি করে সব গুলিয়ে দিলে..."

গোরাচাঁদ হাতের বিড়িটা একটু জোরে গঙ্গার স্রোতে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ও যায় ভেসে সেই ভালো ; আমাদের ঠাকুরটাকে ওই সঙ্গে টেনে নিতে পারত ! যা রাঁধছে আজকাল !"

ত্রিলোচন মুখটা ঘুরাইয়া একটু গা-নাড়া দিয়া বলিল—"আমিও আর ও-সব দোরে দোরে চাঁদা তোলার মধ্যে নেই, এই বলে দিলুম।"

ঘোঁৎনা বলিল—"গান একটা বেঁধে দেওয়া শক্ত নয়, রাজু দেবেও'খন বেঁধে ; কিন্তু তুই তিলেকে কী বলেছিস...পুঁটুরানীকে নাকি বিয়ে করবি না !"

"কো-কোন রানীকেই নয়।"

ঘোঁৎনা ভ্যাংচাইয়া বলিল—"কো-কোন রানীকে নয়—তো বললি, ফলটা কী হবে ভেবে দেখছিস ?"

"বো-ব্বউ থাকবে না।"

সকলে মনে মনে আরও চটিয়া যাইতেছে। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল—"তারপর ?"

"ছে-চ্ছেলে-পুলে হবে না।"

একটু চুপ-চাপ গেল, কথা কহিবার অবস্থা হইলে ঘোঁৎনাই আবার বলিল—"খুব ইয়ারকি তো করছিস, কিন্তু পুঁটুরানীর কথা ভেবে দেখেছিস ?—মেয়েটা মরবে কি বাঁচবে..."

"তে-ত্তেমন লোকের হাতে পড়লে ম-ম্মরবারই চান্স বেশি—যা ফিচ্‌লেমি বুদ্ধি একফোঁটা মেয়ের। কিন্তু যা বলতে এলুম শোন না, তোদের পুঁপ্পুঁটুরানীকে কেউ একজন করবেই বিয়ে, তার জন্যে ভাবনা কী ?"

ঘোঁৎনা এতক্ষণ শুধু বিরক্ত হইয়াছিল, এবার স্পষ্টই রাগিয়া উঠিল, মুখোমুখি হইবার জন্য সামনের রেলিঙে ঠেস দিয়া মাথাটা একটু দুলাইয়া বলিল—"তা করবে—সেধে এসে করবে—পায়ে ধরে করবে, তুই নিজেকে ভাবিস কী ? আমি শুধু বলছি তুই নিজের এই—নিজের এই..."

কাহারও ভাষার অভাব হইলে রাজেনই যোগায়। একটু অন্যমনস্ক হইয়া দাঁতে বুড়া আঙুলের নখ খুঁটিতেছিল, সেইভাবেই বলিল—"নিজের এই কাপুরুষের মতন আচরণে..."

ঘোঁৎনা বলিল—"ঠিক,—কাপুরুষের মতন আচরণে নিজের কাছে লজ্জিত হচ্ছিস না ? লজ্জা করল না তোর কথাটা বের করতে মুখ দিয়ে ? তোর নিজের ভালোবাসা—কী যে বলে—"

রাজেন বলিল—"একটা কাচের পেয়ালার মতন ক্ষণভঙ্গুর বলে...কিন্তু সে-কথা থাক, রাগারাগি করবার সময় নয় এটা, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে হবে।...তুই কেন বিয়ে করবি নি আমায় স্পষ্ট কর্‌রে বল তো গন্‌শা। ভেতরকার কথাটা কী ?"

ভিতরকার কথা খুব সোজা—বিবাহ গন্‌শা করিবে, তবে একেবারেই আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া একটু দেয়ালা করিতেছে ; গন্‌শারই কি সাধ হইতে নাই ? একটু দরও তো বাড়ে তাতে! জগতের সবাই তো করিতেছে—

আবার সেই রকম লঘু ভাবেই একটা কী উত্তর দিতে গিয়া তোৎলাইয়া গেছে, রাজেন হাতটা একটু উঁচু করিয়া বলিল—"থাম, বিয়ে যে করবি না বলছিস, এদিকে পুঁটুরানীকে দেখেছিস তুই ?"

কে. গুপ্ত বলিল—"এই ছ-সাত মাসে বেচারা যে কী রকম শুকিয়ে গেছে..."

ঘোঁৎনা আর রাজেন একসঙ্গে ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"শুকিয়ে যাবে কেন মশাই ?"

কে. গুপ্ত দুই জনের মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল।

রাজেন বলিল—"তুই পুঁটুকে দেখেছিস সাত মাস আগে, এখন একবার গিয়ে দেখে আয়, তারপর না ইচ্ছে হয় করিস নি বিয়ে..."

কথাটা গন্‌শার মনে জমিয়া বসিবার জন্য একটু সময় দিয়া চোখ দুইটা অল্প কুঞ্চিত করিয়া তর্জনী ঘুরাইয়া বলিল—"মাথা ঘুরে যাবে বন্ধু—বাঁই বাঁই করে ঘুরে যাবে। উঠতি বয়েস এখন, আজ এক রকম, কাল এক রকম—আর এ তো সাত-সাতটা মাস কেটে গেছে।...আর সবের কথা বাদ দিয়ে শুধু নাকটার কথাই যদি ধরা যায়—খ্যাদা খ্যাদা করে একটু ছিল না খুঁতখুঁতুনি ?—আমাদেরও ছিল, তোমারও ছিল—এখন সেই নাক দেখো গে ..."

সায় দেওয়ার জন্য চকিতে অন্য সবার দিকে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া লইল। গোরাচাঁদ বলিল—"এখন সেই নাক দেখো গে উটের পিঠের মতন উঁচু হয়ে উঠেছে।...পুঁটুরানী আজকাল বেরোয় কম কিনা, সেদিন প্রায় মাস-দুয়েক পরে মাসীমার বাড়িতে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেছি—মনে মনে বলছি—এ আবার কে ? যেন চেনা-চেনা ঠেকছে, অথচ..."

গন্‌শা কিছু না বলিয়া শুধু আড়চোখে একটু চাহিল ; গোরাচাঁদ বলিল—"বিশ্বাস না করিস, বয়ে গেল।"

ত্রিলোচন এইবার কথা কহিল, গন্‌শার দিকে একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"এটা বিশ্বাস না করিস, একটা কচি মেয়ে যে সাত মাস ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এসেছে, এটা করিস তো বিশ্বাস ?"

বোধ হয় নাকের কথা বাদ পড়িয়া যায় দেখিয়া কে. গুপ্ত বলিল—"আর ঐ নাকেই তো ?"

গন্‌শা তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"দী-দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে নাকও দীর্ঘ হয়ে যাবে না কি মশাই ? তাহলে ছমাসের জায়গায় যদি ন-ন্ন-মাস হয়ে যেত আমার তো আপনাদের পুঁটুরানীর শু-শ্‌-শুঁড় নেমে যেত বলুন।...একটা কাজের কথা নিয়ে এলুম, তোদের মাথায় যত বাজে কথা..."

ত্রিলোচন রাগিয়া রাস্তার দিকে হনহন করিয়া কয়েক পা চলিয়া গেল,

তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমার কাজের কথার ধারণা অন্য রকম; রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ানোই যদি তোর কাজের কথা হয় তো...এদিকে একটা নিরীহ মেয়েকে রাস্তায় বসিয়ে...তবে আর এ ধাষ্টামো কেন?—আমরাই এতটা এগিয়ে এনেছি, যাই তোর মামা আর ভুবন মুকুজ্যেকে বলে..."

রাজেন গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। গন্‌শাকে বলিল—"বেশ, তুই করিস নি বিয়ে। কিন্তু তিলে মিথ্যে বলে নি,—আমরা সবাই মিলেই তো ব্যাপারটা এই রকম দাঁড় করিয়েছি,—আমাদের সবার অনুরোধে তুই স্রেফ একবারটি দেখে আসবি চল পুঁটুরানীকে। তোর না পছন্দ হয়..."

গোরাচাঁদ বলিল—"যদি দেখিস যে-খ্যাঁদাকে সেই খ্যাঁদাই রয়েছে..."

রাজেন বলিল—"তাহলে করবি নি বিয়ে।...তখন আমাদের মনে একটা সান্ত্বনা থাকবে—গন্‌শার টেস্ট বদলেছে, বে করতে চাইছে না। আর সত্যি ...টেস্টের ওপর তো কারুর হাত নেই। স্রেফ একবারটি দেখ্‌ তুই! কেমন—রাজী?"

গন্‌শা যেন কতকটা অনিচ্ছার ভাবেই একটু টানিয়া বলিল—"দেখছিস আমার সময় নেই, ত-তবু..."

রাজী হওয়ার লক্ষণ দেখিয়া ত্রিলোচন বলিল—"তোকে তো আর বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে বলছে না কেউ, যে দেরি হবে—"

গোরাচাঁদ বলিল—"শুধু কোনো রকমে একবার নাকটা দেখে..."

গন্‌শা হাসিয়া ফেলিল—"তা-তাহলে নিয়ে আয় কেটে..."

[৪]

কয়েক দিন হইতে নানা ভাবে চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু পুঁটুকে আর ধরা যায় না। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনই একটু কোণ-ঘেঁসা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর যেদিন থেকে শুনিয়াছে যে গন্‌শা ফিরিয়া আসিয়াছে সেদিন থেকে আরও বাহির হয় না।

এদের প্রথম প্ল্যান হইল গোরাচাঁদ মাসীর বাড়ি গিয়া উঠিবে। মাসতুতো বোন নেড়িকে দিয়া পুঁটুরানীকে কোন একটা ছুতা করিয়া ডাকিয়া আনাইবে।

ডাকিয়া আনাইবার একটা সময়ও ঠিক হইল। ঠিক সেই সময় গন্‌শা আর রাজেন গিয়া উপস্থিত হইবে এবং গন্‌শাকে একটু পিছনে রাখিয়া রাজেন গোরাচাঁদের বোনকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিবে—গোরাচাঁদ এদিকে আসিয়াছে কি? —না আসিয়া থাকে, আসিবার কথা আছে কি?

প্ল্যানমতো যথাসময়ে দুই জনে উপস্থিত হইল। রাজেনকে আর নেড়িকে ডাক দিতে হইল না, গোরাচাঁদ বাহিরের রকেই দাঁড়াইয়া ছিল, বুড়া আঙুল নাড়িয়া নিম্ন স্বরে বলিল—"ধরা দিলে না, নেড়ি যেতেই জিগ্যেস করলে—'তোর গোরাদা হঠাৎ এসেছে কেন রে?...' তারপর নিজেই বললে—'দেখিস, এর পর এক-এক করে সমস্ত দলটা জুটবে, ওদের ধরনই ওই।' নেড়ি আর কী করবে? —দুটো এ-কথা সে-কথা কয়ে চলে এল।"

গন্‌শা মুখ বাঁচাইবার জন্য বলিল—"তুই বুঝি সেই বা-ব্বাজে কথা ধরে বসে আছিস?...আমি এলুম গা-গ্‌-গানের রিহার্সেলের কথা বলতে—আজ সন্ধ্যে থেকে, অনাথদার বাড়িতে।"

ভুবন মুকুজ্যের বাড়ির পাশ দিয়াই রাস্তা; ফিরিবার সময় তিনটিতে যেন চোরের মতো মাথা নিচু করিয়া কোনমতে পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির কোনো না কোনো গবাক্ষপথে, অতি সঙ্গোপনে একজোড়া দুষ্টুমিতে ভরা কৌতুকপূর্ণ চক্ষু এই দিক পানে চাহিয়া আছে, নিচেই নাক; কিন্তু সে নাক দেখার হাজার লোভ সত্ত্বেও চোখ আর কোনো মতেই তোলা গেল না।

এর পরে একটা সুযোগ হইল দুর্ভিক্ষের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহের সময়। গোটা-সাতেক দল এক জোটে নামিয়াছে—প্রায় ষাট-সত্তর জন লোক। ঠিক হইল ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিবার আগে গন্‌শার দলের এরা সরিয়া দাঁড়াইবে, থাকিবে শুধু গন্‌শা—পিছনে কোথাও আত্মগোপন করিয়া। ভাবী শ্বশুর-বাড়ির সামনে গন্‌শার নিজের দল লইয়া না থাকিবারই কথা, তাহার উপর যখন আড়াল হইতে সত্যই কাহাকেও দেখিবে না, পুঁটুরানী বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই গান শুনিবার জন্য বাগানে নামিয়া আসিবে; গন্‌শা তখন দেখুক না কত খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে চায়। ভুবন মুকুজ্যে কিপটে মানুষ, সহজে গাঁটের পয়সা ছাড়িতে চাহিবে না; বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহার মন ভিজাইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিবে; রাজেন বলিল—"তোর নাক নিয়েই যদি খুঁতখুঁতুনি, তুই নাকেই

বোধহয় দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় দিতে পারবি...একচুল এদিক্‌-ওদিক হয় আমাদের কথার সঙ্গে, এসে বলিস।"



পুঁটুরানী বাগানেই ছিল, তবে বেশ খানিকটা দূরে। সাবাস নজর, গানের আওয়াজে ঘুরিয়াই একেবারে গণেশকে বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহার পরই ঘুরিয়া এক রকম ছুটিয়াই একেবারে খিড়কির দিকে। ডুরে শাড়ির উপর একরাশ কালো চুলের দিকে গন্‌শা সেকেণ্ড কয়েক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল!

প্রায় সাত মাস পরে সেই অসম্পূর্ণ দেখা নাক সেই রকমই একটু চেপটা আছে, কি, গোরাচাঁদের ভাষায় উটের পিঠের মতো হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা

ভাবিবার অবসরই হইল না গন্‌শার। খানিকটা গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দলের সকলের সঙ্গে দেখা হইলে কথাটা চাপিয়া গেল, বলিল পুঁটুকে দেখা হয়ও নাই, আর এখন আর বিবাহের কথা ভাবিতেও পারিবে না।

সকলে পুঁটুকে দেখিবার জন্য আরও উঠিয়া পড়িয়া ফন্দি-ফিকির আঁটিতে লাগিল। গন্‌শার মামী, মামাতো বোন প্রভৃতিকে উসকাইয়া দিয়া ত্রিলোচন পাত্রকে দিয়া একবার পাত্রী দেখাইবার ব্যবস্থাও করিল, আজকাল তো হইয়াছেও এ-রকম।—পাত্রী আপত্তি করিল। গোরাচাঁদের মাসতুতো বোন গোরাচাঁদকে জানাইল—পুঁটু বলিয়াছে গন্‌শাকে দেখিলেই তোৎলামির কথা মনে পড়িয়া গিয়া তাহার অত্যন্ত হাসি পায়, সে আসিতে পারিবে না।

গন্‌শা অন্তরে অন্তরে আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বাহিরে আরও জোর দিয়া বলিল—বিবাহ সে কোনোমতেই করিতে পারিবে না, এরা মামাকে বলুক গিয়া। গোরাচাঁদ বলিল, গন্‌শা না হয় গেরুয়াধারী পাঞ্জাবী গণৎকার সাজিয়া একদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া পড়ুক না, বিবাহের কথাবার্তার পর হইতে ভুবন মুকুজ্যের বাড়িতে গোরাচাঁদের যাতায়াত একটু একটু বাড়িয়াছে সে ব্যবস্থা করিবে।···এই রকম মতলব আঁটাআঁটির মধ্যে আশীর্বাদের দিন আসিয়া পড়িল। গন্‌শা বলি—"নাকের ন-ও দেখা গেল না; তোরা জিদ্ করচিস, বি-বিয়ের আসন থেকে যখন উঠে আসব, তখন দু-দ্দু-যতে পারবি নি গন্‌শাকে।"

ঘেঁাৎনা একটু রাগিয়াই ত্রিলোচন প্রভৃতির দিকে চাহিয়া চলিল—"নিতান্ত যে অন্যায় বলছে গন্‌শা এমন নয়। একটা দেড় বিঘতের মেয়ে—এতগুলো লোক আমরা এদিকে, কোনোমতেই ধরা দিলে না রে!...আচ্ছা, শুভদৃষ্টির আগে তোকে একবার দেখাবই গন্‌শা, নইলে আমি ঘোঁৎনাই নয়। তোর না পছন্দ হয়, আমিই গিয়ে ভেঙে দিয়ে আসব বিয়ে। আশীর্বাদ হয়ে গেল তো এমন কিছু মাথা কিনে নিলে না।"

[৫]

তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় গন্‌শা, ত্রিলোচন রাজেন আর কে. গুপ্ত স্টীমার-ঘাটের জেটিতে দাঁড়াইয়া আছে—রাজেনের প্রীতি-উপহার লেখা শেষ হইয়াছে, তাই লইয়া আলোচনা হইতেছে—গন্‌শা নিঃশব্দে বিড়ি টানিতেছে, এমন সময় ঘেঁাৎনা আর গোরাচাঁদ হনহন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কোনরূপ গৌরচন্দ্রিকা না করিয়াই ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল—"গন্‌শা, গাছে উঠতে পারবি—অন্ধকারে ?"

সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল; গন্‌শা বলিল—"তো-তোর মাথা খারাপ হয়েছে, না আমার মাথা খারাপ ভেবেছিস ?"

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত থেকে বিড়িটা লইয়া রেলিঙে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল, গোরাচাঁদকে বলিল—"তুই সবটা বলে দে গোরে, এদের সব তাতেই ইয়ারকি; একটা কাজের কথা পাড়বার আগেই মানুষের মন খিঁচড়ে দেয়।"

গোরাচাঁদ বলিল—"পুঁটুদের বাড়ির সামনের দিকের রাস্তাটা তো আমার মাসীর বাড়ির পানে চলে গেল, পেছন দিকের বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আবার একটা খুব সরু পায়ে-হাঁটা রাস্তা গেছে—সেটা মাসীর বাড়ির খিড়কি হয়ে বাগদি-পাড়ার দিকে চলে গেছে,—দুধারে বন-বাদাড়! সেই রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি একটা জামরুল গাছ—দত্তদের বাগানে পড়ে, তার একটা ডাল ভুবন মুকুজ্যের উঠোনের পাঁচিল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, ফল হলে কিছু কিছু ভেতরেই পড়ে, কিছু বাইরে। দত্তরাও কাটছি কাটছি করে কাটে না, ভুবন মুকুজ্যেও বাড়িতে আওতা হচ্ছে বলে আপত্তি করে না, বছর ঘুরলে ফলটা মুফুতে পেয়ে যায় কি না…',

ত্রিলোচন বলিল—"মোদ্দা কথাটা কী তাই বল্ না, তুই যেন আদালতে জবানবন্দি দিতে বসেছিস।"

গোরাচাঁদ বলিল—"ডালের পজিসানটা একটু না বলে দিলে বুঝবি কী করে ?…আজ প্রায় সমস্ত দিন আমি পুঁটুদের বাড়ীতে; বুড়ো যেন হাত খুলে দিয়েছে, পাকা দেখায় রীতিমতো একটা ভোজ দেবে। আমি প্রথমে নেড়িকে পুঁটুরানীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম, তারপর সে এসেছে কিনা

খোঁজ নিতে এসেছি যেন, এই ভাবে নিজেও ঠেলে উঠলাম ; মানে, সেদিন আমাদের বাড়িতে যে ট্রিক্‌টা লাগানো গেছল, সেইটে ঝাড়লাম আর কি। বুড়ো তো খুব খুশী—'তোমাদেরই কাজ ভায়া অথচ তোমাদেরই দেখা নাই, এদিকে যেখানে কোনো সম্বন্ধ নেই সেখানে দলকে দল গিয়ে সামলে দিচ্ছ কাজ। নাও, লেগে পড়ো দিকিন,—আর সব কোথায় ?...সে খাতিরের সীমা-শেষ নেই। খুব এক চোট মাতব্বরি করে বেড়ালাম, তারপর বিকেলের দিকে টুপ করে বেরিয়ে গিয়ে ঘোঁৎনাকে ডেকে নিয়ে গেলাম।...কাজ অনেক,—বিয়ের জন্যে বাড়ি-ঘর-দোর মেরামত হচ্ছে, ওদিকে বাগান-পুকুর পরিষ্কারের ব্যাপার, তারপর কালকের ভোজের ব্যবস্থা,—ক্রমাগত বার-বাড়ি ভেভর-বাড়ি করে বেড়াচ্ছি, দেদার হাঁক-ডাকও লাগিয়ে দিয়েছি, যেন কত ব্যস্ত কাজে—আসল মতলব কিন্তু গন্‌শাকে কী করে কাল পুঁটুরানীকে দেখানো যায়। শেষকালে ঘোঁৎনা আমায় একবার উঠোনের ওদিকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জামরুলের ডালটা দেখিয়ে বললে—'ভগবান ব্যবস্থা করে রেখেচেন গোরা—ঐ জামরুলের ডাল, দিব্যি পাতায় ঢাকা, আর উঠোনের একেবারে ওদিকে আছে—গরম কাল, বুড়োকে বলে ঐ খোলা রকে আশীর্বাদের ব্যবস্থা করি—ডালটা থেকে বেশ খানিকটা দূরেও আছে। লগ্নটিও চমৎকার সময়ে পড়েছে—মানে, ভগবান চান আর কি গন্‌শা এসে দেখুক—খোলা বারান্দায় দিব্যি দুধারে দুটো গ্যাস-লাইট বসিয়ে পুঁটুরানীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে এনে জামরুল গাছের সামনা-সামনি হয়ে বসিয়ে দেওয়া—এদিকে আশীর্বাদ হতে থাক, ওদিকে গন্‌শার শুভদৃষ্টি—দু-পক্ষ মিলিয়ে অনেকগুলি লোক আশীর্বাদ করতে, অন্তত আধ ঘণ্টা তো নিয়ে যাবেই টেনে টেনে..."

এক কে. গুপ্ত ছাড়া সমস্ত দলটার বিশেষত্বই এই যে, অ্যাডভেঞ্চার পাইলে আর কিছু চায় না—হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, কে. গুপ্ত একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"গাছের ওপর চড়ে মেয়ে দেখা—শুভদৃষ্টি ?..."

রসভঙ্গের জন্য সকলে রুষ্টভাবে তাহার পানে চাহিল, ত্রিলোচন বলিল,—"ফুটবল দেখতে পারে গাছে উঠে, মেয়ে দেখতে কী দোষ মশায় ?"

কে. গুপ্ত একটু অপ্রতিভভাবে দুর্বল কণ্ঠে বলিল—"মেয়ে আর ফুটবল ?"

ঘোঁৎনা একটু বেশি বিরক্ত হইয়া বলিল—"তফাতটা কী দেখান—দেখান না, মশাই..."

কোনো সাদৃশ্য নাই বলিয়াই প্রভেদগুলা খুঁটিয়া দেখানো শক্ত, তাও আবার এই তাগাদার মধ্যে,...কে. গুপ্ত একটু ভাবিয়া, ও-পথটাই ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"আবার রাত্তির কিনা, তাই বলছিলাম..."

ঘোঁৎনা বলিল—"রাত্তিরে যদি ফুটবল-খেলা হত মশাই তো দেখবার জন্য কখন গাছে চড়ত লোকে, দিনের বেলায়? বলুন না, চুপ করলেন কেন?"

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

রাজেন ঘোঁৎনাকে সমর্থন করিল—"আর এই আশীর্বাদটাই যদি দিনের বেলা হত, গন্‌শা রাত নটার সময় গাছে চড়ে কি ভ্যারাণ্ডা ভাজত?...বাজে বকেন কেন?...কী রে গন্‌শা, কী ঠিক করলি? একটা মস্ত বড় চান্স,—আশীর্বাদের কনে আবার বিয়ের চেয়ে...কী যে বলে..."

কে. গুপ্ত একটা দুর্ঘটনা বাঁচাইবার জন্য যেন শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমি ভাবছি কেউ যদি দেখে ফেলে—কাজের বাড়ি লোক গিজগিজ করবে..."

এইবার গন্‌শাই কথা কহিল, নিতান্ত অপ্রসন্ন ভাবে চাহিয়া বলিল—"তারা নি-ন্নিজের কাজ নিয়ে থাকবে কি কোন্ ডা-ড্ডালে কে বসে আছে তাই নিয়ে মা-ম্মথা ঘামাতে যাবে মশাই?"

কে. গুপ্ত আরও ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

টের পাওয়া গেল গন্‌শার মত, এর পর অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়া সবাই প্ল্যানটা পাকা করিয়া লইল।

[৬]

ঘটা ভুবন মুকুজ্যে সত্যই করিতেছেন।

কুড়াইয়া বাড়াইয়া বেশ অনেকগুলি লোক হইবে। গণেশের দলের সবাইকে বলা হইয়াছে। ত্রিলোচন, ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ—এদের বৌয়েরাও আসিয়াছে। গোরাচাঁদের মাসীর বাড়ির সবাই। এর অতিরিক্ত পাড়ার কাছাকাছি ঘর-পিছু দু-এক জন বলা হইয়াছে। পাকা দেখা হিসাবে মন্দ কি? বিয়েতেই ভুবন মুকুজ্যের বাড়িতে এর অর্ধেক লোকও যে পাত পাড়িবে, লোকে সে আশা করে নাই।

ত্রিলোচন প্রভৃতির বৌ পুঁটুরানীকে লইয়া পড়িয়াছে—সাজানো, গোজানো, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, ব্যাখ্যানা...ঘোঁৎনার বৌ বলিতেছে—"ও মা, এই নাক খাঁদা হল ?—গণেশের বৌ বলে শুঁড় গজাতে হবে নাকি বাপু!" ত্রিলোচনের বৌ বলিতেছে—"আমরা সব শুনতে পাই ভাই, গণেশবাবুকে তুমি যে নাকালটা কর ; এবার তোমায় সর্দার করে আমাদের তরফে একটা দল গড়ব..."

আটটা তেইশ মিনিটে লগ্ন। বাহিরের রকে বেশ ফরাশ করিয়া মাঝখানে মখমলের গালিচা পাতা হইয়াছে, তাহার মাঝখানে আসর, সামনেই ফুলদানি, গোলাপ-পাশ ; দুই দিকে দুইটি সুদৃশ্য স্ট্যাণ্ডে ভালো রিফ্লেক্টারের গায়ে দুইটি কড়া বিদ্যুতের বাল্ব্ জ্বলিতেছে। এ-সমস্তই ঘোঁৎনাদের ব্যবস্থা ; পুঁটুরানীর পাকা দেখা,—রাস্তা হইতে বিদ্যুত্যের কারেন্ট করিয়া আনিয়া তাহারা এই সব করিয়াছে।

মাঝখানে জায়গা খালি রাখিয়া পুরুষের দল আসরে সমবেত হইয়াছে।

ত্রিলোচন একবার কে. গুপ্তকে আড়ালে লইয়া আসিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—"আপনি বড্ড ঘন ঘন ডালটার দিকে চাইছেন মশাই, ও কী ও! লোকের চোখ যে ওই দিকে গিয়ে পড়বে।"

কে. গুপ্ত বলিল—"দেখছি গণেশবাবু এলেন কি না। আমার যেন সর্বদাই মনে হচ্ছে সবার চোখ গিয়ে পড়ল ওদিকে—তাই আমার চোখ দুটোও..."

এমন সময় মচাত করিয়া একটা শব্দ হইল এবং জামরুলের একটা ছোট ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া গেল! উঠানের একেবারে অন্য প্রান্তে ডালটা, নীচের জঙ্গল এখনও পরিষ্কার হয় নাই তাহার উপর মাঝারি গোছের একটা পেয়ারা গাছে আরও আড়াল সৃষ্টি করিয়াছে, তবু এদিকে শব্দ শুনিয়া অনেকে থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রশ্ন করিল—"এত রাত্রে হঠাৎ ডালটা ভেঙে পড়ল যে?—হাওয়া নেই, বাদল নেই..."

পুঁটুর ঠাকুরমা বলিলেন—"হনুমান আর কি ; ফলগুনো ধরেছে, লোকসান করা চাই—নৈলে হনুমান বলে কেন?"

ব্যাপারটা তখনই হালকা হইয়া গেল। পাড়ার এক বড় ঝিউড়ি মেয়ে গলা উচাইয়া বলিল—"দেখতে এসেছেন মা-জানকীর খবরটা কী,—তোমার রামচন্দ্রকে বলোগে তিনি দিব্যি আছেন, ভাবনা নেই কোনো।"

একটু হাসি উঠিল ; ভুবন মুকুজ্যে হাসিয়া বলিলেন—"ভায়ার আমার সাকরেদও সব সেই রকম কি না…"

আবার একটু হাসি, তাহার পর যে-যাহার কাজে মন দিল আবার।

তুজনে দম আটকাইয়া ছিল, কে, গুপ্ত নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—"একটা টাল গেল।"

ত্রিলোচন বলিল—"ভালোই হল, এখন ডাল নড়লেই ঐ ভাববে। আপনি শক্ত হয়ে চোখ ফিরিয়ে বসুনগে ; নার্ভাস হয়ে সব কাঁচিয়ে দেবেন। আর অত নার্ভাস হওয়ার আছেই বা কী?—গন্শার খাকি প্যাণ্ট, খাকি শার্ট ; ওদিকে কড়া আলোয় সবার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে,—প্ল্যানটা কাঁচা ভেবেছেন? যান, আমি ঘুরে আসছি।"

কে, গুপ্ত নিজের বুকটায় বাঁ হাতটা চাপিয়া বলিল, "তবু যেন বুকটা ঢিপ-ঢিপ করছে…আমি না হয়, বাইরে চলে যাব? তাই যাই।"

এমন সময় নেড়ি প্রভৃতি পাড়ার কয়েকজন মেয়ে পুঁটুরানীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আসনে বসাইয়া দিল। ডালটার ঠিক সামনা-সামনি হইয়াছে দেখিয়া ভুবন মুকুজ্যে একবার সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একটু ভালো করে দেখে যেও হে কর্তা, ঠিক ঠিক রিপোর্ট করা চাই গিয়ে তোমার প্রভুকে।"

বেশ একটু হাসি উঠিল বয়স্কদের মধ্যে। গন্শার মামা হাসি চাপিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"নাও, উঠে আশীর্বাদটা শুরু করে দাও ; যা নাত-জামাই করছ, মশকরা করবার ঢের সময় পাবে।"

কে, গুপ্ত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছিল দোরগড়ায় গোরাচাঁদের সঙ্গে দেখা। ডাল লক্ষ্য করিয়া আলাপের ঘটা দেখিয়া সেও বাহিরে পলাইতেছে, বলিল—"পড়ল ধরা মশাই, আমায় যদি কেউ খোঁজে বলবেন—বলবেন—একটা কিছু বলে দেবেন…"

আরও পা চালাইয়া বাহির হইয়া গেল।

[৭]

এদিকে আশীর্বাদ আরম্ভ হইয়া গেল, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে বাড়িটা গমগম করিয়া উঠিল।

গন্‌শা কয়েকটা শক্ত ডালের বেড়ার মধ্যে বেশ গুছাইয়া দেখিতেছিল, ইদানীং নাক লইয়াই আলোচনা বেশি হইতে থাকায় নজরটা নিজে হইতেই গিয়া তাহারই উপর পড়িয়াছে, একটু ঢালু নাকে চন্দনের ফুটকি দিয়া দিয়াছে, তাহার উপর কড়া বিদ্যুতের আলো আসিয়া পড়িয়াছে—দূরত্বটা বেশি হইলেও—বরং দূরত্বটা বেশি বলিয়াই আরও চমৎকার দেখাইতেছে, গন্‌শা পাতার ফাঁকে ঠায় একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। জন-চারেকের আশীর্বাদ হইয়া গেল, এমন সময় ডালটা একটু নড়িয়া উঠিল; বেশ একটু চমকাইয়া উঠিল গন্‌শা, তাহার পর ঘুরিয়া দেখিল একটা লোক, পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল—ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন গুছাইয়া পিছনটিতে বসিয়া ফিসফিস্ করিয়া বলিল—"দেখতে পাচ্ছিস? কেমন দেখছিস?"

গন্‌শা বলিল, "তুই আসতে গেলি কেন? যদি পড়ে যেতিস!

ত্রিলোচন শিষ্যত্বের গর্বে অবহেলার সহিত বলিল, "এখান থেকেও পড়তে হবে? এ তো একটা ফাঁকা মাঠ বললেই হয়।"

পাতার ফাঁকে একটু দৃষ্টিপথ করিয়া লইয়া বলিল—"এখান থেকে আরও গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে রে গন্‌শা!…উঃ! কাঠ-পিঁপড়ে না কি রে? জ্বলিয়ে দিয়েছে, উঃ!"

গন্‌শা হাতটা টিপিয়া বলিল—"চুপ।"

ওদিকে আসর বেশ জমিয়াছে। ভুবন মুকুজ্যের সম্বন্ধে পুঁটুরানী পাড়ার অনেকেরই নাতনী, তাহার উপর হনুমানের প্রসঙ্গে সবার রহস্যপ্রবৃত্তিটা আরও ধারালো হইয়া উঠিয়াছে, মাঝে-মাঝে বিদ্রূপের আশীর্বাদ হইয়া চলিয়াছে। উলুধ্বনিরও বিরাম নাই।

খানিকক্ষণ দেখিয়া ত্রিলোচন চাপা-গলায় বলিল—"কী রে গন্‌শা, মত বদলাল? গেল নাক নিয়ে খুঁতখুঁতুনিটা?"

এই সময়ে কী একটা ঠাট্টার কথায় পুঁটুরানী পর্যন্ত মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল। ত্রিলোচন বলিল—"হাসির জলুসটা দেখিস গন্‌শা! খালি নাকের জন্যে; পুঁটুরানীর যদি আর কিছু না থাকত, শুধু নাকের জোরেই…উশ! আবার

রে গন্‌শা। কী জ্বলুনি, যেন বিষ ঢেলে দিলে! এত কাঠ-পিঁপড়ে আছে জানলে…”

গন্‌শা আবার চারিটা আঙুল দিয়া চাপিয়া বলিল—“চুপ, চুপ করে দেখ্‌। ওদিকে ম-স্মন দিচ্ছিস কেন?”

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া ত্রিলোচন আবার “উশ্‌!” করিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিল—“আমি চললাম গন্‌শা; বেটারা চায় না যে কেউ নিরিবিলিতে বসে একটু দেখে। শেষে হাত আলগা হয়ে একটা কাণ্ড বাধাব? ·· তোকে কামড়া…”

এমন সময় ডালটা আগের চেয়েও বেশি জোরে নড়িয়া উঠিল এবং অপেক্ষাকৃত একটু বড়-গোছের তুইটা ডাল মচমচ করিয়া ভাঙিয়া গেল; একটা নীচেই পড়িয়া গেল, একটা আধ-শুকনো ডাল ঝুলিয়া রহিল। ত্রিলোচন ঘুরিয়াই ছিল, গন্‌শাও ঘুরিয়া দেখিল,—অন্ধকারে শরীরের আয়তন লক্ষ্য করিয়া তুইজনে ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিল—“গোরে!”

গোরাচাঁদই মাসীর বাড়ি পলাইয়াছিল, গন্‌শা ধরা পড়িল না দেখিয়া ফিরিয়া একেবারে গাছের উপর উঠিয়া আসিয়াছে, চাপা-গলায় বলিল—“আম্মো এলুম।”

ত্রিলোচন বাধা পাইয়া বলিল—“কেতাত্ত করেছ! আমি এদিকে ফিরে যাচ্ছিলাম…।”

গোরাচাঁদ বলিল—“কে—তিলু? তা ফিরে যাচ্ছিলি যে?”

“এখানে যা কাঠ…!” বলিয়া ত্রিলোচন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল; বোধ হয় ভাবিল গোরাচাঁদের মতো একটা শাঁসালো খোরাক পাইয়া পিঁপড়ার দল চারাইয়া পড়িবে। বলিল—“না; এমনি ভাবছিলাম যাব। দেখ না ভালো হয়ে চেপে বসে। মনে হবে যেন শোফায় বসে আছিস।”

ডাল লইয়া ব্যাপারটার মাঝে মাঝে বেশ একটু টীকা-টিপ্পনীর স্থবিধা হইয়াছে, আসরের একজন এইদিকে ফিরিয়া দেখিয়া বলিল,—“দিদির আশীর্বাদে ওঁরাও যে ওদিকে দিব্যি ল্যাজ ঝুলিয়ে আসর করে বসলেন।”

খুব ঠাণ্ডা-মাথা হইলেও গন্‌শা একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলিল—“ফেললে বুঝি টের পেয়ে, তু-তুই আবার আসতে গেলি কেন—ঐ লাস নিয়ে?”

ওদিকে একজন ঠাট্টার উপর বলিল—"দলপতির বিয়ের যোগাড়, আসবেন না ?···সারা শিবপুরটা নিয়ে ভায়ার কী রকম নাম-ডাক !"

বেশ একটু জোরে হাসি উঠিল ; পুঁটু মুখটা নিচু করিয়া ঘুরাইয়া লইল।

ত্রিলোচন ফিসফিস করিয়া বলিল—"গন্‌শা, এই মোকায় একটা হনুমানের ডাক ডেকে দে না ছোট্ট করে—ওরা তো ডাকে মাঝে মাঝে ; মানে ওদের সবার বিশ্বাসটা তাহলে পাকা হয়ে যায়···"

গোরাচাঁদ বলিল—"না হয় ডালটা একটু নেড়েই দোব ? ওরা নাড়ে কি না—যখন বেশি ফুর্তি···ওরে-ব্বাপ রে !··ফিরছিলি কেন রে তিলে ? বাপ, আর-একটা ! পিঁপড়ে, না, কাঁকড়া-বিছে !···ফিরছিলি কেন রে ? সত্যি বলবি, দিব্যি রৈল—উশ !···"

ভুবন মুকুজ্যে কিসের জন্য ঘরে গিয়াছিলেন, বাহিরে আসিতে আসিতে কম্পমান জামরুল শাখাটার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা নেমেই এসো হে কর্তারা, বেশি ভার সইবে না, ও-ডাল আজ···"

একজন বলিল—"হাঁ জামরুল ডাল আবার—"

ভুবন মুকুজ্যে বলিলেন—"না, তা বলতে গেলে জামরুল ডাল তো বেশ চিমড়েই হয় ; আসল কথা একটা জন লাগিয়ে দত্তরা ওটা কেটেই ফেলছিল আজ ; কয়েকটা কোপ বসিয়েছে, আমিই বেরিয়ে বারণ করলাম, বললাম, ফলগুনো শেষ হোক, তারপর···"

তিন জনের মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল এবং এই সময় ভুবন মুকুজ্যের কথাটার সমর্থন স্বরূপ কটকট করিয়া তিনটি শব্দ হইল ; ত্রিলোচন চাপা-গলায় ভীত ভাবে ডাকিল—"গন্‌শা !"

সঙ্গে সঙ্গেই ওদিকে ডালের মাঝামাঝি আর-একটা অন্ধকার মূর্তি দেখা গেল এবং ফিসফিস করিয়া শব্দ হইল—"চুপ ! আমি রাজেন ; কী শব্দ হল যেন রে ! তক্ষক, না, ডাল মচকাল !"

কেহ কোনো উত্তর দিবার আগেই বেশ জোরে মটমট করিয়া শব্দের সঙ্গে ডালটা একটু ঝুঁকিয়া পড়িল, ওদিক থেকে আওয়াজ হইল—"আসর যে সত্যিই ভেঙে পড়ল ওধারে !"

ত্রিলোচন খসখসে অর্ধস্ফুট শব্দে বলিল—"উপায় ?—হ্যাঁ রে গন্‌শা কপালদোষে আজই কোপ বসালে ?"

"বাপ রে! আর ও-বুড়োকেই বা কে বারণ করতে বলেছিল ?"—বলিয়া গোরাচাঁদ পা দুইটা নাবাইয়া দিয়া ডালটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রাজেন ফিরিয়া যাইতেছিল, সেও কিছু না বলিয়া ডালটাকে জাপটাইয়া ধরিল, ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"লাফাবি গন্‌শা ?"

ওদিকে মন্তব্য প্রভৃতির অংশ বাড়িয়া গিয়া একটা গোলমালেরই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মাঝেই কে একজন সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—"আচ্ছা, কাপড়ের মতন ঝুলছে না ?"

অপর একজন ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল—"দুটো যেন পায়ের মতো!...কার কাছে টর্চ আছে ?"

হনুমান হঠাৎ মানুষে পরিণত হওয়ায় বাড়িতে খুব একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—"চোর!...ডাকাত!...ওদিকে যেয়ো না কেউ...টর্চ—টর্চ একটা।..."

কয়েকজন মেয়ে তাড়াতাড়ি আসিয়া পুঁটুরানীকে ভিতরে লইয়া গিয়া বারান্দার দোরটা দিয়া দিল।

দুইটা টর্চের আলো গিয়া ডালটার উপর পড়িল।

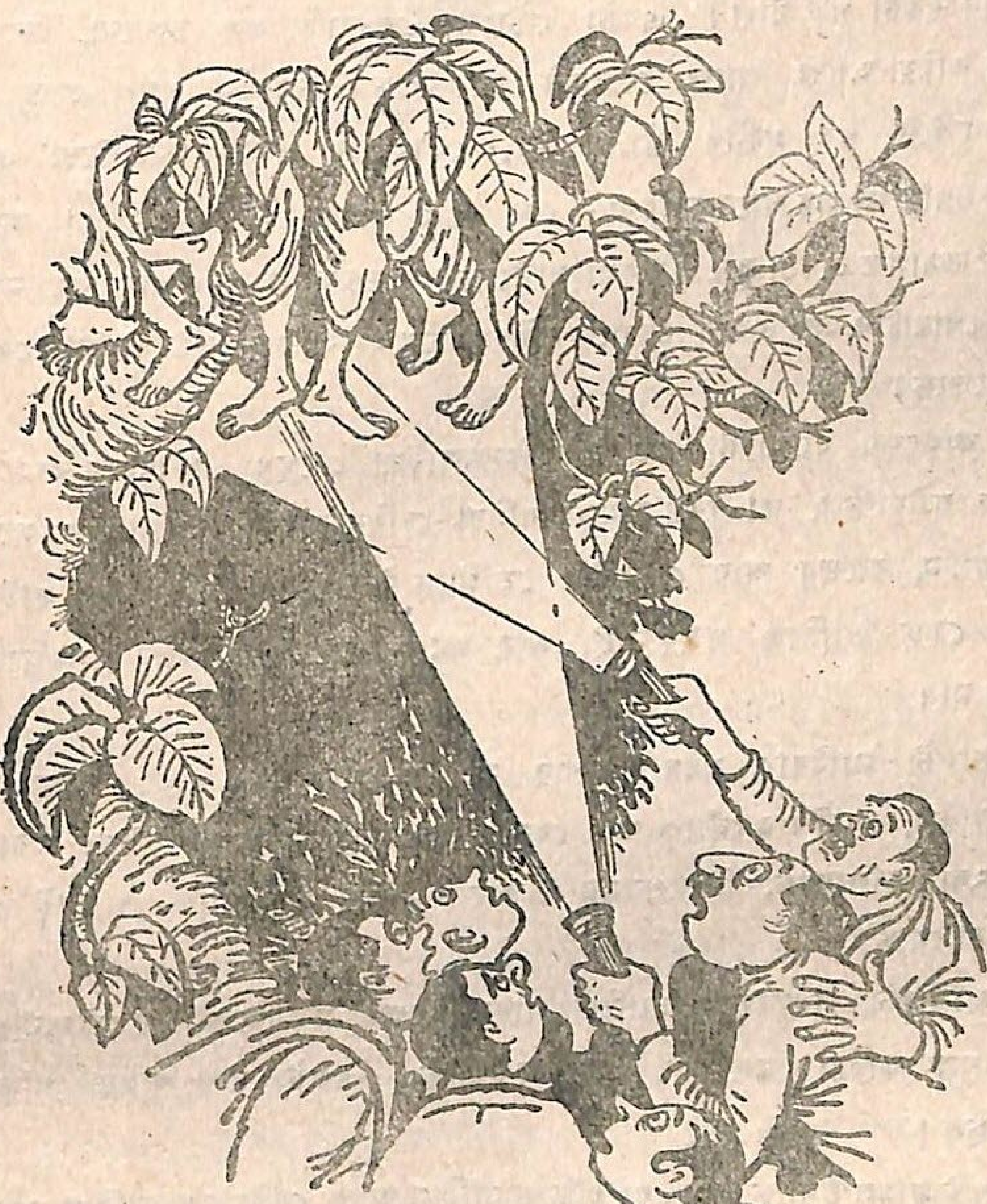
"তিন জোড়া পা ঝুলছে!...মানুষ! মানুষ উঠেছিল হনুমানের ভাঁওতা দিয়ে...রাস্তাটা ঘেরে নাও... দত্তদের সমস্ত বাগানটা...ভায়ার দলের ওরা সব কোথায় ?"

কোলাহলে সমস্ত বাড়িটা ভরিয়া গেল, কাছাকাছি দু-একটা বাড়ি থেকেও উৎসুক প্রশ্ন উঠিল।

গোটাকতক কড়কড় শব্দ করিয়া ডালটা আরও নামিয়া আসিয়াছে; নীচে থেকে চাপা আওয়াজ হইল—"ডালে ঝাঁকানি দিয়ে ঠেলে নেমে আয়—শীগগির—আমি ঘোঁৎনা—বাইরের দোর বন্ধ করে এসেছি—কেউ বেরুতে পারবে না বাড়ি থেকে..."

"ডাকাত পড়েছে!—শেকল টেনে দিয়েছে!"—বলিয়া সদর দরজায় জোর ধাক্কার সঙ্গে একটা তুমুল কলরব উঠিল ওদিকে।...গন্‌শা, গোরাচাঁদ, রাজেন, ত্রিলোচন চারজনে একসঙ্গে মরিয়া হইয়া নাড়া দিতে ডালটা একটা টানা আর্তনাদ করিয়া আরও নুইয়া আসিল—গন্‌শা প্রস্তুত ছিলই—গুছাইয়া দেয়ালে পায়ের একটা ধাক্কা দিতেই তিনটি আরোহীকে হিঁচড়াইয়া, দেওয়ালের মাথার আলগা ইটগুলা টানিয়া ফেলিয়া সেটা একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

ঘোঁৎনা হুকুমের টোনে চাপা-গলাতেই বলিল—"শুধু গন্‌শা পালাবে, তোরা তিন জন থাক।"



"তিন জোড়া পা ঝুলছে।"

গোরাচাঁদ অসহায় ভাবে বলিল—"আমিও ?...কেন রে ঘোঁতু ?"

ঘোঁৎনা তাহার কথায় কান না দিয়া বাড়ির দিকে মুখ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"গেল না ধরা, ভুবন ঠাকুরদা, সটকেছে!—আমরা সব এখানে—টু লেট!—একটু দেরি হয়ে গেল!..."

[৮]

পরদিন বৈকালের কথা।

গন্‌শা তাহার খাটে চিত হইয়া শুইয়া আছে, নাক ঢাকিয়া মুখের উপর একটা পটি বাঁধা। একটা স্টোভে এক-বাটি জল চড়ানো, ত্রিলোচন চুপ করিয়া আস্তে আস্তে ফোমেণ্ট করিতেছে। রাজেন গালে হাত দিয়া নত-দৃষ্টিতে খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঘোঁৎনাও তদবস্থ, তবে ঊর্ধ্বে একটা মাকড়শার জালের পানে চাহিয়া ; কে, গুপ্ত একটা চেয়ারে বসিয়া আঙুল দিয়া ক্রমাগত একটা বৃত্ত আঁকিয়া যাইতেছে, তন্ময়, মুখে কোন কথা নাই।

গোরাচাঁদ অন্য একটা চেয়ারে বসিয়া মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছে।

কালকের ব্যাপারটা এক রকম সামলাইয়া গেছে। ঘোঁৎনার কথাতেই কাজ হইয়াছিল, তা ভিন্ন সামনে বসিয়া দেখিবার অত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ত্রিলোচন, রাজেন আর গোরাচাঁদ যে গাছে উঠিয়া আশীর্বাদ দেখিতে যাইবে, এটা কেহ ভাবিতে পারে নাই, আর গন্‌শা পর্যন্ত তো কল্পনা পৌঁছিতেই পারে না।

ডালটা নামিবার সময় গন্‌শার নাকের মাঝখানে একটা আদ্ধা ইট পড়িয়াছিল, পলাইবার ঝোঁকে অত খেয়াল হয় নাই, তাহার পর হইতে বরাবর চিকিৎসা চলিতেছে, ত্রিলোচনের ভাষায়—নাকটা রাতারাতি আড়াই গুণ বাড়িয়া গেছে।

ব্যাপারটা রামকৃষ্টপুরে চ্যারিটি পারফরমেন্সের জন্য থিয়েটারের স্টেজ বাঁধার সঙ্গে যুক্ত করিয়া সামলাইয়া লওয়া হইয়াছে ;—একটা বাঁশ খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

সবই সামলাইয়াছে, তবু যে যেদিকে চাহিয়া আছে সেইদিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—

তাহার কারণ, গোরাচাঁদ এইমাত্র আসিয়া খবর দিল—"পুঁটুরাণী কোট করিয়া বসিয়াছে নাকভাঙাকে বিবাহ করিবে না।"

সবাই ভাবিতেছে—এ নূতন ফ্যাসাদ এখন সামলানো যায় কী করিয়া ?

বাবরি

গণেশের কাহিনী জানিয়াও ঘটনাটুকু বিশ্বাস করা শক্ত হইবে।

কিন্তু এটুকু মনে রাখাও দরকার যে ঘটনা ঘটে নিজের তাগিদে, কে বিশ্বাস করিল বা না করিল সে হিসাব রাখিবার ফুরসুত থাকে না তাহার। বোধ হয় বিশ্বাসের যত কম সুযোগ দিতে পারে ততই তাহার আনন্দ।

বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে মানুষে দাড়ি গোঁফ চুল লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়ে,—যদি বিবাহ করিয়া থাকেন এ কথাটা বিশ্বাস করা নিশ্চয় শক্ত হইবে না। ঐ একটি রাত্রে নিজেকে যতটা সম্ভব বিশিষ্ট করিয়া তুলিবার বাসনা জাগে; পোশাকে কোনো উপায় থাকে না, সেই এক চেলি, পাঞ্জাবি আর টোপর; ঝোঁকটা গিয়া পড়ে ঐ দাড়ি-গোঁফ-চুলের উপর। দাড়িটাতেও হাঙ্গাম কম, আজকাল একরকম ঢালোয়া ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া গেছে, কিন্তু গোঁফ আর চুলগুলা ভাবায়। একেবারে হাত না-দেওয়া থেকে একেবারে নির্মূল করা পর্যন্ত গোঁফের স্টাইল আছে প্রায় ডজন খানেক, চুলেরও আছে ঐ রকম, কোন্‌টা মানানসই হইবে কোনোমতেই যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না। আবার হাঙ্গামের হাঙ্গাম আছে,—যেটা হয়তো মনে হইল আসরে পুরুষদের মধ্যে 'বাহবা' পাইবে, মেয়েদের রুচি ঠিকমতো জানা না থাকায়, বাসরে তাহার পরিণাম কী হইবে আন্দাজ করা যায় না; শালী-শালাজের দলকে অতি আধুনিক যে-স্টাইলে হয়তো ঘায়েল করা গেল, শ্বশুর-শাশুড়ীর দল অতি বখাটে ভাবিয়া হয়তো তাহাতেই মর্মাহত হইলেন; এই যে আবার একপাল নূতন গুরুজন সঙ্গে করিয়া আনে সে কথাও তো ভোলা যায় না,—বিবাহটা তো অবিমিশ্র আনন্দই নয়।

বিকাল বেলা। বিবাহের আর ঠিক দুইমাস আছে। আজ তেইশে আশ্বিন, তেইশে অগ্রহায়ণ বিবাহ; গন্‌শা এতক্ষণে মিছিল করিয়া ভুবন মুখুজ্জের বাড়ির দিকে যাত্রা করিয়াছে। বাইরের বারান্দায় শানের বেঞ্চে বসিয়া মিছিলের রূপটা কল্পনা করিতে করিতে একটা গোল আরশিতে নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়াটা নানাভাবে দেখিতেছিল। একবার ঠোঁট দুটো নাকের সঙ্গে আঁটিয়া ধরিতেছে,—দিন চারেক খেউরি হয় নাই, একটু একটু গোঁফ দাড়ি গজাইয়াছে...দাড়ি না

হোক গোঁফটা রাখিলে কেমন হয় ?...এক-একবার ঘাড়টা ঘুরাইয়া পিছন দিকটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, কানের উপর আঙুলের ডগা দিয়া আঁচড়াইতেছে, সামনের জুলফিগুলাও মাঝে মাঝে খামচাইয়া ধরিতেছে ; কী করিলে কেমন মানায় কোনোমতে যেন আন্দাজ করিতে পারিতেছে না।

রাজেন আসিল। মুখটা বিষণ্ণ। দুঃখের জন্য বিষণ্ণ নয়, আজকাল থাকেই ঐরকম ; গন্‌শার বিবাহে একটা একেবারে নূতন ধরনের পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মাথায় কিছু আসিতেছে না ; মনটা ভালো থাকে না, আহারে রুচি গেছে, রোগাও হইয়া গেছে।...আসিয়া আস্তে আস্তে পাশে বসিল।

গন্‌শা একবার দেখিয়া লইয়া মুখটা একটু হাঁ করিয়া আরশির দিকে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিল—"আসছে কিছু ?" রাজেন অপ্রসন্নভাবে উত্তর দিল—"ছাই আসবে ; একটু স্থির হয়ে বসে ভাবতে পারি তবে তো। তোর নিজের বিয়ে বলে তুই কিছু করবি নি, বোঁৎনা গিয়ে এই সময়টি শ্বশুরবাড়িতে ম্যালেরিয়া নিয়ে পড়ল, আশ্বিন মাসে লোকে মুরশিদাবাদ যায় ?—একা মানুষ আমি কদ্দিক সামলাই ? আর সব কথা ছেড়ে নাটকটার রিহার্সেল দেওয়ানোই তো..."

গন্‌শা হাঁটা বন্ধ করিয়া জুলফির একটা গোছা আঙুল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁ কান পর্যন্ত নামাইয়া দিল, সেই ভাবেই আটকাইয়া রাখিয়া বলিল—"ভাবতে থাক, এখনও দু-দ্দু মাস রয়েছে।"

আরশির দিকেই চাহিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া লইয়া বলিল—"দু-দ্দু মাসের কথায় মনে পড়ে গেল,—যদি বা-ব্বাবরি রাখি কেমন হয় রে রাজু ?"

রাজেন একেবারে ঘুরিয়া বসিল, বিস্ময়ে আর আনন্দে চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"তুই বাবরি চুল রাখবি গন্‌শা ! রেখে দেখ্, আর দোমনা নয়। বিয়ের আসরে বাবরির সামনে কিছু দাঁড়াতে পারবে না, আমার কাছে গ্যারান্টি লিখিয়ে নে বরং। আমার আছে বলেই বলছি না, কোন্ বড় লোকটার নেই বল না—এই ধর রবিবাবু এক,..."

আরম্ভেই ফিরিস্তিটা ফুরাইয়া যাওয়ায় কড়ে আঙুলের দুইয়ের পাবের উপর বুড়া আঙুলটা তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় ত্রিলোচন আর গোরাচাঁদকে আসিতে দেখা গেল। রাজেন একটু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বলিল—'নতুন খবর,—গন্‌শা কী বলছে শোনসে তিলে।...বাবরি রাখবে!"

ত্রিলোচন কাছে আসিয়া অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"আঙুল গুনতে দেখে

মনে করলাম বুঝি পদ্যটা লিখছিস দুজনে মিলে। বাবরি রাখবে,—মস্ত এক নতুন খবর!···নতুন খবর শুনবি তো ঐ গোরার মুখে শোন,—পুঁটুরাণী ওর বোনকে বলেছে আমাদের পাঁচ জনের কাছ থেকেই পাঁচখানা পদ্য চাই।···মাথা ঘুরে গেছে।"

গোরাচাঁদ 'ঢেউ' করিয়া একটা ঢেঁকুর তুলিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিল। তাহার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া কতকটা ঢেঁকুরের টীকা করার ভঙ্গিতেই ত্রিলোচন বলিল—"গোরা ভেবেছিল ভালো করে খ্যাঁট দিলে বুঝি দুটো লাইন বেরোয়।...সমস্ত রাত ভেবেছে, ঘুম হয় নি, পেট ফেঁপে ঢোল হয়েছে, ক্রমাগতই ঐ চোঁয়া ঢেঁকুর তুলছে।...মস্ত এক খবর দিলি—গন্‌শা বাবরি রাখবে বলেছে।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। উৎসাহের মুখে থাবা খাইয়া রাজেন যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। একটু পরে খানিকটা উষ্মার সহিতই বলিল—"তা যদি বললি তো আমিও বলব—খ্যাঁটে চোঁয়া ঢেকুরই বেরোয়, পদ্য বেরোয় না। যে জিনিসের যে ব্যবস্থা—পদ্য লিখতে হলে বাবরিই রাখতে হয়,—না বিশ্বাস হয় মিলিয়ে দেখ—রবিবাবু এক, মাইকেল দুই..."

তিনের পাবে বুড়া আঙুলটা তুলিয়া আটকাইয়া পড়িয়াছে, কে, গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

"আজ শানাপাড়ায় একটা খবর শুনে এলাম..."—বলিতে বলিতে বসিতে যাইতেছিল, গন্‌শা খিঁচাইয়া উঠিল—"দাঁ-দাঁড়ান মশাই, দু-দুটো খবরের ঠোকাঠুকিতে আগুন ছিটকোচ্ছে, আপনি আবার তে-তেসরা এক খবর নিয়ে এলেন..."

আবার একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর গন্‌শার মনেও লাগিয়াছে দেখিয়া ত্রিলোচন মনে মনে হয়তো অনুতপ্ত হইয়া একটু নরম হইয়াই বলিল—"ঠোকাঠুকির কী কথা এমন হয়েছে? তবে হ্যাঁ, পুঁটুরাণীর ফরমাশ—একটু ভাবিয়ে তুলেছে বৈ কি। তা লিখে দিবি তো তোতে আর রাজেনে মিলে, আমাদের তো ভারি ভাবনা। তাই আঙুলের পাব গুনতে দেখে মনে করলাম রাজেন বুঝি নিজেরটা অক্ষর গুনে গুনে লিখছে।...কী খবর বলছিলেন বলুন না মশাই, বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন বেঁটে-অন্নদার পার্ট বলার মতন?"

কৈ-পুকুর ড্রামাটিক ক্লাবের বেঁটে-অন্নদা মারাত্মক রকম তোৎলা, পার্ট একবার আটকাইয়া গেলে দাঁড়াইয়া কালোয়াতের মতন শুধু হাত চালাইতে থাকে,

অন্যেরা পার্ট বলিয়া আগাইয়া যায়।...সবার মুখে—এমন কি গন্‌শার মুখে পর্যন্ত হাসি ফুটিল। বাতাসটা একটু হালকা হইল।

কে গুপ্ত বলিল—"শানাপাড়ায় ওরা নাকি রটিয়েছে গণেশের দলে এবার ভাঙন ধরেছে। দলের কারুর নাকি মত ছিল না গণেশবাবু বিয়ে করেন—যেটুকুও বা টান আছে, যাবে এবার। শানাপাড়া ইলেভ্‌ন্ স্টারস্ তাদের টীমে ব্যাক খেলবার জন্যে আমায় ডেকেছিল ঐ কথা শুনে, তাদের মুখেই শুনলাম। আমি বললাম—সে কি মশাই!—তিলুবাবু, রাজেনবাবু, দলের আর সবাই মিলেই তো জোর করে বিয়ে দেওয়ালে ওঁর।"

আশঙ্কাটা বা সম্ভাব্য বিচ্ছেদের বেদনাটা বোধ হয় সবার মনেই দিতেছিল পীড়া একটু একটু, তবু ঠাট্টাচ্ছলেই রাজেন বলিল—"কি রে গন্‌শা, পুঁটুরাণী সত্যি সবাইকে ঠেলে এসে বসবে নাকি?"

গন্‌শা কঠিন অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"লে-লে! ওরকম হাজারটা পুঁটুরানী এলে গ-গন্‌শাকে তার ব-বন্ধু থেকে আলাদা করতে পারবে না; একটাকে তো ন-নস্যি করে নোব।"

এবার বিরতিটা একটু বেশি হইল। ত্রিলোচন মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল, মনে হইল দীর্ঘশ্বাসে একটা ভিতরের আবেগকেও চাপিয়া নামাইয়া দিল। একটু পরে বলিল—"একটা কথা বলব?—তিলের সব কথা আবার তোদের পছন্দ হয় না।

রাজেন বলিল—"বল না, পছন্দমাফিক কথা বললে কেন হবে না পছন্দ?"

"গন্‌শা রাখুক বাবরি মাথায়, একটা শখ হয়েছে, এমন কিছু ছিষ্টিছাড়া শখও নয় যে তার কথা। সেই সঙ্গে আর এক কাজ করা যাক—আমরাও সবাই রাখি বাবরি।"

একটু উদ্দীপিত ভাবে সবার মুখের পানে চাহিল; গন্‌শার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, রাজেনের আরও উজ্জ্বল, গোরাচাঁদের বোধ হয় পেট ফাঁপার জন্যই নির্বিকার, শুধু কে. গুপ্তের মুখে যেন একটু আতঙ্কের ছায়া।

ত্রিলোচন বলিল—"শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক, দেখুক দল ভেঙেছে কি আরও এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরও এ একটা বলবার থাকবে জীবনে—কবে বাবরি রেখেছিলাম, না, সেই গন্‌শার বিয়ের সময়। বেশ তো, রাজেন যেমন

বলছে তাতে কবিতা টানে সে আরও ভালো।...বাড়তে দে গন্‌শা, আমরাও দি ছেড়ে, ঘোঁৎনাকে একটা আরজেণ্ট চিঠি ঝেড়ে দিই কাল।...মোদ্দা গোঁফদাড়ি নয় গন্‌শা—না, একেবারে নয়, আর কামিয়ে কুমিয়েও থাকিস এ কটা দিন ; একই জায়গায় রয়েছিস দুজনে, নজরে পড়ে যেতে পারিস ; মেয়েছেলের মন, সাবধানে থাকাই ভালো।"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল—"আমাকেও রাখতে হবে ?"

রাজেন ঘুরিয়া এতটু ধমকের সুরেই বলিল—"কেন মশাই, আপনি পীর, না লাটসাহেব ?"

কে. গুপ্ত আমতা-আমতা করিয়া বলিল—"না তা নয়...ফুটবলে অসুবিধে…।"

ত্রিলোচন বলিল—"ছাড়ুন ফুটবল—কি আর এমন বেশি কথা ?…"

দুইটা মাস কাটিয়া গেল। এর মধ্যে পাঁচ জনের মাথার চুলগুলো নিরুপদ্রবে বাড়িয়া যাওয়া ভিন্ন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা এদিকে ঘটে নাই। পুঁটুরানীর মনের ভাবটা ঠিকমতো বোঝা যাইতেছে না। গোরাচাঁদের মাসতুতো বোন নেড়ির রিপোর্ট—দু-একবার দেখিয়া সে নাকি নাক সিঁটকাইয়াছে ; রাজেনের মতে ওটা নাকি পছন্দের লক্ষণ, মেয়েদের মনের নাকি দুইটা ধারা আছে, ওপরের ধারাটা যে দিকে বয়, নীচেরটা অর্থাৎ আসলটা নাকি ঠিক তাহার উলটা দিকে বয়। ...গন্‌শা আর হস্তক্ষেপ করে নাই।

একদিন ভুবন মুখুজ্জে কতকটা শঙ্কিতভাবেই গোলোক চাটুজ্জেকে বলিলেন—"দাদা, কিছু ভাবটা বুঝতে পারছেন ?—হঠাৎ সদলবলে চুল গজাতে আরম্ভ করলে কেন এ রকম ? আবার ভাগবে না তো ?"

গোলোক চাটুজ্জে বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মেয়েটার কুষ্টিতে জেঁকে বসেছে ও আবাগের বেটা, ভাগবে কোথায়! কাব্যির চুল, বুঝছ না? রস হয়েছে ; বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, শুধু চুলের তোয়াজ!...ভুবন জিগ্যেস করে কিনা —দাদা, ভাগবে না তো!"

তবু একদিন রাত্রে সমস্ত দলটাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন ভুবন মুখুজ্জে, কথাবার্তায়, ভাবে ভঙ্গিতে যদি কিছু আঁচ পাওয়া যায় সে রকম! দিব্যি খাইয়া গেল সবাই, গন্‌শার ভাবটা তো বেশ জামাই-জামাই-ই বোধ হইল। ভুবন মুখুজ্জে একটু ঠাট্টাও করিলেন—"হঠাৎ এমন চুলের বাড়াবাড়ি কেন ভায়ার, আমার পুঁটুরানীকে পাওয়ার জন্যে মানত নাকি ?"

জামাইয়ের মতোই ঘাড় নিচু করিয়া একটু হাসিল গন্‌শা। ভালো লক্ষণই মনে হইল, ভুবন মুখুজ্জ্যে তোড়জোড় করিতে লাগিলেন।

বিবাহ আসিয়া পড়িল। আগের দিন সন্ধ্যায় চারজনে শিবপুর জেটিতে একত্র হইয়াছে। রাজেন নাই ; সে কবিতাগুলা লইয়া ব্যস্ত আছে। শেষ হইয়াছে পাঁচটাই, তবে প্রেস এখনও ডেলিভারি দেয় নাই, নিজে দাঁড়াইয়া ছাপাইয়া আনিতে গেছে।

ছটা বাহান্নর স্টীমারটা আসিতে জেটি হইতে নামিয়া চারজনে খানিকটা তফাতে গিয়া বসিল। প্যাসেঞ্জারেরা চারটা বাবরিওলা মাথা একসঙ্গে দেখিতে দেখিতে উঠিয়া যাইতেছে, একটু ফিস্‌ফিসিনিও আছে কয়েকজনের মুখে। অস্বস্তি বোধ হওয়ায় গন্‌শার কথায় ওরা উঠিয়া আর একটু তফাতে বসিতে যাইতেছে, এমন সময় একটা স্যুটকেশ হাতে বেশ পোশাকি কাপড়-চোপড়পরা একটি যুবক প্যাসেঞ্জারদের লাইন ছাড়িয়া এদিকে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া একটু যেন সন্দিগ্ধভাবে খানিকটা দূরে থমকিয়া দাঁড়াইল মুহূর্তমাত্র, তাহার পরই গটগট করিয়া আগাইয়া আসিয়া বিস্মিতভাবে সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল।

চারজনেই একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল—"ঘোঁৎনা না ?…ম্যালেরিয়ায় এমন মোটা হলি কী করে ?…বাবরি কৈ ?…এদিক থেকে হঠাৎ কী করে !…"

ঘোঁৎনা বলিল—"শিবপুরে পা দিতে না দিতেই খুঁড়লি ? অসুখের পর দার্জিলিঙ গেছলাম, শেয়ালদায় নেমে এই আসছি, ভাবলাম স্টীমার দিয়েই যাই, হতভাগাগুলো জেটিতে জুটেছে নিশ্চয়।…তা তোদের এ কী চেহারা !—মাথায় একহাত করে চুল—গাজনের দল খুলেছিস নাকি ! এ কী কাণ্ড ! হঠাৎ এ মতিচ্ছন্ন কেন ?"

মন্তব্যের রূঢ়তায় সবাই একটু কেমন হইয়া গেছে, ত্রিলোচন বলিল—"কেন আমার চিঠি পাস নি ?"

ঘোঁৎনা একটু মনে করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর বলিল—"মাস দুয়েক আগে—লাল পেন্সিলে আর্জেন্ট লেখা হঠাৎ এক পোস্টকার্ড গিয়ে হাজির—'চুল রাখো'…একশ পাঁচ পর্যন্ত জ্বর উঠেছে তখন বিভ্রান্ত বকছি—মাথায় ক্ষুর বুলিয়ে বরফ দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞান হলে চিঠিটা দেখিয়ে শালাজ বললে—

এ কি ব্যাপার—অসুখ হল তোমার, মাথা খারাপ হল তাদের নাকি ?...তা সত্যি এ কি বিদকুটে কাণ্ড !"

বেশ একটু দমিয়া গেছে সবাই, ত্রিলোচন উহারই মধ্যে একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"কেন, দেখতে মন্দ হয়েছে ?"

ঘোঁৎনার রাগটা আস্তে আস্তে বাড়িতেছিল, আর একটু গলা তুলিয়া বলিল—"চারজনকে চারটে যমদূতের মতন দেখতে হয়েছে। এখানে কেন ? কাপড়-জামা ফেলে দিয়ে নেঙটি পরে একটু এগিয়ে ঐ শ্মশান-ঘাটে বসে থাকগে, মানাবে ; কেউ যদি দেখে ফেলে তো তাকে কষ্ট করে আর বয়ে নিয়ে যেতে হবে না বেশী দূর।...আবার জিগ্যেস করে—মন্দ দেখতে হয়েছে ?... ম্যুনিসিপ্যালিটি তোদের রাস্তায় চলাফেরা করতে দিচ্ছে এখনও ?...শহরে কচি ছেলেপুলে নেই ?...কাল যার বিয়ে আজ তার ঐ রকম দুশমনের মতন ?... পুঁটুরানী কী বললে ?—ক্যান্সেল করে দেয় নি বিয়ে ?"

কে. গুপ্ত বলিল—"নাক সিঁটকেছিল, কিন্তু রাজেনবাবু তো বললেন—ওইটেই ভালো লক্ষণ "

ঘোঁৎনা একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিল, গন্‌শার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল—"আরও অনেক ভাল লক্ষণ ওর অদেষ্টে বাকি আছে মশাই, কাল সন্ধ্যেয় ঐ খেঁজুর গাছের মতন মাথায় টোপর দিয়ে যখন ভুবন মুখুজ্জের বাড়ি ঢুকতে যাবে, ঝাঁটা নিয়ে পুঁটুরানী না ছুটে আসে তো ঘোঁৎনার নামে একটা কেলে কুত্তা পুষে রাখবেন।...কোন্ দিগ্‌গজের মাথায় এল এ বুদ্ধি ?—রেজোর নিশ্চয়,—নিজের ল্যাজ কাটা, চাইবেই তো সবগুনোকে বেঁড়ে করতে। কোথায় সে ? সেও শকুনির মতন মাঝখানে এসে বসে নি যে ?—যমদূতের সঙ্গে শকুনি না থাকলে মানাবে না তো..."

বিবাহের কথা পাকা হওয়া পর্যন্ত গন্‌শার মধ্যে বেশ একটু পরিবর্তন আসিয়াছে,—সে দলের হাতেই নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছে, নিজের মত তেমন করিয়া চালায় না, বোধ হয় চালাইবার ক্ষমতাও হারাইয়াছে। তাহা ভিন্ন দলের মধ্যে বরাবরই তাহার মতের পরই ঘোঁৎনার মতের মর্যাদা ছিল। বেশ একটু ভয় পাইল, তবে সে ভাবটা চাপিয়া বরং একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল—"এসেই চে-চেল্লাতে আরম্ভ করলি, মতলবটা কী তাই নয় ভেঙে বল। চু-চ্চুল আমাদের নি-ন্নিজের নিজের মাথায়, রাজুকে দুষলে কী হবে ? তোর

ইচ্ছেটা কী তাই বল না খোলসা করে ?" ঘোঁৎনার রাগটা পড়ে নাই, বলিল—"ইচ্ছে চুলসুদ্ধ্য মাথাগুনো ধড় থেকে নামিয়ে ফেলি। একটা লোক অসুখে পড়ে একটু চেঞ্জে যেতে পারবে না—নেমেই চোখের সামনে এই অযাত্রা! কালকে এই চিজ সঙ্গে করে বিয়েবাড়িতে ঢুকতে হবে। ভাবতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

কে. গুপ্ত বাবরি লইয়া জালাতনই হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল—"তাহলে কাল সকালে না হয় কেটে ফেলুন...আমরা..."

ঘোঁৎনা আবার জ্বলিয়া উঠল—"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে মশাই, একে আছেই অল্প মাথায়,—কাল সকাল থেকে ওর মরবার ফুরসত থাকবে না, তোয়াজ করে চুল কাটাবার সময় দিচ্ছে ওকে লোকে! আর ঐ চুল,—তুটি ঘণ্টার কমে বাকে বাগে আনা যাবে না।"

একটু থামিয়া ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল—"শোন, আমার কাছে স্পষ্ট কথা, যদি চাস যে আমি থাকি এ বিয়েতে তো গোরা গিয়ে এক্ষুনি দীনে নাপতেকে আমার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসুক। কোণের ঘরটায় দোর-জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি, একটা কড়া বাল্ব লাগিয়ে দিচ্ছি, একধার থেকে জঙ্গল সাফ করে ফেলুক, কাল ওরও ফুরসত থাকবে না।...অমত থাকে তাও বলে দে।"

গন্‌শার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি রে ?"

গণেশের মায়া কাটিয়া আসিয়াছিল, তবু একটু রাগ দেখাইয়াই বলিল—"চটেই খুন তুই! চুলের কাছে মো-ম্মৌরুসি পাট্টা লিখে দিই নি তো..."

কে. গুপ্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে একরকম বাহির হইয়াছিল, প্রবেশ করিবে একেবারে অন্য রকম ; বলিল—"রাতারাতি অন্যভাব, সবাই কী বলবে ?"

গন্‌শা চটিয়া উঠিল, বলিল—"পু-প্‌পুলিশ কোর্টে মামলা রুজু তো করবে না মশাই ; রা-র্‌রাস্তা থেকে কাউকে টেনে এনে মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছি ?"

গোরাচাঁদ বেশ শব্দ করিয়া একটা ঢেঁকুর তুলিয়া ভালো করিয়াই মুখটা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু এদের মেজাজের অবস্থা দেখিয়া পেটের তাৎকালিক অবস্থায় দীনেকে খুঁজিয়া আনা যে তাহার পক্ষে কষ্টকর সেটা নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, ত্রিলোচন বা কে. গুপ্তও উল্লেখ করিতে সাহস করিল না।

শেষ পর্যন্ত মাথায় ক্ষুর বুলাইতে হইল। .

দীনু নাপিতকে পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ খুঁজিয়া পাতিয়া বাজার থেকে একটা পশ্চিমা নাপিত ধরিয়া আনিল। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল—"কোথায় বাড়ি তোর?"

উত্তর হইল—"ছাপরা।"

ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে প্রশ্ন করিল—"আপনাদের ছাপরার নাপতেরা কেমন হয় মশাই?"

এত বড় দুরূহ প্রশ্ন জীবনে বোধ হয় কে. গুপ্তের সামনে আসে নাই,—জানি না বলাও চলে না, অজ্ঞতার জন্য ধমক খাইবে, মাঝামাঝি একটা উত্তর দিল—"দেখিয়ে দিলে চালিয়ে নেয়।"

ঘোঁৎনা নাপিতটাকে প্রশ্ন করিল—"কতদিন আছিস এখানে?"

উত্তর হইল—"দো সাল।"—সত্য বলিল কি মিথ্যা বলিল সেই জানে। "দেখিয়ে দিলে চালিয়ে নিতে পারবি? এই চারটে উলুবন আমার মতন করে আনতে হবে।…ভদ্দর লোকের সামনে বেরুবার যুগ্যি করে।"

"দেখাবেন কি বাবু?—হজাম আঁছি, না ঠাট্টা?"

গন্শা তবুও জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"আগে গো-গ্-গোরা কি কে. গুপ্ত বসলে হত না?"

গোরাচাঁদ ভয়ে ভয়ে হাসিয়া বলিল—"অত ভয় পাচ্ছিস কেন তুই? হাঁা, মুঠোখানেক চুল হত ভাবনা ছিল, কাটুক না কত কাটবে…পুকুরের জল ছেঁচতে ছেঁচতেও থেকে যাবে তোর।"

ঘোঁৎনা বলিল—"হত ভালো তাই, তবে তোকে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে…নে বসে যা, আমরা তো রয়েছি।"

নাপিতটাকে বলিল—"এই আমি বসছি, আমার চুল দেখ, আর ওর চুল কাট।"

এদের তিনজনকে বলিল—"তোরা খুব লক্ষ্য রাখিস ঠিক মিলছে কিনা।"

তিনজনে খুব সতর্কভাবে ঘিরিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

কি হইল ঠিক বোঝা গেল না,—অকর্মণ্যতার জন্যই হোক, বা একজনের চুলের দিকে চাহিয়া অন্য জনের চুল ছাঁটিয়া যাওয়ার জন্য হোক, অথবা তিনজনের অতিরিক্ত সতর্কতা এবং উপদেশের জন্যই হোক, পুকুরের জল ছেঁচিয়া ছেঁচিয়া কাদা দেখা যাইতে লাগিল।

গণেশ ঘাড় নিচু করিয়াই মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—"কেমন কেমন ঠেকছে রে ঘোঁৎনা, ঠিক যাচ্ছে তো ?"

চারজনের তখন মুখ শুকাইয়া গেছে, নাপতেটার হাত বেশ কাঁপিতেছে। নিজের মাথার সঙ্গে কতটা মিলিল বুঝিতে না পারিলেও ঘোৎনার আর সন্দেহ নাই যে একেবারে আকাটের হাতে গণেশের মাথাটা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন গোলমাল করিলে আরও অনর্থ, বলিল—"তুই নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাক, নড়িস-চড়িস নি।"

ইহাদের তিনজনকেও চোখ টিপিয়া দিল—কিছু বলিয়া যেন ঘাবড়াইয়া না দেয় আরও।

নাপেতটা গলদ্দঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে। ফুটপাথে বসিয়া চটকলের কুলিদের চুল কাটে, দু রকম জানে,—এক ক্ষুর দিয়া নির্মূল করা, আর একটা ঢালা ছাঁটা যা মাথায় রহিয়াছে সেইটাকে একটু ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মিলাইয়া দেওয়া ; একেবারে এই রকম এক সাইজের লম্বা চুল ছাঁটিয়া ভদ্র আকার দেওয়ার চেষ্টা তাহার জীবনে এই প্রথম। রগের কাছটা ছাঁটিয়া ব্রহ্মতলের সঙ্গে মিলাইতে যাইয়া ব্রহ্মতলটাকে ফাঁকা করিয়া ফেলিতেছে, সেটার সঙ্গে ঘাড় মিলাইতে গিয়া ঘাড়টায় আর কাঁচিতে থৈ পাইতেছে না। তাহার উপর ভিতরে ভিতরে ভয় পাইয়া গেছে, ছাপরার লোক, সাহস করিয়া আসিয়াছিল, এখন এই বদ্ধ ঘরে পাঁচ জনের হাতে অবস্থাটা কী দাঁড়াইবে আশঙ্কা করিয়া যেন আরও নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর গন্‌শার ঘাড়-পিঠ টিপিয়া বুঝিতে পারিতেছে—বেশ কসরত-করা শরীর। যে যেমন বলিতেছে করিয়া যাইতেছে।

গন্‌শা আর একবার মাথায় হাত বুলাইয়া একটু শঙ্কিত কণ্ঠেই বলিল—ঘোঁৎনা, এ যে ক-ক্কদম ফুটিয়ে তুললে মাথায়। আর চু-চ্চুল কৈ যে মেলাবে ?"

ঘোঁৎনা উঠিয়া পড়িল. বলিল—"এই দিকেই তো ডিরেক্‌শন্ দিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম।···গোরা তিলে তোরা সব দিক্‌নি, এইবার আমি ফিনিশটা করিয়ে দিই।...বুঝছিস না গন্‌শা, ভেবে দেখলাম তোকে পালোয়ানি ছাঁটটাই মানাবে —বিয়ের রাত্তিরটা—মানে, সেই সমস্ত মাথা সাদা, শুধু কপালের কাছটায় চমৎকার এক খামচা চুল—ছোট ছোট···"

গন্‌শা ভীত ভাবে তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া কী বলিতে গিয়া অতিরিক্ত



তোৎলাইয়া গেছে, এমন সময় দোরে ঘা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের কণ্ঠস্বর—"তোরা ঘরে আছিস সব—"

কে. গুপ্ত যতক্ষণে উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিবে, একটু সুর করিয়াই একটা পদ্যের দুটো লাইন আওড়াইতে লাগিল—

গণেশ তো ভাই নেড়াই জানি,
আজকে তোমার চাঁচর কেশ
টোপর ফুঁড়ে লুটিয়ে পড়ে
ঢাকলে কেন স্কন্ধদেশ ?...

একটা বড় গোছের কাগজের বাণ্ডিল বগলদাবা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে পথ্যটা ভাঁজিতে ভাঁজিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে থ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বিমূঢ়ভাবে বলিল—"এ কি! গন্‌শা কোথায়?...আরে, গন্‌শাই তো, এ কি ভোল!"

সবার মুখের দিকে চাহিল। খানিকক্ষণ কেহই কথা কহিতে পারিল না; গণেশের উপায়ই ছিল না কহিবার। শেষে ঘোঁৎনাই বলিল—"এই বেটা উজবুকের পাল্লায় পড়ে··বললে দু বছর কলকাতায় আছি, জানি চুল ছাঁটতে···"

আরও একজনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া সবার চুলের একটা দলগত সাদৃশ্য দেখিয়া, লোকটার তখন অর্ধেক হইয়া আসিয়াছে, কতকটা মরিয়া হইয়া কতকটা দয়া উদ্রেক করিবার ভঙ্গিতে দুইটা হাত নাড়িয়া বলিল—"আমি কী করবে বাবু বোলেন—ই বাবু বোলেন ই জগহ্‌টা ছাঁট তো উ বাবু বোলেন উ জগহ্‌টা ছাঁট—মাথার চুল ঘৈলাকা পানি বাবু. গড়াতে গড়াতে কোতো থাকবে বলুন? আমার কী কসুরটি আছে একবার খেয়াল করে দেখুন বাবু···"

রাজেন সেইভাবে ওদের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কিরে একটু ভেঙে বল—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে যে! পথ্যগুনো ডেলিভারি নিয়ে ঘাটে গিয়ে দেখি নেই কেউ, ভাবলাম ঘোঁৎনার বাড়িই যাই, তার আসবার কথা আছে।···এ কি, তোর কাল বিয়ে না জ্যেঠামশাইয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ?···বুঝিয়ে বল, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে···"

ঘোঁৎনা খুবই অপ্রতিভ হইয়া গেছে, তবু ঠাট বজায় রাখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া কণ্ঠে একটু জোর আনিবার চেষ্টা করিয়াই বলিল—"কেন, দেখতে এমন কিছু খারাপ হয়েছে?"

রাজেন ঝাঁঝিয়া উঠিল—"এ তোর কাজ ঘোঁৎনা, নিজের নেই, তুই এখন পরের ল্যাজ কাটিয়ে বেড়াচ্ছিস, আমার আর বুঝতে বাকি নেই। বলে—দেখতে কিছু খারাপ হয়েছে?···কিছু খারাপ হয় নি, তবে ওর জায়গায় ওকে রেখে আয় —মেছোবাজারের গুণ্ডার আড্ডায়—যেখানে ওকে মানাবে···কাল ওকে বিয়ের আসরে ঢুকতে দেবে ভেবেছিস? আমিই ঐ কালভৈরবকে নিয়ে সে আসরে ঢুকব?

ঝড়টা দিক পরিবর্তন করিয়াছে দেখিয়া নাপিতটা খুব যত্নসহকারে গণেশের

গা হাত মাথা ঝাড়িয়া দিতেছিল, বলিল—"যেতে দিন বাবু, চুল কোই নিয়েও আসে না, নিয়েও যায় না, ফির হোবে হনুমান্‌জিকে কৃপাসে…"

রাজেন দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তাহার দিকে পা বাড়াইয়া বলিল—"তোকে শূলে দিতে হয় বেটাচ্ছেলে…পেনাল কোডে তোর সাজা নেই…তুই তুই…"

ত্রিলোচন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, একটু ধমকের স্বরেই, তবে চাপা গলায় বলিল—"মাথা খারাপ হয়েছে—চেঁচামেচি লাগিয়েছে রাত-দুপুরে!"

রাজেন গলাটা একটু নামাইল তবে সেইজন্যই আরও গেল চটিয়া, হাতের কাগজগুলা ঘরময় ছড়াইয়া বলিল—"ঐ পদ্য কাল আসরে বিলি করলে কুকুর লেলিয়ে দেবে না আমার পেছনে?…নে, করব না মাথা খারাপ, তবে এইখানেই শেষ।"

হঠাৎ ঘুরিয়া দোরের দিকে পা বাড়াইতেই গন্‌শা খপ করিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিল।

বিপদের মধ্যে গণেশের মধ্যেকার দলপতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে; বলিল—"ছে-ছেলেমানুষি রাখ। স্থির হয়ে কোথায় একটা পরামর্শ করবি, না ঝ-ঝ-ঝগড়া করবার সময় হল তোদের!"

রাজেন একটা চেয়ারে মুখটা গোঁজ করিয়া বসিল। আরও সবাই চিন্তিত ভাবে মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া—বসিয়া রহিল। কিছু ঝাড়িবার না থাকিলেও নাপিতটা একমনে গায়ে মাথায় বুরুশ বুলাইতে লাগিল। একটু পরে গন্‌শা বলিল—"কা-কাটা চুল ফিরে আসবে আর?"

সবাই চুপ করিয়া রহিল, শুধু নাপিতটা বুরুশ থামাইয়া কী একটা শাস্ত্রবাক্য আওড়াইতে যাইতেছিল, ধমক খাইয়া আবার নির্বাক হইয়া গেল। একটু পরে রাজেন মুখটা সেই রকম গোমড়া করিয়াই গণেশকে একটু ভ্যাংচাইয়া বলিল—"কা-কাটা চুল যেমন ফিরবে না, তেমনি কারুর মাথাও তো ধার করে নিয়ে যেতে পারবি না কালকের জন্যে; তাহলে পরামর্শটা কী হবে শুনি? মোট কথা আমি ঐরকম খুলি-চাঁচা বর নিয়ে ভুবন মুকুজ্জের বাড়ি উঠতে পারব না; তোরা যে গে।"

গন্‌শা বলিল—"আমারও কি-কাণ্ড-জ্ঞান নেই?…তাই বলছিলাম কেউ একবার ক্লাবে যাক…"

গোরাচাঁদ একটা ঢেঁকুর তুলিয়া মুখটা কুঁচকাইল ; ত্রিলোচন বলিল, "গেল না হয় গোরাচাঁদ, কিন্তু কাজটা কী ?"

"কারলিং পরচুলো নিয়ে আসুক—কে-কেষ্টর মাথায় যেটা পরানো হয়েছিল—আরও গোটা কতক বেছে বেছে—"

একটু ভ্রূকুঞ্চিত হইবার পরই সবার মুখ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘেঁাৎনার অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ ঝুঁকিয়া পায়ের কাছে কাগজগুলা কুড়াইতে কুড়াইতে কে. গুপ্তকে একটু ধমকের স্বরে বলিল—"প্রীতিউপহারগুলো কুড়িয়ে ফেলুন না মশাই, ছড়ানো থাকবে এইরকম ঘরময় ?"

ত্রিলোচন পকেট থেকে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে লাগিল। "দেখি কোথাকার বিড়ি"—বলিয়া গণেশও একটা চাহিয়া লইয়া বলিল—"কা-কালকের রাতটা তো চালিয়ে নি—তারপর..."

রাজেন ঘেঁাৎনার হাত থেকে কাগজগুলা চাহিয়া লইয়া বলিল—"তোকে এ-ছাঁটে যে নেহাত খেলো দেখাচ্ছে তা বলব না গন্‌শা, আমি বলছিলাম পদ্যগুলো সব চুল নিয়েই লেখা অথচ চুল সব গয়া! তাই "

ঘেঁাৎনা বলিল...আরও একটা কথা—জামাই হল, তা কাল একরকম, আজ একরকম!—কেনরে বাপু!...আমার একটু তাড়াতাড়ি যে হয় নি. তা কী করে বলি ?—তবে সামলে নিতুম ঠিক ; এ-বেটা উজবুক যে একেবারে কষাই কী করে জানব ?"

কেষ্টর পরচুলাটা দেখিতেও যেমন, ফিট করিলও মাথায় চমৎকার। আসলের চেয়ে নকলে গণেশের জলুস সত্যই গেল বাড়িয়া। কিন্তু একটা মুশকিল হইতে লাগিল, ছোট ছোট চুলের উপর পিছলাইয়া যাইতে লাগিল।...এ তো থিয়েটার নয়, অডিয়েন্স দশ হাত দূরে, চাপিয়া চুপিয়া বসাইয়া নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর উইংসের পাশে আসিয়া আবার নিশ্চিন্দি।...আসরে, সম্প্রদানে, ছাদনাতলায়, বাসরে—কোনখানে একচুল এদিক ওদিক হইয়া গেলেই সর্বনাশ।

আবার মলিন মুখে সবাই বসিয়া রহিল। শেষে কে. গুপ্ত একবার ঘেঁাৎনার পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—"আমার একটা মনে হচ্ছে..."

ঘেঁাৎনা একটু ব্যঙ্গের স্বরে করিল—"বলে ফেলুন কষ্ট করে!"

"ইয়ে...সবই যখন প্রায় গেল, ওটুকুর ওপর ক্ষুর বুলিয়ে দিলে কেমন হয় ?...

মানে, কড়কড়িয়ে কামড়ে ধরে পরচুলোটাকে ; ক্ষুর-বুলোনো মাথা খুব ইয়ে কিনা ..”

ব্যবস্থাটা খুবই লাগসই, বুদ্ধিটা কে. গুপ্তর হইলেও সবার মুখটা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এমন কি ঘোঁৎনারও।

গন্‌শা শুধু আড়চোখে একটা অগ্নিকটাক্ষ ছাড়িয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে চেয়ারে বসিয়া নাপিতটাকে বলিল—“নে, চা-চ্চালা।”

কে. গুপ্তের বুদ্ধিতে সত্যই বেশ কাজ হইয়াছে।

বিয়ে-বাড়িতে সবচেয়ে বড় কথা বরের চুলের বাহার। একে পরচুলাটা ভালো, গন্‌শা আবার সেটাকে ছাঁটিয়া-আঁচড়াইয়া একেবারে নিখুঁত করিয়া লইয়াছে ; পরচুলায় একটা যে কৃত্রিমতার ভাব থাকে সেটা পর্যন্ত নাই। কপালে জোড়ের কাছটাও রং আর চন্দন দিয়া গণেশ এমন দক্ষতার সহিত মিলাইয়া লইয়াছে যে কোন সন্দেহের অবসরই রাখে নাই। সন্দেহের দিকটায় যায় নাইও কাহারও মন, কেননা বাবরি গন্‌শার ছিলই মাথায় মাসখানেক ধরিয়া। রাজেনের পত্তর সঙ্গে মিলিয়া বরের চুল লইয়া একটা সাড়া পড়িয়া গেছে।

এ-হেন চুলের ছাঁদনাতলায় এবং বাসরে বিপদ অনেক, কিন্তু সে-সব কাটাইয়া উঠিয়াছে গণেশ। একটু সাবধানে অবশ্য বরাবরই থাকিতে হইয়াছে, তবে ভিতরে নেড়া-মাথা আঠার মতো কামড়াইয়া না ধরিলে একটা কেলেঙ্কারি না হইয়া উপায় ছিল না।

প্রথম রাত্রেই বিবাহ ছিল। সমস্ত রাত বাসরে হুড়াহুড়ি করিয়া শেষ রাত্রি পর্যন্ত সবাই ক্লান্ত হইয়া যে যেখানে পাইয়াছে এলাইয়া পড়িয়াছে। বাসরঘরে বিশেষ কেহ নাই। ঘরটা ভিতর হইতে বন্ধ, ওদিকে সমস্ত বাড়িটাও নিস্তব্ধ, বাহিরের দিকে এঁটোকুড়ে শুধু মাঝে মাঝে কুকুরগুলার খেয়োখেয়ি মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

পুঁটুরানীর ঘুমটা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। একটি স্বপ্ন দেখিতেছিল, চোখ খুলিয়া দেখিল সেইটির মধ্যেই জাগিয়া উঠিয়াছে। কাছেই তাকিয়ায় মাথা গুঁজিয়া গণেশ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাহার পাশেই নিদবর, ত্রিলোচনের ছোট ভাইটি, এমন বাসর-মানানো নিদবর বড় একটা চোখে পড়ে না।...তাহারই

বাসর আলো করিয়াছে—লাগে বেশ ভাবিতে। একেবারে ঘরের ওদিকে এক কোণে ঘুমাইতেছে গোরাচাঁদের মাসতুতো বোন নেড়ি, তাহার পাশে আর একটি মেয়ে ; ও-কোণটায় ঝি, ফরাসের নিচে শানের ওপর গুটাইয়া-শুটাইয়া ঘুমাইতেছে ওপাশ ফিরিয়া। সেই নিশ্চয় বাসর ভাঙিয়া গেলে দোরটা বন্ধ করিয়া ভিতরেই শুইয়া পড়িয়াছে।

একটা চমৎকার ঝিরঝিরে হাওয়া জানলা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। গণেশের মুখের দিকটা বালিশের ওপর, বাবরির পিছনের আলগা চুলগুলা হাওয়ায় ছলিতেছে। একটা অব্যক্ত আবেগে পুঁটুরানীর মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেও বসিয়া ছিল না ; বিবাহের কথা হওয়া পর্যন্ত ভালো-মন্দ অনেক কিছু পড়িয়া ফেলিয়াছে ; সুপ্ত পুরীতে নিতান্ত আপন-হওয়া এই মানুষটিকে দেখিয়া তাহার মনটা কেমন উদ্বেল হইয়া উঠিল, আর সব কথা ছাড়িয়া মনে হইল—আহা, বেচারী তোৎলায়…

পুঁটুরানী আর একটু সোজা হইয়া বসিয়া একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল—সত্যই সবাই ঘুমাইতেছে ; নেড়ি—দুষ্টু, কিন্তু এখন সত্যই আর সাড়া নাই। …পুঁটু আস্তে আস্তে বাবরিটার উপর হাত রাখিল।…সত্যই চমৎকার বাবরি, প্রথম যেদিন দেখে সেইদিন থেকেই লোভ হয় পুঁটুর—ভাঁওতা দেওয়ার জন্যই নেড়ির কাছে নাক সিঁটকাইয়াছিল।

আস্তে আস্তে আঙুল চালাইতে লাগিল চুলের মধ্যে।…কেমন কেমন বোধ হইতেছে না একটু ?—বেটাছেলেদের মাথার চামড়া এই রকম ন্যাকড়ার মতো নরম হয় নাকি ?…হবেও বা…একটা দুষ্ট হাসি ফুটিল পুঁটুর মুখে—ও, তোমরা দেখতেই শক্ত, আসলে এই !…

ভয় ভাঙার জন্যই হোক, কিংবা কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য হোক, অথবা অন্য কিছু বৃদ্ধির জন্যই হোক—পুঁটুর মনে হইল, তাহলে দেখি তো গাটা কী রকম বাবুদের…

গোটানো আস্তিনের নিচে ডান হাতটার উপর স্পর্শ দিল—তাহার পর আর একটু জোরে স্পর্শ—তাহার পর বোলানো।

তাহার পরই একটা উৎকট চীৎকার করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল পুঁটুরানী। হাত বুলানোর আরামের জন্য হোক বা যে জন্যই হোক, গন্শা ঘুমের অসাবধানতার মধ্যে পাশ ফিরিতে বাবরিটা হঠাৎ গুটাইয়া গিয়া কপাল

থেকে আরম্ভ করিয়া নেড়া মাথার প্রায় অর্ধেকটা জাগাইয়া দিল। তাহার পর ঘুম থেকে হঠাৎ এই দুঃস্বপ্নের মধ্যে জাগিয়া সোজা হইয়া বসিতেই সেটা খসিয়া নিচে পড়িয়া গেল।

"ও-বাবা গো!"—বলিয়া তিনলাফে দরজার ওপর পড়িয়া হুড়কাটা খুলিয়া পুঁটু একেবারে ভুবন মুখুজ্জের ঘরের দোরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।



বাবরিটা গুটাইয়া দিয়া নেড়া মাথার প্রায় অর্ধেকটা জাগাইয়া দিল

নিদবর উঠিয়া পড়িয়া প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, তাহার পর গন্‌শার মুখের পানে চাহিতেই ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গোঁ-গোঁ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

ঝি, নেড়ি, আর তাহার পাশের মেয়েটি কোণে ঠাসাঠাসি হইয়া দাঁড়াইয়া, একেবারে বাকরোধ হইয়া গেছে। ঝিয়ের সংজ্ঞাই আগে হইল—"মেরু নি বাবা, আমাদের মেরু নি"—বলিয়া কাণের দুল দুইটা খুলিয়া গন্‌শার সামনে ফেলিয়া দিয়া কাঁপিতে লাগিল ; দরজার দিকে আসিতে সাহস হইতেছে না।

ততক্ষণে সমস্ত বাড়ি জাগিয়া গেছে—নানারকম মিশ্র আওয়াজ—"থানায় খবর দে...বয়ের ভোল ধরে বাবরি মাথায় দিয়ে সেঁদিয়েছে··· ঘেরে ফেলো বাড়ি...কজন আছে ?...তাহলে বর কোথায় ? আর তার সঙ্গের তারা ? ...ঘরের দিকে খালি হাতে কেউ যাস নে তোরা..."

আওয়াজ পাইয়া ঝি চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো আসবে নি কি ?—শীগগির এসো ঘরে, আমরা বেরুতে পারছি নি...খুন হনু চারজনে !..."

উপরের ঘরের ব্যাপার, ঝিয়ের গলা শুনিয়া সবাই ঠেলিয়া উঠিল। তাহার পর বরের চেহারা দেখিয়া দলের একটা মোটা অংশ পেছনে ঠেল মারিতে কতকগুলো লোক সিঁড়ির উপরও জড়াজড়ি করিয়া পড়িল। হট্টগোলটা আরও গেল বাড়িয়া ; কেহ বলিল—একা নয়, কেহ বলিল—সব নেড়া, কেহ বলিল—সবার হাতে রিভলভার...

ভুবন মুখুজ্জে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, একেবারে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেছেন, নিজের ঘরে নাতনিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া কেবলই হায় হায় করিতেছেন, আর যাহাকেই সামনে দেখিতেছেন গোলোক চাটুজ্জেকে ডাকিয়া আনিতে বলিতেছেন। জনদশেক ছোকরা ছুটিয়াছে তাঁহার কাছে।

কিছু লোক মেয়েদের গলা শুনিয়া সাহস করিয়া উঠিয়া গিয়াছিল, নিচে এবং পাড়ায় নানারকম গোলমাল চলিলেও উপরের ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াইয়াছে। কুড়ি-বাইশটা লোকের নানারকম মন্তব্য আর জেরার সামনে গন্‌শা হতবাক্ হইয়া সামনের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, পায়ের কাছে দুটো কানের দুল, চারগাছা সোনার চুড়ি, একটা আংটি, নানারকম মন্তব্য আর জেরা —"কে, ঠিক করে বলো...বাঙালী হ্যায় কি পাঞ্জাবী ?...আর কে কে আছে সঙ্গে ঠিক করে বলো এখনও ..আসল বরকে সরালে কোথায় ?...চাঁদা করে চাঁটি দিতে আরম্ভ করো, নৈলে বেরুবে না কথা..."

মারের ভয়ে গন্‌শা একটু সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল—"আমি গ-গ্-গণেশ..."

"দেখুন বজ্জাতিটা! চেহারা গণেশের মতন বাগিয়েছে—তার ওপর কথা,—গলার আওয়াজ পর্যন্ত!"

"আজকাল এইরকম হচ্ছে যে! এইরকম অরগ্যানাইজড্ ব্যাপার—পাঞ্জাবী এরা…"

"বেশ, তুমি গ-গ্-গণেশ, এখানে কী-কী-কী মনে করে এসেছ?"

"সা-সসাদি করবার আর জায়গা পাও নি?…জবাব দাও না যে?"

"চাঁটি না পড়লে দেবে না তো জবাব…"

ভোর হইয়া গেছে, সবার সাহস বাড়িয়াছে, চাঁটিই বোধ হয় পড়িত, কিন্তু ভিড়ে এই সময় পেছন দিকে একটা চাপ পড়িল এবং কয়েকজন বলিয়া উঠিল—"সরে যাও, গোলোককাকা এসেছেন···এই তোমরাও এসেছ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? দেখ তো কী ব্যাপার…এরাই বা কে ভালো করে বুঝে নেবেন মশাই, তারপর দেবেন ঢুকতে…"

গোলোক চাটুজ্যে, রাজেন, ঘেঁাৎনা, ত্রিলোচন, গোরাচাঁদকে সঙ্গে করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীচেই এদের কাছে সব কাণ্ডটা শুনিয়াছিলেন, বলিলেন—"তোমরা সব নেমে যাও নিচে, এ সেই আবাগের বেটাই, কোনো ভয় নেই।…নেমে যাও, বাড়ির মেয়েরা ওপরে আসবে।"

তাহার পর ভগবানের অভিনব রূপ দেখিয়া কতকটা দুঃখে, কতকটা কৌতুকে মুখে হাসি বাহির হইয়া পড়িল, ঠোঁট দিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিলেন—"মরিঃ, কত খেলাই যে দেখলাম!"

সিঁড়ির মাঝামাঝি পুঁটুরাণীর পায়ের রুপার তোড়ার বিলম্বিত ঝমঝম শব্দ শোনা গেল, আর ভুবন মুখুজ্জের কণ্ঠস্বর, বলিতেছেন—"চল্ শালী, তোকে দিলুম এনে অমন কেষ্ট ঠাকুরটি, তোর বরাতে রাতা-রাতি বেতাই-তলার নেড়াশিব হয়ে গেল তো আমি কী করব?"

টনসিল

গন্শার মামার বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আজ।

উপলক্ষ এমন কিছু নয়, ওদের চারজনের বৌ অনেকদিন পরে শিবপুরে একত্র হয়েছে—ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ, গন্শা আর ত্রিলোচনের। ওরাই রেঁধেছে, ওরাই খাইয়েছে আমোদ-আহ্লাদ করে। রান্না নাকি খুব ভালো হয়েছিল, এরা ছজনে তো বলছেই, গন্শার মামা গোলক চাটুজ্জে আর দাদাশ্বশুর ভুবন মুখুজ্জেও প্রশংসায় পঞ্চমুখ; বলছেন এ রকম রান্না এ জন্মে খান নি। টেঁপী শুধু নাক সিঁটকে ননদগিরি ফলিয়েছে। তবে তাকে কেউ আমল দেয় নি। তার হাতে পান-সাজা ছিল, দলে একা পড়ে সে চুনে সবার মুখ পুড়িয়েছে। কে. গুপ্ত বাইরে এসে একবার শুধু বলতে গিয়েছিল—কালিয়াটায় একটু যেন ঝাল হয়েছে, ঘোঁৎনা ঘুরে চোখ পাকিয়ে বলল—"আপনি একটি গবেট মশাই—কালিয়ার ঝালে আর চুনের ঝালে যখন তফাত বোঝেন না, তখন দয়া করে চুপ করে থাকুন।"

সকালবেলা এই। বিকেলবেলা প্ল্যান ছিল, কেল্লার সামনে একটা মানোয়ারী জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে, নৌকো করে সবাই দেখতে যাবে। খাওয়াটা চাপ হয়ে গেছে, স্টীমার-ঘাটে এসে জুটতে সবার দেরি হয়ে গেল। দেরি কি, সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল, রাজেন আর গন্শা তখনও আসেই নি। ও-প্ল্যানটা বাতিল হল, চাপ খাওয়ায় একটা আলস্যের ভাবও এসে গেছে, এদিকে দিব্যি একটি ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া উঠেছে, চারজনে রেলিঙে হেলান দিয়ে গল্প করছে, এমন সময় দেখা গেল গন্শা আসছে। খুব বিমর্ষ; আসছে—যেন পা দুটোকে টেনে টেনে, কী একটা দুশ্চিন্তায় মাথাটাও নীচু হয়ে রয়েছে, কাছে এলে মুখের চেহারা দেখে কেউ আর কিছু বললে না। গন্শা গোরাচাঁদের হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে টান দিতে লাগল, আর মাঝে মাঝে ওপর দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বরাবরই "বললে"-কে "বলল" করতে হবে। ঐরকম আরও কিছু শব্দ।

একটু পরে গোরাচাঁদ বলল—"দেরি হল যে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি?"

গন্‌শা একটু চটেই উঠল, বলল—"দি-দ্দিব্যি আরামে আছিস, ঘু-উমই দেখছিস খালি।"

বিড়িটা আরও বার দুই টেনে, ফেলে দিয়ে সেই টোনেই বলল—"ঘুমের দফা গয়া যেদিন থেকে জো-জ্জোর করে ওটাকে লটকে দিলি গলায় সবাই মিলে।…আজ একচোট হয়ে গেল।"

ত্রিলোচন বলল—"নিশ্চয় বলতে গেছলি ছ্যাচড়াটা মুনে পুড়ে গেছল—বৌ বললে কি না, ওটা পুঁটুরানী নিজে…"

চুপ করে গেল। গন্‌শা স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে ছিল, প্রশ্ন করল—"শে-এ-এষ হল তোর কথা ?"

শেষ না হলেও ত্রিলোচন যখন আর এগুল না, হঠাৎ উগ্রভাবে কে. গুপ্তের দিকে চেয়ে বলল—"আপনারা করবেন না বিয়ে—দা-দ্দামড়া হয়ে থাকবেন তা গ-গ-গন্‌শা কী করবে মশাই ? দুটো মেয়ে ধরে নিয়ে এসে গলায় টাঙিয়ে দিতে পারি না তো ? আপনার ফুটবল থেকে ফুরসত নেই, রেজো ওদিকে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে অক্ষর গুনছে, গন্‌শা করে কী বলুন ?"

হঠাৎ আক্রমণে কে. গুপ্ত থতমত খেয়ে গেছে, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘোঁৎনার পানে চেয়ে বলল—"তোদের পুঁটুরাণী আমার ওপর রেগে কাঁই !…তো-ত্তোমরা স্বার্থপর, তো-ত্তোমরা আত্মসার, নিজেরটাই বোঝ, নি-ন্নিজেদের একটা করে তো হয়ে গেছে, আর কি ? …আজ যদি ওরা দু-জনেও থাকত—রাজেনবাবু আর কে. গুপ্ত বাবুর দুটি, কী চমৎকারটি হত বল তো। ম-ম্মনমরা হয়ে চো-চ্চোরের মতন দুটিতে পাশে বসে খাচ্ছে—আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে, ব-বন্ধুদের খেয়ালই নেই……"

ঘোঁৎনা দুচোখে রাজ্যের আক্রোশভরে একবার কে গুপ্তের দিকে চেয়ে নিলে, গন্‌শার দৃষ্টিটাও একবার পড়ল গিয়ে, তারপর বলে যেতে লাগল—"ব-ব-ব্বন্ধুদের খেয়ালই নেই—এটা লে আও—সেটা লে আও—ফুর্তির হাসির আর বিরাম নেই।…গা-গা-জ্বালানো একরাশ কথা।…প্রথমটা বুঝিয়েই বললাম—এদিকে কা-ক্কালিয়ার ঝালে গলা রি-বি করছে, ভাবলাম কাজ কী ?—বুঝিয়েই বললাম—কে-ক্কে. গুপ্ত তো পড়ছেই, বাকি থাকে রাজেন, তা তার জন্যে করছি চেষ্টা সবাই, বি-ব্বিয়ের ফুল বলে তো আবার একটা জিনিস আছে।…বলে, তোমাদের চেষ্টা করতে করতে আমরা ততদিনে বুড়ি হয়ে যাব—কেমন একজুটি

হয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতাম, তখন দি-দ্দিদিমা দিদিমা করে উঠবে এসে, কে-কতাত্ত হয়ে যাব।…মুখে অমন তুখোড় তো শিবপুরে আর দুটি নেই। তা আম্মো গন্‌শা. এসা অঁাতে ঘা দিয়ে কথা বলতে জানি—বললাম, স-স্‌-সব্বাই তো গন্‌শা নয় যে একটা খাঁদা বোঁচা ধরে দিলেই হল—রাজেনের চোখ আছে…"

ত্রিলোচন বলল—"কেন বলতে গেলি অমন করে? নাক তো প্রায় কপালের লেভেলে ঠেকে উঠেছে—আজ দেখলাম তো।…না রে ঘেঁাৎনা?"

ঘেঁাৎনা সহানুভূতিতে অতটা না হিসেব করেই বললে "যাঁহাতক——ইঞ্চিখানেক ওপরেই হবে।"

গন্‌শার এদিকে বোধ হয় ততটা খেয়াল ছিল না, কিংবা হয়তো নাকের সুখ্যাতিতে ভেতরে ভেতরে খুশী হয়েই আর অতটা ধরলে না, নিজের কথাই বলে চলল—"বললাম—রা-রাজেনের চোখ আছে, সে তো আর একটা খাঁদা বোঁচা ধরে দিলেই হামড়ে পড়বে না…বলতে দেরি, ব্যস সেই যা আরম্ভ হল…"

কে. গুপ্ত বলল—"আমি একটা কথা বলি?"

দাম্পত্য কলহটা কেন দাঁড়াল শোনবার জন্য সবাই উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় তিনজনেই উগ্র দৃষ্টিতে ফিরে চাইল।

ঘেঁাৎনা বলল—"বলে ফেলুন, শেষে পেট ফুলে একটা অসুখে পড়বেন!…"

—বাকি যেটুকু সেটা দাঁতের চাপে পিষে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

কালিয়ার ঝালের কথাটা গন্‌শার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল, কতকটা বোধ হয় সেই তৃপ্তিতেই কে. গুপ্ত কথাটা বলে ফেলেছে, বেশ একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু এখন আর ফেরবারও উপায় নেই, আবার নীচুর দিকে চেয়ে পরে গঙ্গার দিকে চেয়ে দৃষ্টিটা গন্‌শার মুখের ওপর এনে ফেললে, বলল—"রাজেনবাবু বোধহয় …রাজেনবাবুর বোধ হয় একটি মেয়েকে পছন্দ হয়েছে।"

ঘোৎনা, গোরাচাঁদ, ত্রিলোচন তিনজনেই এগিয়ে ঘেঁসে দাঁড়াল; জড়াজড়ি করে একসঙ্গে প্রশ্ন করল—"কাকে মশাই? মেয়েটা কে?…কি রকম মেয়ে? কাদের?…তা অ্যাদ্দিন বলতে কি হয়েছিল আপনার?"

কে. গুপ্ত ঘোৎনার দিকে চেয়ে তার প্রশ্নটারই উত্তর দিলে, বলল—"বলতে মানা করে দিয়েছিলেন আমায়।

সবাই একটু চুপ করে রইল কী ভেবে।

গন্‌শা যেখানকার সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বলল—"অথচ ও-ছোঁড়ার জন্যেই অমন দা-দ্দাবড়ানিটা মা-ম্মাথা পেতে নিতে হল। থাক, বোঝা গেল।"

সবারই কথাটা লেগেছে। আবার একটু চুপচাপ গেল।

গোরাচাঁদ বলল—"আমায় একটা পদ্য শোনালে বটে সেদিন—হালদারদের বাড়ি খিচুড়ি-ভোগ খেয়ে শরীরের তেমন জুত ছিল না, ভালো বুঝতে পারলাম না।...ঐ মেয়েটাকে নিয়েই নাকি ?"

কে. গুপ্ত বলল—"বোধ হয়।"

"বোধ হয়—মানে ?"

"আমিও বুঝতে পারি নি। তবে বলছিলেন মেয়েটি নাকি বড্ড রোগা—একেবারে হাড়-জিরজিরে, আর তেমন বাড় নেই; তারপরেই পদ্যটা পড়লেন কিনা—ধরে নিলাম ওকে এম্ (aim) করেই। পদ্যটার নামও দিয়েছেন—"ছায়াময়ী"।

গন্‌শা মনে মনে আপসাচ্ছিল। রাজেনকে সামনে না পেয়ে কে. গুপ্তের ওপরই রাগটা মেটাল, আরম্ভ করল ওর ফুটবলের ভাষা দিয়েই—

—"তা-ত্তাই ওকে এম করেই কিছুটা ঝাড়লে!...কেন মশাই, রোগা বলে সে আর মানুষ নয়?...তাহলে ওদিকে ন-ন্নজর দিতে গেছিস কেন তুই?...রো-রোগা, ছাচ্ছায়া, পেত্নী...তা সে ত তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে যায় নি। ...ওকেই করতে হবে বিয়ে, পদ্য যখন লেখবার শখ হয়েছে।...আর ও নিজে কোন্ পালোয়ান? হা-আ-হাড়গিলের মতন চেহারা হচ্ছে দিন দিন।...আলবত করতে হবে বিয়ে—ক-ক্কানা হোক, কুচ্ছিত হোক..."

কে. গুপ্ত বলল "না, সে তো বলছিলেন যেখানকার যেটা যেমন দরকার ঠিক আছে—যেটা ধনুকের মত হবে, যেটা তেলাকুচোর মত হবে, যেটা পটোলের মতন হবে, যেটা তিলফুলের মতন হবে..."

ঘোঁৎনা বিরক্ত হয়ে বলল—"ক্ষ্যামা দিন মশাই, এর ওপর আর কাব্যি ভালো লাগে না...কোন্‌টে তিলফুল?—নিন, বলুন; ; আউড়ে তো যাচ্ছেন গড়গড় করে।"

কে. গুপ্ত থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। একবার ঘোঁৎনার চোখের দিকে

চাইলে, একবার তার বাটার-ফ্লাই গোঁফের দিকে, একবার নাকের দিকে, তারপর একটা কানের ওপর নজরটা রেখে বোধ হয় মরিয়া হয়ে দিতে যাচ্ছিল উত্তরটা, ত্রিলোচন বলল—"হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—চলোই না কেন রাজুর বাড়িতে। কেন এল না সেও তো ভাববার কথা—আগড়ম-বাগড়ম কতকগুলো খেয়েছে যা-তা। তুই কালিয়াটা ঝাল হয়েছিল বলছিস—আমার তো মনে হয় নুনের জন্যে আরও ওরকম বোধ হচ্ছিল, কী বলিস রে ঘোঁৎনা ?"

ঘোঁৎনা বলল—"নুনখরো মনে হচ্ছিল—সে পোলাওটার জন্যে।"

কে. গুপ্ত কী ভেবে ফিরে চাইতে বলল—"আপনি মিস করলে গোলকীপারের দোষ হয় না মশাই ?"

গোরাচাঁদ মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"এদিককার নুন আমি বুদ্ধি করে কাটিয়ে নিয়েছিলাম ধোঁকায় বেশী অ্যাটেনশান নিয়ে ; ওটাতে তো একেবারেই পড়ে নি কিনা।"

অনাথ আশ্রমের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা মুখুজ্জেপাড়ার দিকে চলে গেছে সেটা দিয়ে বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে বাঁ দিকে একটা গলিতে ঢুকে আরও খানিকটা গেলে রাজেনদের বাড়িতে পৌঁছনো যায়। জায়গাটা একটু পাড়াগাঁ-পাড়াগাঁ গোছের। সামনে একটা ডোবা আছে, প্রায় চারিদিকেই ঝোপ-ঝাড়, একটা নিমগাছ, একটা বেলগাছ, কোকিল-টোকিল এসে বসে মাঝে মাঝে।

রাজেনের শরীরটা সত্যই একটু খারাপ হয়েছে। যা উপলক্ষ করে খাওয়াটা তাতে অত নিজের কথা ভেবে খেতে গেলে কবিত্বে যেন বাধে কী করে, অথচ কবি বলে হজম করবারও তেমন ক্ষমতা নেই। একটু ঘায়েল ; তার ওপর ঘাটটাও দূরে ; গিয়ে উঠতে পারেনি।

ভেতরে ছিল, এরা আসতে বেরিয়ে এল। বলল—তেমন কিছু নয়, পায়েসটা ধরে গিয়ে বোধ হয় একটু গুরুপাক হয়ে গিয়েছিল, তারই ঢেঁকুর উঠেছিল, তাই আর বেরোয় নি।

ডোবার এদিকটায় একটা ঘাটও আছে, তার ওপর গিয়ে সবাই বসল। গঙ্গার ঘাটে যেভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তার সময় উতরে গেছে আসতে আসতে : শরীর বেজুত দেখে মনটাও নরম হয়ে এসেছে সবার, একটু চুপচাপ গেল।

গন্‌শা বললে—"তুই কি ছা-চ্ছায়া বলে একটা পদ্য লিখেছিস—এরা বলছিল চমৎকার হয়েছে, তাই মনে করলাম খবরটা নিয়ে আসি, শুনেও আসি।"

কে. গুপ্ত মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে। গোরাচাঁদ বোধহয় আবার শোনবার ভয়েই বললে—"থাক না আজ, বেচারীর শরীরটা সুবিধের নয় যখন। আমাদের শুনতে আনন্দ, কিন্তু পড়তে তো বেশ সুখ পাচ্ছে না ও।"

ত্রিলোচন বলল—"তায় আবার পদ্য পড়, একটু এদিকে ওদিক হলেই···"

ঘোঁৎনা জিগ্যেস করল—"ছায়া কারুর নাম, না, দুপুরবেলায় ঐ বেলতলায় বসে লিখেছিস?"

রাজেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু এতখানি এগুবার পর আর বিশেষ অসুবিধা হল না। এ একটা প্রশ্ন ও একটা প্রশ্ন করে কথাটা বের করেই নিল। ভালোবাসাতেই পড়েছে বেচারী, তবে এদের যে জানায় নি তার কারণ, ভালোবাসা যখন কাব্যের অন্তর্গত তখন পাঁচজনকে বলা যায় তার কথা, কিন্তু যখন নিতান্তই ব্যক্তিগত তখন যেন আর চলে না। তখন বলতে হলে কে. গুপ্তের মতন লোককে ডেকেই বলতে হয়; অর্থাৎ এমন একটা লোক যে ও-সবের মর্ম কিছু বোঝে না। এতে মনটা হালকাও হল অথচ শ্রোতা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আর নিরক্ষর হওয়ায় একটা যেন পর্দাও রয়ে গেল মাঝখানে।

ওদিকে না-বলার কারণটা আসলে ছিল এই। তারপর একবার জড়তাটা কেটে যেতে সব কথাই বলল রাজেন, ওরাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে নিলে।

মেয়েটি এখানকারই। কতকটা পুঁটুরানীর মতন, ওর যেমন বাপ নেই, মা নেই, দাদামশাই গার্জেন, এরও তেমনি মা, বাপ কেউ নেই—দিদিমাই সব। তবে পুঁটুর দাদামশাই ভুবন মুখুজ্জে যেমন শাঁসেজলে এর দিদিমা তেমন নয়, গরীব। শহরে গোটা দুই বাড়ি আছে, তার ভাড়াতেই চলে, যেটিতে থাকে সেটিও নিজের। মেয়েটি আর তার একটি ছোট ভাই দেশে ছিল এতদিন কাকার কাছে। অযত্ন হত, দিদিমা নিয়ে এসেছে। ছোট ভাইটিকে পাঁচজনকে ধরে গেস্টকীনের কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাজ শিখছে, কিছু পায়ও হাতখরচ।

বাড়িটা একটা ছোট রাস্তার ধারে পড়ে, মাঝামাঝি একটা একতালা বাড়ি। সামনে একটুখানি জমি।

জ্যোৎস্না রাত্রি, জায়গাটা নিরিবিলি, ত্রিলোচন একটু অন্যমনস্ক হয়ে একদিকে চেয়ে ছিল, সহানুভূতিতেই একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"যেতে চোখে পড়ে, আসতে চোখে পড়ে, তাহাতেই এই সর্বনাশটি ঘটিয়ে বসেছে, তা অ্যাদ্দিন বলিস নি কেন কাউকে ?"

রাজেন বলল—"বড্ড রোগা···সেট্‌ল করে উঠতে পারছি না।"

ঘোঁৎনা বলল—"রোগা বলে চুপ করে থাকতে হবে ?"

তারপর দরদের রাগের সঙ্গেই বললে—"শুধু 'ছায়া' পদ্য লিখলে তো মোটা হয়ে উঠবে না। রোগার দাবাই আছে; তার ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে তো শুনছি নাক, চোখ, ভুরু—এসব কায়দা-মাফিক রয়েছে, তোদের কবিরা যেমনধারা লিখে দিয়েছে।"

রাজেন চুপ করে মাথাটা হেঁট করে রইল। তাগাদা দিতে মাথা তুলে বলল—"পুরন্ত হলে—যদিবা হয় কখনও তো ভরা মুখে ওগুনো কী রকম দাঁড়াবে, আন্দাজ করতে পারছি না, তখন নাকটা আর এতটা টিকোলো থাকে না কিনা—দুদিককার মাংসয় চেপে ধরে দুদিক থেকে।"

গোরাচাঁদ, ত্রিলোচন হাঁ করে শুনছিল, কে. গুপ্ত পর্যন্ত ঘুরে চেয়ে আছে বিস্মিত দৃষ্টিতে, গন্‌শা আর বিরক্তিটা চাপতে পারল না, পুঁটুরানীর সঙ্গে বচসার পর থেকে মনটা খিঁচড়েই ছিল, চটে নাক-মুখ সিঁটকে বলে উঠল—"তু-তুই যে অবাক করলি। এটা তোর ভালোবাসা, না কী ?···

খ-খ্‌-খবরদার বলছি তুই আর ওসব—ছা-চ্ছায়া মায়া নিয়ে পদ্য লিখবি না; ক-কশাইয়ের দোকানে গিয়ে মাংসের হিসেব লিখ গে যা।"

খানিকক্ষণ নিঃশব্দেই কাটল, তারপর আবার প্রসঙ্গটা ফিরে এল। ঠিক হল—মোটা হওয়ার অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, কবিরাজী, হাকিমী যত রকম চিকিৎসা আছে খোঁজ নিতে হবে; যৌগিক ব্যায়ামেও আজকাল শরীর ফিরিয়ে দিচ্ছে। গোরাচাঁদের মাসীর বাড়িটা এইদিকে, ইতিমধ্যে সে জো বুঝে বুড়ীর সঙ্গে আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা করে ফেলবে, চিকিৎসা করাতে হলে তার মতটা আগে চাই; বুড়ীর নাতিটাকে হাত করে ফেলতে হবে।

রাত হয়ে আসতে এক সময় দুশ্চিন্তা ঘাড়ে করে সবাই উঠে পড়ল।

কাল শিবরাত্রি ছিল, আজ তার পারণ গেছে। গন্‌শা আর ঘোঁৎনা

রাজেনের বাড়িতেই ওর কাকীমা আর পিসীমার 'বামুন' হয়েছিল, খাওয়াদাওয়া সেরে খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে ঘাটের রোদটিতে এসে গল্প করছে। অবশ্য গল্পের বিষয়বস্তু বুড়ীর ঐ নাতনী—আসল নামের অভাবে এখন ছায়া বলেই চালানো হচ্ছে। কাজ কিছু এগুচ্ছে না। চিকিৎসার জন্যে যার কাছেই যাওয়া যাচ্ছে 'রোগীকে' দেখতে চাইছে—সেখানেই নিয়ে যাও কিংবা কল দিয়ে নিয়ে এসো বাড়িতে। অথচ গোরাচাঁদ মোটেই সুবিধে করে উঠতে পারে নি এখনও। মাসীর ওখানেই রয়েছে আজকাল, আনাগোনা করে করে ও রাস্তাটুকু মুখস্থ করে ফেলেছে, ছায়াকেও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু বুড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, এখনও দুটো কথাও কয়ে উঠতে পারে নি। বিড়বিড় করে সর্বদা কী বকে বুড়ী —কেমন যেন ভয় হয়।

ত্রিলোচন এল। অন্যদিন খোঁজ-খঁাজ নিয়ে এসে আর সবার মতোই মনমরা হয়ে বসে, আজ যেন একটু উৎসাহিত, বলল—"শেষ পর্যন্ত বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন ভগবান,—খুব এক জঁাদরেল হোমিওপ্যাথের সন্ধান পাওয়া গেছে, এই এতখানি টাইটেল, নতুন এসে পঞ্চাননতলার ওদিকটায় বসেছে..."

গন্‌শা একটু আড়ে চেয়ে প্রশ্ন করল—"রুগীকে দেখাতে হবে তো?"

"কিচ্ছু না। খালি সিম্প্‌টম্‌টুকু বলে দাও, ওষুধ নিয়ে যাও। ও-সব ভড়ং নেই।"

পকেট থেকে গুলিভরা একটা ছোট্ট শিশি বের করতে করতে বললে—"এই তো! বলল—রোজ সকালে উঠে বাসিমুখে চারটে করে গুলি..."

"সিম্প্‌টম্ সব বললি কী করে তুই?"

"সে তো উনি নিজেই বললেন—সব সিম্প্‌টমের দরকারও হয় না। যেটুকু জানা আছে—রোগা, হাড়-জিরজিরে, বাড় নেই..."

গন্‌শা শিশিটা হাতে নিয়ে বলল—"কত নিলে?"

"দু টাকা—ওতেই কন্‌সাল্‌টেশন্ ফী, ওতেই ওষুধ..."

গন্‌শা হাতে গুলিগুলো ঢেলে মুখে ফেলে দিলে।

এমন সময় দেখা গেল গোরাচাঁদ হনহনিয়ে ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে ব্যস্ত হয়ে বললে—"কেউ শীগগির গলার পৈতেটা খুলে দে, গেল বোধহয় ফসকে এতক্ষণ।"

তিনজনেই প্রশ্ন করে উঠল—"ব্যাপার কী ?"

"সে পরে শুনবি, আগে কেউ পৈতেটা খুলে দে। এতক্ষণ বোধহয় হয়ে গেল হাতছাড়া।"

গন্‌শা গম্ভীরভাবে বলল—"কথাটা আগে বলবি, না, এই রকম করে হাত-পা ছুঁড়বি দাঁড়িয়ে চো-চ্চোপোর দিন ?"

গোরাচাঁদ ছিল আজ মাসতুতো বোন নেড়ীর 'বামুন'। জলটল খেয়ে ওর পারণটা করিয়ে এদিকেই আসছিল, দেখে সামনে ছায়ার দিদিমা ঠুকঠুক করে চলেছে, মনে হল যেন গঙ্গাস্নান করে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। একটা মস্তবড় চান্স, কী বলে কথাটা আরম্ভ করবে ভাবতে ভাবতে পা চালিয়ে দিয়েছে, একটু কাছে আসতেই টের পেলে ভয়ানক চটে আছে বুড়ী—বিড় বিড় করে এলোপাথাড়ি গাল পাড়ছে। প্রথটা তো একটু থমকে গেল গোরাচাঁদ, একেবারে আগুন ছুটিয়েছে, এর মুখে যাবে কিনা, তারপর কানে গেল 'বামুন' পায় নি খুঁজে পাড়ার মধ্যে, সবাই 'বুক্ড্'—বুড়ী তাই আতান্তরে পড়ে সমস্ত পাড়াটা নিয়ে গাল পাড়তে পাড়তে চলেছে।...এমন একটা মোকা, গোরা পা চালিয়ে দিয়ে বলবে—রয়েছে—বামুন কাছেই, তারপর পৈতেটা খুঁজতে গিয়ে দেখে লাপাত্তা!... তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে।

ঘোঁৎনা বললে—"গেল কোথায় তোর পৈতে ?"

গোরাচাঁদ বলল—"কাল গেঞ্জি কামিজ সব লণ্ড্রীতে গেল তো, তারপর বামুনও হলাম—তা বাড়িতেই, পৈতের আর খোঁজ করবার দরকার হয়নি।" তারপর আবার একটু ব্যস্ত হয়েই বলল—"তোরা কিন্তু কাঁচিয়ে দিলি সব, সে বুড়ী বোধহয় আবার বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে, বলছিল—এবার সমস্ত শিবপুর উট্‌কে দেখবে, না পায়—চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গাল পাড়বে।"

গন্‌শা একটা ঘাসের শিষ তুলে নিয়ে দাঁতে চেপে কী ভাবছিল, বললে—"কি-কী বলে গিয়ে দাঁড়াবি ? এতো গেরোন নয় যে 'গে-গে-গেরোনদান দাও, গে-গে-গেরোনদান দাও' বলে রাস্তায় চেঁচাতে চেঁচাতে যাবি, বুড়ী বেরিয়ে আসবে।"

ত্রিলোচন বলল—"আর যে রকম মনে হচ্ছে বুড়ীকে—শহর জায়গা, একটা লোক পাত্তা নিয়ে এসে বলছে—আমি বামুন, পারণ করিয়ে দিচ্ছে—একটা পৈতেও দেখাচ্ছে—থানা-পুলিশ না করে বসে!"

গোরাচাঁদ একেবারে দমে গেছে—হতাশ হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল—গন্‌শা রাজেনকে বললে—"যা, একটা ফুলের সাজি নিয়ে আয়···আর শোন, একটা না-মামাবলাও,টপ করে নজরে পড়ে যাবে'খন।"

গন্‌শার বুদ্ধি, চমৎকার কাজ হয়েছে!

বুড়ীর বাড়ির সামনে খালি জায়গাটার একপাশটিতে একটি জবাফুলের গাছ, আর তারই পাশে কপালগুণে একটা বেলগাছও। কপালগুণ বৈকি, বেলগাছের গোড়ায় শিবঠাকুর গড়বার জন্যে মাটি খুঁড়ছে ছায়াই। নামাবলীটি একটু তুলে নিয়ে, সাবান দিয়ে কাচা পৈতের গোছাটা ভালো করে ঝুলিয়ে সাজি হাতে করে গিয়ে উঠল গোরাচাঁদ, জিগ্যেস করল—"খুকি, গোটাকতক ফুল আর বিল্বিপত্তর নোব তোমাদের গাছ থেকে?"

ছায়া একবার ঘুরে দেখল, তারপর হ্যাঁ-না কিচ্ছু না বলে ছুটল বাড়ির ভেতরে। ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিল। বুড়ী কী কাজ করতে করতে বেশ গলা ছেড়েই পাড়াটাকে ভাগাড়ে দিচ্ছিল, একেবারে চুপ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে রক থেকে নেমে উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ বাবা, তুমি বামুন? ··বামুনই তো দেখছি। পোড়া জায়গায় আমি একটা বামুন খুঁজে পাচ্ছি না বাবা···বুড়ো মানুষ—উপোস করে রয়েছি···"

যেমন শেখানো ছিল গন্‌শার, গোরাচাঁদ বললে—"আমিও তো উপোস করে রয়েছি মা, পুজোটুকু না সেরে তো জল গ্রহণ করতে পারব না। আপনার দেরি হয়ে যাবে না? বুড়ো মানুষ···"

কাজ তো হলই, বেশ সুচারুরূপেই হল। ব্রাহ্মণ-দুর্ভিক্ষের দেশ, বুড়ী ও-রকম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দেখে আর চোখের আড়াল করতে চাইলে না কোনোমতেই। ঐখানেই পুজোর ব্যবস্থা হল, ঐখানেই পারণ। তার পরেও আটকে রাখল বুড়ী, একেবারে খাইয়ে-দাইয়ে দক্ষিণান্ত ক'রে তবে ছাড়বে।

দেরি হচ্ছে দেখে যখন গন্‌শা এল, তখন দেখে বুড়ী হেঁসেলে, এদিকে গোরাচাঁদ একটু বেশ গুছিয়ে বসেছে ছায়া আর তার ভাইয়ের সঙ্গে। তার পর গন্‌শার খোঁজে ত্রিলোচন এল, ত্রিলোচনের খোঁজে ঘোঁৎনা এল, যেমন ওদের পদ্ধতি।

তারপর দিন কতকের মধ্যে যখন বেশ জমে বসেছে সবাই, বুড়ী সবার দিদিমা হয়ে বসেছে, সংসারের খুঁটিনাটি থেকে ছায়ার শরীরের অবস্থা নিয়েও দুর্ভাবনায়

বুড়ীর সঙ্গে মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছে সবাই, হীরের টুকরো ছেলে পাঁচটি 'আপন' হয়ে উঠেছে—সেই সময়ে একদিন রাজেনকেও নিয়ে এসে ছায়ার হাত দু-তিনের মধ্যে বসাল সবাই।

এদিকে তো চমৎকার যোগাযোগ; রাজেন 'ছায়া'—বলে পদ্য লিখেছিল, এসে দেখা গেল মেয়েটির নামও ছায়া। এ ব্যাপারটায় দৈবের হাত স্পষ্ট দেখে সবাই আরও উৎসাহিত হয়ে উঠেছে; কিন্তু এদিকে আসল ব্যাপারের কিছুই হচ্ছে না। বুড়ী দুঃখ করে,—করিয়েছিল বৈকি চিকিৎসা—ঐ একটি নাতনী তাও মা-বাপ নেই, করাবে না? এখানে প্রথম প্রথম এনে খুব একচোট করিয়েছিল—ডাক্তারি, কবিরাজি, সব রকম; কিছুতে কিছু হয় না। কোনোও যে রোগ আছে তা নয়; শুধু ঐ রকম—খাচ্ছে-দাচ্ছে; কোনোই উপসর্গ নেই, তবে বাড়ও নেই মেয়ের!

এ সব কথা অবশ্য ছায়ার অবর্তমানেই হয়। দিদিমা দুঃখের হাসি হেসে বলে—"কী কুক্ষণে বাপ-মায়ে যে ছাওয়া নাম রেখেছিল।...আমিও হেরে এখন বাঁকড়ি বলে ডাকি, কী করব?"

গন্‌শা বলে—"না-ন্নামটা অমন করে বিগড়ে দেবেন না দিদিমা; বিয়ের সময় ডা-ড্ডাকনামেরও খোঁজ হয় কি না।"

বুড়ী বলে—"ও-মেয়েকে কে বিয়ে করবে ভাই? ও বাঁকড়ি হয়েই থাকবে বাড়িতে।"

খুব দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথমটা একটা সঙ্কোচ ছিল, অপরের মেয়ের জন্য খুব বেশি একটা আগ্রহ দেখানো;—তার পর ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সেটা যখন কেটে গেল, এরা নিজেরাও চিকিৎসার ব্যবস্থাটা তুলে নিল হাতে। এমনি জিগ্যেসপত্র করে নামজাদা নামজাদা টনিকগুলো ঢাললে প্রথমে—বাঁকড়ি, না বাড়ে না কমে, যেন কোথায় যাচ্ছে ওষুধগুলো। তার পর নিয়েও এল কল দিয়ে—অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ।...কিচ্ছু না। কী যে রোগ, 'ডি. গুপ্তর' পূর্বে ও পরে একই চিত্র।

রাজেন তিন-চারদিন অন্তর এক-একটা পদ্য শেষ করছে। শুধু হা-হুতাশ, সবাই শোনে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাঁচটা নাকের দীর্ঘশ্বাসে যেন ঝড় বয়ে যেতে থাকে। পাছে কেউ মনে করে দরদ নেই, কে. গুপ্ত দীর্ঘশ্বাসের যেন হাপর টানতে থাকে।

এই করে যখন প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে, কে. গুপ্তই একদিন একটা একেবারে নতুন ধরণের চিকিৎসার খবর দিল।

কে. গুপ্ত ভাইঝির বিয়েতে দিনকতকের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, ছাপরা জেলার সেই মহকুমা শহরে। শীঘ্রই ফেরবার কথা এবার। এরা আজকাল খেয়ে-দেয়ে রাজেনের বাড়িতেই একত্র হচ্ছে। সবাই যে-যার নূতন সন্ধান নিয়ে আসে' ছায়া সম্বন্ধে আপাতকর্তব্য নির্ণয় করা হয়, হল তো রাজেনের পদ্য শোনে খানিকটা, তারপর একবার ছায়াদের বাড়িতে ঢুঁ মেরে, কিছু দরকার রইল তো সেখানে খানিকটা কাটিয়ে, কে. গুপ্তের খোঁজ নিয়ে গঙ্গার ঘাটে চলে যায়। ছায়া মেয়েটি বড় ভালো। পাড়াগাঁয়েই কেটেছে এতদিন, তার ওপর শরীরের বাড় নেই বলে বোধ হয় মনেও পাক ধরে নি, রোম্যান্স জিনিষটা একেবারে বোঝে না। সবাইকে ভাইয়ের মতন ভালোবাসে, সবারই নেওটা, তার মধ্যে কে আবার ভেতরে ভেতরে ভাইয়ের অতিরিক্ত ভালোবাসছে সে খোঁজও রাখে না, তার জন্যে মাথাব্যথাও নেই। একটু তারতম্য অবশ্য আছেই গন্শারই স্নেহ বেশি, তার ভক্তও একটু বেশি; রাজেন মুখচোরা, থাকেও যেন একটু সবার আড়ালে, তাই তার দিকে একটু যেন ঘেঁসেও কম, তবে এর জন্যে যে সন্দেহ করতে হবে কিছু গোলযোগ আছে এমন কথা নয়। ভাইকে দিয়ে মুড়ি আনিয়ে রাখে; প্যাজের বড়া, বেগুনি, এ সব তেলেভাজা নিজেই করে— চমৎকার পাড়াগেঁয়ে হাত—আব্দার করে খাওয়ায়, আব্দার করে এটা-ওটা আদায় করে। চকৎকার মেয়ে; এক যা ঐ বাড় নেই একেবারে।

আর, যেন বছর দশেকের একটা মেয়ে, সে কী করে বাড়ি থেকে ছুটে আসছে এদের দেখেই, কি, এরা বেরিয়ে যাবার সময় কি আব্দার ধরেছে— ফরমাশ করেছে, কি, কার হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে আসছে —এ সব কেউ এত ধরে না।

আজকে ছায়াদের বাড়িতে অনেকক্ষণ কেটেছে। সবাই বেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এসেছে, এমন সময় দেখা গেল কে. গুপ্ত হনহনিয়ে এদিকেই চলে আসছে। ছায়া শেষের দিকটা এদের কাছে ছিল না, চলে যাচ্ছে দেখে ছুটে ঠিক এই সময়টা রকে এসে দাঁড়াল। এদেরই কিছু বলতে যাচ্ছিল হয়তো, কে. গুপ্তকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—"কবে এলেন? আসুন না, দিদিমা জিগ্যেস করছিলেন। ...গণেশদা, কে গুপ্তকে নিয়ে আসুন না ...ওমা, কত মুটিয়েছেন কদিনে!"

গন্‌শাই উত্তর দিল—"আজ যাই, কাল আবার..."

—"কাল কিন্তু নিশ্চয় আসবেন—নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়ই—আলুর চপ করব, নতুন শিখেছি!...ওমা, কত মুটিয়েছেন কে. গুপ্তদা!"

ঘুরে ভেতরে যেতে যেতেও বলছে—"ও দিদিমা তুমি দেখলে না—কে. গুপ্তদা এসেছেন আর, কত..."

এরাও ততক্ষণ এগিয়ে পড়েছে, আর শোনা গেল না।

একে জল-হাওয়াটা ভালো, তায় ওদের পাঁচজনের চাপ থাকে না, বিশেষ করে ঘোৎনার, কে. গুপ্ত ওদিকে গেলে দিব্যি গোলগাল হয়ে আসে; মনের দিক থেকেও বেশ একটু চাঙ্গা থাকে কয়েক দিন, তারপর আবার যেমনকার তেমনি হয়ে যায়।

হেসে বলল—"বাঁকড়ি সেই বাঁকড়িই রয়ে গেল দেখছি।"

ত্রিলোচন মাথা হেঁট করে কী ভাবছিল, বলল—"আমিও সেই কথাই ভাবছি—একবার আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?—কত রকম করা হচ্ছে, কিছুই তো লাগসই হচ্ছে না। এ সাইডটা একেবারে কারুর মনে হয় নি।...কী বলিস রে গন্‌শা?—অমন চমৎকার জলহাওয়া।..."

গোরাচাঁদ বলল—"তার ওপর এন্তার দুধ-ঘি, মাছ-মাংস...ওদিকে এবার আমটা কী রকম হয়েছে মশাই?"

কে. গুপ্ত কী বলতে যাচ্ছিল, গন্‌শা গোরাচাঁদের দিকে চেয়ে বলল—"ও যা মেয়ে, স-স-সমস্ত ছাপরা জেলাটা পেটে পুরে বসে থাকলেও কিছু হবে না। সমুদ্রে পা—পাদ্যঅর্ঘ্য।"

কে. গুপ্ত হঠাৎ বলে উঠল—"এই দেখুন! আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম—অথচ দেখা ইস্তক সেই কথাই ভাবছি—শিবপুরে গিয়েই প্রথম কাজ—সবাইকে বলতে হবে। জলহাওয়া, ঘি-দুধ, মাছ-মাংস—এ সবের কোনো কথাই নেই—স্রেফ টন্‌শিল..."

সবাই ঘুরে চাইল, গন্‌শাও চোখটা তুলল একটু। ত্রিলোচন চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—"সত্যি নাকি?...তার পর?"

আজ আর গঙ্গার ঘাটে অতদূর না গিয়ে ওরা রাজেনের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। সবার সঙ্গে ঘাটে বসতে বসতে কে. গুপ্ত বলল—"সে এক আশ্চর্য কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। দাদার শালীকে তো এর আগেও দেখেছি—

ছাপরায় বাড়ি ওদের, কতবার এসেছে। ঠিক এই কেস—আজ বোধ হয় পাঁচ বছর থেকে দেখে আসছি—হয়তো পশ্চিমী জায়গা, ছায়ার চেয়ে একটু গায়ে মাংস আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত—পাঁচ বছর পরেও তেমনি; এক ইঞ্চি এদিক ওদিক নয়। নামও এর যেমন বাঁকড়ি, ওর তেমনি পড়েছে বাতাসী।…এবারে গিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম—সবাইকে দেখছি, বাতাসীকে দেখছি না কেন? রুগ্ন মানুষ, শেষ পর্যন্ত সাবড়ে গেল নাকি?—দাদার বড়শালী ভানুদিও এসেছে, কিন্তু ঐ ভয়ে জিগ্যেস করতেও পারছি না; কাজের বাড়িতে পাওয়াও যাচ্ছে না ঠিক করে। তারপর একবার একটু একলা পেয়ে—"হ্যাঁ ভানুদি"…বলে আরম্ভ করতে যাব, হেসে বললেন—"বুঝেছি, দাঁড়াও এখানটায়।"…যেতেও হল না বেশি দূর—একটি মেয়ে, রংচঙে শাড়ি-ব্লাউজ পরা, গয়না গায়ে—বারান্দা দিয়েই যাচ্ছিল, এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলেন। আমাদের সেই বাতাসী। দুদিন থেকে ক-বারই দেখলাম—কপালে সিঁদুর, টকটক করছে রং—আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয় আর ফিক করে একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—ভেবে সারা হচ্ছি—এ আবার কেমনধারা কাণ্ড! একটা নূতন বিয়ে-হওয়া মেয়ে…আরে গেল শেষে সেই কি না আমাদের বাতাসী!"

ভানুদি আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন, বললেন—"আন্দাজ করো তো ব্যাপারখানা কী!"

"কী আন্দাজ করব?—সেই বাতাসী, টকটক করছে রং, এদিকে মনে হয় যেন হাতখানেক বেড়ে গেছে—বিশ্বাসই হচ্ছে না তো আন্দাজ করব কী?" …তখন ভানুদি নিজেই বললে—"কিচ্ছু না, শুধু টন্‌সিলটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে—না ওষুধ, না পত্তর…"

ঘোঁৎনা এসে উপস্থিত হল, হাতে একটা নতুন টনিকের শিশি। দু-তিন জনে একসঙ্গে বলে উঠল—"ওরে ঘোঁৎনা! পাওয়া গেছে…কে. গুপ্ত জেনে এসেছে…ও-সব আর কিছু নয়, শুধু টন্‌সিলটা বাদ দিয়ে দাও…"

ঘোঁৎনা সামনে বসতে বসতে প্রশ্ন করলে—"কী বাদ দিতে হবে?"

"টনসিল"—গন্‌শা ছাড়া সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

"সেটা আবার কী?"

তারপর কে. গুপ্তর দিকে চেয়ে বললে—"কথাটা যেন শোনা, জিনিসটা কী মশাই?"

কেউই জানে না, ধরা পড়বার ভয়ে এতক্ষণ জিগ্যেসও করে নি কে. গুপ্তকে, সবাই মুখ তুলে তার দিকে চাইল।

কে. গুপ্ত বলল—"টন্‌সিল হল যাকে আলজিভ বলি আমরা।"

ঘোঁৎনা বলল—"আলজিভ সে তো গলার মাঝখানে। গলাটা তাহলে কেটে ফেলতে হবে?"

গন্‌শা বিরক্ত হয়ে বলল, "আগে শোনই সবটা। উনি কি ক-কন্ধ-কাটা মেয়ে দেখে এসে বলছেন?...আপনি বলুন না মশাই গোড়া থেকে সবটা।"

আগের বারে যেমন বেশ সরস করে গুছিয়ে বলেছিল, সে রকম করে আর পারল না কে. গুপ্ত, তবুও ব্যাপারটা মোটামুটি বলল। তার পর ডাক্তারদের নূতন থিয়োরির কথাও যা শুনেছে তাও বলল—ওরা নাকি আজকাল বলছে ও জিনিসটার বিশেষ কোনো দরকার নেই শরীরের মধ্যে—অথচ যদি কোন কারণে বেড়ে গেল কি অন্য কিছু দোষ হল তা এই রকম নানা উপদ্রব ঘটায়, কাউকে অযথা কাশিয়ে সারা করেছে, কারুর বাড় কমিয়ে দিচ্ছে, ডাক্তাররা এদিকে বই ঘেঁটে ঘেঁটে সারা—রোগ কী ধরতে পারছে না।

ঘোঁৎনা বলল—"আপনাদের বাতাসীর রোগটা ধরল কে...কে অপারেশনটা করাল?"

কে. গুপ্ত বললে—"ছাপরার সিভিল সার্জেন।"

ঘোঁৎনা মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। বোধ হয় মুখ বন্ধ করতে পেরেছে বলেই কে. গুপ্ত এই প্রসঙ্গেই ডাক্তারদের থিয়োরি সম্বন্ধে আরও কী সব শুনে এসেছে তা নিয়েও খানিকটা বলে গেল—বাতাসীর ব্যাপার থেকে বাড়িতে এই আলোচনাটাই খুব হচ্ছিল তো।, "...ডাক্তারদের মতে শুধু টন্‌সিল নয়, আরও অনেক জিনিস আছে শরীরে যার আগে হয়তো দরকার ছিল কিছু, এখন আর নেই—কেন না মানুষ তো আগে মানুষ ছিল না, তার দরকারও ছিল অন্যরকম—যেমন মানুষের কান—এত এবড়োখেবড়ো টেড়াবেঁকা হবার কোন দরকার নেই আর।"

ঘোঁৎনা ওর কানের দিকে একবার এমনভাবে চেয়ে নিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে যে, মনে হল ছাপরার সিভিল সার্জেনের সেই ছুরি দিয়ে ওর কান দুটোও চেঁচে নিতে পারত তো কতকটা আশা মিটত। অবশ্য কিছু বলল না।

একটু নূতন ধরনের কথা, এরা চুপ করেই শুনছে, কে. গুপ্ত বলে যেতে

লাগল—'আরও—ওরা বলে, আমাদের শিরদাঁড়ার একেবারে শেষে যে ছোট্ট একটা হাড় আছে—আধ ইঞ্চিও নয়, তার নাকি একেবারেই আর দরকার নেই। সেটা হচ্ছে—কোটি কোটি বছর আগে মানুষের যখন ল্যাজ ছিল—খসতে খসতে আর একেবারে এখন নেই,—তারই নাকি শেষ চিহ্ন—এটুকুও দিনকতক পরে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে...'"

ঘোঁৎনা আর পারলে না, ঘুরে সোজা হয়ে বসে একটু চোখ পাকিয়েই, বলল—"আপনি ফিরে যান মশাই পরের ট্রেনেই—ছাপবার সিভিল সার্জেনকে দিয়ে সেটা বাড়িয়ে নিন তাড়াতাড়ি—কোটি বছর আগে যেমনটি ছিল—সুগ্রীব-অঙ্গদদের মতন। আপনারটা আর সবাইয়ের চেয়ে খানিকটা আছেই বড়—তাকে বেশি বেগ পেতে হবে না।...ঐ একটা মেয়ে, ফু দিলে উড়ে যায়—আছে-কি-না আছে—তাকে অপারেশন টেবিলে তুলে জবাই করতে হবে—নৈলে সে মোটা হবে না!...আর তোরাও চারটে মুখ্যুতে বসে তাই হাঁ করে শুনে যাচ্ছিস!"

একটু চুপচাপের পর আবার উলসে উঠল—"পারে একটা দরকারী কাজ ছিল মনে করলাম—আজ বোধ হয় ফিরেছে ভদ্রলোক, ভালোমন্দ দুটো খবর শুনে আসি,—ছাপরেয়ে এক গল্প এনে হাজির!..."

উঠে যাচ্ছিল, ত্রিলোচন জামা ধরে বসাল, রাজেন মাথাটা নিচু করে বসে ছিল, তার দিকে একটু ইশারা করে সহজ গলাতেই বলল—"বোস্ না, চলে যাবার কী আছে?...উনি বলছেন নিজের চোখে দেখে এসেছেন মেয়েটিকে, একেবারে বদলে গেছে; এদিকে দেখা যাচ্ছে ওষুধ নয়, পত্তর নয়, শুধু একটা অপারেশন করা হয়েছে—এখন এই শরীর, এই রং, সে মেয়ে বলে আর চেনাই যায় না।...ভেবে দেখবার কথা নয় কি?...অন্তত হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—একজন ভালো সার্জেনকে কনসাণ্ট করলেই তো হয়—হ্যাঁ মশাই, এই এই ব্যাপার, ছাপরার সিভিল সার্জেন এই রকম বলছেন—আপনারা কী বলেন এ বিষয়ে?...তাহলে আমাদের হাতেও একটা ঠিক ঐ রকম কেস রয়েছে..."

রাজেন মাথা হেঁট করেই একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সবাই পরস্পরের মুখের দিকে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। গন্‌শা বললে—"তাই দেখা যাক না। জিগ্যেস করতে গেলে তো তাকেই ধরে ট-টনসিলটা কেটে নিচ্ছে না।

নিজের নার্সিংহোম আছে, অপারেশন করিয়ে তাইতে ভর্তি করিয়ে দাও

—এই রকম একজন সার্জেন হলে ভালো হত, কিন্তু এদিকটায় কেউ নেই। শেষে ত্রিলোচন একদিন খবর আনলে কদমতলার দিকে একজন ঐ রকম ডাক্তার নাকি এসে একটা নার্সিং হোম খুলে বসেছে। একদিন সন্ধান নিতে নিতে সবাই গিয়ে উপস্থিত হল।



বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, একটু কড়া চোখ, মোটা চশমায় আরো কড়া দেখাচ্ছে

বেশ ফাঁকা জায়গায় একটা দোতলা বাড়ি। ভাড়া করেছেন ডাক্তার ভৌমিক ; নিচে যন্ত্রপাতি-সাজানো একটা ঘরে বসে ছিলেন, এরা দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে প্রশ্ন করলেন—"কী কেস ? অ্যাক্সিডেন্ট ?"

বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, একটু কড়া চোখ, মোটা চশমায় আরও কড়া দেখাচ্ছে ; গোরাচাঁদ পেছনেই ছিল, দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ত্রিলোচনই সন্ধান নিয়ে গিয়েছিল, সেই হিসেবে আগে রয়েছে, বলল—"আজ্ঞে না, টন্‌সিল।"

"টন্‌সিলাইটিস ?"

সোজা 'টন্‌সিল' বুঝতেই যা একচোট গেছে,—ত্রিলোচন ফিরে অসহায়ভাবে গন্‌শার দিকে চাইল।

গন্‌শা একটু এগিয়ে এসে বললে—"আজ্ঞে না, ট-টনসিলের কোনো দরকার আছে ?"

"বুঝলাম না......"

পরক্ষণেই যেন বুঝতে পেরে বললেন,—"না, রক্ত নিতে পারি। আমার ব্লাড-ব্যাঙ্ক রয়েছে—ঐ দেখছেন শিশিতে। আপনার, এঁর, ওঁর, ঐ পেছনের ওঁর, ঐ সিঁড়ির কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন..."

কে. গুপ্তর দিকে চেয়ে বললেন—"ইনি ভালো দর পাবেন...ঐ উনিও—সিঁড়ির কাছে—ডাকুন না ওঁকে।"

মানুষের রক্ত জমিয়ে জমিয়ে ব্যাঙ্ক খোলা—এ রহস্য জানা ছিল না, সবাই অবাক হয়ে গেছে। গোরাচাঁদ কান পেতেই ছিল, ফিরেও না দেখে সিঁড়ি থেকে গুটিগুটি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

গন্‌শা বুঝে গেছে ব্যাপারটা, বলল—"আজ্ঞে না, সে দরকার নয়, কে-কে-কে গুপ্ত বললেন···বলুন না মশাই।"

কে. গুপ্ত না এগিয়ে বলল—"না, আজকাল বড় বড় ডাক্তার আপনারা বলছেন তো টন্‌সিল্ বেড়ে গেলে অনেক সময় বাড় নষ্ট করে, তাই......"

ত্রিলোচন বললে—"তাই আমি বললুম—তাহলে ডাক্তার ভৌমিকের সঙ্গে কন্‌সাল্ট করা যাক না।"

"কি রকম রুগী ?"

সব শুনে-টুনে বললেন"—বড্ড উইক, হয়তো রক্ত দরকার হতে পারে। আমার ব্যাঙ্ক থেকেই নেন বা আপনারাই দেন।"

গন্‌শা এগিয়ে বলল—"আমরাই দোব,—আমিই।"

"সবার রক্ত নিয়েই দেখতে হবে কারটা মেলে।"

রাজেনের দিকে চেয়ে বললেন—"আগে ওঁরটা টেনে দেখতে হবে, কন্‌স্টিটিউশনে মিলছে—তবে ম্যাচ যে করবেই তা বলা যায় না।"

দেনা-পাওনার কথাও হল। অপারেশনের ফি একশ টাকা। নার্সিং-হোমেই থাকতে হবে, প্রতিদিন পাঁচ টাকা—ঘরভাড়া আর খাওয়া ছাড়া, হপ্তা তিনেক লাগবে। ওষুধপত্রের দাম···সে আলাদা।

কালই রোগীকে নিয়ে আসবে বলে গন্‌শা সবাইয়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ আর কারুর মুখে কথা নেই, শেষে ত্রিলোচন প্রশ্ন করলে—"নিয়েই আসছিস তাহলে কাল?"

গন্‌শা চটে উঠল, বলল—"একটা বা-ব্বাজে-মার্কা কোথাকার কে, কাস্টবুক থেকে কতকগুলো অক্ষর তুলে এনে বসেছে, অমনি তা-ত্তার হাতে সঁপে দিতে হবে?"

মনের ভাবটা বুঝতে পেরে ঘেঁৎনা বলল—"আর, রোগ কার, ও আমাদের সবগুলোকে ধরে রক্ত বের করবে। তারপর?—আমাদের কটাকে বাঁচাতে খুরুট থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে রক্ত নিক—তারপর তাদের বাঁচাতে রামকেষ্টপুর থেকে টানুক!—ওকে এখনও হাজতে পোরে নি কেন তাই ভাবছি।"

গোরাচাঁদ ভালো দর পাবে শুনে অতিরিক্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল—নার্সিংহোম আর অপারেশনের টাকাটাও তো তুলতে হবে। সাহস পেয়ে বলল—"আর রাজেনের জন্যেই চেষ্টা করে মরছি আমরা, ওকেই আগে ধরতে চায়।···ছায়া মাড়াতে নেই।..."

এখন রইল, এক হাওড়া হাসপাতাল বা কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলো। সেগুলো কিন্তু বড় যেন দুর্গম বলে মনে হয়। তবু বাকি থাকে কেন?—গোরাচাঁদকে সন্ধান নিতে বলা হল, তার মাসীর এক পিসতুতো ভাইপো বিলাতে ডাক্তারি পড়তে গেছে। সে একটা দারোয়ানের কাছ থেকে খবর নিয়ে এল—ওসব জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদ চলবে না। রোগী থাকে, নিয়ে এসো, কাটিয়ে নাও কি ফাড়িয়ে নাও, তারপর যতদিন না ভালো হয় রোগী বেড নিয়ে পড়ে থাকুক, ভালো হলে খালাস করে নিয়ে যাও, শেষ হয়ে গেলে—তোমার নসিব। মোটা হবে কি আরও শুকিয়ে যাবে, বাঁচবে কি বাঁচবে না, কেউ লেখাপড়া করে দিতে পারবে না।

বলল—মাসীর পিসতুতো ভাইয়ের এক বন্ধু মেডিক্যাল কলেজে হাউস্ সার্জেন, তারই কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে, আর, সব হাসপাতাল-কলেজেই এই ব্যাপার।

একটা কথা উঠল, অথচ তার কোনো হেস্তনেস্ত হচ্ছে না, সবাই খুব মনমরা হয়ে রয়েছে, এমন সময় গন্শাই একদিন খবর আনলে সব ঠিক হয়ে গেছে; হাসপাতালেই, তবে হাওড়া কলকাতায় নয়; বাইরে।

গন্শা তিনদিন ছিল না। কাছেই একটা জেলা-শহরের সিভিল সার্জেন বদলি হয়ে নূতন লোক এলেন, সেই সম্পর্কে একটা বিদায়-সংবর্ধনা ছিল। হাসপাতালের এক কম্পাউণ্ডার ছোকরা গন্শার দূর সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। গন্শা জানতও না, সেই হঠাৎ এসে উপস্থিত পরিচয় দিয়ে চেপে ধরল ঐ উপলক্ষে তার একটা অ্যামেচার শো দিতে হবে। একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি করে এসেছিল, কাউকে খবরও দিতে পারে নি গন্শা। তারপর সেখানে শিবপুরের গণেশ গেছে—কয়েক জায়গাতেই ধরা পড়ে গেল—এ ক্লাব, ও লাইব্রেরি, অমো-ওর বৈঠকখানা—আর ছুটো দিন কেটে গেল।

কিন্তু কাজ করে এসেছে, অপারেশনের ব্যবস্থা, থাকবারও একটা ভালো ব্যবস্থা। পেয়িং ওয়ার্ডেই, তবে প্রায় নি-খরচায়। সিভিল সার্জেনের সঙ্গে খুব খাতির করে নিয়েছে তো, শেষ শোটা তাঁর বাড়িতেই দিয়ে এল।

দিদিমাকে রাজী করানো শক্ত হল না। মেয়েটা তো একরকম খরচের খাতাতেই, যদি স্বাস্থ্যটা ফেরে—হাতও নয়, পাও নয়, শুধু আলজিভটুকু—আধ ছটাকও নয়; ওটুকু দিলেই সের দু-পাঁচ মাংস যদি লাগে গায়ে এসে তো দেখতে দোষ কী?

ছায়া তো শরীর ফেরবার নামে নাচতে লাগল। তাকে অবশ্য আসল কথাটা বলা হল না। হাসপাতালে যাবে, মোটা হয়ে ফিরবে এই বোঝানো হয়েছে।

অপারেশনের ঘরে নিয়ে গিয়েই তো ক্লোরোফর্ম্; কী হল না হল টেরই পাবে না, যখন পাবে টের তখন হাঙ্গাম কেটে গেছে।···ছায়া নাচতে আরম্ভ করেছে—বয়স হয়েছে তো ওরই মধ্যে—আর পাঁচটা মেয়ের মতো হতে সাধও তো হয় দেখেশুনে।

ঠিক হল, দিদিমা আর ছোট ভাই হাঁদু সঙ্গে থাকবে। এরা ততদিন বাড়ি

আগলাবে, রাত্রে যেমন স্থবিধা হয়—তিন-চারজন করে শোবে—মাঝে মাঝে এরা গিয়ে দেখে আসবে। ভৌমিক যেমন বলেছিল তিন সপ্তাহ, সে সব কিছু নয়, মেরে-কেটে একটা সপ্তাহ যদি লাগে।

একটা ভালো 'দিন' দেখে সবাই বেরিয়ে পড়ল। উঠোনের পাশে একটা পুঁইশাকের নধর লতা লকলকিয়ে মাচায় উঠছে, বুড়ী কালীঘাটের কালীকে উদ্দেশ করে মানত করল—"বাঁকড়ির আমার এইরকম বাড় দাও মা, এই শাক কেটে দিয়ে আসব তোমার ভোগে।"

অপারেশন হয়ে গেল। স্ট্রেচারে অজ্ঞান অবস্থায় ছায়াকে দেখে বুড়ী ডুকরে কেঁদে উঠল—"ওমা আমার কী হল গো! ওরে বাঁকড়ি রে।"

এরা সবাই দিদিমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে হেড নার্স সিস্টার টেম্পল এসে দুকোমরে হাত দিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তিন থাকে খুব হৃষ্টপুষ্ট শরীর। সকলের ওপর বার দুয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধমকে দিয়ে বলে উঠল—"টোমরা কে? এটো বড় মেলা কিসের আছে?"

গন্শা বলল—"আমরা সবাই রু-রু-রুগীর ভাই।"

মিস্ টেম্পল আবার একবার সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—"এটোগুলি ভাই! সোব এক বয়সের!"

ঘোঁৎনা একটু এগিয়ে গিয়ে বললে—"না, ঐটি নিজের ভাই আর উনি দিদিমা। আমরা সবাই পাড়ায় থাকি; প্রতিবেশী, মানে নেবার ব্রাদার।"

মিস্ টেম্পল দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার ধমকে উঠল—"টোবে পাড়ায় চলিয়ে যাও। এখানে ভিড় করবে না, খালি ঘোরের ভাই আর ডিম্‌ডিমা ঠাকিবে। ডারোয়ান ডাকার আগে চলিয়ে যাও।"

গন্শা বাইরে এসে বলল—"মে-ম্মেয়ে মানুষ, তাই পার পেয়ে গেল।"

আজকাল ছায়াদের বাড়িতেই সবাই জুটেছে এসে। শুধু দুপুর বেলাটায় দোরে তালা এঁটে একবার নেয়ে-খেয়ে আসে তারপর সমস্ত দিনই এইখানে। রাত্রেও দুজন তিনজন—যেমন হল, এসে শুয়ে থাকে। আলোচনা বেশির ভাগ অবশ্য রাজেনের বিয়ে নিয়ে; সেই যে পুঁটুরাণী ঢো তুলেছে—বিয়ে দাও ও দুজনের, তারপর থেকে বাকি তিনটে বৌও তিনজনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, যদি রাজেনটাকেও ঝুলিয়ে দিতে পারে আপাতত তো কতকটা শান্তি। ছায়া যদি

যেমনটি আশা করা যাচ্ছে তেমনটি হয়ে ফিরে আসে তো আর কিছুতে আটকাবে না ; মা-মরা ছেলে রাজেন, ওর কাকিমা বলে রেখেছেন মেয়েটি শুধু মনের মতন হলেই হল, তিনি আর কিছু চান না। বলেন—ওঁর জায়ের সেই রকম ইচ্ছে ছিল, আর ছেলেও ছড়াটড়া লেখে—একটু খুঁতখুঁতে...

এরা এখনও কিছু ভাঙে নি, ঠিক করে রেখেছে ছায়া ফিরে আসুক—তারপর একদিন হঠাৎ তাক লাগিয়ে দেবে—ওখানে নিয়ে গিয়েই হোক, কিংবা কাকিমাকেই ডেকে নিয়ে এসে হোক। এত করে খেটেখুটে একটা দাঁড় করাচ্ছে —কে না চায় বেশ একটু সাড়া পড়ে যাক পাড়ায় ?

বেশ কাটছে, শুধু এক অশান্তির ঘর হয়েছে সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স মিস্ টেম্পল্। এক কথায় সবার যাওয়া বন্ধ করেছে, ওকে নিয়ে এক-একদিন খুব জোর আলোচনা হয়। ত্রিলোচন বলে—"লে, লে, দেবে না ঢুকতে ! খুড়শ্বশুর জগুদাকে লিখে দিচ্ছি আসতে, সবাই যদি হুড়মুড়িয়ে না ঢুকি···"

গন্শার সম্বন্ধে আপত্তি না থাকায় বার দুই গেছে এর মধ্যে। অবশ্য, ওরা কেউ যায় নি, কোন-না-কোন রকম কাজ পড়ে গেছে সে বার। প্রথমবার গণেশ যায় অপারেশনের দু-দিন পরে। এসে রিপোর্ট যা দিলে তাতে মনে হল খুবই আশার কথা ; মাত্র দু-দিন হল অপারেশন হয়েছে, এখনও শুধু দুধ, গ্লুকোজ এই রকম তরল আহার্য খেয়ে রয়েছে একটু একটু করে, তবুও যেন মনে হচ্ছে এরই মধ্যে একটু অন্যরকম।···বুড়ীর দু-হাত মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ, বলে—"ফিরে যাই তারপর তোমরা সবাই মিলে ওর একটা গতি করে দাও দাদা।"—গতি যে হয়েই রয়েছে তা তো আর জানে না।...আর পই-পই করে বলে দিয়েছে পুঁইলতাটা না নষ্ট হয়।

ত্রিলোচন জিগ্যেস করল—"আর সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিস্টারটা ?"

গন্শা চোখ পাকিয়ে বললে—"সিস্টারটা—তা কী ?"

গোরাচাঁদ বললে—"না, তুই বললি না সেদিন—সিভিল সার্জেনকে বলে ওর বুজরুকি বের করবি..."

"আলবত্ত করব, একশবার করব !" কটমটিয়ে চেয়ে রইল গোরাচাঁদের দিকে ; একটু থেমে ওকেই মুখটা ভেঙচে আবার বললে—"সিস্টার !...অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ! গ,গ-গন্শার কাছে !"

দিব্যি কথা হচ্ছিল, সিস্টারের নামে হঠাৎ এইরকম খিঁচিয়ে উঠতে

শেষাশেষি কিছু যে আবার একটা হয়েছে আন্দাজ করে কেউ আর ঘাঁটাতে চাইল না।

দু-দিন পরে আর একবার ঘুরে এল, কিন্তু সেদিন আরও এত থমথমে ভাব যে কেউ আর কোনো কথাই তুলল না। হাঁদুও চলে এসেছে, কেমন একটা আতঙ্কগ্রস্ত ভাব, বলছে আর কোনোমতেই যাবে না।

ঘোঁৎনার হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একদিকে দৃষ্টি ফেলে টেনে গেল গন্‌শা, তারপর বলল—"তরশু বাঁকড়ু ডিস্‌চার্জ হয়ে আসবে, খ-খ খরচ আছে, যে যা পারবি নিয়ে আসবি।"

কে-গুপ্ত বলল—"ছেড়ে দেবে বলেছে তরশু ?"

গন্‌শা চোখ পাকিয়ে ঘুরে চাইল—

"আলবত দেবে মশাই, দি-দ্দিতে বাধ্য; আমার কেস্‌ আমি আট দিনের কড়ারে দিয়ে এসেছিলাম, ‹সে-স্‌সেরে উঠছে, আমি নিয়ে যেত চাই; এতে সিস্‌টারগিরি চলবে না ···সিস্‌টার !"

আনবার দিন বেশ তোড়জোড় করেই সকালের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ল সবাই। ব্যাপার যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে সবার মনের ভাবটা যেন কোন রাক্ষসীর কবল থেকে ছায়াকে উদ্ধার করে আনতে চলেছে। রাজেন ঐ ধরনের একটা কাব্যেরও খানিকটা লিখে ফেলেছে; সকালের খালি গাড়ি, সেইটে নিয়ে আলোচনা—আস্ফালন করতে করতে সবাই স্টেশনে নামল। প্রায় সাড়ে আটটা আন্দাজ হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হল।

রাস্তার ধারেই হাসপাতাল, গেটের মধ্যে দিয়ে ওরা সামনেই আফিস ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠল। গন্‌শা ভেতরে গিয়ে উপস্থিত হল। খাতির আছে।

"এই যে আসুন গণেশবাবু !···'গণেশদা' এসো !...আপনার সেই কেসটা ? —পেইং ওয়ার্ডে ?"

ওরাও এক-এক করে ভেতরে এসে উপস্থিত হল।

গন্‌শা বলল—"আজ ডিসচার্জ করবার কথা।"

"হবে না। এখনও বোধ হয় দিন দশ-বারো হবে না। খুব ইন্টারেস্টিং কেস, সিভিল সার্জেন নিজের স্পেশ্যাল অবজারভেশনে রেখেছেন। সিস্‌টার টেম্‌প্লের খাস তদারকে রয়েছে···ও আবার বড় কড়া মেয়েমানুষ তো, ভিজিটার

একেবারে বারণ, তবে আপনারা দেখতে চান তো ব্যবস্থা যে না হতে পারে এমন নয়।"

আরদালিকে ডেকে বললে—"দেখো তো সিস্টার টেম্প্‌ল্ এখন কোথায়।"

আরদালি বেরিয়ে দু-পা গিয়েই ফিরে এসে খবর দিলে করিডোর দিয়ে বোধ হয় আফিসের দিকেই আসছেন।

বলতে বলতেই মিস টেম্প্‌ল্ গন্‌গনিয়ে খানিকটা হাওয়াসুদ্ধ আফিসের মধ্যে এসে ঢুকল। "হ্যালো চাক্রাবারটি, আই ওয়াণ্ট দ্যাট··· "

বোধ হয় কোনো ফাইল-টাইল চাইতে এসেছিল, এদের দিকে নজর পড়তে গগল্‌সের ভেতর দিয়ে কটমটিয়ে চেয়ে বলে উঠল—"ওয়েল, দ্যাট ব্লেসেড লট্! ···টোমরা আবার কী ডরকারে এসেছে?···ও নো. শী মাস্ট নট বী ডিসটারব্‌ড্। উহাকে বিরকটো করা হইবে না।"

সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তারই মধ্যে গন্‌শা দ্রুত তোতলামির মধ্যে দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, চক্রবর্তীই বললে—"ওঁদের বলছিলাম কি রকম ইণ্টারেস্টিং কেস, তাই ওরা···"

গন্‌শা বলল—"তাই আমরা বলছিলাম—সিস্টার টেম্পল্ তো রয়েছেনই··· আমাদের আর দ্যা-দ্যা-দ্যাখবার······"

"হ্যাঁ, আমি রয়েছে। আই অ্যাম্ দেয়ার রাইট্ এনাফ্। টোমরা যাও, ডশডিন পরে ঘুরে আসবে। শী ইজ্ আণ্ডার অবজারভেশন···"

দশদিন পরে এসেছিল গন্‌শা, তবে হাসপাতাল পর্যন্ত যায় নি। বেশ খানিকটা দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষকালে একটা ঝাড়ুদারকে এদিকপানে আসতে দেখে বকশিশের লোভ দেখিয়ে খোঁজ নিতে বলল চার নম্বর পেইং ওয়ার্ডে একটি কেস্—এই রকম দেখতে—কি রকম আছে—কবে খালাস পাবে।

লোকটা এসে বলল ওরকম কেউ নেই ও-ওয়ার্ডে। আট আনা পয়সা নিয়ে একটা সেলাম ঠুকে নিজের কাজে চলে গেল।

এ এক নূতন সমস্যা, মেয়েটাকে পাচার করে দিলে নাকি? কিন্তু বুড়ী?··· দারুণ দুশ্চিন্তায় বাড়ি আগলে কাটাতে লাগল সবাই। রাজেনের কাব্যটায় আবার একটা নূতন সর্গ শুরু হল। কেউ না থাকলে পুঁই গাছটার গোড়া খুড়ে জল দিত, বেশ সতেজ করে নিয়ে এসেছিল; এখন শুধু চোখের জল ফেলে।

হাঁহুকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখছে, খাওয়া-দাওয়ার দিকে খুব নজর রাখে ; ক্রমে সেও যেন একটু একটু করে উতলা হয়ে উঠছে।

চিন্তা দাঁড়িয়েছে, গেল কোথায় দু-জনে? একটু ভালো করে ভেবে দেখবার ফুরসত হলে হাসপাতাল থেকে পাচার করে দেবার কথাটা অসম্ভব বলেই মনে হল। খবর পেতে কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে, লোকটা যেমন গেল আর ফিরে এল, ঠিক খবর নাও নিয়ে আসতে পারে, কিংবা হয়তো ভুল ওয়ার্ড দেখেছে।

মুশকিল হয়েছে—হাঁহু একেবারে ওমুখো হতে চায় না। তবু মুখে বাঘ মারে, ওর আবার এমন আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গেছে, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে 'সিস্‌টার-সিস্‌টার'—করে আঁতকে ওঠে। তবুও একদিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেল গন্‌শা ; হঠাৎ দেখে কখন কোন্ স্টেশনে ওকে লুকিয়ে নেমে পড়েছে। একবার মনে হল নিজেই কপাল ঠুকে হয়ে আসবে, তারপর ওর ভাবনাতেই স্টেশনে স্টেশনে খোঁজ নিতে নিতে ফিরে এল।

হাঁহুর নাম করে ওর কাকার ঠিকানায় একটা চিঠি দেওয়া সাব্যস্ত হল—অপারেশনের পর শরীর সারাতে যদি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দিন কতক থাকবার পরামর্শ দিয়ে থাকে ডাক্তারে। কাকার ওখান থেকে চিঠি এল—ওখানে যায় নি ; বাড়িতে সবাই খুব দুর্ভাবনায় আছে।

কিছু করবার নেই, ওদিকে ঐ দুশ্চিন্তা এদিকে সিস্টার টেম্পল নিয়ে আক্রোশ—আপসানি, এই করে আরও দিন দশ-বারো কেটে গেল। ছায়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সে প্রায় মাসখানেকের কথা। কিছু একটা না করতে পারলে অশান্তি যেন আর কাটতে চায় না। রাজেনের লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। একদিন তাই থেকে খুব উগ্র একটা অংশ, যাতে সিস্টার টেম্পলের চেহারার বর্ণনা আছে, নকল করে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

তাতে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কে. গুপ্ত ছিল না, এসে বলল—"সর্বনাশ হয়েছে ; মানহানির মামলায় না পড়ে যেতে হয়।"

শীতের দুপুর গড়িয়ে গেছে, সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে এসে জুটেছে ছায়াদের বাড়ি। রাজেন নিচের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে, শরীরটা ক-দিন থেকে ভালো নয় ; কারণটা তো জানাই, গোরাচাঁদ একটা বালিশ টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। গন্‌শা ছাতে রোদ পোয়াচ্ছে। খিড়কির দিকে একটা ছোট ডোবা আছে,

ত্রিলোচন আর কে. গুপ্ত পুঁটি-মাছ ধরবে ; রবিবার, হাঁদুর ছুটি, তাকে বললে একটা বেল পেড়ে নিয়ে আসতে, আঠা দিয়ে ময়দাটা মাখবে।

বেলগাছ, তায় দুপুরবেলা হাঁদু ডান হাত দিয়ে গাছটা স্পর্শ করে, কপালে ঠেকিয়ে চড়তে যাবে, শপাত শপাত করে দুটো শব্দ কানে গেল। রাস্তার ওদিকটায় একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়া দুটো যেন এতটা কোনো রকমে এসেছে, আর এক পাও এগুতে পাচ্ছে না, সহিস ছিপটি হাঁকাচ্ছে। তারপরেই গাড়িটা একটু এগুতে গাড়ির পেছনকার সীটে নজর পড়তে ও যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি মুহূর্ত, তারপরেই—"গণেশদা, সিস্টার !!"—বলে বাড়ির দিকে মুখ করে পা বাড়াল এবং পরক্ষণেই কী ভেবে আবার দিক পরিবর্তন করে গাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা বেয়ে প্রাণপণে ছুটল।

রাজেন, গন্‌শা, গোরাচাঁদ একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল—"কে !" গন্‌শা সঙ্গে সঙ্গে ছাতের আলসের ওপর মুখ তুলে চীৎকার করে উঠল—"ওরে গোরে, অ্যাংলো ! তিলে, অ্যাংলো, নামচে !!"

আর ঘুরে না দেখে অর্ধেক সিঁড়ি ভাঙতে না ভাঙতে নীচে লাফিয়ে পড়েই খিড়কির দিকে ছুটল। ছোট দোর চারজনে জমেছে, কোনো রকমে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ঠেলে বেরিয়ে ডোবার ধারের আগাছা ভেদ করে মিউনিসিপ্যালিটির বড় ড্রেন ডিঙিয়ে ঘুরে ফিরে একেবারে রাজেনদের পুকুরঘাটে গিয়ে উঠল।

হাঁপাচ্ছে। হাঁদুও হাঁপাতে হাঁপাতে রাজেনদের বারান্দা থেকে বেরিয়ে এল। চোখ দুটো ঠেলে আসছে, বলল—"দেখলাম্ গাড়ির মধ্যে এই রকম বাঘের মতন হামদো মুখ।..."

গন্‌শা দাঁত দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে কী যেন ভাবছিল, বলল—"আমি মু-ম্মু-ম্মুখটা দেখি নি, হেঁট হয়ে না-ন্নামছিল...কিন্তু সে বেটি হঠাৎ এল কী করতে ?"

কে. গুপ্ত বললে—"সেই পত্রটা হয়তো রাজেনবাবুর ; মানহানির মামলা......"

গন্‌শা একটু ধমক দিয়ে উঠল—"ব-ব-বলুনগে মামলা করতে মশাই, তাতে নাম নেই কারুর, গ-গগ্‌নশা অমন কাঁচা কাজ করে না।"

ত্রিলোচন নিজের চিন্তার সূত্র ধরেই বলল—"আর সামনে আগে রেজোটাকেই পাবে। আহা গেল বেচারা।"

গন্‌শা একটু যেন অপ্রতিভ হয়েই সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, উলটে একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—"রেজোটা আবার রয়ে গেল কেন ?"

গোরাচাঁদ বলল—"সে ফেন্ট হয়ে যায় নি তো ?...গোঁ গোঁ করছিল—আমি যখন—যখন আমি বললাম—চল্ আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে ধরে ধরে নিয়ে যাই......"

গন্‌শা চটে উঠল, বললে—"ফে-ফে-ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেও তাকে ছেড়ে এলি ? তুই মা-মানুষ, না, কী ? চল্, ভারি এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিস্টার।···মা-ম্মানহানির মামলা—গ-গ-গগ্‌ড়াগড়ি যাচ্ছে রাস্তায়।"

ছায়াদের বাড়িটি একেবারে নিস্তব্ধ।

মনের ভেতরে যাই থাক, গন্‌শা বেশ গটগটিয়েই এগিয়ে গেল। কে. গুপ্ত আর ত্রিলোচনও একটু দূরে পেছনে পেছনে চারিদিকে নজর ফেলতে ফেলতে চলেছে! গোরাচাঁদ বলল—"আমি এখানেই থাকি না হয় হাঁদুকে নিয়ে; ও আবার, কী যে বলে, বড্ড ভয়কাতুরে।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।

তিনজনে গিয়ে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়াল।

ঘরের ভেতরে সামনাসামনি রাজেনকে দেখা যাচ্ছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, ফ্যালফ্যাল করে সামনের জানালাটার দিকে চেয়ে আছে। বোধ হয় গিয়েই ছিল অজ্ঞান হয়ে, এখনও ঘোরটা কাটে নি।···বুড়ী বলছে—"অ রাজু, তুমি অমন হয়ে গেলে কেন দাদু ?···ও যে বাঁকড়ু—তোমাদের ছাওয়া—তোমরাই তো সব করলে কম্মালে, এখন, বলতে নেই, গায়ে একটু গত্তি হয়েছে—তবে চিনতে পারবে না, এমন তো নয়—অ রাজু···আর এরা সবাই বা গেল কোথায় ?"

তিনজনে গিয়ে দাঁড়াল।

"এই যে গণেশভাই, তোমরাও এয়েছ। এসেই দেখি বিপজ্জয় কাণ্ড, রাজু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, বাড়ি ভোঁ ভোঁ, কেউ কোথাও নেই। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সাড় হয়েছে, কিন্তু ছ্যাখো না।···তোমাদের ছাওয়া গো! পাপ মুখে বলতে নেই, একটু হাড়ে-মাসে হয়েছেন মেয়ে এতদিনে। তাও কি থাকতে পেত ভাই ? মেয়ে সেরে উঠেছে, বাড়ির জন্যে হাঁকুপাঁকু করছি, তবু ছাড়তে চায় না। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম—নাকি কাহিল করে আনবার

ওষুধ দেবে ?…ওমা! কী অলক্ষুনে কথা! কোনোমতেই শুনবে না, শেষকালে যখন কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম—বললাম—আর এখানে জলপথ্য করব না, এই তখন গিয়ে…। বাইরে কে ও. গোরাচাঁদ ভাই নয়? ঐ যে হাঁদুও।…ওরে দেখ্‌সে তোর দিদি এল যে! ও গোরাচাঁদ, তোমাদের ছাওয়া!"

সামনের জানালার সমস্তটুকু জুড়ে বসে আছে ছায়া; ওপরের দিকেও অনেকখানি পর্যন্ত। টকটক্ করছে রঙ, সিস্টার টেম্পলকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। চিবুকের মাংস দুটি বড় বড় থাকে পড়েছে ঝুলে, এদিকে দুটি গালে যেন দুটি টেনিস বল পুরে বসে আছে, মাংস দুদিক থেকে চেপে এসে—রাজেন যেমন আশঙ্কা করেছিল, অমন খাড়া, টিকোলো নাকটাকে যেন লোপাট করে দিয়েছে মুখ থেকে, চোখ দুটিও ভেতরে।

এই অনুপাতেই গলার নিচে থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সবটুকু। ঘরে বেশ ঠাণ্ডাই, ছায়া কিন্তু বসে বসে হাঁপাচ্ছে আর গলগল করে ঘামছে।

উলটো সমস্যা। উপায় ঠাওরাবার জন্যে সবাই রোজই গঙ্গার ঘাটে একত্র হচ্ছে, কিন্তু কিচ্ছু হচ্ছে না। ঘোঁৎনা ক-দিন ছিল না। এসেই, ছায়া ফিরে এসেছে শুনে দৌড়ে দেখতে গেছে। এদিকে সবাই এসে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সবাই চিন্তিত, কারুর মুখে বিশেষ কথা নেই। কে. গুপ্ত এগিয়ে এসে রাজেনের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললে—"অত ভাবছেন কেন? বরং এই সময়ের চেহারা নিয়ে যদি গোটাকতক কবিতা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতেন, আবার কমেও যেতে পারে তো ‥"

গন্‌শা আর বিরক্তি চাপতে না পেরে খিঁচিয়ে উঠল—"এ সময়ের চে-চেহারা নিয়ে লিখতে হলে এ-এই রকম মো-মোটা রুউ-উ-উল আর এক এক ভাঁড় কালি নিয়ে আসুন মশাই। ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখুক, ফা-ফাফাউণ্টেন পেনে কুলুবে না।"

হঠাৎ চিন্তিত মুখে ঘোঁৎনাকে আসতে দেখে হাতের বিড়িটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, "দে-দেখলি ?"

ঘোঁৎনা বসতে বসতে বলল—"দেখলুম, একটু গায়ে গত্তি লেগেছে, কিন্তু বিপদটা কোথায় তা তো দেখতে পাচ্ছি না।"

গন্‌শা অবাক হয়ে বলল—"বিপদ নয়? ঐ লাস রাজু বি-বিয়ে করতে পারে?"

ঘোঁৎনা নির্বিকারভাবে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—"কে. গুপ্ত রয়েছে তো...বেশ বষ্ঠি ও..."

কে. গুপ্ত একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—"আমি!...আমায়...মানে আমাকে কী করতে হবে?"

"বিয়ে করতে হবে মশাই।...আপনি তো রাজেনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন বলতে গেলে—এক ছাপরেয়ে চিকিৎসা আমদানি করে। এখন নিয়ে যান, পেছুলে চলবে কেন?"

"আমি!...আমি পড়ছি...বিয়ের কথাও উঠে নি!...আমি কী করে!...গণেশবাবু শুনচেন?"

গনেশ মুখটা ঘুরিয়ে একটা জাহাজ দেখছিল, আরও সেই দিকেই ঘুরিয়ে নিল।

"ত্রিলোচনবাবু! গোরাচাঁদবাবু! শুনুন না একবার ঘোঁতনবাবু কী বলেন!...আমি—মানে!..."

ত্রিলোচন মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"রাজেনের সঙ্গে আর তো মানাচ্ছে না।" গন্‌শা মুখটা না ঘুরিয়েই বললে—"হাতির সঙ্গে চা-চামচিকে।"

কে. গুপ্ত অসহায়ভাবে সবার দিকে চাইল, বলল—"তা আমার সঙ্গেই বা কি এমন এই দেখুন না চেয়ে আমার দিকেও। আর রাজেনবাবু ভালোবেসেছেন—পদ্য লিখেছেন।...বলুন রাজেনবাবু।"

রাজেন শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সেটাকে স্বস্তির নিশ্বাস মনে করলেও কিছু দোষ হয় না। ঘোঁৎনা বললে—"তা কবিতাগুলো নিয়ে নিন, আপনিই শোনাবেন।...দিয়ে দে রাজেন।"

গোরাচাঁদ বলল—"আর এও ভেবে দেখুন না; রাজেন বষ্ঠি, আপনিও বষ্ঠি..."

গন্‌শা বলল—"যেন ভ-ভ ভগবানই ঠিক করে রেখেছেন..."

কে. গুপ্ত বলল—"না হয় রাজেনবাবুও টন্‌সিলটা কাটিয়ে নিন না।"

ঘোঁৎনা আবার ধমক দিয়ে উঠল—"একটু ভেবেচিন্তে কথা বলুন মশায়, গোল থাকে না তাতে। বিয়ের পর বরকনেকে প্রশেসন করে নিয়ে আসতে

হবে। অমন দুটো লাস এক মোটরে আঁটবে?...বলুন দুর্গা ভাসানের মত লরিতে নিয়ে আসবে,—আপনি তাও পারেন বলতে..."

কে. গুপ্ত ব্যাকুলভাবে বলিল—"বেশ তো, নাইবা হল বিয়ে। রোগা মেয়ের হচ্ছিল না, মোটা মেয়েরও হবে না···"

ঘোঁৎনা আবার চটে উঠল—"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। হাসপাতালের রিপোর্টটা তো দেখেছেন—কী থেকে কিসে দাঁড়িয়েছে গিয়ে···একটা গরীব বিধবা, সে কায়ক্লেশে একটা সাড়ে আটাশ সেরে মেয়েকে কোন রকমে খাওয়াচ্ছিল, এখন সে মেয়েটা দু মোন একুশ সের,—কোথা থেকে অন্ন যোগাবে মশাই—এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনে?"

যা করবার ঠিক করেই এসেছিল, বুক পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাফ ফরম্ আর ফাউন্টেন পেনটা টেনে নিয়ে বললে—"কাঁদুনি ছাড়ুন, তার ঢের সময় আছে; আগে একটা টেলিগ্রাম করে দি ছাপরায়; এসে পড়ুন সব তাড়াতাড়ি, এখানে আপনার মেশোমশাইকে ঠিক করে নিতে দেরি হবে না—সবাই আপনার মত অবুঝ নয়।···শোন গন্‌শা, এই লিখছি—marraige settled come sharp K. Gupta fallen love···

'সাংঘাতিক রকমের ইংরিজী কী হবে মশাই? সাংঘাতিক ভালোবাসায় পড়েছে?"

ত্রিলোচন টীকা করল—"যাতে আত্মহত্যেও করে ফেলতে পারে।

কে. গুপ্ত আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—"টেলিগ্রাম! হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, টেলিগ্রাম!···"

গন্‌শা যেন আর অন্যায় আবদার সহ্য করতে না পেরে মুখটা এতক্ষণে ঘোরাল, বলল,—"হ-হ-হঠাৎ বিয়ে ঠিক হলে হঠাৎ টেলিগ্রাম যাবে না তো কি মশাই? ব-ব্বাজে কথা না বলে ইংরিজীটা বাতলে দিন না, টে-টেলিগ্রাম অফিস আপনার জন্য খোলা থাকবে চোপর রাত?"

গোরাচাঁদ বলে উঠল—"ঐ এক কথায় commit murder himself লিখে দে না ঘোঁৎনা। গন্‌শা কে. গুপ্তর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে নিয়ে বলল—"তাত্তাই দে, ভারি খোসামোদ!"

ঘোঁৎনা বেঞ্চে কাগজটা পেতে লিখতে লাগল। ত্রিলোচন টিপ্পনি কাটল—

"আত্মহত্যা তো হল suicide এক কথায়।" গন্‌শা বলল—"ওটাও জু-জুড়ে দে ঘোৎনা। নে, ওঠ সবাই।"

কে. গুপ্ত অসহায়ভাবে বলে উঠল—"সবাই উঠছেন যে! ও গণেশবাবু, ও তিলুবাবু! আমি বলছি, সাংঘাতিকের ইংরিজী desparately, তবে, দোহাই আপনাদের টেলিগ্রাম করবেন না।" গন্‌শা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"তা-তাহলে ওটাও জুড়ে দে ঘোঁৎনা। জো-জোর হবে।"

ঘোঁৎনা লিখে নিয়ে বলল,—"তা হলে এই হল—"Marriage settled come sharp K. Gupta fallen love commit murder suicide desperately।"

সবাই পোস্টাপিসের দিকে এগিয়ে চলল। কে. গুপ্ত তাদের পেছনে পেছনে যেতে যেতে ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগল—"আরে আপনারা সত্যিই যে টেলিগ্রাম করতে চললেন! গণেশবাবু! ও তিলুবাবু! ঘোঁৎনাবাবু একবার শুনুন। খুন, আত্মহত্যা সব হয়ে যাচ্ছে যে—পোস্টাপিস থেকেই পুলিস লেগে যাবে! কী সর্বনাশ, কী করি! ও গোরাচাঁদবাবু! ও গণেশবাবু!"

গন্‌শারা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

অবশেষে

শিবপুরের স্টীমারঘাট। রেলিঙে ঠেসান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে পাঁচজনে আছে দাঁড়িয়ে—ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, রাজেন, গোরাচাঁদ, কে-গুপ্ত। গণশার জন্য অপেক্ষা করছে। ত্রিলোচনের মেয়ের অন্নপ্রাশন। ঠিক হয়েছে, যে যা দেবে দিক, কিন্তু পছন্দটা থাকবে গণশার হাতে, যাতে অন্তত পোশাকের দিকটায় রঙে-স্টাইলে একটা সামঞ্জস্য থাকে। গণশার ছেলের অন্নপ্রাশনে রুচি নিয়ে নাকি পুঁটুরাণী একটু নাক সিঁটকেছিল, বিশেষ করে কে-গুপ্তের দেওয়া জাঙিয়াটায়, মেটে রঙের আর, একটু আঁট-আঁট। একটু নাকি হেসেই বলেছিল—দিব্যি ছাপরেয়ে-ছাপরেয়েটি হয়েছে।'

এবার সবাই তটস্থ হয়ে আছে। পুঁটুরাণী আবার সেদিন ঘটা করে ত্রিলোচনের বউয়ের সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতাল, সবাই নেমন্তন্ন খেয়ে এল।

গণশা একটা বিড়ি হাতে করে নেমে এল। মুখটা একটু গম্ভীর, কে আগে ঠুকবে যেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে আছে, ঘোঁৎনা বলল—দেরী করলি কেন? তক্তাঘাটের স্টীমারটা ছেড়ে দিতে হোল।'

গণশা তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বিড়িটায় একটা টান দিয়ে পেছন দিকে ফেলে দিল, হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—'দ-দরকার নেই পারে গিয়ে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা, বললও কারুর দিকে না চেয়ে। ত্রিলোচন প্রশ্ন করল—"তা হোলটা কি বলবি তো?"

"কিছু কে-ক্কেনাটেনা হবে না। পুঁটু চাবি আটকে রেখেছে।"

গোরাচাঁদ বলল—"তোর এবার একটু কড়া হওয়া দরকার; ক' বছর তো হয়ে গেল।"

গণশা একটু আড়চোখে চাইল, বলল—'মা-ম্মামা-মামিকে বলগে যানা, পারিস তো, আদরে-আদরে মা-ম্মাথায় তুলে রেখেছে।"

আবার একটু চুপচাপ, এবার যেন সমস্যাটার গুরুত্বেই! ঘোঁৎনার দৃষ্টিটা কে-গুপ্তর ওপর গিয়ে পড়ল। সে মুখটা একটু নামিয়ে নিয়ে আবার তার দিকে

চেয়ে তুলতেই বলল—"আপনার সেই পালোয়ানি জাঙিয়া কাল করেছে মশাই। ভিলে বলছিল সেদিন পরাতে গিয়ে নাকি ফেঁসেও গেছে ··'

'ছেলেটা এদিকে একটু বেশ যেন···'

ভয়ে-কুণ্ঠায় আরম্ভ করেছে কে-গুপ্ত, ঘোঁৎনা থাবা দিয়ে থামিয়ে দিল—'আর খুঁড়তে হবে না মশাই। আঁট জাঙিয়ার খাতিরে কারুর ছেলেপুলে খেয়াল-খুশিমত বাড়তে পাবে না! যত্তো সব!···"

"একে তো অমন একটা খ্যাঁট মাটি হতে বসেছে মাঝখান থেকে।"—গোরাচাঁদ কথাটা বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

গণশা সেই রকম নির্লিপ্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে চেয়ে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে ঘোঁৎনার মুখের ওপর ফেলে বলল—'তোরা থামবি, না, নিজের-নিজের গ-গ্‌বেষণা চালাতে থাকবি?'

'থামলাম।'—ঘোঁৎনাও একটু কড়া চোখেই উত্তর দিল। বলল—'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবি তো খুলে, না, শুধু ল্যাজে খেলাতে থাকবি? চাবি আটকাবার মতলবটা কি পুঁটুরাণীর?"

"ঐ রাজুকে সুদো। ভা-ভ্‌ভালো মানুষের মতন আকাশের চি-চ্চিল শুনছে।"

কবি রাজেন কল্পলোকেই থাকে বেশীক্ষণ, একটু যেন চমকেই ঘুরে চেয়ে বলল—"বাঃ, আমি কি করলাম। আমায় মিছিমিছি টানা কেন এর মধ্যে?"

"মি-মিছিমিছি টানা? কেন, কে-গুপ্ত সেই বউ নিয়ে ঘর করছে না? কত কাটখড় পুড়িয়ে জোগাড় করা, বাবুর ফিনফিনে আহামরি ক-ক্কবিতার সঙ্গে মিলল না, ব্যস, নাকচ! ট-টুনসিল কাটিয়ে বেচারীর একটু চর্বি-মাংস হবে না! আবার বলে···'

"সে তো ডাক্তার রজার্সের স্লিমিং প্রসেসে এখন এত ছিপছিপে হয়ে গেছে যে ছাপরার জলেও শরীরে আর ফ্যাট ধরাতে পারছে না। এখন আবার···"

কে-গুপ্ত উল্টোদিকে ত্রিলোচনকে দেখে থেমে গেল। সে স্থিরভাবে শুনতে শুনতে হাত জোড় করে বলল—"একবার নয়, এই নিয়ে পঞ্চাশবার শোনা হোল মশাই!"

গণশা একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে নিজের কথা ধরেই বলে চলল—"আবার বলে আমি কি করেছি! উঠতে-বসতে আজকাল ঐ কথা পুঁটুর মুখে—নি-ন্নিজেদের

একটা-একটা করে হয়ে গেল, নিশ্চিন্দি। একটা মানুষ যে ওদিকে ছ-চ্ছড়ার ডাঁই জড়ো করে হা-হুতোশ করে বেড়াচ্ছে—আর কারুর মাথাব্যথা নেই। আত্মসারের দল। কি-কিছু দিতে হবে না তোমাদের—পরবে না তোমাদের দেওয়া কিছু 'গঙ্গাজল'-এর ছেলে!⋯হ্যাঁ তুই-ই দেখছিস কি ক্যাল- ক্যাল করে চেয়ে? সব্বাইকে মজিয়েছিস। আবার বি-বিরহের পদ্য লিখে শোনাস। লজ্জা করে না! পে-প্রেলি কোথায় যে বি-বি—ব্বি⋯"

খুব চটেছে, পদে-পদে আটকে যাচ্ছে কথা ; ঘোঁৎনা নরম কণ্ঠেই একটু জোর দিয়ে বলল—"তা থাম, চটলেই চলবে? একবার গাঁথল না বলে যে গাঁথবেই না এমন তো কথা নয়। করবে না, একথা তো বলছে না। বিয়ের ফুল ফোটে নি বেচারির⋯"

—দুজনকেই ঠাণ্ডা করার ভঙ্গিতে।

ত্রিলোচন সিগারেটের বাক্সটা বের করে একটা গণশাকে দিয়ে বলল—"নে ধরা।" একটা নিজে ধরিয়ে কাঠিটা ফেলে দিয়ে বলল—পুঁটুরাণী চটেছে বলেই যে দেওয়া-থোওয়া বন্ধ করতে হবে এমন কি কথা আছে? সে আমি বউকে বলে মানিয়ে নোব'খন। গণশার বাক্সর চাবি আটকেছে, আমাদের তো রয়েছে পয়সা। তবে, হ্যাঁ, আবার একটু উঠে-পড়ে লাগতে হবে আমাদের, রাজু তো গররাজি নয়⋯"

"আর যে কালে এখনও পদ্য লিখে যাচ্ছেন—তখন—তখন—বুঝতে হবে⋯"

—কে-গুপ্ত শুরু করেছিল, ঘোঁৎনা একটু কড়া চোখেই চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল—"হ্যাঁ, বলুন, তখন কি বুঝতে হবে সবাইকে।'

কে-গুপ্ত একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—"তখন বুঝতে হবে—মানে, বুঝতে⋯'

"হ্যাঁ, বলুন।"—স্থির দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল ঘোঁৎনা। কে-গুপ্ত বোধহয় উপযুক্ত ভাষার অভাবেই বলে ফেলল—"তখন বুঝতে হবে—মানে, বুঝতে হবে, রস মরে নি এখনও।'

কার দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হোল।

অত লক্ষ্য করে নি কেউ, লোক উঠে আসতে দেখল বোটানিক্যাল গার্ডেনের লাষ্ট ট্রিপটা এসে জেটিতে লেগেছে ; সবাই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

দিন চারেক পরের কথা।

অন্নপ্রাশন বেশ ভালোভাবেই হয়ে গেছে। গোরাচাঁদের পেটটা বিগড়েছিল ক'দিন থেকে, ত্রিলোচন আর গণশা খবর নিতে গেছে, ঐদিকেই বাড়ি দুজনের। রাজেন, ঘোঁৎনা আর কে-গুপ্ত ধর্মতলার পশ্চিমে সাঁঝের-আটচালার পোতাটায় অপেক্ষা করছে। রাজেনের হাতে তার কবিতার মোটা খাতাটা। একটা পদ্য কে-গুপ্তকে শোনাতে আরম্ভ করেছিল—ওরাই দুজনে আগে এসেছে—ঘোঁৎনা এসে পড়ায় খাতাটা মুড়ে পদ্যর পাতাটায় আঙ্গুল গুঁজে বসে আছে। কারুর মুখে কথা নেই।

গণশা আর ত্রিলোচন পা টানতে-টানতে এসে উপস্থিত হোল। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল—"কেমন দেখলি ?"

গণশাকেই। সে-উত্তর না দিতে ত্রিলোচন—"সামলেছে খানিকটা।"—বলে শুরু করেছে, গন্‌শা ঘুরে হাত চালিয়ে বলল—"ও যাবে এই লিখিয়ে যে আমার কাছে। কে-কেউ আটকাতে পারবে না। সামলেছিল একটু, এখন জিদ ধরেছে যদু ঘটকের মায়ের শ্রাদ্ধে খেতে যাবে। শুনেছে ব-ব্বর্ধমান থেকে কারিগর আসছে সীতাভোগ-মিহিদানা করবার জন্যে!"

গোরাচাঁদের ভবিষ্যতের চিন্তায় আবার খানিকটা নীরবে কাটল। তারপর গণশাই একটু গা-ঝাড়া দিয়ে বলল—যাক, যে যাবে বলে প-প্রণ করেছে তার কথা ভাবা স্রেফ সময় নষ্ট! রাজেনের পাত্রী নিয়ে তি-ত্তিলু কি মতলব বের করেছে শোন্।· বল তিলে।"

শোনবার প্রস্তুতিতে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

ত্রিলোচন বেশ একটু গুছিয়েই আরম্ভ করল—"ভেবে দেখলাম আমাদের ন্যায়রত্নমশাই যে বলেন, ন চ দৈবাৎ পরং বলম—তা কথাটা খুব খাঁটি। সব রকম করে তো দেখা গেল—একটু হব-হব হোলও তো (কে-গুপ্তর দিকে কটাক্ষ হেনে) কার জিনিস কে ভোগ করছে। কিছু একটা দোষ হয়েছে বলেই তো। তাহলে অত আকুলি-বিকুলি না করে ঠাকুর-দেবতাকেই নামিয়ে আনলে কেমন হয় ? ভাবছি, কিছু আসছে না মাথায়, তারপর কাল জ্যাঠাইমা এসে মাথায় আলাই-চণ্ডীর ফুল ঠেকাতে ধাঁ করে খুলে গেল মাথাটা—এই তো হয়েছে!"

"বিয়ের ফুল ?"—আগ্রহ চাপতে না পেরে কে-গুপ্ত প্রশ্ন করে উঠল।

ত্রিলোচন বলা ছেড়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল—আমার মাথায় আবার কবে বিয়ের ফুল ঠেকিয়ে কী উপকারটা করবেন জ্যাঠাইমা একবার ভেবে দেখেছেন ?"

আর একটু চেয়ে রইল। ঘোঁৎনা বলল—"তুই বলে যা, ও ঐরকম তুলবেই সওয়াল মাঝে-মাঝে।"

ত্রিলোচন আর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আরম্ভ করল—ফুলটার একটা ইতিহাস আছে, তাইতেই আইডিয়াটুকু আমার মাথায় এল। বাকৃসাড়ার একটা জঙ্গুলে পোড়ো বাড়ির উঠোনে—কাঁচা, নরম উঠোনে, মনে রাখতে হবে—কিছুদিন হোল একটি নাকি কালোপাথরের মূর্তি মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। উঠেছে তো উঠেছে, এমন কত উঠেছে, কে তার খবর রাখে ?—তারপর একদিন সকালবেলার এক কাণ্ড!—একটি আধ-বুড়ি মেয়ে, কাঁচা-পাকা চুলে রগরগে সিঁদুর, ভিজে কস্তা পেড়ে গরদের শাড়ি, দুলতে দুলতে, মাথা চালতে চালতে এসে উপস্থিত—বনবাদাড়, কাঁটাবিছুটি হুস নেই—মুখে—'মা তুই চিরদিন স্বপ্ন দিয়ে ফাঁকি দিলি, আজ দিলে আর ঘরে ফিরব না।' আসছে নাকি সেই ঘুসুড়ি থেকে, গঙ্গায় চান করে—মনে রাখতে হবে, কোথায় বাকসাড়া আর কোথায় সেই সালকে পেরিয়ে ঘুসুড়ি। সঙ্গে একটি বেশ বড় দলের সঙ্গে এক হাবাকান্ত গোছের বুড়ো, তার বর। বেশ বড় ভিড়—জোয়ারের মুখের কুটোকাটির মতন কেবল জড়োই হয়ে গেছে তো—ভাঙ্গা দোরজানলা টপকে কিলবিল করে সব ভেতরে এসে পড়েছে, খুঁজতেও সুরু করেছে—বুড়ি, যেন তার নখদর্পণে, লাফিয়ে গিয়ে একটা ভাঙা তুলসীতলায় কামিনী ঝাড়ের নীচে প'ড়েই—'এই তো মা এসে গেছিস!' ব'লেই একেবারে অচৈতন্য।"

"দেবী মূর্তি ?" ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল।

ত্রিলোচন বলল—"তা কেউ বলতে পারছে না ঠিক ক'রে, তবে বুড়িকে নাকি দেবী বলেই স্বপ্ন দিয়েছেন। বুড়ি তাই ধরে আছে, অন্য কেউ নিজের মত চালাতে চাইছে না। চাইছে না কিম্বা সাহসই করছে না, যাই বল। ল্যাপামোছা একটা হাত-খানেকের কালো পাথরের মূর্তি, বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে, চাপে মাটিটা চারিদিকে একটু একটু করে চিড় খেয়ে গেছে।

মাস দুয়েক আগেকার কথা। নাক-চোখ-মুখ কিছু নেই, কিন্তু এখন সেই ঠাকুরের কী বোলবোলান্তি দেখে এস। যে যা কামনা করছে যেন হাতে হাতে

পেয়ে যাচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসছে, বাড়িতে ঠাঁই হয় না। সে বাড়িরও ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে বুড়ি। নাকি শ্বশুরের সম্পত্তি, মোকদ্দমা চলছিল, এখন কোথায় মোকদ্দমা কোথায় কি।···বিড়িটা দে।"

গনশার কাছ থেকে বিড়িটা চেয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করল চুপ করে। রাজেন প্রশ্ন করল—"ফুল—আর আছে। তোর জ্যাঠাইমার কাছে ?"

ত্রিলোচন দুটো টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে একটু ভারিক্কে হয়ে বলল—"থাকেই তো তাতে কী এমন রাজ্য করে দেবে শুনি ?

বেখাপ্পা উত্তরে সবাই একটু হকচকিয়ে গেছে, ত্রিলোচন বলে চলল—"যে ভেতরের কথা জানে তার কাছে ও ল্যাপামোছা ঠাকুরের মুরোদ আর কতটুকু ? তিলের কাছে তো আর বুজরুকি খাটবে না। আমি সন্ধান নিয়ে নিয়ে ঘুঘুড়িতে গিয়ে বুড়ির বাড়িতে হানা দিয়েছি···। কিছু খরচ হোল। বুড়ির এক ঝাউণ্ডুলে নাতি—এই চোদ্দ-পনেরো বছরের, লায়েক হওয়ার বয়েস হয়েছে—একটা রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে এক পেট খাওয়াতে হোল, তিনটে টাকা লম্বা হয়ে গেল। তা হোক্, একটা এলেম তো জানা গেল ; কাজে লাগবে। অবিশ্যি সবার যদি মত হয় ··"

"এলেমটা কি ?"—প্রশ্ন করল ঘোঁৎনা।

"খুব সিম্পল্ : সের চারেক ভিজে ছোলা। ভিজে মানে, মাটির নিচে পুঁতে তার ওপর ঠাকুর বসিয়ে জল ঢেলে যাও। অঁাকড়ি, তা থেকে গাছ, ঠাকুরকে চচ্চড়িয়ে···"

"তুলে দেবে মাটি থেকে। অমন ভারি পাথর একটা।"—কে গুপ্ত অবাক হয়ে শুনছিল, আর সংযম রাখতে না পেরে প্রশ্ন করে উঠল।

গণশা একটু বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বলল—'এক মণ দে-দ্দেড় মণের শিবঠাকুর ঠেলে তুলছে মশাই, তার এ তো চাঁ-চ্চাচাছোলা·একটা দেড় বিঘতের মূর্তি। কো-কোথায় আছেন আপনি ?"

ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল—"তা আমাদের এখন করতে হবে কি ? এই রকম একটা ঠাকুর ঠেলে তুলতে হবে ? কিন্তু যেমন শুনলাম, এ রোজগারের পন্থা একটা। তা রাজেনের তো টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না এমন নয়। টাকাকড়ি দোতলা বাড়ি ঘাটবাঁধানো পুকুর—সব রয়েছে, যার জন্যে আমরা যেকালে 'হা-টাকা' হা-টাকা করে বেড়াচ্ছি ও দিব্যি খোসমেজাজে পদ্য লিখে খাতা বোঝাই

করছে। মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না, বিয়ে হচ্ছে না, এই তো সারকথা, এর মধ্যে ভুঁইফোড় ঠাকুর-দেবতা আসে কোত্থেকে মাথায় আসছে না তো আমার।"

একটু সমালোচনার মন নিয়ে দেখবার চেষ্টা করে ব্যাপারগুলো। গণশার পরে ওরই স্বাধীন মতামতের সঙ্গে মুরুব্বিয়ানার ভাব থাকে। ত্রিলোচনের হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল।

ত্রিলোচনও যেন বাজে প্রশ্নের উত্তরের দিকে না গিয়ে নিজের কথা ধরেই বলে চলল—"যে যা কামনা করছে পুরিয়ে যাচ্ছেন বটে, তবে জ্যাঠাইমার মুখে একদিন শুনলাম, মাকে বলছিল, বাঁজা মেয়েকে সন্তান দিতে ওঁর নাকি জুড়ি নেই। মেয়েদের কোল আলো করেন বলেই স্বপ্ন দিয়ে আলাইচণ্ডী নাম নিয়েছেন। তাই থেকে আমার মাথায় মতলবটা আরও জাঁকিয়ে বসল, তাহলে এই তো হয়েছে। বিয়ে হবে তারপরে তো বাঁজা, কি, কোল আলো। আমি ঠিক করেছি ঐ ঠাকুরের আড়াআড়ি এমন এক ঠাকুর ভিজে ছোলার চাড়া দিয়ে তুলতে হবে যে আবার বিয়ে দিতে এক নম্বর। হুহু ক'রে নামডাক বেরিয়ে যাবে।"

"গেল। তারপর?" ঘোঁৎনাই প্রশ্ন করল। রাজেন কি ভেবে কবিতার খাতাটা বুকপেটের কাছাকাছি চেপে ধরল।

সেবারে "পাকাদেখার" নাকালের পর কে-গুপ্তর ত্রিলোচনের প্ল্যান সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাব আছে, অনেকগুলা প্রশ্নই বাদ দিয়েছে, এবার ঘোঁৎনার আনুকূল্য পেয়ে বলল—"অন্যে না বুঝুক, আমরা তো বুঝছি রিয়েল ঠাকুর নয়, বুজরুকি, সে-ঠাকুর আবার কি করে..."

ঘোঁৎনা ঘুরে বলল—"একটু চুপ করে থেকে ওকে বলতে দেবেন মশাই?"

ত্রিলোচন বলল—"ঠাকুর রিয়েল্ কি বুজরুক তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি? রাজেনের জন্যে মেয়ে পছন্দ করা নিয়ে বিষয়। কত আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে জানলা দিয়ে নজর চালিয়ে বেড়াবে—মার খাওয়ার ব্যবস্থা, কতবার তো দেখা গেল। তার চেয়ে কুমারী মেয়েদের এক জায়গায় একট্টা করো। বললাম না?—আমাদের ভুঁইফোঁড় ঠাকুর হবেন বিয়ে দিতে এক্সপার্ট, বিশেষ ক'রে মেয়েদের, মেয়েদের নিয়েই তো সব সমস্যা।"

চুপ করল; কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে তো সেইভাবে উত্তর দেওয়ার সতর্কভঙ্গি নিয়ে। কে, গুপ্ত মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

কেউ না করায় নিজেই বলল—"কথা উঠবে না হয় একটু! করলে কতকগুলো আইবুড়ো মেয়ে—একে তো সবাই নাও আসতে পারে, মা-পিসিরাই ফুল নিয়ে মানৎ করে যাবে। তুমি মেয়েকে নিয়ে এসে মাকে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশি কাজের এইটুকুই বলতে পার, কম্‌পাল্‌সারি করতে গেলে একটু কানাকানি উঠে শেষ পর্যন্ত প্ল্যান ভেস্তে গেলেও আশ্চর্য হব না…"

"তা বৈকি, সবাই তো পুরুষ আমরা।"

রাজেন মন্তব্যটা করতে ত্রিলোচন সিধা হয়ে উঠে তাকে প্রশ্ন করল—"কে বললে সবাই পুরুষ? আমায় বলতে শুনেছিস?"

সবাই আবার একটু হকচকিয়ে গেল। এক গণশা ছাড়া, সবটুকু জানে বলে। একটু অধৈর্যভাবে বলল—"ওকে শেষ করতে দে না। একজন তো শুনেছে, লা-প্লাগসই মনে হয়েছে তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে। না ভালো লাগে, বাতিল করে দিবি; তাতে হয়েছেটা কি?

ত্রিলোচন শান্তভাবেই বলে চলল—"পুরুষ থাকবে মাত্র দুজন। এক, পুরুত, পূজোগুলো নিয়ে উচ্ছুগ্য ক'রে দেওয়ার জন্যে। কে-গুপ্ত…আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি। বাহারদার চুল ছেঁটে এক সাইজ কদমছাট করে ফেলুন, মাঝখানে একটা টিকি রেখে। এবার পরচুলায় শানাবে না। দিনেরবেলার ব্যাপার, মেয়ে নিয়ে কেউ রাত্তিরে আসবে না। ঠাকুর বুজ্‌রুকের সঙ্গে পুরুত বুজরুক চলবে না··"

"বউ…" কে-গুপ্ত শুরু করতে চটে উঠল ত্রিলোচন—

"বউ তো এই বললেন, বাড়াবাড়ি স্লিমিং সারাতে ছাপরায় গেছে। আর এ তো কায়েমী ব্যবস্থা নয়।'

"আসতে আসতে আবার বউয়ের মনের মতনটি হয়ে যাবেন, দুঃখু কিসের?"

—রাজেন একটু বাঁকাচোখে চেয়ে বলল, কী যেন একটা ভেতরের আক্রোশ। কে-গুপ্ত সবার ওপর থেকে এ্যাপীলের দৃষ্টি বুলিয়ে সহজ হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

ত্রিলোচন বলল—"আর থাকব আমি, খোরোর খাতা লেখবার জন্যে।"

"খেরোর খাতা!"—ঘোঁৎনা মুখ তুলে চাইল। প্রশ্ন করল—"খেরোর খাতায়, কি হবে?"

"মেয়ের—মানে, পাত্রীর নাম, ধাম, গোত্র, রাশি, গণ—সব নিয়ে রাখতে হবে না? তারপর অভিভাবকদের পরিচয়, মেয়ে হোক্, পুরুষ হোক্। শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাবাজীবনের সঙ্গে শ্রীমতী সুধারাণী দত্তর তো উদ্বাহবন্ধন হতে পারে না। ওদিকে রাশিচক্রও ঠিক রইল।"

প্ল্যানটা যতই যুৎসই মনে হয়ে আসছে, ঘোঁৎনার ততই খারাপ লাগছে, তবে সে প্রকাশ না করে সহজভাবেই প্রশ্ন করল—"যদি জিজ্ঞেস করে এত বাড়াবাড়ি কিসের জন্যে, ভড়কে যায় যদি?"

"বাঃ, মেয়ের জন্যে বিশেষ ক'রে পূজো করতে হবে না রাত্তিরে? এলুম, দুটো ফুল নিয়ে গেলুম, মাথায় ঠেকালুম, বিয়ে হয়ে গেল—ছেলেখেলা নাকি? মেয়ের নাড়ি-নক্ষত্র না জানালে সেই বিশেষ পূজো—ন্যায়রত্ন মশাইকে পেলাম না বাড়িতে, নামটা জেনে নিতে হবে পূজোটার—জানি, এখন পেটে আসছে মুখে আসছে না—কী যে দিব্যি···"

পেট থেকে কথাটা মুখে টেনে তোলবার জন্যে, চোখ কপালে তুলেছে, ওর গালভরা "উদ্বাহবন্ধন" কথাটা শোনবার ফলেই হোক্, বা নিরুপায় হয়ে পৌরোহিত্যের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যেই হোক্, কে-গুপ্ত জুগিয়ে দিল—"সপিণ্ডিকরণ।"

একেবারে ফেটে পড়ল ঘোঁৎনা তার ওপর—সপিণ্ডিকরণ শ্রাদ্ধে হয় মশাই! —আপনার পিণ্ডি চটকাবার সময়। খবরদার আপনি বড় বড় গালভরা কথার দিকে যাবেন না। সেবার 'পাকা দেখায়' 'পদপ্রক্ষালন' বলে ভট্চার্যিগিরি ফলাতে গিয়ে আপনাকে কালিয়া-পোলাওয়ের সামনে বসে চোখের জল মুছতে মুছতে পেঁপে, শাঁকালু চিবুতে হয়েছিল, তবু দেখছি শিক্ষা হয়নি আপনার। আপনার বাংলা না পোষায় ভোজপুরী ধরুন, খবরদার সংস্কৃতের দিক মাড়াবেন না।···'সপিণ্ডিকরণ! নিকুচি করেছে এমন পুরুতের!"

রাগটা কেউ একজনের ওপর ঝাড়তে পেরে সুর একেবারে নামিয়ে এনে অভিমানের টোনেই বলল—"বেশ তো, বুঝলাম। তা, আমাদের যখন কিছু পার্টই নেই এর মধ্যে তখন অত মাথাব্যথা কিসের?"

"পার্ট নেই মানে!"—বিস্মিত দৃষ্টি তুলে চাইল ত্রিলোচন। বলল—"আসোল পার্ট তো তোদেরই—তোর, গণশার আর গোরাচাঁদের। তোদের কারুর বোন, কারুর ভাইঝি, কারুর মেয়ে—মেক্-আপে একটু ভারিককে ক'রে

নিতে হবে চেহারা—লেগেছে মন্তর, পেয়ে গেছিস মায়ের কৃপা—প্রায় রোজ আসছিস কেউ না কেউ পূজো নিয়ে—কোনদিন দু'জনে কোনদিন তিনজনেও—কেউ কাউকে চিনিস না—এ ওর কাছে মায়ের কৃপার গল্প শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিস, চোখের জল ফেলছিস, ভক্তিতে গদগদ হয়ে বসে আছিস মায়ের সামনে—কে এল, কিরকমটা এল, আধ-বোজা চোখে নজর রেখে যাচ্ছিস। ওদিকে আমি নাম গোত্র সব খেরোয় টুকে যাচ্ছি। কিরকম হবে? অবশ্য, ভেবে ত্মাখো, আজই কিছু এয়োচণ্ডী ঠেলে উঠছেন না। হ্যাঁ, আইবুড়ো মেয়েদের এয়ো করে দিচ্ছেন বলে এয়োচণ্ডীই নাম রাখব ঠিক করেছি।"

সবাই চুপ করে রইল, খুঁৎ তেমন তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাজেন প্রশ্ন করে উঠল—"আর আমি? কৈ, আমার কথা তো বললি নে? আমিই দেখতে পাবনা?"

ত্রিলোচন ঘাড়টা একটু হেলিয়ে ওর দিকে চেয়ে বলল—"আজ্ঞে না, আপনাকে একেবারেই স্টেজের বাইরে থাকতে হবে। বিলকুল। চোখের সুখ মেটাবার জন্যে আপনি ঘন ঘন যাওয়া-আসা করলেন, তারপর বিয়ের কথা উঠলে চিনে ফেলে, সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়ে তারা যদি হাতের সুখ মেটাতে চায়, তখন? একটু ভেবে নিয়ে কথা বললে কোন গোল থাকে না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল রাজেনের নাক দিয়ে। ওদের একত্র হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, 'সাঝের-আটচালায় একজন দু-জন করে লোক জমতে আরম্ভ করেছে, ওরা উঠে পড়ল। ষ্টীমার ঘাটে যেতে যেতে বাকি সব কথা ঠিক করে ফেলবে।

[৩]

হাওড়া-শিবপুর এলাকার মধ্যে হবে না। সেরকম জঙ্গুলে, পোড়ো জায়গা নেই। তা ছাড়া পালে-পার্বণে ভলান্টিয়ারি, স্কুল কলেজে এ্যামেচার শো প্রভৃতির জন্য ওদের দলটা সুপরিচিত, এ-ধরণের একটা ব্যাপার নিয়ে পড়ায় বিপদ আছে। অথচ লোকালয় থেকে খুব দূরে একেবারে পরিত্যক্ত জায়গা হলেও চলবে না। মানুষের গতায়াত খানিকটা থাকা চাই, মানুষ নিয়েই যখন কারবার। এ ছাড়া খুব বেশি দূরে গিয়ে ও-ধরণের একটা আড্ডা বেশিদিন ধরে রাখায় অসুবিধাও আছে।

প্রায় সপ্তাহ খানেক ঘোরাঘুরির পর পাওয়া গেল একটা জায়গা। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বাইরে দিয়ে, ওদিকে গেষ্টকীনের ইনজিনিয়ারিং কারখানা ডাইনে রেখে যে রাস্তাটা আঁদুল-মৌড়ির দিকে চলে গেছে, সেটা থেকে নেমে বাঁয়ে বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে। উত্তরে, খানিকটা সরে একটা খুব হালকা বসতির লোকালয়। বাড়ির অধিকাংশই গোলপাতা, টালি বা লোহার চাদরের, কোঠা হোল তো একতলাই। ডোবা আর নারকেল-সুপুরি বাগানের ফাঁকে মাত্র খানদুয়েক দোতলা বাড়ি নজরে পড়ে।

জায়গা দেখে বেড়াচ্ছে দুজন করে, পছন্দসই মনে হলে তখন আবার সবাই মিলে দেখে নিচ্ছে, যতটা উদ্দেশ্যবিহীনের মতো চেহারা করে পারছে। এটা যখন দেখতে আসে, তখন সন্ধ্যা প্রায় খানিকটা নেমে এসেছে। প্রায় সব গৃহস্থবাড়ি থেকেই শাঁখের আওয়াজ উঠল, সহরে যেটা একরকম লোপ পেয়ে এসেছে। আর, দূরের দোতলা বাড়ি দুটার মধ্যে একটায় বেশ কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে আরতির আওয়াজও উঠল।

ওরা ফিরে আসছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু শুনলও দাঁড়িয়ে থেকে। এক সময় গণশা বলল—"বেশ জায়গাটা বের করেছিস গোরে তোরা, ধ-দ্দর্মভাব আছে। চা-চ্ছার ফেলা পুকুরের মতন বেশ হবে।"

আবিষ্কারটা গোরাচাঁদ আর ঘোঁতনার, ঘোঁতনা কি একটা কারণে উপস্থিত হতে পারেনি।

গোরাচাঁদ যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করল প্রশংসাটুকু, বলল—সার্টিফিকেট তো দিলি ধর্মভাব রয়েছে বলে, তবে আসল বস্তু কিরকম রয়েছে সেইটেই তো ভাববার।"

"আপনি কুমারী মেয়ের কথা বলছেন নিশ্চয় ?"—কে-গুপ্ত চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কতকটা নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করল, বলল—"তা সত্যি, এ যেমন জায়গা, এখানে মনের মতন কুমারী মেয়ে···আপনি কি বলেন রাজেনবাবু ?"

রাজেন যেন একটু বিষণ্ণ মনেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল জায়গাটা, তবে সেটা ওর কবি-দৃষ্টি, কী যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে ঘুরছে। একটু ভাব-দ্রব কণ্ঠেই বলল—"দেখুকই না চেষ্টা করে দিনকতক।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করল—"তুই মনে করিস যে মিলতে পারে ?"

একটু অমায়িক হাসি টেনে আনল ঠোঁটে রাজেন, বলল—'কোন শ্যাওলা পুকুরে যে সোনার কমল ফুটে থাকতে পারে ভাই!'

"ঐ শুনুন।—একটু রুক্ষভাবেই চাইল গোরাচাঁদ কে-গুপ্তর পানে, বলল—ঐ শুনুন, যার মাথাব্যথা সেই বোঝে কোথায় তার ওষুধ।"

ত্রিলোচন বলল—"তা ভিন্ন, ঐ পাড়াটুকুর ভরসাতেই তো আসা নয়। এ মুখ থেকে সে-মুখ, তা থেকে আরও পাঁচজন, এই করে খবরটা চারিয়ে পড়ে চারিদিক থেকে লোক জুটতে আরম্ভ করবে, তখন তো ভিড় ঠেকানোই দায় হয়ে উঠবে।·· ঐ ঘোঁতনাও আসছে।···ঘোঁতনই না?"

ঘোঁতন আসছে উত্তরে ঐ বসতিটার দিক থেকে, সরু পথ ধরে মাঝে মাঝে পেছনে, পাশে যেন সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে। কাছে এসে ত্রিলোচনের হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে টান দিয়েছে, গোরাচাঁদ প্রশ্ন করল—"এদিক থেকে যে?"

ঘোঁৎনা বলল—"চারিদিক থেকে ভালো করে দেখে নিতে হবে না জায়গাটা?"

ত্রিলোচন বলল—কিরকম দেখলি? কে-গুপ্তর মতে, যেরকম জায়গা তাতে পছন্দসই কুমারী মেয়ে পাওয়ার কোনই চান্স নেই।"

ঘোঁৎনা একবার কে-গুপ্তর মুখের দিকে চাইল, তারপর তাকে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বোধে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—আমি ঢুকেছি একেবারে সেই গার্ডেনের গেটের পাশ দিয়ে, যে রাস্তাটা বাউণ্ডারিওয়ালের ধারে ধারে চলে এসেছে। সেটা ছেড়ে আরও ডাইনে ঢুকে পড়েছি। ওদিকটা বেশ ভালো পাড়া, ক্রমেই জমে উঠছে, ভদ্রলোকের বাড়িও নতুন নতুন উঠছে, শিবপুরের দিকে তো জায়গা পাচ্ছে না লোকে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে দেখা যায় না, তবে কুমারী মেয়ের কমতি তো দেখলাম না, অবিশ্যি, কি জাত, কি গোত্র সে আলাদা কথা। এ গলি সেগলি ঘুরে আসতে আসতে স্কুলের ছুটির সময়ও হয়ে এল—যথেষ্ট মেয়ে, এন্তার। মাঝে মাঝে টী ষ্টল খাবারের দোকান দেখলে সেখানেও সেঁদিয়ে যাচ্ছি, নজর বাইরে, তা খাবারের দোকানেও দেখলাম কুমারী মেয়ে, খাবার নিতে এসেছে, গুটি তিনেক রাজুর সঙ্গে ম্যাচও করে, তবে ঐ জাতি-গোত্র তো জিজ্ঞেস করা যায় না। তারপর সন্ধ্যের দিকে সামনের এই পাড়াটায় ঢুকে একেবারে···"

বিড়িটায় একটা লম্বা টান দিয়ে মুখটা তুলে খুব সরু করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, ত্রিলোচন প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ, একেবারে?..."

"ঐ কাঁসর-ঘণ্টা বাজছিল, শুনেছিস?" ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল।

"শুনলুম বৈকি।"—এক সঙ্গে জনতিনেক বলে উঠল। গণশা একটু আলাদা করে বলল—"গে-গে্‌গল বৈ কি কানে।"

ত্রিলোচন বলল—"কুমারীতে কুমারীতে ছয়লাফ একেবারে।"

সবাই ঘেঁষে এল, গণশাও একটু ঘুরে দাঁড়াল। ঘোঁৎনা বলল—"অবিশ্যি সব রকম মানুষ রয়েছে—"মেয়ে, পুরুষ, সব বয়েসের, তবে আমার নজর শুধু বিয়ের যুগ্যি মেয়েদের কপালের দিকে, তা অন্তত ছ-সাতটির দেখলাম সাদা সাদা সিঁথে। তবে, ঐ যেমন বললাম..."

'বুঝেছি, নাম-গোত্র কি করে জানবি।'—ত্রিলোচন শেষ করল ওর কথা, বলব—"তবু অনেক দূর তো এগিয়েছিস—এক দিনেই..."

"এইখানেই থেমে গেছে নাকি ঘোঁৎনা?—ঘোঁতনাই একটু ভারিক্কে হয়ে বলল।

গণশা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলল—"একটু বে-ব্বেশ খোলসা করে বলবি, না, দ-দ্দর বাড়াতে থাকবি?"

ঘোঁৎনা একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েই বলল—"দেখছিলাম সবার বুদ্ধির দৌড়টা।

...ওদের গৃহদেবতা মদনমোহন, তাঁর নিত্য আরতি। বেশ ভিড়, বাড়ি ছাড়া পাড়ারও অনেকে এসেছে। মাঝখানে আধবোজা চোখে দাঁড়িয়ে আছি। তা, ছ-সাতটি রাজেনের যুগ্যি কুমারীর মধ্যে যদি গুটি-তিনেকও ঐ বাড়ির হয় তো রাজেনের তো পোয়াবারো..."

'মানে?'...গোরাচাঁদ রাজেন এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

ঘোঁৎনা বলল—'বদ্যির বাড়ি, বেশ বড় পরিবারই মনে হোল। নাও, আসল বাধা। সেল গিলে, সেটা তো গেল।"

রাজেনের বুকে যে নিঃশ্বাসটা আটকে ছিল সেটা সশব্দে এল বেরিয়ে।

প্লট যতই এগিয়ে যাচ্ছে, কে-গুপ্ত ততই অস্বস্তি বোধ করছে ভেতরে ভেতরে, দেখল তো অনেক, বলল—"তাহলে একজন ঘটক বা ঘটকিনী এনগেজ করে দিলে হয় না? এত হাঙ্গামা তাহলে হয় না করতে।"

কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তখন সবার রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা লেগে গেছে, অনেকদিন হয়ওনি, তার ওপর জমেও এসেছে বেশ, ঘেঁাৎনা উগ্রভাবে প্রশ্ন করল—'আপনি হাঙ্গাম কাকে বলতে চাইছেন ?'

থাবা খেয়ে খেয়ে কে-গুপ্ত এক এক সময় মরিয়া হয়ে ওঠে, বলল, "কেন, এই ছোলা পুঁতে ঠাকুর বের করা—জংগলে এসে।"

ঘেঁাৎনাও সেই ভাবে চেয়ে, এবার একটু ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়ে বলল—"তাহলে তিলু যে বলল—নচ দৈবাৎ···কি যেন, তার মানেটা আপনি একেবারেই বোঝেন নি, অথচ পুরুতগিরি করতে চলেছেন। আপনি দয়া করে মুখ বুজে শুধু দেখে যান মশাই, বকবেন না।"

"গণশা যখন রয়েছে।"—ত্রিলোচন ওকে সমর্থন করল।

অত খেয়াল হয়নি। সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে, দুরে কাছে কয়েকটা শৃগালও ডেকে উঠল। গল্প করতে করতে ওরা সরু মেটে পথ ধরে বেরিয়ে এসে আঁদুল রোডে পড়ল।

কার্যক্ষেত্রে নেমে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হোল।

প্রথমত বেশ একটি ঘোড়েল গোছের বয়স্থা স্ত্রীলোক দরকার। ভদ্রঘরের পাওয়া যাবে না, বাঞ্ছনীয়ও নয়। দু-জন হলেই ভালো, তবে কাজের আর বিশ্বাসী একজনকে পেলে সে আর একজনকে জোগাড় করে আনতে পারবে। আবার দুজনের কেউই পুরোপুরি ভেতরকার কথা জানলে চলবে না, অথচ লুকুনো হচ্ছে টের পেলেও তাদের অকুণ্ঠ সহায়তা পাওয়া যাবে না। ভাসাভাসা খানিকটা জানিয়ে দিতে হবেই।

দ্বিতীয় সমস্যা, এত দূর থেকে রোজ এসে জল ঢালা। দিনে চলবে না। জল ঢালার পরও মাটি ঠেলে ঠাকুরের বেরুতে বেশ কিছুদিন লাগবে। কে. গুপ্ত বলেছিল ঠাকুর খানিকটা উঠেছেন দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদি করে চালা তুলে দেওয়ার কথা। কারুর পছন্দ হয় নি। প্রথমত প্রস্তাবটা কে. গুপ্তর! দ্বিতীয়ত মাটি খুঁড়ে একটু একটু করে ওঠাই যেন ঠাকুরদের সনাতন পদ্ধতি, নৈলে কৌলিন্য থাকে না।

মাথা ঘামাতে লাগল সবাই। ইতিমধ্যে সবাই গোঁফ দাড়ি কামানো ছেড়ে ছিল। বাড়ুক, তারপর ভূমিকা অনুযায়ী মেক-আপ করে নেমে—রেখে, কিম্বা ছেঁটে, কিম্বা নির্মূল করে দিয়ে।

ভাবছে যাওয়া আসা করছে, তারপর একদিন ঘেঁৎনা পল্লীটার দিক থেকে এসে জানাল সে প্রথম ছুটো ব্যাপারেরই কিনারা করে ফেলেছে—

আশ্চর্য মেয়েছেলে বামনদাসী। ও-বাড়ীর কেউ নয়, জেতেও মনে হোল সদগোপ, ঠিক যে ও-বাড়ির চাকরানি তাও নয়, কিন্তু হেন কাজ নেই যাতে বামনদাসী নেই। আরতির তো এক পূজোটা ছাড়া জোগাড়যন্ত্র থেকে নিয়ে সব কিছুই যেন তারই জিম্মায়, ইস্তক-হাতে হাতে বাতাসা বিলোনো পর্যন্ত। বাড়ির ভেতরেও বোলবোলাও খুব। চরকির মতো ঘুরছে একে ফরমাস করে, ওকে ধমক; এর পিসি ওর দিদি, তার বৌদিদি—এলাহি কাণ্ড এক! পাড়ার সবার ওপরও ঐরকম দাপট। আরতির সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেঁৎনা যেমন দেখল। থাকে প্রায় আরতি পর্যন্ত তারপর বেশ বড় করে এক মুটো বাতাসা আর প্রসাদী পেঁড়া আঁচলে বেঁধে কাঁধে ফেলে হনহন করে বেরিয়ে যায়।...দিদি আর একটু বসে যাবেন?...'না বোন উপায় নেই।'...'পিসি।'...'ওরে পিছু ডাকিস নে মা, এবার তোরা সামলে নে।'

কোন কাজেরই ছুতো। পাড়ার কারুর। পাড়াটা যেন হাতের তেলোয় ধরে আছে বামনদাসী!

কদিন থেকে মাথায় ঘুরছিল ঘেঁৎনার, বাতাসা নেওয়ার সময় একটা সম্বন্ধও পাতিয়ে ফেলেছে।

আজ যখন যাচ্ছে, পিছু নিল ঘেঁৎনা, অবশ্য দূরে দূরে থেকে। বেশ খানিকটা গিয়ে একটা একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে একটু পা চালিয়ে কাছে এসে পড়ে ডাকল—'বামনপিসি।'

ঘুরে দাঁড়াল—কে? আমায় ডাকছ?

ঘেঁৎনা এগিয়ে গেল, পায়ে হাত দিয়ে কপালে হাতটা ঠেকিয়ে—একটা ভুল নাম আর ঠিকানা-পরিচয় ঠিক করাই ছিল—জানাল, বড় বিপদে পড়ে তার কাছে এসেছে। বুড়িদিদিমা স্বপ্ন দেখেছে এই পাড়ায় ঐ পোড়া বাগানবাড়টার কাছাকাছি কোথায় মাটির নীচে কোন এক ঠাকুর পোঁতা পড়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন, বেরুতে চান। ঘেঁৎনারা কয়েকজন মিলে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে জায়গাটা। যাবেই পেয়ে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে বেরুলে একটু দেখাশোনা আগলানো দরকার। কিন্তু ওরা যেখানে থাকে—সেই রামরাজাতলায়—সেখান থেকে তো উপস্থিত সেটা অসম্ভব। এর পর অবিশ্যি মায়ের মন্দিরও হবে

সব হবে, ওরাই করবে ব্যবস্থা কিন্তু মোহাড়াটা সামলাবার জন্যে একজন লোক চাই, বেশ একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, ঠাকুরও নিজে মেয়ে কিনা, স্বপ্ন দিয়েছেন আমায় এয়োচণ্ডী বলে ডাকবি।

ঠায় চেয়ে থেকে শুনে গেল বামনদাসী জিজ্ঞেস করল—তা বেছে বেছে এ আদাড়ে জঙ্গলে কেন? ঘোঁতন জানাল—দিদিমাও সেকথা স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুর বললেন আগে নাকি এ জায়গাটা একটা পীঠস্থান ছিল, যার জন্য এতল্লাটে এখনও ধর্মভাবটা লেগে রয়েছে। ঘোঁতন দেখছেও তো কদিন থেকে। এখন পিসিকে দায়টুকু নিতেই হবে তুলে।

খটকা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল বামনদাসী। ঘোঁতন তোয়েরই ছিল, খুট খুট করে জবাব দিয়ে যেতে নিমরাজি গোছের হয়ে বলল—তা বেরুন ঠাকুর, তখন দেখা যাবে। ঘোঁতনের টোপ ঠিক করাই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ফাৎনা ভাসিয়ে গেঁথে ফেলল। একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বলল, ঠাকুর আর এক ফ্যাসাদ করে বসেছেন বামনপিসি, ওঁদের মনমেজাজ তো বোঝা যায় না, প্রত্যাদেশ হয়েছে জায়গাটা ঠিক হলে রোজ এক কলসী করে গঙ্গাজল ঢালতে হবে নেয়ে উঠে। তার খরচ আছে তো···

কে-গুপ্ত একটু শুকন মুখে প্রশ্ন করল—"রাজি হয়ে গেল?"

"আর না হয়ে পারে মশাই?"—বক্র-দৃষ্টিতে চেয়ে উত্তর করল ঘোঁতন। বলল—"শুধু বললে মাটির কলসী করে অত দূর থেকে জল আনা চলবে নাতো, একটা পেতলের ঘড়া চাই; ছোটখাট হলেও চলবে, তবে তাও টাকা কুড়ির কম হবে না। বাকিটা কাল এনে দোব বলে এসেছি। রাজেন আপাততঃ এ টাকাটা বের কর;—তারপর কিছু কিছু করে সবাই তুলে ফেলতে হবে সবটা।"

রাজেন বলল—"এ দশটার দায়িত্ব না হয় রাজেনই নিলে।"

ত্রিলোচন ঘোঁতনের দিকে চোখ টিপে চেয়ে ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসল।

[৫]

দিন দশেক পরের কথা।

এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তার একটা মোটামুটি বিবরণ প্রধান নায়ক যিনি তাঁর মুখ থেকেই শোনা ভালো; ধকোলটা তাঁর ওপর দিয়েই তো গেল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা রাত্রিই হয়েছে। রাজেনদের বাড়ির বৈঠকখানার ফরাশে বসে গণশার মামা গোলোক চাটুজ্জে আর পুঁটুরাণীর ঠাকুরদাদা ভুবন মুকুজ্জে দাবা খেলছিলেন পাশে রাজেনের কাকা। রামজয় বাঁ-হাতে হুঁকো নিয়ে বসে দেখছেন। একটা খেলা শেষ হলে ভুবন মুখুজ্জে রামজয়ের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে গোলোক চাটুজ্জেকে উদ্দেশ করে বললেন—"হ্যাঁ, একটা কথা কদিন থেকে দাদাকে বলব বলব ভাবছি, তা মনেই থাকে না। একটা জিনিস দাদা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা—নাৎজামাইয়ের দলের সবকটা একসঙ্গে খেউড়ি হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যেয় ওপার থেকে আসতে আসতে সবকটাকে স্টীমারঘাটে ভিড়ের মধ্যে দেখলাম কিনা। ব্যাপার কি বলতে পারেন?"

গোলোক চাটুজ্জে বাঁহাতে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন—"দেখেছি। এঁচেছে আবার কিছু একটা। নাও পাতো, আর একদান হোক।"

নিজের দিকটা সাজাতে সাজাতে রামজয়কে বললেন—"রাজুবাবাজীর বিয়েটা এবার দিয়ে দাও হে রামজয়। ঐটে যতদিন সোঁদা থাকবে, অশান্তি যাবে না।"

রামজয় কি উত্তর দিতে যাবেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক যেন চারিদিকটা একটু মেলাতে মেলাতে বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলেন, তারপর বাড়িটাও একবার ওপর-নীচে মিলিয়ে নিয়ে রকে উঠে পড়ে প্রশ্ন করলেন—"এটা কি রামজয় সেনগুপ্ত মশাইয়ের বাড়ি—"

তিনজনেই একটু চকিত হয়ে চাইলেন। গোলোক চাটুজ্জের সামনাসামনি পড়ে, উত্তর দিলেন—"হাঁ; আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

ভদ্রলোক কালো বেঁটে, টেপা নাকের নীচে সুস্পষ্ট বর্তুল গোঁফ; একটু স্থূলাঙ্গ, গায়ে একটা পিরান, তার নীচের তিনটে বোতাম খোলা, কেশবহুল ভুঁড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে; হাতে বেশ গাটতোলা একটা মোটা লাঠি।

কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে, উঠে গিয়ে লাঠিটা চৌকাঠে ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন, ছকটার দিকে একটু সতৃষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—

—"বাঃ, দাবা চলে নাকি এখানে ?"

"আছে নাকি শখ ? তাহলে···ভুবন মুখুজ্জে উত্তর করলেন।

ভদ্রলোক তাঁরই পাশে বসতে বসতে বললেন—"না জিনিসটা উঠে যাচ্ছে কিনা দেশ থেকে। তাই বলছি। ছিল শখ; ছিল কেন বলি, আছেও. তা যা দিনকাল পড়েছে দাদা—আর বিশেষ করে যা এক সমিস্যে নিয়ে পড়েছি, যার জন্যে হাঁপাতে হাঁপাতে আসা।···এটাই তাহলে রামজয় বাবুর বাড়ি ? তা, কর্তা।"

ভুবন মুকুজ্জে রামজয়কে দেখিয়ে বললেন—"এই ইনি। আমরা না হয় বাইরে যাব একটু ?"

"না, না, না, কিছু দরকার নেই। একটা ধন্দো মিটিয়ে নেওয়া, এখুনি হয়ে যাচ্ছে, বসুন আপনারা। দাবাটাও যখন সামনে পেয়েছি দাদা, অনেকদিন পরে··"

—বলতে বলতে একখানি একসারসাইজ বুকের ছেঁড়া পাতা পকেট থেকে বের করে ভাঁজখুলে রামজয়ের হাতে দিলেন। পাতাটা আগ্রহভাবে পড়তে পড়তে তাঁর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, মুখটাও গেল শুকিয়ে। শেষ করে উনি গোলোক চাটুজ্জের হাতে এগিয়ে দিলেন। তাঁরও পড়তে পড়তে মুখে একটা বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠল; একবার আগন্তুকের পানে চেয়ে নিয়ে কাগজটা ভুবন মুখুজ্জেকে এগিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে দাড়ি আঁচড়াতে লাগলেন। কাগজটায় লেখা রয়েছে—

লিখিতং অত্র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তস্য কার্যঞ্চাগে—

আমি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পিতা 'শশধর সেনগুপ্ত, হাল সাকিম শিবপুর, ১৭ নম্বর রতিকান্ত সেনগুপ্ত লেন, সজ্ঞানে এবং বহাল তবিয়তে এই মুচলেখাপত্র দিতেছি যে আমি অদ্য হইতে মাসতিনেকের মধ্যে 'যজ্ঞেশ্বর রায়ের কন্যা শ্রীরসময় সেন মহাশয়ের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী আদরিণী রায়কে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আমার সম্বন্ধে উক্ত শ্রীরসময় সেন মহাশয় সর্বপ্রকার আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারী থাকিবেন।

ইতি—

শেষ হলে তিনজনেই পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছেন, ভদ্রলোক বাইরে বাইরে গম্ভীর হলেও, গোঁফের জঙ্গলে কোথায় যেন একটু কৌতুক-হাসি আটকে রেখেছিলেন, একেবারে এমনভাবে হো-হো করে হেসে উঠলেন যে স্থূল শরীরটা দুলে দুলে উঠল। কাগজটার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে ধরেছিলেন, সেটা নিয়ে ফাঁৎফাঁৎ করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন—"কিছু না, কনিষ্ঠের বেয়াদপিটুকু মাফ করতে হবে দাদা। তারপরে আপনাদের দয়া আর ভগবানের সেরকম ইচ্ছে হলে…"

গোলোক চাটুজ্জে বললেন—'একটু খুলে বলুন, আমাদের এই চর্চাই এতক্ষণ হচ্ছিল।…তামাক চলে বোধ হয়?…বেশ। ওরে ছিলিমটা পালটে দিয়ে যা। …হ্যাঁ, তারপর?'

'সংক্ষেপেই আপাতত বলি' দাদা, ভগবান যোগাযোগ ঘটান তখন এ কাহিনী তা আর শেষ হবে না।'—হাসতে হাসতে আরম্ভ করলেন—'অধীনের নাম ঐ মুচলেকাতেই দেখলেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের দক্ষিণে একটা কুঁড়ে নিয়ে আছি, পাঁচ পুরুষের বসবাস। বাড়িতে গৃহদেবতা মদনমোহন, তাঁর একটু ভোগারতির ব্যবস্থা আছে, পাড়ার পাঁচজনে আসে, একটু ভীড়ই হয়, অনেক দিনের পুরণো ঠাকুর। বামনদাসী বলে একটি সদগোপের মেয়ে আমাদের অনুগত, নিত্যসেবার আয়োজনে থাকে। পরশু আরতি হয়ে গেলে আমায় ওপরতলায় একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা বললে তাতে বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে দাদা; আমাদের ওদিকটা একটু জঙ্গুলে, লোক কম, এমনি বেশ একটু সাবধানেই থাকতে হয়। বামনদাসী বললে—কদিন থেকে আরতির সময় একটি বছর তেইশ, চব্বিশের ছেলে এসে দাঁড়াচ্ছে। ও অতটা খেয়াল করেনি, তারপর, যেদিনকার কথা তার হপ্তাখানেক আগে আরতির পর ও বাড়ি যাচ্ছে, খানিকটা গেছে, ছেলেটি পেছন থেকে ডাকলে বামনপিসি বলে। থেমে যেতে সে এক উদ্ভুটে গল্প। ওর দিদিমাকে নাকি এইখানে কোন এক ঠাকুর উঠবেন বলে স্বপ্ন দিয়েছেন, আপাতত রোজ সেখানে এক ঘড়া করে গঙ্গাজল ঢালতে হবে তারপর ঠাকুর মাটি ফুঁড়ে বেরুলে বামনদাসীকেই দেখাশোনা করতে হবে। মেলা আইবুড়ো মেয়ে চারিদিকে জমেছে, ঠাকুর নাকি তাদের হিল্লে করবার জন্যে মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন।

এতদিন বামনদাসী আমায় কথাটা বলেনি, তার কারণ ছেলেটার দৌড়

দেখছিল, এদিকে নজরে নজরে রয়েছিল বেশ আত্তিথ্য দেখিয়ে। এর পর কাল ছেলেটি জানিয়ে গেছে জায়গাটার ঠিক সন্ধান পাওয়া গেছে, আজ সন্ধ্যার পর ওরা চুপি চুপি এসে একটু পরিষ্কার করে ঠিক ওঠবার জায়গাটিতে একটা হাত-ছুয়েকের কঞ্চি পুতে রাখবে। বামনদাসী বেশ নিরিবিলি দেখে কাল থেকে যেন একঘড়া করে গঙ্গাজল ঢেলে দেয়। ঠাকুর না বেরুনো পর্যন্ত যেন জানাজানি না হতে পারে। ওখানে মিত্তিরদের একটা পোড়ো বাগানবাড়ি আছে, তার ভাঙ্গা চৌহদ্দি-পাঁচিলের বাইরে; এদিকে জঙ্গল ওদিকে পাঁচিল। ওদিকের কাহিনী এই দাদা।

সন্ধ্যের আগেই আমি দুজন লোক নিয়ে পোড়োবাড়িটায় গিয়ে উঠলাম উল্টদিক দিয়ে। কিছু হাতিয়ারও নিয়ে দাদা, মিছে কথা বলবনা—জায়গাটা খারাপ, তাছাড়া কি ধরনের লোক ঠিক জানাও নেই, ভাবলাম একটু সাবধান থাকাই ভাল। সন্ধ্যে হয়ে আসতে আমরা গুটিগুটি গিয়ে দেয়ালের পেছনে ঘাপটি মেরে বসলাম। এই মিনিট কুড়িক। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রয়েছি। ‘দুটি ছোকরা চারিদিকে নজর ফেলতে ফেলতে এসে পৌছাল, একজনের বেশ ঢলঢলে চেহারা, মাথায় লম্বা চুল, হাতে একটা মোটা মোটা খাতা, অন্যটির হাতে একটা শাবল। এদিক-ওদিক দেখে থপ করে ঝোপের আড়াল হয়ে গেল। আমি দেওয়ালের ওদিকে ঝোপের আড়াল থেকে নজর রেখে যাচ্ছি। এর পরই আরও দু’জন, দুদিক থেকে। একজনের হাতে গামছায় জড়ানো কি একটা, অন্যটির হাতে থলে, মনে হোল যেন একটু ভারিই। দম বন্ধ করে বসে আছি, এরপর আর একজন। তবে ওরা চারজনে যেমন ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, এ যেন আরও পা টিপে টিপে আঁতুল রোডের দিক থেকে এসে একটা মোটা জেয়ল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন আর কারুর পথ চেয়ে। এক বিচিত্র কাণ্ড, এমনটি কখন দেখিনি দাদা? এরপর অনেকখানি সময় গেল, যেন যার আসবার কথা এসে পড়ছে না বলে এরাও যা করবার শুরু করতে পারছে না!...দিন দাদা, সাজিয়ে আনলেন আমার জন্যে, ছোটভাইয়ের কথা ভুলে নিজেই টেনে যাচ্ছেন।’

নকুলে মানুষে বলে মনে হয়। হেসে কথাটা বলে গোটা তিনেক টান দিয়েই হো-হো করে হেসে উঠলেন। এঁরা বিস্মিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করবার আগেই নিজেই বলে উঠলেন—‘ছেলেবেলায় ল্যাবেঞ্চুশ কখনও শেষ পর্যন্ত চুষে শেষ করতে

পারতেন দাদা ? আমি তো পারতাম না, এখনও পরখ করে দেখেছি, পারি না, কুট করে কামড় দিয়ে বসি। কথাটা এইজন্যে বলছি, কী যে রোগ, শেষরক্ষা করতে পারি না কোন কাজেই, কেমন যেন ধৈর্য হারিয়ে বসি। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এই চারজনের মধ্যে যেই একজন চাপা গলায় বলেছে—'তাহলে শুরু করেই দিই আয়।'—আমি আর থাকতে না পেরে—কে ? কৌন হায়'!—বলে এদিক থেকে উঠলাম ঠেলে—তারপর—ওফ!—সে ছোকরাও গাছের আড়াল ছেড়ে এগিয়ে আসছিল—পাঁচজনে একেবারে পড়ি-তো মরি করে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট—ওফ্,—সে দৃশ্য যদি দেখতেন দাদা !…

আগুন ছিটকে পড়ায় ভয়ে হুঁকোটা পাশে রেখে দুলে দুলে হাসি। অবস্থাটা অনুমান করে এঁরাও কমবেশী করে যোগ দিয়েছেন। ভুবন মুকুজ্জে তারই মাঝে বললেন—'যেন আঁচ পাচ্ছি একটু। কিন্তু হাওয়াই হয়ে গেল সব তো মুচলেকাটা এল কোত্থেকে ?'

রসময় হাসি চাপতে চাপতে বললেন—'দু'জনকে আটকে ফেলি দাদা। ঝোপের ভেতরের একজন—এই রাজেন বলে ছেলেটি—নিরীহই বলে মনে হোল, তারপর নিরীহ হলে যেমন হয় ; অপরটির নাম বললে, গোরাচাঁদ। একটু বেশী মোটা কাপড় প্রায় খুলে গেছে, আমার একজন লোক গিয়ে ধরে ফেললে একটু যেন বেশি ভীরু, তাইতে ধমক দিতে আর পুলিশের ভয় দেখাতে কথাটাও বেরিয়ে গেল। অবিশ্যি, যতটা পারলে রেখে ঢেকে বলবারই চেষ্টা করলে, তবে তার মধ্যেই টের পাওয়া গেল, রাজেন বাবাজীর বিয়ের জন্যেই নাকি এই স্বপ্নাদেশের ব্যবস্থা …দাঁড়ান দাদা কী যে কাণ্ড।

—হুঁকোটা টেনে নিয়ে, চাপা হাসির মধ্যে গোটাকতক টান দিয়ে ভুবন মুখুজ্জের দিকে বাড়িয়ে বললেন—'পরিচয়টাও ভালো করে নিয়ে নিয়েছি দাদা, তারপর—তারপর—ওটুকু আমার একটু দুষ্টুবুদ্ধি। একটি ভাগনী আছে বিয়ের যুগ্যি—বললাম, নরানাং মাতুলক্রমের মন নারীনামেরও মাতুলের মতন চেহারা হয়, সুতরাং লুকিয়ে ফল নেই যে আমার ভাগনীও মুখ-চোখ-রং-কাঠামো আমার মতনই হবে—বিয়ে দিতে পারছি না, যখন হাতের মধ্যে পেয়ে গেছি, মুচলেকা দিয়ে তাকেই বিয়ে করতে হবে, নয়তো থানা পুলিশ। শুনেই তো চক্ষু চড়কগাছ দাদা! আমার মুখ থেকে আর নজর সরাতে পারে না—কিন্তু তখন আর ছাড়ছে কে ?…

বাঁ হাতে পেট চেপে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন।

রামজয় বললেন—আনলেন না কেন ধরে? আমি আজই ঝুলিয়ে দিতাম—হ্যাঁ, ঐ মেয়ে—মেয়েই তো একটা। আর দিনক্ষণ দেখতে যেতাম?'

—হাসির ছোঁয়াচ মাঝে মাঝে লাগছে, তবে ভেতরে ভেতরে উত্তপ্তই হয়ে উঠেছেন।

গোলক চাটুজ্জে হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়েছেন, বললেন—'তা মন্দ বলনি। ঐ একটার কোনরকমে হয়ে গেলে কাজে-কর্মে মন বসানো যায় সব কটার। শিবপুর যেন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।'

রামজয় ঘুঁটিগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে লুফছিলেন, কী যেন বলতে চান, একটু গম্ভীর হয়েই। হঠাৎ আবার হেসে উঠে বললেন—'কিন্তু আমার কাহিনী যে এখনও শেষ হয়নি। তাকে পাবো কোথায় যে ধরে নিয়ে আসব দাদা?'

চুপ করে গিয়ে একটা উদ্গত হাসি চেপে দিয়ে শুরু করলেন—হাঁ খলিফা ছেলে বলতে হয় মশাই, তারিফ না করে পারা যায় না। আমার বৈঠকখানাটা বাড়ি থেকে একটু তফাতে। নিয়ে গিয়ে সেইখানে বসিয়ে এইসব করছি হবু জামাই আর তার বন্ধু নেতিয়ে পড়েছে। মিষ্টি আনিয়ে ওরই মধ্যে একটু স্তোক দিয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করছি বোঝাচ্ছি—যে করেই হোক একটা সম্বন্ধ দাঁড়াতেই যাচ্ছে একটু মিষ্টিমুখ করুক, বন্ধুটি—সেই গোরাচাঁদ তুলেও নিয়েছে একটা রাজভোগ এমন সময় হঠাৎ—'তোরা এইখানে!!'

কানে যেতেই ঘুরে দেখি দোরের কাছে তেসরা একজন, দলের মধ্যে এর আগে দেখিনি। ঐ বয়সীই, হয়তো একটু বড় হবে আর বেশ এক্সারসাইজ করা চেহারা। ভাবগতিক সম্পূর্ণ অন্যরকম দাদা। আমায় কোন কথা নয়, একেবারে ওদের ওপর ফেটে পড়ল—'বেশ হয়েছে।' তোরা রাঙামামাকে ভাঁওতা দিতে গেলি কি বলে? আর যাকে যা বলেছিস, বলেছিস, কিন্তু ওঁকে! দিব্যি হয়েছে!'

একটু আটকে আটকে যায় কথা। আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা মেরে গিয়ে হাঁ করে রয়েছি, ওদের ধমকটুকু দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে খুব নরম আওয়াজে বললে—একবার উঠবেন মামা দয়া করে?'

খেলা বয়েসকালে আমি অনেক খেলেছি দাদা, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই, রকমসকম দেখে একেবারে যেন বোবা বনে গেছি। ওদের দিকে একবার

চেয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ওই বলল—'নিশ্চিন্দি থাকুন, সাধ্যি নেই উঠতে, আমি রয়েছি কি করতে?'

বাইরে বেশ খানিকটা তফাতে নিয়ে গিয়ে তোৎলামির মধ্যে যা বললে তাতে বুদ্ধিটুকুর যা বাকি ছিল একেবারে লোপ পেয়ে গেল। মাটি ফুঁড়ে ঠাকুর বেরুনো একেবারে সাজানো কথা, আসল ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যে। ভেতরকার ব্যাপারটা হচ্ছে গুপ্তধন। স্বপ্নটপ্নও বানানো, এক বৈরাগী তান্ত্রিক সাধুর বাৎলানো। জেনেও গেছে সবাই জায়গাটা, আজ তাই শাবল নিয়ে খুঁড়তে এসেছিল।

মাথায় চক্কর লেগে গেছে দাদা। ঠিক লোভ নয়—তবে একেবারে নয়ই বা বলি কি করে? আমাতে তো আর আমি নেই। দেখাতে নিয়ে গেল দাদা —শুনেছি কাঁচপোকা যেমন করে আরশোলাকে টেনে নিয়ে যায় তেমনি করেই। ওরা দুজনে সেইভাবেই বসে, শুধু যাওয়ার সময় ঘুরে একটু চোখ পাকিয়ে বলে গেল—খবরদার উঠবিনি। আর আমার লোক দুটোকে একেবারে এ-তল্লাট থেকে সরিয়ে দিতে বললে, একেবারে কেউ জানবে না। যেতে যেতে শুধু আর একটি কথা—আমাদের মেহনৎটা কিন্তু মনে রাখতে হবে মামা। ছ'জন আছি একেবারে যেন বঞ্চিত না হই।

কবে যে মামা হয়েছি জানিনে দাদা, একবার হুঁকোটা একটু বাড়াতে হবে। মোক্ষম কথাটা বলবার আগে একটু দম না করে নিলে চলবে না।'

গোঁফের জঙ্গলে হাসি জমে উঠেছে, হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—

"আর আছেও অল্প। নিয়ে গেল সঙ্গে করে টেনেই বলতে হয়, সাড় তো থাকতে দেয়নি। তারপর প্রায় সেইখানটায় আর একটু উত্তরে ভাঙা পাঁচিলের ধারে এসে বললে—'এপারে নয় মামা, ঐখানটায়।"

হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠছে, বললেন—'যা গুণ করে ফেলেছে দাদা, আমারও মনে হচ্ছে একটু আত্মীয়তা দেখাই। 'কোনখানটা ভাগনে?'—বলে গলা তুলে এক পা এগিয়ে গেছি, পেছন থেকে কোমরের নীচে হাত দিয়ে তুলেই এক রামধাক্কা—'ঐখানটায় মামা ঘ—ঘ-ঘড়ায় ভরা মোহর!!·· ভাঙা পাঁচিল টপকে একেবারে চাপ বনবাদাড়ের ওপর।"

চারজনেই একেবারে ডাক ছেড়ে হেসে উঠেছেন, তারই মধ্যে গোলক চাটুজ্জে দাড়ি মুঠিয়ে বললেন—"আগেই বুঝেছি ঐ আবাগের ব্যাটা এই ধরনের

একটা কিছু মতলব বের করবে। এসে নিশ্চয় দেখলেন ঘর শূন্য ; ঘুরে [illegible]রা করে গেল যে! ঐ ফ্যাসাদ শেষ করে দাও রামজয়। ঐ যে বললাম, এটাকে না গেঁথে ফেললে কোনটারই কাজে মন বসাতে পারা যাবে না। আর তো বিয়েসাদি হয়ে গেল সবার, বাচ্ছাকাচ্ছাও হতে আরম্ভ হয়েছে…"

তামাক পুড়তে লাগল। দাবাও চলল চারজনে মিলে কিন্তু হাসিটা সেদিনকার আসরে কারণে অকারণে ছলকে ছলকে উঠতে লাগল।

বেশি নয়, দিন কয়েক পরের কথা। বিয়ের কথাবার্তা সেইদিন দাবার আসরেই পাকা হয়ে গিয়েছিল, আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত মনে করলে না কেউ।

পুঁটুরানীর ঠাকুরদাদা ভুবন মুখুজ্জে একটু বেশি রহস্যপ্রিয়, সম্বন্ধটাও গণেশের সুবাদে পরিহাসের, তাঁর প্রস্তাব ছিল, রাজেনকে কিম্বা দলের কাউকেই বাসরের আগে মেয়েকে দেখতে দেওয়া হবে না। ওঁর ভাষার—'যেমন কর্ম', কাটাক ভাঁওতায় [illegible]ড় ধুকপুকুনির মধ্যে ততদিন।'

আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে উৎপাত লাগাবেই বলে ওর মাসির বাড়ি একেবারে চাকদায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল [illegible]য়েকে।

ভাঁওতাই। একেবারে বাসরঘরে এদের পাঁচজনকেও নেমন্তন্ন করে ঘোমটা তুলে দেখাল মেয়েরা—

[illegible]রিণী মাতুলের ধারেকাছে দিয়েও যায়নি। নাকটা অল্প একটু হয়তো চাপা, [illegible]বশ টিকোলই, [illegible] মুখখানিতে দিব্যি মানানসই। রং হয়তো ততটা মাজা নয় [illegible]র। শুধু হাসিটি যেন মামার।

মামার গোঁফের-বনের [illegible]কে কৌতুক-হাসিটুকু ভাগনীর পাৎলা ঠোঁটের ওপর যেন আধফোটা একটি বনফুলের মতোই আছে লুটিয়ে।

তাহলে আদরিণীও কি পুঁটুরাণীতে গিয়ে দাঁড়াবে?
